অনুবাদে মেঘদূত : সার্ধশতবর্ষ

প্রথম খণ্ড

১৮১৩—১৮৮৭

ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট.
স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত
রীডার, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উচ্চ মাধ্যমিক), বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী,
বৈষ্ণব কবিতায় কালিদাসের উত্তরাধিকার, গাথাসপ্তশতী ও
বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ, শকুন্তলা ও সীতার
বনবাস : বিদ্যাসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
সম্পাদিত গ্রন্থ : বৈষ্ণব পদাবলীর অনুক্রমণিকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত :
মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ : উত্তরাকাণ্ড,
আত্মকথা ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, বাঙালীর কালিদাসচর্চা : উনিশ শতক

সা হি ত্য লো ক
৩২।৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী ১৩৯৮ । ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯১

প্রকাশিকা : ডঃ মানু জানা
ব্লক—এম/১, ফ্ল্যাট-১৪
৪০/১ রাধানাথ চৌধুরী রোড । কলিকাতা ৭০০০১৫
দূরভাষ : ২৪ ৯২৩৪

মুদ্রাকর : শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে রক্ষিত
'মেঘদূত' পুথির প্রথম তিন পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা : ডঃ নরেশচন্দ্র জানা

অলঙ্করণ : অমিয় ভট্টাচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য
শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ রায়চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

পূর্ব-ভূমিকা

কালিদাস প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ভারতীয় কবিতানিকুঞ্জে পিককুলপতি। তাঁর রচিত 'মেঘদূত' পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যের অন্যতম। অধ্যাত্মচেতনার ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে মেঘদূত ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে এক অনন্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। কালের সঙ্গে কালান্তরের, দেশের সঙ্গে দেশান্তরের সেতুবন্ধনে যদি সাহিত্য সার্থক গণ্য হয়, তাহলে মেঘদূত এক অসামান্য সাহিত্যকৃতি। এমন জনসমাদৃত কাব্য বিশ্বে বিরল। বিশ্বের কাব্যরসপিপাসুর কাছে মেঘদূত স্বর্গীয় সুধা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালীর মধ্যে সর্বপ্রথম কালিদাসের এই অমর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত অভিমত প্রকাশ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেন—'সংস্কৃত ভাষায় যত খণ্ড কাব্য আছে, মেঘদূত সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দশাধিক শতশ্লোকাত্মক খণ্ডকাব্য কালিদাসপ্রণীত। মেঘদূত এরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে; কিন্তু ইহার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।...কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও রাজধানী এবং হিমালয়, অলকা, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যসামান্য সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যদি কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া অংগীকার করিতে হইত' (চতুর্থ সংস্করণের পাঠ গৃহীত)।

কালিদাস মেঘদূত রচনার জন্য কেবল ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বের এক অনন্য কবি বলে পরিগণিত হবেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত প্রতীচ্য মনীষী হোরেস হেম্যান উইলসন সম্পাদিত ও ইংরেজিতে অনূদিত মেঘদূত পড়ে জার্মান মহাকবি গ্যোটে বিমুগ্ধ হয়ে যে আলোচনা করেন তার ফলে উনিশ শতকে পাশ্চাত্যে মেঘদূত চর্চার সাড়া পড়ে যায়। ফলে য়ুরোপীয় নানা ভাষায় মেঘদূতের অনুবাদ ও আলোচনা হতে থাকে এবং সেই অনুবাদ ও আলোচনার ধারা আজো অক্ষুণ্ণ আছে। জার্মান কবি শিলারের Maria Stuart কাব্য মেঘদূতের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই লেখা। আর এদেশে মেঘদূতের অনুসরণে কত যে দূতকাব্য লেখা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাঙালী লেখককুলের মধ্যে উল্লেখ্য দূতকাব্য-কার ধোয়ী ও শ্রীরূপ গোস্বামী। ধোয়ী লেখেন 'পবনদূত' আর শ্রীরূপ 'হংসদূত'। কালিদাসের মেঘদূত বাঙালীর অন্তরের সামগ্রী হয়ে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাহিত্যতীর্থসলিলে অবগাহন করে যিনি অভিস্নাত হয়েছিলেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ী কবি মধুসূদন তাঁর বিখ্যাত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে 'মেঘদূত' কবিতার মাধ্যমে কালিদাসের মেঘদূতকে বন্দনা করেছেন—

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে
দূত-পদে বরি পূর্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।

আর কালিদাসের প্রতিভার সমানধর্মা কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মেঘদূত' কবিতায় কালিদাসের এই কাব্যের মর্মলোকে প্রবেশ করে এক অপূর্ব রসভাষ্য রচনা করলেন—

কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত! মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে।

নিখিল বিরহীচিত্তের প্রতি সমবেদনায় কাতর কবি যথার্থই যেন তাঁদের সবারই গান তাঁর এই অমর কাব্যে গেঁথে রেখেছেন একেবারে চিরন্তনী করে। তাই আজো এ কাব্য রচনার পরে কত শত বছর কেটে গেছে, কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটেছে, তবু এর অন্তর্নিহিত চিরন্তন সৌন্দর্য প্রেম ও বিরহভাবনা নিয়ে এ কাব্য রসিকহৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন পেতে রেখেছে।

সংস্কৃত আলংকারিদের ভাষায় মেঘদূত 'খণ্ডকাব্য', একালের সমালোচকদের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'গীতিকাব্য'। একথা যথার্থই যে, মেঘদূত বিশালব্যাপ্ত কাহিনীযুক্ত ভাবসমন্বিত এক পূর্ণাংগ মহাকাব্য নয়। মেঘদূতের কাহিনী অতি সামান্যই। প্রভুর অভিশাপে অভিশপ্ত-নির্বাসিত এক যক্ষ রামগিরি পর্বতে তার বর্ষকালভোগ্য বিরহের দিনগুলি যাপনের সময় একদিন আকাশে আষাঢ় মাসের নবমেঘের সঞ্চার দেখে উদ্বেলচিত্ত হয়ে ওঠে এবং মেঘকেই সে তার প্রিয়ার কাছে দূত করে পাঠাতে চায়। অন্তর্গূঢ় বিরহের তীব্রতা তার স্বাভাবিক বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে, চেতন-অচেতনের ভেদরেখা তার কাছে অবলুপ্ত হয়েছে, তাই 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' অচেতন মেঘকে সে অনায়াসেই দৌত্যকর্মে নিয়োগ করে। তার একাজে কোনোই অসংগতি নেই বলা চলে—কেননা—'কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'। বিরহসন্তাপিত যক্ষ তাপ-মোচনকারী মেঘের কাছে সহৃদয় অনুকূলতা আশা করেছে, কারণ 'সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্' আর বলেছে যে, মেঘ যেন যক্ষের দূত হয়ে অলকাপুরীতে তার বিরহিণী প্রিয়তমার কাছে যক্ষের হৃদয়-বার্তা নিয়ে যায়। এই সামান্য বিষয় নিয়ে রচিত মেঘদূত কিন্তু ভাবের ব্যঞ্জনায় অখণ্ড পরিপূর্ণতাকে বহন করছে। শতদলের প্রত্যেকটির সম্মিলনে যেমন একটি সুপরিণত কমল বিকশিত হয়ে ওঠে, মেঘদূতও তেমনই কবির স্বচ্ছন্দ উদার শ্লোকরাশি নিয়ে একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর

অনুপম মহাকাব্যরূপে গড়ে উঠেছে। আকারে ক্ষুদ্র হলেও অপ্রমেয় কাব্য-সৌন্দর্যে এ যেন কালিদাসের এক মহতী রচনা।

মেঘদূতের বিষয়বস্তুর দুটি ভাগ—একটি ভাগে মেঘকে দৌত্যকর্মে নিয়োগ এবং যে পথ দিয়ে সে 'কামনার মোক্ষধাম' অলকাপুরীতে যাবে সেই পথের অপরূপ সুন্দর বর্ণনা, অপর ভাগটিতে বিরহবেদনানিষণ্ণা প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে যক্ষের সন্দেশ। এই দুটি ভাগকেই সাধারণভাবে পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কালিদাস এই দুটি ভাগ করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। পূর্বমেঘে যক্ষ মেঘকে তার যাত্রাপথের বর্ণনা দিতে গিয়ে কোন কোন দেশ সে অতিক্রম করে যাবে, কোথায় পথের শ্রান্তি অপনোদনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করবে, ভ্রূবিলাসঅনভিজ্ঞ জনপদবধূ, উজ্জয়িনী নগরের বরবর্ণিনী কে-ই বা কোথায় তাকে কেমনভাবে সমাদর করবে সে সব অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে। পথের এই বর্ণনা শুধু কতকগুলি প্রাচীন ভৌগোলিক তথ্যকেই তুলে ধরেনি। এর ছত্রে ছত্রে প্রণয়ীচিত্তের কামনার রঙ মিশেছে, নীরস ভৌগোলিক বিবরণ কল্পনার ঐশ্বর্যে, ঐকান্তিক সমবেদনার কোমল স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। কবির লেখনীর অমৃতনিষেকে গিরিনদীঅরণ্যে-ভরা নৈসর্গিক জড় জগৎ হয়ে উঠেছে প্রাণময়, চৈতন্যময়।

পূর্বমেঘে যক্ষের বিরহবেদনাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করে দিয়ে উত্তরমেঘে অলকাপুরীতে মেঘের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। 'লক্ষ্মীর বিলাসপুরী' এই অলকার বর্ণনায় সকল প্রাপ্তির সুষমা মিশে আছে। নিত্য উৎসবের, নিত্য যৌবনের এবং নিত্য ভোগের লীলাভূমি অলকা এক আনন্দময় মোক্ষধাম। সেখানে বিদ্যুদ্বর্ণা সুন্দরীদের অপরূপ কুসুমভূষণ, ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত কাননভূমিতে নিত্য-পুষ্পের সমারোহ, হংসশোভিত সরোবরে সুবর্ণপদ্মের বিকাশ, শর্বরীতে নিত্য জ্যোৎস্নার আলোক-উজ্জ্বলতা। সেই অনন্তসৌন্দর্যময় অলকায় যক্ষপুরীতে 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' যক্ষপ্রিয়া বিরহব্রতচারিণী, দয়িতের চিন্তায় ভাববিধুরা, প্রাচীমূলে অস্তপ্রায় ক্ষীণ শশিরেখাতুল্য শয্যাপ্রান্তে লীনতনু। তারই কাছে মেঘের দৌত্য করার জন্য, তাকেই তার বার্তা জানিয়ে সমাশ্বস্ত করার জন্য যক্ষ মেঘের সহৃদয় সহায়তা কামনা করেছে। বিনিময়ে যক্ষ কেবল কামনা করতে পারে—'মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ'।

মেঘদূত কাব্যে কবি কালিদাস বেদনার্ত যক্ষের যে মর্মবেদনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর নিজের সহৃদয় চিত্তের করুণাবিগলিত স্পর্শে ব্যক্তিগত বেদনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে 'বিশ্বের বিরহী যত' সকলের হৃদয়াকূতিকে প্রকাশ করেছে। কবির একান্ত মন্ময়ী ভাবনা এইভাবে ঐকান্তিক গাঢ়তা ও গূঢ়তা লাভ করে সার্বজনীন অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়ে মেঘদূতকে এক অদ্বিতীয় শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। সেই সঙ্গে সঘন সংগীতময় শ্লোকের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধীরললিত গতি এর রসানুভূতিকে পুষ্ট করে তাকে বিশ্বের সকল বিরহীর অন্তরের সম্পদ করে তুলেছে।

উত্তর-ভূমিকা

উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ। এযুগে শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যেমন য়ুরোপীয় ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে, তেমন স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির গরিমা আবিষ্কারে মনোযোগী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে শুরু হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদচর্চা। এই অনুবাদ-চর্চায় স্বভাবতই প্রাধান্য পেয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রচনা, বিশেষ করে তাঁর অমর সৃষ্টি 'মেঘদূত'। কালিদাসের রচনার অনুবাদকদের মধ্যে অনেকে হাত বাড়িয়েছেন মেঘদূতেরই দিকে। এর কারণ দুটি। প্রথম, মেঘদূতের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও কাব্যগৌরবের অসামান্যতা। দ্বিতীয়, অনন্য মন্দাক্রান্তা ছন্দকে সংস্কৃতের গণ্ডীর বাইরে রূপ দেবার দুর্মর প্রলুব্ধতা। ধারণা যে, এ থেকেই খ্যাত-অখ্যাত পণ্ডিত-অপণ্ডিত কবি-অকবি সকলেই মেঘদূতের অনুবাদ-কর্মে বিপুলতর উৎসাহ দেখিয়েছেন।

অনুবাদে মেঘদূত : সার্ধশত বর্ষ-এর সময়সীমা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। গৃহীত সময়-সীমায় বাঙালী অনূদিত বা বাংলাদেশে প্রকাশিত এমন এবং যথাপ্রাপ্ত সব কটি পদ্যানুবাদই কেবল এই সঙ্কলনে অন্তর্ভুক্ত করেছি, মাত্র একটি গদ্যানুবাদ ছাড়া। গদ্যানুবাদ প্রধানত মূলানুগ এবং এজন্য তাতে মূল রচনা-অতিরিক্ত রসবৈচিত্র্য সৃজিত হয়নি। একারণে গদ্যানুবাদগুলি অন্তর্ভুক্ত করিনি। তবে কেন একটি গদ্যানুবাদ সঙ্কলন-ভুক্ত করেছি তার কৈফিয়ৎ দিই। এটি যে গ্রহণ করেছি তার মুখ্য কারণ ঐতিহাসিকতা (প্রথম বঙ্গানুবাদ) এবং এছাড়াও মূল কাব্যের যথাযথ ভাব ও অর্থের সংগে পাঠক সাধারণকে পরিচিত করা যা পদ্যানুবাদে সম্ভব নয়। পদ্যানুবাদ একরকম বলা যেতে পারে মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লেখা স্বতন্ত্র কাব্য।

মহাকবি কালিদাসের বিশ্ববিশ্রুত রচনা মেঘদূতের প্রথম অনুবাদ করেন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচ্যবিদ্ পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন। ইংরেজিতে ও পদ্যে কৃত অনুবাদটি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। মেঘদূতের প্রথম বঙ্গানুবাদ কলকাতা থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বার হয়। পণ্ডিতমহলে ধারণা রয়েছে যে, লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ এই অনুবাদটি করেন কিন্তু তা যথার্থ নয়। প্রকৃত অনুবাদক আনন্দচন্দ্র শিরোমণি। অনুমান যে, অনুবাদটি ছাপানোর জন্য আনন্দচন্দ্র শিরোমণির অজ্ঞাতসারে লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ তাঁদের নামে অনুবাদটি চালানোর চেষ্টা করেন। পরে আনন্দচন্দ্র শিরোমণি তা জেনে প্রতিবাদ করায় তাঁরই নামে অনুবাদটি প্রচারিত হতে থাকে। সমগ্র বিশ্বে এটির একটিমাত্র কপি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে (অধুনা দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী) সংরক্ষিত আছে। এঁরই নামে অনুবাদটি নিয়েছি। এঁর অনুবাদ ছাড়া মেঘদূতের যে-কটি গদ্যানুবাদ এই সময়সীমায় প্রকাশিত হয়েছে সে-কটির কেবল নামোল্লিখিত (প্রথম প্রকাশকালসহ) হল। বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। যে গদ্যানুবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে তা এই—

উগ্রকণ্ঠ চক্রবর্তী ১৮৮১ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ১৮৯১ উপেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় (বেণীমাধব ন্যায়তর্করত্ন অনূদিত) ১৮৯৪ নবকুমার বসু (কালীপদ বিদ্যারত্ন সংশোধিত) ১৮৯৫ হরলাল গুপ্ত ১৮৯৫ বংগভূমি কার্য্যালয় ১৮৯৯ নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৯০০ বিধুভূষণ গোস্বামী ১৯০১ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ১৯১৫ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ১৯১৬ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ১৯২০ সারদারঞ্জন রায় ১৯২৮ রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৯২৯ গুরুনাথ ভট্টাচার্য ও কালীপদ তর্কাচার্য ১৯৩৪ রাজশেখর বসু ১৯৪৩ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ১৯৫০ নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ ১৯৬০।

মেঘদূতের বাংলায় পদ্যানুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বপ্রথম করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৯১৬ সম্বৎ) এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে (১৯১৭ সম্বৎ) প্রথম প্রকাশিত বলে যে ধারণা সুধীসমাজে রয়েছে, তা যথার্থ নয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম প্রকাশে (১৯১৬ সম্বৎ), পুনর্মুদ্রণে (১৯১৭ সম্বৎ) ও দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০৩ সাল, বৈশাখ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদক হিসাবে নাম ছিল না। ১৩১৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্কলিত 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দিয়ে অনুবাদটি পুনঃপ্রকাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় মেঘদূত-অনুবাদের সর্বশেষ সংস্করণ তাঁর 'কাব্যমালা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয় (১৩২৭ সাল)।

অনুবাদগুলির গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের কালানুসারেই ক্রম বিন্যস্ত করেছি, অনুবাদকের জন্ম-সন দিয়ে নয়। রংগলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘদূতের অনুবাদ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর বহু পরে প্রকাশিত হয়েছে (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ / ১৩৬৬ সাল)। রংগলালের মৃত্যু-বর্ষ তাঁর অনুবাদ-কর্মের শেষ সময়সীমা ধরেছি এবং তাই-ই প্রকাশকাল হিসাবে গণ্য করে কালানুক্রমিকতা রক্ষা করেছি। অনুবাদকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত অনুবাদের সর্বশেষ সংস্করণের পাঠই গৃহীত হয়েছে। মূল রচনার ভাষা, বানান ও ছেদচিহ্ন যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। তবে যেখানে একই শব্দের ভিন্ন বানান ব্যবহার—যেমন, কৈলাশ ; কৈলাস—লক্ষ্য করেছি (মুদ্রণ-প্রমাদের ফলে এরূপ ঘটেছে মনে করি) সেখানে প্রচলিত বানানপদ্ধতি-অনুসারে যা সঠিক তাই নিয়েছি। ছাপার ভুল বলে যা মনে হয়েছে তা সংশোধন করেছি।

মেঘদূতের শ্লোক সংখ্যা নিয়ে বেশ গোলমাল আছে। বল্লভদেব মেঘদূতের ১১১টি, দক্ষিণাবর্তনাথ ও পূর্ণসরস্বতী ১১০টি শ্লোকের টীকা করেছেন। আর কালিদাসের কাব্যের প্রখ্যাত টীকাকার মল্লিনাথ ১১৮টি শ্লোকের টীকা রচনা করেছেন। বাঙালী টীকাকার ভরত মল্লিক ১১৪টি শ্লোকের টীকা রচনা করেছেন। কয়েকজন ভিন্ন সব অনুবাদকই মল্লিনাথ-গৃহীত ১১৮টি শ্লোকের অনুবাদ করেছেন, দেখা যায়। যাঁরা মল্লিনাথ-স্বীকৃত শ্লোক থেকে বেশি বা কম ধরেছেন, তাঁদের অনুবাদ-দৃষ্টে তা জানা যাবে। সকলেই অনুবাদের সঙ্গে মূল দেননি। যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন (হৃষীকেশ শাস্ত্রী) কেবল নাগরীতে আর সবাই বাংলাতে। প্রতি অনুবাদকের প্রদত্ত মূল উদ্ধৃত করা অর্থ-

হীন, তাই কেবল সঙ্কলন-গ্রন্থটির সূচনায় বাংলা হরফে মূল একবারই প্রদত্ত হয়েছে। পাঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত মেঘদূত-নির্ভর। শ্লোকসংখ্যা মল্লিনাথ-অনুযায়ী। নীচে তদতিরিক্ত শ্লোকও স্থান দিয়েছি, কেননা, কোনো কোনো অনুবাদকের অনুবাদে তা গৃহীত। যেখানে নাগরী হরফ ছিল, তা বাংলা হরফে রূপান্তরিত করেছি। ইংরেজিতে ও সংস্কৃতে রচিত অন্বয়, টীকা ইত্যাদি বর্জন করেছি। আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করলে মূল বইটি দেখে নিতে পারেন। গ্রন্থশেষে অনুবাদক ও অনুবাদ-প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে। অনুবাদগুলির মূল্যায়ন করার অবকাশ এক্ষেত্রে নেই এবং তা অনাবশ্যকও। রসজ্ঞ পাঠকেরা তা নিরূপণ করবেন।

সাত খণ্ডে প্রকাশিতব্য (ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে যথাক্রমে মেঘদূত-নির্ভর রচনা ও মেঘদূত-বিষয়ক আলোচনা কালানুক্রমিক মুদ্রিত হবে) প্রায় অর্ধশত পদ্যানুবাদগুলির দু-একটি ছাড়া বাকি সবই অতিদুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে বহু গ্রন্থাগারে অনুসন্ধান করে এগুলির হদিস পেয়েছি। যে-সব গ্রন্থাগারে অনুবাদগুলি পেয়েছি, সে-সব গ্রন্থাগারের নাম ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা নির্দেশ করেছি। যে-সব গ্রন্থাগারে খোঁজ নিতে পারিনি, সে-সব গ্রন্থাগারে অনুবাদগুলি থাকতেও পারে। উৎসাহী গবেষক-পাঠকেরা তা অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন। অনেকক্ষেত্রে বইগুলি এতই জীর্ণ ও গলিতপত্র যে, গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করার অনুমতি পর্যন্ত দিতে চাননি। অনেক অনুনয়-বিনয় করে তা মিলেছে। অমূল্য অনুবাদগুলি বিনষ্ট হতে চলেছে, পুনর্মুদ্রণের দ্বারা এগুলিকে রক্ষা করা প্রয়োজন ভেবে অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রম-সহকারে দিনের পর দিন গ্রন্থাগারগুলিতে বসে নকল করেছি। ভারতবর্ষে কোনো কপি নেই এমন একাধিক অনুবাদ গ্রন্থের জেরক্স কপি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী (দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী) থেকে বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করেছি। গৃহিণীর 'গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব' পরিহাস সত্ত্বেও অনুবাদগুলির সংগ্রহে অনন্যমনা হয়েছি নিছক কালিদাস-প্রীতির বশে, খ্যাতি সম্মান বা কোনো পুরস্কার-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়।

সুপরিচ্ছন্ন মুদ্রণে শোভন আকারে বইটি বার করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সাহিত্যলোক-এর রুচিমান কর্ণধার, গ্রন্থ-প্রকাশনা জগতে খ্যাতিমান শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। এজন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘদূতের রসাস্বাদগ্রহণে সংস্কৃতানভিজ্ঞ সুধী-সমাজে আগ্রহ সঞ্চারিত হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব এবং আমার সময়-শ্রম-অর্থব্যয় সার্থক বলে গণ্য করব। সহৃদয় পাঠক সঙ্কলন ও সম্পাদন-কার্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বাধিত হব। ইতি—

আষাঢ়ের প্রথম দিবস
তেরোশো আটানব্বই

শ্রীনরেশচন্দ্র জানা

যাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ দেখার
দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি
তিনি
সুকুমার সেন
সুদূর প্রবাসে থেকে যাঁরা অকুণ্ঠ
সাহায্য করেছেন
তাঁরা
প্রতিভা বিশ্বাস দীপালি ঘোষ
(দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী)
এখানে যাঁদের সহায়তা পেয়েছি
তাঁরা

চিত্রা দেব শক্তিদাস রায় সুনীল দাস [আনন্দবাজার পত্রিকা লাইব্রেরী] অজয়কুমার সেন অমিতা চট্টোপাধ্যায় অশ্বিনীকুমার মণ্ডল অশোককুমার নাথ উপেন্দ্রনাথ সরদার ঊর্মা শিকদার কল্পনা দাশগুপ্তা কৃষ্ণা চক্রবর্তী গঙ্গোপাধ্যায় দিলীপকুমার মিত্র নিখিলচন্দ্র ঘোষ নিখিলরঞ্জন ঘোষ পীযূষকান্তি সরকার বিমলেন্দু সেনগুপ্ত ভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী রণজিৎ সরকার রমেশচন্দ্র সমাদ্দার শঙ্করনাথ ভাদুড়ী শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্তোষকুমার সাহা সবুজ দাশগুপ্ত সলিলকুমার চক্রবর্তী সীতারাম মাঝি হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী [আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী] অমিয় কুমার ডোগরা [আশুতোষ কলেজ লাইব্রেরী] শুভাশিস দাস [আড়িয়াদহ অ্যাসোসিয়েশন লাইব্রেরী অ্যাণ্ড লিটারারী ক্লাব] অলোক দত্ত [ইণ্টালী ইনষ্টিটিউট, বর্তমান নাম : রাজলক্ষ্মী শূর স্মৃতি পাঠাগার] অশোককুমার ঘোষ [ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন] কালীকৃষ্ণ দাস [দি ইণ্ট লাইব্রেরী] অশোক দেব গণেশ পয়ড়া নিবেদিতা সরকার প্রণবেশ চক্রবর্তী [উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী] বাসন্তী নন্দন মিতালি চট্টোপাধ্যায় [এসিয়াটিক সোসাইটী] অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় [কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম] হরিদাস দাস [দি ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী] প্রভাসকুমার চক্রবর্তী মধুসূদন ভট্টাচার্য রাজকিশোর রাও সনৎকুমার বিশ্বাস সুশান্তকুমার মণ্ডল [ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী] অমূল্যরতন চক্রবর্তী এলা মজুমদার দাশ চিন্ময় নন্দ বিজয়কুমার প্রধান সৌম্যেন্দ্রনাথ সেন রতন দাশ [ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী] সুনীল চট্টোপাধ্যায় [কেরী পাবলিক লাইব্রেরী] দিলা চট্টোপাধ্যায় [চন্দননগর পুস্তকাগার] অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সৌম্যেন্দু সেন [চৈতন্য লাইব্রেরী] আশীষ মুখোপাধ্যায় [জনাই সাধারণ পাঠাগার] মলয় সরকার [ঢাকুরিয়া পাবলিক লাইব্রেরী] ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ [তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী] তাপস গুহ [দক্ষিণ কলিকাতা বান্ধব সমিতি] অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় [নজরুল পাঠাগার] চিত্তরঞ্জন

তালুকদার প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস বাসন্তী দেবনাথ [প্রেসিডেন্সী কলেজলাইব্রেরী] রত্নেশ্বর দাসগুপ্ত [বঙ্গবাসী কলেজ লাইব্রেরী] অরুণচাঁদ দত্ত অরুণা চট্টোপাধ্যায় প্রশান্তকিশোর রায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় খতন রাম যামিনী-মোহন আদক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ] অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় [দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী অ্যাণ্ড ইয়ং মেনস্ ইন্‌স্টিটিউট] অরুণ দে মুক্তিনাথ সিংহ কার্ত্তিকচন্দ্র দাস [বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী] নির্মল মণ্ডল [বালী সাধারণ গ্রন্থাগার] পীযূষকান্তি সিংহ [বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী] প্রতাপকুমার সাহা শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [বিবেকানন্দ সোসাইটি গ্রন্থাগার] রঞ্জন সেন [বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরী] দ্বিজদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী] সিদ্ধেশ্বর রায় [বিদ্যাসাগর কলেজ লাইব্রেরী] গৌরহরি সিংহ [বীরসিংহ বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল লাইব্রেরী] সুচেতা হোম রায় [বেথুন কলেজ লাইব্রেরী] শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় [বৈদ্য-বাটী দি ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন] অমিত বিশ্বাস সুদীপ দাস [ভারতী পরিষদ] অজয় সোম [ভিক্টোরিয়া কলেজ লাইব্রেরী] ইভা রায় গোবিন্দবল্লভ চৌধুরী রমা কাঞ্জিলাল সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় [যোগমায়া দেবী কলেজ লাইব্রেরী] গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীপ্তকুমার দাশ [রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী] নবকুমার সিংহ [রামমোহন লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ফ্রি রিডিং রুম] গোপীনাথ সেন সন্তোষকুমার দত্ত সৌরেন হালদার [শান্তি ইন্‌স্টিটিউট] মৃণাল সেন সবিতা বিশ্বাস [শান্তিপুর সাহিত্য পরিষৎ] কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায় জল্পনা গঙ্গোপাধ্যায় সুষমা ভাদুড়ী [সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী] মধুসূদন চক্রবর্তী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় [সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ] কবিতা রায় [স্কটিশচার্চ কলেজ লাইব্রেরী] লতিকা ভট্টাচার্য [সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী] অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য [সিটি কলেজ লাইব্রেরী] জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী [সুরেন্দ্রনাথ কলেজ লাইব্রেরী] তারাপদ দত্ত [সেণ্ট পলস্ কলেজ লাইব্রেরী] কৃষ্ণা ঠাকুর [হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী] সরস্বতী মিশ্র [হুগলী মহসীন কলেজ লাইব্রেরী]

অজিতকুমার ঘোষ [প্রাক্তন সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ] অনিল-কুমার দত্ত [প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী] অরুণাভ সেনগুপ্ত [কবি ৺প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র] অলোক রায় [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্কটিশচার্চ কলেজ] তুষারকান্তি মহাপাত্র [সচিব, বাংলা পুথি ও প্রকাশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] নির্মল চৌধুরী [প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী] পশুপতি শাশমল [অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী] পাঁচুগোপাল মৈত্র [প্রাক্তন সহ-গ্রন্থাগারিক, আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী] পীযূষকান্তি মহাপাত্র [অধ্যাপক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] প্রতাপকুমার মুখোপাধ্যায় [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মৌলানা আজাদ কলেজ] প্রবীরকুমার সান্যাল

বিজয় দাস শ্যামলেন্দু মিত্র [কলা ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব কার্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] প্রশান্তকুমার পাল [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ] বন্দিরাম চক্রবর্তী [প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ] বসন্তকুমার সামন্ত [প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হুগলী মহসীন কলেজ] বাসুদেব মোশেল [গবেষণা পরিষদ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়] বিজিতকুমার দত্ত স্বপন বসু [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়] ভবতোষ দত্ত [প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্ব-ভারতী] মিহিরকুমার ভট্টাচার্য [প্রাক্তন উপ-গ্রন্থাগারিক, ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী] মীরা রায় [পুঁথিশালাধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] সবিতেন্দ্রনাথ রায় [মিত্র ও ঘোষ] সুখময় মুখোপাধ্যায় [অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী] সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় [সচিব, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়] সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় [অধ্যাপিকা, ইংরেজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

মেঘদূতম্

কালিদাসপ্রণীতম্

মেঘদূতম্

পূর্ব্বমেঘঃ

কশ্চিত্ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥ ১
তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২
তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতো-
রন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩
প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্ ।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪
ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ ।
ইত্যৌত্সুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫
জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬
সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তত্ পয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধবিশ্লেষিতস্য ।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্যা ॥ ৭
ত্বামারূঢ়ং পবনপদবীমুদ্গৃহীতালকান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯
তাঞ্চাবশ্যং দিবসগণনাতৎপরামেকপত্নী-
মব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০
কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণসুভগং গর্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ
সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১
আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২
মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩
অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎসরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪
রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎপুরস্তা-
দ্বল্মীকাগ্রাৎপ্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎপশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬
ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্ধ্না
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ-
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮
স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং
তোয়োৎসর্গদ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯
তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০
নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূতপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধারণ্যেষ্বধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১
অম্ভোবিন্দুগ্রহণরভসাংশ্চাতকান্ বীক্ষমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিতসময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরীসম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥ ২২
উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবসেৎ ॥ ২৩
পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফলশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৪
তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৫
নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্যস্ত্রীরতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৬

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৭
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৮
বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৯
বেণীভূতপ্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ৩০
প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩১
দীর্ঘীকুর্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥ ৩২
জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩৩
ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজোগন্ধিভির্গন্ধবত্যা-
স্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতিস্নানতিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৪
অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ॥ ৩৫

পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৬
পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৭
গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৮
তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৯
তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোঽপি হর্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৪০
গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্যা-
ন্মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪১
তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥ ৪২
ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥ ৪৩
তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৪

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥ ৪৫
আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্তিম্ ॥ ৪৬
ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগনগতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টী-
রেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥ ৪৭
তামুত্তীর্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতাবিভ্রমাণাং
পক্ষোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণশারপ্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্বন্ দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৯
হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা-
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা ॥ ৫১
তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগতযমুনাসঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২
আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্রত্রিনয়নবৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫৩

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধসংঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিতচমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারাসহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তিপ্রশমনফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥ ৫৪
যে সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লংঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্বীথাস্তুমুলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ ॥ ৫৫
তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্ধ্বমুদ্ধূতপাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥ ৫৬
শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্যমাণাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৭
প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্যগায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৮
গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৯
উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃকৃত্তদ্বিরদদশনচ্ছেদগৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৬০
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬১
তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্মলব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়ালোলাঃ শ্রবণপরুষৈর্গর্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥ ৬২

হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ
কুর্বন্ কামং ক্ষণমুখপটপ্রীতিমৈরাবতস্য ।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুমকিশলয়ান্যাংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬৩
তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্তগঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্ ।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈর্বিমানা
মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৪

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্ ।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥ ১
হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥ ২
যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাপ্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ ॥ ৩
আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি ॥ ৪
যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রীসহায়াঃ ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীরধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥ ৫
মন্দাকিন্যাঃ পয়সি শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভি-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥ ৬

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥ ৭
নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমী-
রালেখ্যানাং স্বজলকণিকাদোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি॥ ৮
যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরতজনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধাপগমবিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজললবস্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ॥ ৯
অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্বিশন্তি॥ ১০
গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥ ১১
মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গপ্রহিতনয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ॥ ১২
বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ॥ ১৩
তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্ধিতো মে
হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ॥ ১৪
বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥ ১৫

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনককদলীবেষ্টনপ্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিততড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ১৬
রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭
তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮
এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯
গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০
তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২
নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্তি ॥ ২৩
আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪

উত্‌সঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চি-
দ্ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫
শেষান্মাসান্ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
মত্‌সঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬
সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।
মত্‌সন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ ॥ ২৭
আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮
পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাত্‌সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্ ॥ ২৯
নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাত্ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্।
মত্‌সম্ভোগঃ কথমুপনয়েত্ স্বপ্নজোহপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোত্‌পীড়রুদ্ধাবকাশাম্ ॥ ৩০
আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শক্লিষ্টাময়মিতনখেনাসকৃত্ সারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাত্ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৩১
সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোত্‌সঙ্গে নিহিতমসকৃদ্দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৩২
জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষং তে নিখিলমচিরাত্ ভ্রাতরুক্তং ময়া যত্ ॥ ৩৩

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্ ।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪
বামশ্চাস্যাঃ কররুহপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা ।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫
তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব ।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিত্
সদ্যঃকণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৬
তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭
ভর্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্ ।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ৩৮
ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈব ।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপগতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৩৯
তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্তুং
ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্যাশ্রমস্থঃ ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৪০
অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন ।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১
শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্য-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্ ।
উত্পশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্ ।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ৪৪
মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দয়াশ্লেষহেতো-
র্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু ।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥ ৪৫
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তত্ক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৬
সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাত্ ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥ ৪৭
নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তত্কল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্ ।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮
শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা ।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৯
ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা ।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃত্ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫০
এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাদসিতনয়নে মষ্যবিশ্বাসিনী ভূঃ ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫১

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি
প্রাতঃকুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২
কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্তিনো মে
সৌহার্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪

সমাপ্তম্।

মল্লিনাথ টীকা রচনা করেননি এমন শ্লোক—

পূর্ব্বমেঘঃ

অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং সানুমাংশ্চিত্রকূট-
স্তুঙ্গেন ত্বাং জলদ শিরসা বক্ষ্যতি শ্লাঘমানঃ।
আসারেণ ত্বমপি শময়েস্তস্য নৈদাঘমগ্নিং
সম্ভাবার্দ্রঃ ফলতি নচিরেণোপকারো মহৎসু ॥
হারাংস্তারাংস্তরলগুটিকান্ কোটিশঃ শঙ্খশুক্তীঃ
শষ্পশ্যামান্মরকতমণীনুন্ময়ূখপ্ররোহান্।
দৃষ্ট্বা যস্যাং বিপণিরচিতান্ বিদ্রুমাণাঞ্চ ভঙ্গান্
সংলক্ষ্যন্তে সলিলনিধয়স্তোয়মাত্রাবশেষাঃ ॥
প্রদ্যোতস্য প্রিয়দুহিতরং বৎসরাজোঽত্র জহ্রে
হৈমং তালদ্রুমবনমভূদত্র তস্যৈব রাজ্ঞঃ।
অত্রোদ্ভ্রান্তঃ কিল নলগিরিঃ স্তম্ভমুৎপাট্য দর্পা-
দিত্যাগন্তূন্ রময়তি জনো যত্র বন্ধূনভিজ্ঞঃ ॥
পত্রশ্যামা দিনকরহয়স্পর্ধিনো যত্র বাহাঃ
শৈলোদগ্রাস্ত্বমিব করিণো বৃষ্টিমন্তঃ প্রভেদাৎ।
যোধাগ্রণ্যঃ প্রতিদশমুখং সংযুগে তস্থিবাংসঃ
প্রত্যাদিষ্টাভরণরুচয়শ্চন্দ্রহাসব্রণাঙ্কৈঃ ॥

উত্তরমেঘঃ

স্নিগ্ধাঃ সখ্যঃ ক্ষণমপি দিবা তাং ন মোক্ষ্যন্তি তন্বী-
মেকপ্রখ্যা ভবতি হি জগত্যঙ্গনানাং প্রবৃত্তিঃ।
স ত্বং রাত্রৌ জলদ শয়নাসন্নবাতায়নস্থঃ
কান্তাং সুপ্তে সতি পরিজনে বীতনিদ্রামুপেয়াঃ॥
অন্বেষ্টব্যামবনিশয়নে সন্নিকীর্ণৈকপার্শ্বাং
তত্পর্য্যঙ্কপ্রগলিতলবৈশ্ছিন্নহারৈরিবাস্রৈঃ।
ভূয়োঃ ভূয়ঃ কঠিনবিষমাং সারয়ন্তীং কপোলা-
দামোক্তব্যামযমিতনখেনৈকবেণীং করেণ॥
ধারাসিক্তস্থলসুরভিণস্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে
দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্মান্তেঽস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ু-
র্দিক্সংসক্তপ্রবিততঘনব্যস্তসূর্য্যাতপানি॥
তত্সন্দেশং জলধরবরো দিব্যবাচাচচক্ষে
প্রাণাংস্তথ' জনহিতরতো রক্ষিতুং যক্ষবধ্বাঃ।
প্রাপ্যোদন্তং প্রমুদিতমনাঃ সাপি তস্থৌ স্বভর্তুঃ
কেষাং ন স্যাদবিতথফলা প্রার্থনাভ্যুন্নতেষু॥
শ্রুত্বা বার্ত্তাং জলদকথিতাং তাং ধনেশোঽপি সদ্যঃ
শাপাস্যান্তং সদয়হৃদয়ঃ সংবিধায়াস্তকোপঃ।
সংযোজ্যেতৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ
ভোগানিষ্টানভিমতসুখান্ প্রাপয়ামাস শশ্বত্॥

THE
MÉGHA DÚTA:
OR,
CLOUD MESSENGER:
A POEM,
IN THE SANSCRIT LANGUAGE.

BY CÁLIDÁSA.

TRANSLATED INTO ENGLISH VERSE,
WITH NOTES AND ILLUSTRATIONS.

BY HORACE HAYMAN WILSON,
Assistant Surgeon in the Service of the Honorable East India Company, and Secretary to the Asiatic Society.

PUBLISHED UNDER THE SANCTION
OF THE
COLLEGE OF FORT WILLIAM.

Calcutta:
PRINTED BY P. PEREIRA, AT THE HINDOOSTANEE PRESS.
1813.

MEGHA DU'TA OR
CLOUD MESSENGER

Where Ràmagiri's cool, dark woods extend,
And those pure streams, where Síta bathed, descend ;
Spoiled of his glories, severed from his wife,
A banished Yaksha passed his lonely life : 4
Doomed, by his lord's stern sentence, to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain.
To these drear hills through circling days confined,
In dull unvaried grief, the god repined ; 8
And sorrow, withering every youthful charm,
Had slipped the golden bracelet from his arm ;
When with A'shárha's glooms the air was hung,
And one dark Cloud around the mountain clung ; 12
In form, some elephant, whose sportive rage,
Ramparts, scarce equal to his might, engage.
Long on the mass of mead-reviving dew
The heavenly exile fixed his eager view ; 16
And still the melancholy tear suppressed,
Though bitterest sorrow wrung his heaving breast.
For e'en the happy husband, as he folds
His cherished partner in his arms, beholds 20
This gathering darkness with a troubled heart :
What must they feel, whom fate and distance part !
Such were the Yaksha's thoughts ; but fancy found
Some solace in the glooms that deepened round ; 24
And bade him hail amidst the labouring air,
A friendly envoy to his distant fair ;
Who, charged with grateful tidings, might impart
New life and pleasure to her drooping heart. 28
Cheered with the thought, he culled each budding flower,
And wildly wooed the fertilizing power ;
(For who, a prey to agonizing grief,
Explores not idlest sources for relief ; 32

And, as to creatures sensible of pain,
To lifeless nature loves not to complain ?)
Due homage offered, and oblations made,
The Yaksha thus the Cloud majestic prayed :— 36
Hail, friend of Indra, counsellor divine,
Illustrious offspring of a glorious line ;
Wearer of shapes at will ; thy worth I know,
And bold entrust thee with my fated woe : 40
For, better far, solicitation fail
With high desert, than with the base prevail.
Thou art the wretch's aid, affliction's friend ;
To me, unfortunate, thy succour lend : 44
My lonely state compassionate behold,
Who mourn the vengeance of the god of gold ;
Condemned amidst these dreary rocks to pine,
And all I wish, and all I love, resign. 48
Where dwell the Yakshas in their sparkling fields,
And S'iva's crescent groves surrounding gilds,
Direct thy licensed journey, and relate
To her who mourns in Alaká, my fate. 52
There shalt thou find the partner of my woes,
True to her faith, and stranger to repose ;
Her task to weep our destiny severe,
And count the moments of the lingering year : 56
A painful life she leads, but still she lives,
While hope its aid invigorating gives ;
For female hearts, though fragile as the flower,
Are firm, when closed by hope's investing power. 60
Still, as thou mountest on thine airy flight,
Shall widowed wives behold thee with delight,
With eager gaze, their long locks drawn apart,
Whilst hope re-animates each drooping heart : 64
Nor less shall husbands, as thy course they trace,
Expect at hand a faithful wife's embrace ;
Unless, like me, in servitude they bend,
And on another's lordly will depend. 68

The gentle breeze shall fan thy stately way,
In sportive wreathes the Cranes around thee play ;
Pleased on thy left the Châtaka, along
Pursue thy path, and cheer it with his song ; 72
And when thy thunders soothe the parching earth,
And showers, expected, raise her mushroom birth ;
The Swans for mount Kailâsa shall prepare,
And track thy course attendant through the air. 76
Short be thy farewell to this hill addressed ;
This hill with Râma's holy feet imprest ;
Thine ancient friend, whose scorching sorrows mourn
Thy frequent absence and delayed return. 80
Yet ere thine ear can drink what love inspires,
The lengthened way my guiding aid requires.
Oft on whose path full many a lofty hill
Shall ease thy toils, and many a cooling rill. 84
Rise from these streams, and seek the upper sky ;
Then to the north with daring pinions fly.
The beauteous Sylphs shall mark thee with amaze,
As backward bent thou strik'st their upward gaze, 88
In doubt if by the gale abruptly torn,
Some mountain-peak along the air is borne.
The ponderous Elephants, who prop the skies,
Shall view thy form expansive with surprise ; 92
Now first their arrogance exchanged for shame,
Lost in thy bulk their long unrivalled fame.
Eastward, where various gems, with blending ray,
In Indra's bow o'er yonder hillock play, 96
And on thy shadowy form such radiance shed,
As Peacock's plumes around a Krishn'a spread,
Direct thy course : to Mâlas smiling ground,
Where fragrant tillage breathes the fields around ; 100
Thy fertile gifts, which looks of love reward,
Where bright-eyed peasants tread the verdant sward.
Thence sailing north, and veering to the west,
On A'mraku'ta's lofty ridges rest ; 104

Oft have thy showers the mountain's flames allayed,
Then fear not wearied to demand its aid.
Not e'en the basest, when a falling friend
Solicits help it once was his to lend, 108
The aid that gratitude exacts denies :
Much less shall noble minds the claim despise.
When o'er the wooded mountain's towering head
Thy hovering shades like flowing tresses spread, 112
Its form shall shine with charms unknown before,
That heavenly hosts may gaze at, and adore ;
This earth's round breast, bright swelling from the ground,
And with thy orb as with a nipple crowned. 116
Next bending downwards from thy lofty flight,
On Chitraku'ta's humbler peak alight ;
O'er the tall hill thy weariness forego,
And quenching rain-drops on its flames bestow ; 120
For speedy fruits are certain to await
Assistance yielded to the good and great.
Thence journeying onwards, Vindhya's ridgy chain,
And Revá's rill, that bathes its foot, attain ; 124
Whose slender streams upon the brown hill's side,
Like painted streaks upon the dusky hide
Of the tall Elephant—in bright display,
Through stones and rocks wind slow their arduous way. 128
Here the soft dews thy path has lost resume,
And sip the gelid current's rich perfume,
Where the wild Elephant delights to shed
The juice exuding fragrant from his head. 132
Then swift proceed, nor shall the blast have force
To check with empty gusts thy ponderous course.
Reviving nature bounteous shall dispense,
To cheer thy journey, every charm of sense ; 136
Blossoms, with blended green and russet hue,
And opening buds, shall smile upon thy view.
Earth's blazing woods in incense shall arise,
And warbling birds with music fill the skies. 140

Respectful Demigods shall curious count
The chattering Storks, in lengthening order mount ;
Shall mark the Chátakas, who, in thy train,
Expect impatiently the dropping rain. 144
And, when thy muttering thunders speak thee near,
Shall clasp their brides, half ecstasy, half fear.
Ah ! much I dread the long-protracted way,
Where charms so numerous spring to tempt delay : 148
Will not the frequent hill retard thy flight,
Nor flowery plain persuade prolonged delight ?
Or can the Peacock's animated hail,
The bird with lucid eyes, to lure thee fail ? 152
Lo ! where awhile the Swans reluctant cower,
Dásárn'a's fields await the coming shower.
Then shall their groves diffuse profounder gloom,
And brighter buds the deepening shade illume ; 156
Then shall the ancient tree, whose branches wear
The marks of village reverence and care,
Shake through each leaf, as birds profanely wrest
The reverend boughs to form the rising nest. 160
Where royal Vidis'a confers renown
Thy warmest wish shall fruit delightful crown :
There, Vetravatí's stream ambrosial laves
A gentle bank, with mildly murmuring waves ; 164
And there, her rippling brow and polished face
Invite thy smiles, and sue for thy embrace.
Next, o'er the lesser hills thy flight suspend,
And growth erect to drooping flowerets lend ; 168
While sweeter fragrance breathes from each recess,
Than rich perfumes the hireling wanton's dress.
On Naga Nadí's banks thy waters shed,
And raise the feeble jasmin's languid head ; 172
Grant for a while thy interposing shroud,
To where those damsels woo the friendly Cloud ;
As, while the garland's flowery stores they seek,
The scorching sunbeams singe the tender cheek, 176

The ear-hung lotus fades : and vain they chase,
Fatigued and faint, the drops that dew the face.
What though to northern climes thy journey lay,
Consent to track a shortly devious way ; 180
To fair Ujjayini's palaces and pride,
And beauteous daughters, turn awhile aside.
Those glancing eyes, those lightning looks unseen,
Dark are thy days, and thou in vain hast been. 184
Diverging thither now the road proceeds,
Where eddying waters fair Nirvindhya leads,
Who speaks the language amorous maids devise,
The lore of signs, the eloquence of eyes ; 188
And seeks, with lavish beauty, to arrest
Thy course, and woo thee to her bridal breast.
The torrent passed, behold the Sindhu glide,
As though the hair-band bound the slender tide ; 192
Bleached with the withered foliage, that the breeze
Has showered rude from overhanging trees :
To thee she looks for succour, to restore
Her lagging waters, and her leafy shore. 196
Behold the city whose immortal fame
Glows in Avantí's or Visálá's name !
Renowned for deeds that worth and love inspire,
And bards to paint them with poetic fire ; 200
The fairest portion of celestial birth,
Of Indra's paradise transferred to earth ;
The last reward to acts of virtue given ;
The only recompence then left to Heaven. 204
Here, as the early Zephyrs waft along,
In swelling harmony, the woodland song ;
They scatter sweetness from the fragrant flower
That joyful opens to the morning hour. 208
With friendly zeal they sport around the maid
Who early courts their vivifying aid ;
And, cool from Sipra's gelid waves, embrace
Each languid limb and enervated grace. 212

Here should thy spirit with thy toils decay,
Rest from the labours of the wearying way :
Round every house the flowery fragrance spreads ;
O'er every floor the painted footstep treads ; 216
Breathed through each casement, swell the scented air,
Soft odours shaken from dishevelled hair ;
Pleased on each terrace, dancing with delight,
The friendly Peacock hails thy grateful flight : 220
Delay then ; certain in Ujjayin to find
All that restores the frame, or cheers the mind.
Hence, with new zeal, to S'iva homage pay,
The god whom earth and hell and heaven obey : 224
The choir who tend his holy fane shall view
With awe, in thee, his neck's celestial blue :
Soft through the rustling grove the fragrant gale
Shall sweets from Gandhavatí's fount exhale ; 228
Where with rich dust the lotus-blossoms teem,
And youthful beauties frolic in the stream.
Here, till the sun has vanished in the west,
Till evening brings its sacred ritual, rest ;— 232
Then reap the recompence of holy prayer,
Like drums thy thunders echoing in the air.
They who, with burning feet and aching arms,
With wanton gestures and emblazoned charms, 236
In Mahádeva's fane the measure tread,
Or wave the gorgeous chowrie o'er his head,
Shall turn on thee the grateful-speaking eye,
Whose glances gleam, like bees, along the sky, 240
As from thy presence, showers benign and sweet
Cool the parched earth, and soothe their tender feet.
Nay, more,—Bhavání shall herself approve,
And pay thy services with looks of love ; 244
When, as her S'iva's twilight rites begin,
And he would clothe him in the reeking skin.
He deems thy form the sanguinary hide,
And casts his elephant attire aside ; 248

For at his shoulders, like a dusky robe,
Mantling, impends thy vast and shadowy globe;
Where ample forests, stretched its skirts below,
Projecting trees like dangling limbs bestow; 252
And vermil roses, fiercely blooming, shed
Their rich reflected glow, their blood-resembling red.
Amidst the darkness palpable, that shrouds,
Deep as the touchstone's gloom, the night with clouds, 256
With glittering lines of yellow lightning break,
And frequent trace in heaven the golden streak :
To those fond fair who tread the royal way,
The path their doubtful feet explore betray, 260
These thunders hushed, whose shower-foreboding sound
Would check their ardour, and their hopes confound.
On some cool terrace, where the turtle-dove
In gentlest accents breathes connubial love, 264
Repose awhile ; or plead your amorous vows
Through the long night, the lightning for your spouse.
Your path retraced, resumed your promised flight,
When in the east the sun restores the light, 268
And shun his course ; for with the dawning sky
The sorrowing wife dispels the tearful eye,
Her lord returned ;—so comes the sun, to chase
The dewy tears that stain the Padma's face ; 272
And ill his eager penitence will bear,
That thou shouldst check his progress through the air.
Now to Gambhira's wave thy shadow flies,
And on the stream's pellucid surface lies, 276
Like some loved image faithfully imprest
Deep in the maiden's pure unsullied breast :
And vain thy struggles to escape her wiles,
Or disappoint those sweetly treacherous smiles, 280
Which glistening Sapharas insidious dart,
Bright as the lotus, at thy vanquished heart.
What breast so firm unmoved by female charms ?
Not thine, my friend : for now her waving arms, 284

O'erhanging Bayas, in thy grasp enclosed,
Rent her coerulean vest, and charms exposed,
Prove how successfully she tempts delay,
And wins thee loitering from the lengthening way. 288
Thence, satiate, lead along the gentle breeze
That bows the lofty summits of the trees ;
And pure with fragrance, that the earth in flowers
Repays profuse to fertilizing showers ; 292
Vocal with sounds the elephants excite,
To Devagiri wings its welcome flight.
There change thy form, and showering roses shed,
Bathed in the dews of heaven, on Skanda's head ; 296
Son of the Crescent's god, whom holy ire
Called from the flame of all-devouring fire,
To snatch the Lord of Swarga from despair,
And timely save the trembling hosts of air. 300
Next bid thy thunders o'er the mountain float,
And echoing caves repeat the pealing note ;
Fit music for the bird, whose lucid eye
Gleams like the horned beauty of the sky ; 304
Whose moulting plumes, to love maternal dear,
Lend brilliant pendants to Bhaváni's ear.
To him whose youth in S'ara thickets strayed,
Reared by the nymphs, thy adoration paid, 308
Resume thy road, and to the world proclaim
The glorious tale of Rantideva's fame,
Sprung from the blood of countless oxen shed,
And a fair river through the regions spread. 312
Each lute-armed spirit from thy path retires,
Lest drops ungenial damp the tuneful wires.
Celestial couples, bending from the skies,
Turn on thy distant course their downward eyes, 316
And watch thee lessening in thy long descent,
To rob the river's scanty stores intent ;
As clothed in sacred darkness not thine own,
Thine is the azure of the costly stone, 320

A central sapphire in the loosened girth
Of scattering pearls, that strung the blooming earth.
The streamlet traversed, to the eager sight
Of Dásapura's fair impart delight ; 324
Welcomed with looks that sparkling eyes bestow,
Whose arching brows like graceful creepers glow,
Whose upturned lashes to thy lofty way
The pearly ball and pupil dark display ; 328
Such contrast as the lovely Kunda shows,
When the black bee sits pleased amidst her snows.
Hence to the land of Brahma's favoured sons,
O'er Kuru's fatal field, thy journey runs. 332
With deepest glooms hang o'er the deadly plain,
Dewed with the blood of mighty warriors slain.
There Arjun's wrath opposing armies felt,
And countless arrows strong Gán'díva dealt, 336
Thick as thy drops, that, in the pelting shower,
Incessant hurtle round the shrinking flower.
O'er Saraswatí's waters wing your course,
And inward prove their purifying force ; 340
Most holy, since, oppressed with heaviest grief,
The ploughshare's mighty Lord here sought relief ;
No longer quaffed the wine cup with his wife,
But mourned in solitude o'er kindred strife. 344
Thy journey next o'er Kanakhala bends,
Where Jahnu's daughter from the hills descends ;
Whose sacred waters, to Bhagírath given,
Conveyed the sons of Sagara to heaven. 348
She, who with smiling waves disportive strayed
Through S'ambhu's locks, and with his tresses played ;
Unheeding, as she flowed delighted down,
The gathering storm of Gauri's jealous frown. 352
Should her clear current tempt thy thirsty lip,
And thou inclining bend the stream to sip ;
Thy form, like Indra's Elephant, displayed,
Shall clothe the crystal waves with deepest shade ; 356

With sacred glooms the darkening waves shall glide,
As where the Jumna mixes with the tide.
As S'iva's Bull upon his sacred neck,
Amidst his ermine, owns some sable speck ; 360
So shall thy shade upon the mountain show,
Whose sides are silvered with eternal snow ;
Where Gungá leads her purifying waves,
And the Musk Deer spring frequent from the caves. 364
From writhing boughs should forest flames arise,
Whose breath the air, and brand the Yak supplies ;
Instant afford the aid 'tis thine to lend,
And with a thousand friendly streams descend. 368
Of all the fruits that fortune yields, the best
Is still the power to succour the distrest.
Shame is the fruit of actions indiscreet,
And vain presumption ends but in defeat. 372
So shall the S'arabhas, who thee oppose,
Themselves to pain and infamy expose ;
When round their heads, amidst the lowering sky,
White as a brilliant smile, thy hailstones fly. 376
Next to the mountain, with the foot imprest
Of him who wears the crescent for his crest,
Devoutly pass, and with religious glow
Around the spot in pious circles go : 380
For there have Saints the sacred altar raised,
And there eternal offerings have blazed,
And blest the faithful worshippers ; for they
The stain of sin with life shall cast away, 384
And, after death, a glad admittance gain
To S'iva's glorious and immortal train.
Here wake the chorus ;—bid the thunder's sound,
Deep and reiterated, roll around, 388
Loud as a hundred drums ;—while softer strains
The swelling gale breathes sweetly through the canes ;
And from the lovely songsters of the skies,
Hymns to the victor of Tripura rise. 392

Thence to the snow-clad hills thy course direct,
And Krauncha's celebrated pass select ;
That pass the swans in annual flight explore ;
And erst a Hero's mighty arrows tore. 396
Winding thy way due north through the defile,
Thy form compressed, with borrowed grace shall smile
The sable foot that Bali marked with dread,
A god triumphant o'er creation spread. 400
Ascended thence, a transient period rest,
Renowned Kailàsa's venerated guest.
That mount, whose sides with brightest lustre shine,
A polished mirror, worthy charms divine ; 404
Whose base a Ràvan from its centre wrung,
Shaken, not sundered, stable though unstrung ;
Whose lofty peaks to distant realms in sight
Present a S'iva's smile, a lotus white. 408
And lo ! those peaks, than ivory more clear,
When yet unstained the parted tusks appear,
Beam with new lustre, as around their head
Thy glossy glooms metallic darkness spread ; 412
As shews a Halabhrita's sable vest ,
More fair the pallid beauty of his breast.
Haply across thy long and mountain way
In sport may Gaurí with her S'iva stray ; 416
Her serpent bracelet from her wrist displaced,
And in her arms the mighty god embraced.
Should thus it fortune, be it thine to lend
A path their holy footsteps may ascend ; 420
Close in thy hollow form thy stores comprest,
While by the touch of feet celestial blest.
Then shall the nymphs of heaven, a giddy train,
Thy form an instrument of sport detain ; 424
And with the lightning, round each wrist that gleams,
Shall set at liberty thy cooling streams.
But should they seek thy journey to delay—
A grateful solace in the sultry day— 428

Speak harsh in thunder, and the nymphs shall fly
Alarmed, nor check thy progress through the sky.
Where bright the mountain's crystal glories break,
Explore the golden lotus-covered lake ; 432
Imbibe the dews of Mânasa, and spread
A friendly veil round Airâvata's head ;
Or, life dispensing, with the Zephyrs go,
Where heavenly trees with fainting blossoms blow. 436
Now on the mountain's side, like some dear friend,
Behold the city of the gods impend ;
Thy goal behold, where Gangâ's winding rill
Skirts like a costly train the sacred hill ; 440
Where brilliant pearls descend in lucid showers,
And Clouds, like tresses, clothe her lofty towers.
There every palace with thy glory vies,
Whose soaring summits kiss the lofty skies ; 444
Whose beauteous inmates bright as lightning glare,
And tabors mock the thunders of the air ;
The rainbow flickering gleams along the walls,
And glittering rain in sparkling diamonds falls. 448
There lovely triflers wanton through the day,
Dress all their care, and all their labour play ;
One while, the fluttering Lotus fans the fair,
Or Kunda top-knots crown the jetty hair. 452
Now, o'er the cheek the Lodh's pale pollen shines,
Now midst their curls the Amaranth entwines.
These graces varying with the varying year,
S'irísha-blossoms deck the tender ear ; 456
Or new Kadambas, with thy coming born,
The parted locks and polished front adorn.
Thus graced, they woo the Yakshas to their arms,
And gems, and wine, and music, aid their charms. 460
The strains divine with art celestial thrill,
And wines from grapes of heavenly growth distil.
The gems bestrew each terrace of delight,
Like stars that glitter through the shades of night. 464

There, when the Sun restores the rising day,
What deeds of love his tell-tale beams display !
The withered garlands on the pathway found ;
The fàdad lotus prostrate on the ground ; 468
The pearls, that bursting zones have taught to roam,
Speak of fond maids, and wanderers from home.
Here filled with modest fears, the Yaksha's bride
Her charms from passion's eagerness would hide ; 472
The bold presumption of her lover's hands
To cast aside the loosened vest, withstands ;
And, feeble to resist, bewildered turns
Where the rich lamp with lofty radiance burns ; 476
And vainly whelms it with a fragrant cloud
Of scented dust, in hope the light to shroud.
The gale that blows eternally their guide,
High over Alakà the clouds divide 480
In parted masses, like the issuing smoke
Of incense by the lattice-meshes broke :
Scattered they float, as if dispersed by fear,
Or conscious guilt spoke retribution near ; 484
Their just award for showers that lately soiled
Some painted floor, or gilded roof despoiled.
Ere yet thy coming yields opposing gloom,
The moon's white rays the smiling night illume, 488
And on the moon-gem concentrated fall,
That hangs in woven nets in every hall ;
Whence cooling dews upon the fair descend,
And life renewed to languid nature lend. 492
What though while S'iva with the god of gold
Delights a friendly intercourse to hold ;
The Lord of Love, remembering former woe,
Wields not in Alakà his bee-strung bow, 496
Yet still he triumphs : for each maid supplies
The fatal bow with love-inspiring eyes ;
And wanton glances emulate the dart,
That speeds unerring to the beating heart. 500

Northward from where Kuvera holds his state,
Where Indra's bow surmounts the arching gate ;
Where on rich boughs the clustering flower depends,
And low to earth the tall Mandára bends ; 504
Pride of the grove, whose wants my fair supplies,
And nurtures like a child—my dwelling lies.
There is the fountain, emerald steps denote,
Where golden buds on stalks of coral float ; 508
And for whose limpid waves the Swans forsake,
Pleased at thy sight, the mount-encircled lake.
Soft from the pool ascends a shelving ground,
Where shades devoted to delight abound ; 512
Where the cœrulean summit towers above
The golden circle of a plantain-grove :
Lamented haunts ! which now in thee I view,
As glittering lightnings girt thy base of blue. 516
See where the clustering Mádhaví entwines,
And bright Kuruvaka the wreath confines ;
Profuse, As'oka sheds its radiant flower,
And budding Kes'ara adorns the bower : 520
These are my rivals ; for the one would greet,
As I would willingly, my charmer's feet ;
And, with my fondness, would the other sip
The grateful nectar of her honeyed lip. 524
A golden column, on a crystal base,
Begirt with jewels, rises o'er the place.
Here, when the evening twilight shades the skies,
The blue-necked Peacock to the summit flies, 528
And moves in graceful circles to the tone
My fair awakens from her tinkling zone.
These be thy guides—and faithfully preserve
The marks I give thee : or e'en more, observe, 532
Where painted emblems holy wealth design,
Kuvera's treasures—that abode is mine.
Haply its honours are not now to boast,
Dimmed by my fate, and in my exile lost. 536

For when the sun withdraws his cheering rays,
Faint are the charms the Kamala displays.
To those loved scenes repaired, that awful size,
Like a young elephant, in haste disguise ; 540
Lest terror seize my fair one, as thy form
Hangs o'er the hillock, and portends the storm.
Thence to the inner mansion bend thy sight,
Diffusing round a mild and quivering light ; 544
As when, through evening shades, soft flashes play
Where the bright fire-fly wings his glittering way.
There, in the fane, a beauteous creature stands,
The first best work of the Creator's hands ; 548
Whose slender limbs inadequately bear
A full-orbed bosom, and a weight of care ;
Whose teeth like pearls whose lips like Bimbas show,
And fawn-like eyes still tremble as they glow. 552
Lone as the widowed Chakravákí mourns,
Her faithful memory to her husband turns,
And sad, and silent, shalt thou find my wife,
Half of my soul, and partner of my life, 556
Nipped by chill sorrow, as the flowers enfold
Their shrinking petals from the withering cold.
I view her now ! Long weeping swells her eyes,
And those dear lips are dried by parching sighs. 560
Sad on her hand her pallid cheek declines,
And half unseen through veiling tresses shines ;
As when a darkling night the moon enshrouds,
A few faint rays break straggling through the Clouds. 564
Now at thy sight I mark fresh sorrows flow,
And sacred sacrifice augments her woe.
I mark her now with Fancy's aid retrace
This wasted figure and this haggard face. 568
Now from her favourite bird she seeks relief,
And tells the tuneful Sáriká her grief ;
Mourns o'er the feather'd prisoner's kindred fate,
And fondly questions of its absent mate. 572

In vain the lute for harmony is strung,
And round the robe-neglected shoulder slung ;
And faltering accents strive to catch in vain
Our race's old commemorative strain : 576
The falling tear, that from reflection springs,
Corrodes incessantly the silvery strings ;
Recurring woe still pressing on the heart,
The skilful hand forgets its grateful art, 580
And, idly wandering, strikes no measured tone,
But wakes a sad wild warbling of its own.
At times, such solace animates her mind
As widowed wives in cheerless absence find ; 584
She counts the flowers, now faded on the floor,
That graced with monthly piety the door.
Thence reckons up the period, since from home,
And far from her, was I compelled to roam ; 588
And deeming, fond, my term of exile run,
Conceives my homeward journey is begun.
Lightened by tasks like these, the day proceeds ;
But much I dread a bitterer night succeeds, 592
When thou shalt view her on the earth's cold breast,
Or lonely couch of separation rest,
Disturbed by tears those pallid cheeks that burn,
And visions of her dearer half's return. 596
Now seeking sleep, a husband to restore ;
And waking now, his absence to deplore ;
Deprived of slumber by returning woes,
Or mocked by idle phantoms of repose ; 600
Till her slight form, consumed by ceaseless pain,
Shews like the moon, fast hastening to its wane.
Crisp from the purifying wave, her hair
Conceals the charms, no more her pleasing care ; 604
And, with neglected nails, her fingers chase,
Fatigued, the tresses wandering o'er her face.
Firm winds the fillet, as it first was wove,
When fate relentless forced me from my love ; 608

And never flowery wreaths. nor costly pearls,
Must hope to decorate the fettered curls ;
Loosed by no hand, until, the law divine
Accomplished, that delighted hand is mine. 612
Dull as the flower when clouds through æther sweep,
Not wholly waking, nor resigned to sleep,
Her heavy eyelids languidly unclose
To where the moon its silvery radiance throws 616
Mild through the chamber : once a welcome light ;
Avoided now, and hateful to her sight.
Those charms that glittering ornaments oppress,
Those restless slumbers that proclaim distress, 620
That slender figure worn by grief severe,
Shall surely gain thy sympathizing tear.
For the soft breast is swift to overflow,
In moist compassion, at the claims of woe. 624
The same fond wife as when compelled to part,
Her love was mine, I still possess her heart.
Her well-known faith this confidence affords,
Nor vain conceit suggests unmeaning words. 628
No boaster I ; and time shall quickly teach,
With observation joined, how just my speech.
O'er her left limbs shall glad pulsations play,
And signs auspicious indicate the way ; 632
And like the lotus trembling on the tide,
While its deep roots the sportive fish divide,
So tremulous throbs the eye's enchanting ball,
Loose o'er whose lids neglected tresses fall. 636
Soothed by expected bliss, should gentle sleep
O'er her soft limbs and frame exhausted creep,
Delay thy tidings, and suspend thy flight,
And watch in silent patience through the night. 640
Withhold thy thunders, lest the awful sound
Her slumber banish, and her dreams confound ;
Where her fond arms, like winding shrubs, she flings
Around my neck, and to my bosom clings. 644

Behold her rising with the early morn,
Fair as the flower that opening buds adorn ;
And strive to animate her drooping mind
With cooling rain-drops and refreshing wind ; 648
Restrain thy lightnings, as her timid gaze
Shrinks from the bright intolerable blaze ;
And murmuring softly, gentle sounds prepare,
With words like these to raise her from despair :—652
'Oh, wife adored ! whose lord still lives for thee ;
'Behold his friend and messenger in me ;
'Who now approach thy beauteous presence, fraught
'With many a tender and consoling thought ! 656
'Such tasks are mine :—where absent lovers stray,
'I speed the wanderer lightly on his way ;
'And, with my thunders, teach his lagging mind
'New hopes the braid of absence to unbind.' 660
As beauteous Maithilí with glad surprise
Bent on the Son of air her opening eyes,
So my fair partner's pleased uplifted gaze
Thy friendly presence with delight surveys. 664
She smiles, she speaks, her misery foregoes,
And deep attention on thy words bestows ;
For such dear tidings happiness impart,
Scarce less than mutual meeting to the heart. 668
Being, of years protracted, aid thy friend,
And with my words thine own suggestions blend !
Say thus : 'Thy lord o'er Ràma's mountain strays,
'Nor cares but those of absence blight his days. 672
'His only wish by me his friend to know,
'If he is blest with health, that thou art so :
'For still this fear especially must wait
'On every creature of our passing state. 676
'What though to distance driven by wrath divine,
'Imagination joins his form with thine.
'Such as I view, is his emaciate frame ;
'Such his regrets ; his scorching pangs the same ; 680

'To every sigh of thine his sigh replies,
'And tears responsive trickle from his eyes.
'By thee unheard, by those bright eyes unseen,
'Since fate resists, and regions intervene, 684
'To me the message of his love consigned
'Pourtrays the sufferings of his constant mind.
'Oh ! where he present, fondly would he seek,
'In secret whisper, that inviting cheek ; 688
'Woo thee in close approach, his words to hear,
'And breathe these tender accents in thine ear.'
"Goddess beloved ! how vainly I explore
"The world, to trace the semblance I adore. 692
"Thy graceful form the flexile tendril shews,
"And like thy locks the peacock's plumage glows ;
"Mild as thy cheeks, the moon's new beams appear,
"And those soft eyes adorn the timid deer ; 696
"In rippling brooks thy curling brows I see,
"But only view combined these charms in thee.
"E'en in these wilds our unrelenting fate
"Proscribes the union, love and art create : 700
"When, with the colours that the rock supplies,
"O'er the rude stone thy pictured beauties rise,
"Fain would I think, once more we fondly meet,
"And seek to fall in homage at thy feet ;— 704
"In vain ;—for envious tears my purpose blight,
"And veil the lovely image from my sight.
"Why should the god who wields the five-fold dart
"Direct his shafts at this afflicted heart ; 708
"Nor spare to agonize an aching breast,
"By sultry suns and banishment oppressed ?
"Oh, that these heavy hours would swiftly fly,
"And lead a happier fate, and milder sky ! 712
"Believe me, dearest, that my doom severe
"Obtains from heavenly eyes the frequent tear ;
"And where the spirits of these groves attend
"The pitying drops in pearly showers descend, 716

"As oft in sleep they mark my outstretched arms,
"That clasp in blissful dreams thy fancied charms,
"Play through the air, and fold in fond embrace
"Impassive matter and etherial space. 720
"Soft and delightful to my senses blows
"The breeze that southward wafts Himálaya's snows,
"And rich impregnated with gums divine,
"Exuding fragrant from the shattered pine, 724
"Diffuses sweets to all, but most to me ;—
"Has it not touched ? does it not breathe of thee ?
"What are my tasks ?—to speed the lagging night,
"And urge impatiently the rising light : 728
"The light returned, I sicken at the ray,
"And shun as eagerly the shining day :
"Vain are my labours in this lonely state ;
"But fate proscribes, and we must bow to fate. 732
"Let then my firmness save thee from despair,
"Who trust myself, nor sink beneath my care :
"Trust to futurity ; for still we view
"The always wretched, always blest, are few : 736
"Life like a wheel's revolving orb, turns round,
"Now whirled in air, now dragged along the ground.
"When from his serpent couch, that swims the deep,
"S'árangí rises from celestial sleep ; 740
"When four more months, unmarked, have run their course ;
"To us all gloom—the curse has lost its force :
"The grief from separation born expires,
"And Autumn's nights reward our chaste desires. 744
"Once more I view thee, as mine eyes unclose,
"Laid by my side, and lulled by soft repose;
"And now I mark thee startle from thy sleep,
"Loose thy enfolding arms, and wake to weep : 748
"My anxious love long vainly seeks reply ;
"Till, as the smile relumes that lucid eye,
"Thy arch avowal owns, that jealous fear
"Affrighted slumber, and aroused the tear. 752

"While thus, O goddess with the dark black eyes !
"my fond assurance confidence supplies,
"Let not the tales that idle tatlers bear,
"Subvert thy faith, nor teach thee to despair. 756
"True love, no time nor distance can destroy ;
"And, independent of all present joy,
"It grows in absence, as renewed delight,
"Some dear memorials, some loved lines excite." 760
Such, vast Dispenser of the dews of heaven !
Such is my suit, and such thy promise given :
Fearless, upon thy friendship I rely,
Nor ask that promise, nor expect reply. 764
To thee the thirsty Chàtakas complain ;
Thy only answer is the falling rain :
And still such answer from the good proceeds,
Who grant our wishes, not in words, but deeds. 768
Thy task performed, consoled the mourner's mind,
Haste thy return these solitudes to find :
Soar from the mountain, whose exalted brow
The horns of S'iva's bull majestic plough, 772
And, hither speeding, to my sorrowing heart,
Shrunk like the bud at dawn, relief impart,
With welcome news my woes tumultuous still,
And all my wishes tenderly fulfil ! 776
Then, to whatever scenes invite thy way,
Waft thy rich stores, and grateful glooms convey ;
And ne'er may destiny, like mine, divide
Thy brilliant spouse, the lightning, from thy side ! 780
This said, he ceased :—the messenger of air
Conveyed to Alakà his wild despair.
The god of wealth, relenting, learnt his state,
And swift curtailed the limit of his fate ; 784
Removed the curse, restored him to his wife,
And blest with ceaseless joy their everlasting life.

THE END

ওঁতৎসৎ



মেঘদূত কাব্য



মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত



শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত

হইয়া।

শ্রীযুক্ত লালমোহন গুহ ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা।



কলিকাতা।

চিত্তভানু যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

১৭৭২ শক ৪ভাদ্র

মূল্য ১ এক টাকা

শ্রীশ্রীদুর্গা।

জয়তি।



মেঘদূত কাব্য।

কবিবর ভগবৎ কালিদাস কৃত।



শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক

শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুমত্যানসারে
শ্রীলালমোহন গুহ ও শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষেরদ্বারা সুললীত
সাধুভাষায় অনুবাদিত [illegible]



কলিকাতা চিত্তভানু যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল এই [illegible]
প্রয়োজন হইবেক তিনি জোড়াসাকো দত্তের
হাটার পূর্ব্ব দিকস্থ গলিতে ৬৩।২ নং
ভবনে তত্ত্বকরিলে পাইবেন
১২৫৭ সাল তাং ৪ ভাদ্র
মূল্য ১ তঙ্কা।

মেঘদূত কাব্য।

কুবেরানুচর কোন যক্ষ নিজ স্বামির আদিষ্ট কর্ম্মের অকরণ প্রযুক্ত ক্রোধাবিষ্ট প্রভুর অতিসুদারুণ গুরুতর শাপদ্বারা নিজ কান্তা বিচ্ছেদানল দহনে স্বীয় মাহাত্ম্য রহিত হইয়া জনক তনয়া সীতার স্নান দ্বারা পবিত্র জল এবং অতি সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষ মণ্ডলী মণ্ডিত, যে সকল আশ্রম যাহাতে রামগিরি নামক পর্ব্বত আছেন সেই অতি মনোহর স্থানে সংবৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১

স্ত্রী বিচ্ছেদানলে শীর্ণকলেবর, অতএব সুবর্ণ বলয় শূন্য হস্ত সেই কামুক যক্ষ, পূর্ব্বোক্ত রমণীয় পর্ব্বত মধ্যে কিঞ্চিৎকাল বাসকরিয়া বর্ষার উপক্রমে সেই পর্ব্বতের স্থান বিশেষ উচ্চ ভূমিভাগে ক্রীড়ার্থ নম্রীভূত হস্তিতুল্য দর্শনযোগ্য অতিনব ধারাধর দর্শন করিয়াছিলেন। ২

যে বর্ষাকালে নবীন জলধরাবলোকনে স্বদারসুখ ভোগ যুক্ত কামিজনগণেরও চিত্ত বিকার যুক্ত হয়, তৎকালে যাহার সর্ব্বদা কণ্ঠ আশ্লিষ্ট হইত এতাদৃশ অনুরাগি প্রিয়জন দূরস্থ হইলে কি দুঃখের বিষয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়, এতাদৃশ বর্ষা সময়ে কান্তা বিচ্ছেদানল দগ্ধ কুবেরের অনুচর যক্ষ কেতকী পুষ্প প্রকাশক তাদৃশ জলধর সমীপে বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচন হইয়া বহুকাল স্থিতি করিয়া চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। ৩

সন্নিহিত শ্রাবণ মাসে মেঘ দ্বারা নিজ জীবন ধারণ প্রধান কারণ যে স্বীয় ললনার কুশলবার্ত্তা শ্রবণ তাহার ভবিষ্যত প্রাপ্তি মানসে ঐ কুবেরানুচর যক্ষ অভিনব গিরি মল্লিকা কুসুম কল্পিত অর্ঘ্যদ্বারা বহু সম্মান পুরঃসর পূজা করিয়া মেঘকে প্রীত বাক্যদ্বারা স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৪

যাহার হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয় সকল তত্তৎ কার্য্য করণে পটুতর, এতাদৃশ সুচতর মনুষ্য দ্বারা যে বৃত্তান্ত প্রাপণ যোগ্য হইয়াছে, অচেতন মেঘ দ্বারা সে বৃত্তান্তের প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি যেহেতু ধূম, তেজঃ এবং জল ও বায়ু ইহা একত্রীভূত হইয়া মেঘোৎপন্ন হয় তথাপি কান্তা বৃত্তান্ত শ্রবণানন্দ বিষয়ে প্রেমোন্মত্ত হইয়া চেতনাচেতন বস্তু বিবেচনা না করিয়া কুবেরানুচর গুহ্যক অচেতন তাদৃশ মেঘ সন্নিধানে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কারণ কামাতুর ব্যক্তি সকল চেতনাচেতন বস্তু বিচারে স্বভাবতই অজ্ঞান। ৫

সেই যক্ষ পুনর্ব্বার মেঘকে কহিতেছেন হে মেঘ তোমাকে আমি জানি পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যে সকল মেঘ ত্রিলোক বিদিত তাহার বংশে তোমার জন্ম এবং তুমি ইন্দ্রের প্রধান অমাত্য পুরুষ এবং কামরূপী, ইচ্ছাবশতঃ রূপ ধারণ করিতে পার অতএব তুমি মহৎ, সেই হেতুক বিধি বশত দূরবন্ধু অর্থাৎ দূরস্থ প্রিয়া হইয়াছে যার এবম্ভূত যে আমি তোমাতে যাচকত্ব প্রাপ্ত হইলাম অর্থাৎ তোমার নিকটে যাচ্ঞা করিলাম। যাচক ব্যক্তি যাচ্ঞা করিবেন তাহার যাচ্য-

স্থানের ভাল মন্দ বিচারের আবশ্যক কি এইহেতুক কহিতেছেন। যে গুণি ব্যক্তিতে যাচঞা যদি নিষ্ফলা হয় সেও ভাল অধম ব্যক্তিতে সফলাও কিছুনয়। ৬

যক্ষ নিজ প্রার্থনা ব্যক্ত করিতেছেন। যে ক্রোধাবিষ্ট মদীয় প্রভু কুবেরের শাপ দ্বারা আমি কান্তা বিশ্লেষিত হইয়াছি, সেই কুবেরাদি যক্ষেশ্বরের অলকা নাম পুর মধ্যে আমার প্রাণাধিদেবতা প্রিয়া বাস করিতেছেন, যে পুরের বাহ্য উপ-বনস্থিত চন্দ্রশেখর মৌলি বিরাজমান চন্দ্রকলা জ্যোৎস্না দ্বারা অলকা পুরস্থ অট্টালিকা সকল ধবলিত হইয়াছে, সেইস্থানে গমন করিয়া মদীয় প্রেয়সীকে মৎ সন্দেশ বাক্য প্রাপণ দ্বারা আনন্দিত কর, যেহেতু জলদান দ্বারা সন্তপ্ত জনগণের রক্ষিতা হইয়াছ। এবং তৎ স্থান প্রস্থানে চন্দ্রশেখর দর্শনে ভবদীয় পাপনাশও হইবে। ৭

যক্ষ মেঘ সমীপে তদীয় গুণোৎকীর্তন করিতেছেন। তুমি বৃষ্টি নিমিত্ত সুসজ্জীভূত হইয়া আগমন করিলে দুর্ভাগ্য পরাধীন আমি ভিন্ন স্বাধীন কোন্ ব্যক্তি বিরহ কাতরা প্রোষিত ভর্তৃকা নিজ পত্নীকে উপেক্ষা করে কেহই স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। অতএব তুমি আকাশ পথারূঢ় হইলে পথিক বনিতা সকলে নিজ নিজ কান্তের নিতান্ত আগমন বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাসিত মানসে কুটিল কুন্তলা হইয়া তোমাকে যত্নপূর্বক অবলোকন করিবে। ৮

তোমাকে মন্দ মন্দ অনুকূল সমীরণ প্রেরণ করিতেছেন, ও বামভাগস্থিত শুভসূচক চাতক পক্ষি সকল মধুরধ্বনি করিতেছে, এবং তুমিও একাকি গমনেতে শঙ্কিত হইও না যেহেতু যে বকশ্রেণী তোমার উদয় সময়ে স্বীয় স্বীয় গর্ভ গ্রহণ করে সেই সকল বক পংক্তি মিলিত হইয়া তোমার আশ্রিত হইবে। ৯

হে মেঘ তোমার গমনের বাধা হইবেকনা, অতএব তুমি সেই যে পতিব্রতা, বিরহ কাতরা যুবতী মদীয়া পত্নী তোমার ভ্রাতৃজায়া আমার আগমনাবধি কেবল দিবস গণনাতেই তৎপরা হইয়াছেন, তাঁহাকে তথায় গমন করিয়া অবশ্য জীবন যুতা দর্শন করিবে, যেহেতু বিরহ কাতরা যে কামিনী তাঁহার প্রণয়যুক্ত ও তৎক্ষণ বিদারণ যোগ্য যে কমল কুসুম কোমল চিত্ত তাহাকে কান্তা গমনের যে আশ্বাস তিনি রোধ করেন। ১০

একাকি গমনে মেঘের সহায়ান্তর দর্শণ করাইতেছেন। শ্রবণ সুখজনক তোমার যে গর্জ্জন ছত্রভূত ছত্রাক সকলের উৎপাদন দ্বারা ধরিত্রীতল সুশোভিত করে, তৎশ্রবণে মানস সরোবরে মোদমান যে সকল রাজহংস যাঁহারদিগের নলিন মৃণাল কিশলয় খণ্ডই পাথেয় হইয়াছে তাঁহারা তোমার সহায় হইয়া কৈলাস পথ পর্য্যন্ত আকাশে গমনকরিবেন। ১১

হে ধারাধর তোমার অতি প্রিয়তম, যে এই পুরোবর্ত্তি ধরাধর ইঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সম্বোধন কর, যিনি নিজ মধ্যভাগে ত্রিভুবন বন্দনীয় শ্রীরামচন্দ্র পদারবিন্দের চিহ্ন ধারণ করিতেছেন, এবং অতি উচ্চতর ও যিনি তোমার চিরবিরহে কাতর হইয়া লোচনের বাষ্পবারি মোচন করিতেছেন, তথা সময় বিশেষে তোমার আসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া সৌহার্দ প্রকাশক স্নেহ জল ব্যক্ত করিতেছেন। ১২

হে মেঘ তোমার গমনের যোগ্য পথ কহিতেছি যে আমি তাহা আমার নিকটে অগ্রে শ্রবণ কর পরে আমার সন্দেশ অর্থাৎ পাঠাইবার বৃত্তান্ত শুনিলে তোমার কর্ণসুখ হইবে। এবং গমন করিতে করিতে পথে যে বিশ্রাম করিবে তাহার উপায় বলিতেছি। যখন শ্রান্ত হইবে তখন পর্ব্বতের উপরিভাগে পদবিন্যাস করিয়া গমন করিও আর যখন ক্ষীণ অর্থাৎ জলশূন্য হইবে তখন স্রোতের জল যে জল অতি লঘু হইয়াছে তাহা উপযোগ অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া গমন করিও। ১৩

হে মেঘ সুস্নিগ্ধ রসাল নিচুল মহীরুহ যুক্ত এতদ্দেশ হইতে গমন কালে পথ মধ্যে অতি স্থূল দিক্‌ কারকর নিকরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া প্রস্থান কর, প্রয়াণকালে সিদ্ধগণের রমণীয় রমণী সকলে কি প্রচণ্ড সমীরণ পর্ব্বত শৃঙ্গ হরণ পূর্ব্বক গগন পথে গমন করিতেছেন ইহা জ্ঞান করিয়া ঊর্দ্ধাননা হইয়া অস্পষ্টরূপে তোমাকে দর্শন করিবেন। ১৪

হে মেঘ তৎপুরোবর্ত্তি বল্মীক মৃত্তিকার অগ্রভাগ হইতে উৎপন্ন হইতেছে যে ইন্দ্রের ধনুঃ খণ্ড; যিনি নয়নানন্দন নীলকান্তাদি রত্ন সমূহের কমনীয় কান্তি বিস্তার করিতেছেন, তদ্দ্বারা তোমার এই মনোহর শ্যামল শরীর অতি সুশোভিত হইবে, যাদৃশ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নবঘনশ্যাম কলেবর বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছদ্বারা ভূষিত হইয়াছে। ১৫

হে মেঘ তুমি নিকটবর্ত্তি হইলে কর্ষণের ফল যে শস্যোৎপত্তি তাহা অনায়াসে লভ্য হইয়াছে, এই মানসে গ্রাম নগরবাসি স্ত্রীগণেরা বিকার শূন্য সরল স্নিগ্ধ লোচন দ্বারা পীয়মান অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ মান দেশীয় হল কর্ষিত ক্ষেত্র প্রাপণ পূর্ব্বক কিঞ্চিদুত্তর পশ্চিম দেশে শীঘ্রগমন কর। ১৬

হে মেঘ দবদাহ খণ্ডনপূর্ব্বক দ্রুত গমনকালে তোমার শ্রান্তি হইলে পথমধ্যে আম্রকূট নামক অতিউচ্চতর প্রসিদ্ধ ভূধর নিজ শিখর দ্বারা তোমাকে রক্ষা করিবেন, যেহেতু বান্ধবজন আশ্রয়ার্থে আশ্রম প্রাপ্ত হইলে অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও বিমুখ হয় না অতএব অতি মহান্‌ যে আম্রকূট পর্ব্বত তাঁহার বিমুখ হইবার সম্ভাবনাই নাই। ১৭

হে জলদ তুমি দূরপথ গমন দ্বারা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বত সমীপবর্ত্তি হইলে তিনি উচ্চতর নিজ শিখর দ্বারা তোমাকে রক্ষা করিবেন, তুমিও সুশীতল জলধারা দ্বারা তাঁহার নিদাঘ কালীন প্রখরতর রবি কিরণ সন্তাপ নিবারণ করিবে, যেহেতু সজ্জনোপকার, সদ্ভাব দ্বারা শীঘ্র ফলদায়ক অবশ্যই হয়। ১৮

হে মেঘ সুস্নিগ্ধ চিকুর সমানবর্ণ যে তুমি প্রয়াণ সময়ে আম্রকূট গিরিবরের শিখরারূঢ় হইলে ঘনকাননস্থ রসাল তরুগণের পরিণত ফলদ্বারা পাণ্ডুরকলেবর ও শ্যামলাগ্র, অতএব বসুমতীর পয়োধর তুল্য, ঐ ভূধর, নিজ নিজ কান্তের সহিত অমর ললনাদিগের অবশ্যই দর্শনযোগ্য হইবেন। ১৯

হে মেঘ কিরাত রমণীগণের উপভোগযোগ্য লতামণ্ডপমণ্ডিত আম্রকূট পর্ব্বতে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি করিয়া বর্ষণদ্বারা তোয়শূন্য লঘুকলেবর প্রযুক্ত দ্রুততর

গমন করিয়া নানা পথ অতিক্রমণ পূর্ব্বক রেবানদী দর্শন করিবে। যে রেবা ক্রীড়ার্থ করিনিকরের বিরচিত শোভা হইয়াছেন এবং বিন্ধ্যগিরিবরের কামিনী তুল্যা হইয়াও পতিসেবা ব্যতিক্রম জন্য বিন্ধ্য চরণসদৃশ সমীপস্থ ক্ষুদ্রপর্ব্বতে পতিতা হইয়াছেন, যে ক্ষুদ্রপর্ব্বত বিষম পাষাণ দ্বারা জনগণের দুর্গম্য। ২০

হে মেঘ তরুলতাদিযুক্ত স্থানদ্বারা নিবারিত বেগা সেই রেবানদীর বন্যগজ-গণ্ডনিঃসৃতমদযুক্ত সুগন্ধি জলগ্রহণ পূর্ব্বক গুরুতর পূর্ণকলেবর হইয়া গমন করিবে অতএব প্রচণ্ড সমীরণ তোমার গমন ব্যাঘাত করিতে শক্ত হইবেননা যে হেতু লঘীয়ান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পরাভূত হয়েন, গৌরবান্বিত হইলে কেহই পরাভূত হয়না। ২১

মেঘের পথজ্ঞানের উপায় কহিতেছেন, ঈষৎ বিকষিত কুসুমনিচয় দ্বারা পালাশবর্ণ যে কদম্বপাদপ তদালোকন করিয়া মধুপানোৎসুক ভ্রমরনিকর তোমার পথ দর্শক হইবেন, এবং জলসমীপ স্থানে নব মুকুলিত কন্দলীতৃণ ভক্ষণ লুব্ধ হইয়া মৃগগণ তোমার গমন পদবীর জ্ঞাপক হইবেন; ও দাবদাহ দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকার সুরভি গন্ধাঘ্রাণ আনন্দিত হইয়া গজযূথ সকল তোমার বর্ত্মবোধক হইবেন, তথা ঘনজল ভাক্ষ চাতক পক্ষি সকলে মন্দ মন্দ নিঃসৃত জলকণা গ্রহণ লুব্ধ হইয়া পথসূচক হইবেন। ২২

হে মেঘ তোমার গর্জ্জন সময়ে কন্দর্প শরপীড়িত এবং কম্পিত সহচরীগণের বাহুলতাদ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া সিদ্ধগণ সকলে তোমার মানবর্দ্ধন করিবেন, যে সিদ্ধগণ জলবিন্দু গ্রহণোৎসুক চাতকপক্ষি সকলকে দর্শন করিতেছেন এবং নিজ প্রেয়সী সকলের প্রতি বকশ্রেণীর গণনা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। ২৩

হে মেঘ মদীয় প্রিয়া নিমিত্ত শীঘ্র গমন বিষয়ে পথমধ্যস্থ পর্ব্বতে তোমার কালাবিলম্ব বিতর্ক করিতেছি, যে সকল পর্ব্বত অর্জ্জুন বৃক্ষের বিকসিত কুসুম নিচয় দ্বারা অতি সুগন্ধ হইয়াছে, অতএব ধবলিত অপাঙ্গ যুক্ত সজল নয়ন ময়ূরগণের শ্রবণানন্দিনী বাণী শ্রবণে উত্থান পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া শীঘ্র গমনে তুমি উদ্যত হইবে। ২৪

হে মেঘ তুমি সন্নিহিত হইলে কণ্টক বিদ্ধ প্রস্ফোটিত কেতক পুষ্প দ্বারা পাণ্ডুরবর্ণ উপবনাবৃত হইয়া দশার্ণদেশ অতি সুশোভিত হইবেন, যেদেশে চৈত্যবৃক্ষ সকল কাকালীর নীড়ারম্ভ সময়ে আকুলিত হইয়াছে এবং জম্বুবন সকল সুপক্ক পরিণত ফলদ্বারা শ্যামলবর্ণ হইয়াছে, তথা হংস সকল যেদেশে কিয়ৎকাল স্থায়ি হইয়াছে। ২৫

হে মেঘ যে রাজধানী দশদিকেতে বিদিশানামে বিখ্যাত আছে, সেই রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া বেত্রবতী নদীর চঞ্চল তরঙ্গ আন্দোলিত সুস্বাদু জলপান করিবে, যে জল কমনীয় কামিনীদিগের ভ্রূভঙ্গিযুক্ত বদন সুধাংশুনিঃসৃত সুধাতুল্য এবং তীর সমীপে ভবদীয় গর্জ্জনদ্বারা অতি মনোহর হইয়াছে, অতএব কামিজনের শুভ মহৎ কামফল শীঘ্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে। ২৬

হে মেঘ তুমি বিশ্রাম নিমিত্ত সেই বিদিশা নগরস্থ নীচ নামক পর্ব্বতে স্থিতি

করিবে, যে পর্য্যন্ত বারাঙ্গনাদিগের রতি মন্দিরের সুরভি গন্ধতুল্য জনমনোহর পরিমল গন্ধযুক্ত পাষাণময় গৃহদ্বারা নগরাঙ্গনাদিগের প্রৌঢ় যৌবন বিস্তার করিতেছেন, এবং তোমার সংসর্গ প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত কলেবর হইয়াছে। ২৭

হে মেঘ ঘর্ম্মাক্ত গণ্ডস্থল স্বেদাপনয়ন জনিত বাধা প্রযুক্ত ম্লানীভূত কর্ণোৎপল-যুক্ত মুখারবিন্দ বিশিষ্ট যে মালাকার প্রমদাগণ তাহারদিগের, স্বকীয় কলেবরের সুস্নিগ্ধ ঘনচ্ছায়া প্রদান হেতুক তৎকর্ত্তৃক ক্ষণকাল পরিচিত হইয়া, এবং সেই বিদেশা নগরের নদী তীরস্থ ও পর্ব্বতীয় যূথিকা কুসুম বাটিকার মুদ্রিত কলিকা সকল নবজলশীকরদ্বারা সিক্ত করিয়া কিঞ্চিৎকাল তৎ স্থানে বিশ্রাম পূর্ব্বক গমন করিবে। ২৮

হে মেঘ উত্তরদিগবস্থিত অলকাপুরী গমনকালে উজ্জয়নী নগরের রাজসদন দর্শন স্পর্শন বিষয়ে প্রীতি রহিত হইও না; যদ্যপি উজ্জয়নী গমনে বক্র পথ-প্রযুক্ত তোমার আয়াস বাহুল্য হইবে তথাপি তন্নগরীয় বরাঙ্গনাগণের সৌদামিনী-তুল্য ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল চকোর নয়নের অপাঙ্গ দেশের গোচর যে ব্যক্তি না হইল তাহার জন্ম বিফল ও বিধাতা কর্ত্তৃক সে বঞ্চিত, অতএব তন্নগরে অবশ্য গমন কর্ত্তব্য। ২৯

উজ্জয়নী গমনের পথ বিজ্ঞাপন করিতেছেন, হে মেঘ তুমি পথমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর শৃঙ্গার রসানুভূত হইয়া গমন করিবে, যে নদীর গভীর নীর তরঙ্গ ক্ষোভ দ্বারা শব্দায়মান বিহগ শ্রেণী সকল মেখলাগুণস্বরূপ হইয়াছে, এবং অতি বেগবতী হইয়া যে নদী আবর্ত্ত রূপ নিজ নাভি দর্শন করাইতেছেন, প্রমদা-গণের যে নাভি দর্শনে নিজ মাহাত্ম্যের হানি হয়, নদীর এতাদৃশ রূপ ধারণের কারণ এই যেহেতু প্রিয়জনেতে কামিনী গণের শৃঙ্গারভাব জনিত বিলাসই প্রণয়বাক্য হইয়াছে। ৩০

হে সুভগ তুমি নির্ব্বিন্ধ্যানদী অতিক্রান্ত হইয়া তোমার গমনাভাবে চির-বিরহিণী-একবেণীতুল্য স্বল্পতোয়া তটস্থ মহীরুহের জীর্ণপত্র পতনদ্বারা পাণ্ডু-বর্ণা যে সিন্ধু নদী পতি বিরহে এতাদৃশ নিজ সৌভাগ্য প্রকাশ করিতেছেন তাঁহার কৃশতা দূরীকৃত করিয়া কলেবর পুষ্টি যে প্রকারে হয় তাহা নিজ অঙ্গসঙ্গদ্বারা অবশ্য করিবে। ৩১

হে মেঘ বৎসরেশ্বর নামে বিখ্যাত উদয়ন নৃপতির পূর্ব্বাপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বেত্তা বৃদ্ধজনগণাধিষ্ঠিতা, এবং সম্পত্তিশালিনী, পূর্ব্ব কথিতা যে অবন্তী নগরী তাহা প্রাপ্ত হইয়া বিশালানামিকা উজ্জয়নী নগরে গমন করিবে, যে অবন্তীনগর পুণ্য-ফল ভোগাবসানে স্বর্গাগত ভূমিস্থ ব্যক্তি কর্তৃক অবশিষ্ট পুণ্যদ্বারা আনীত সুশোভিত স্বর্গ খণ্ড স্বরূপ হইয়াছে। ৩২

যে উজ্জয়নীনগরে সিপ্রানদীর সংসর্গ প্রযুক্ত শৈত্যগুণযুক্ত ও বিকসিতকমলা-মোদামোদিত, প্রভাত কালীন মন্দ মন্দ সমীরণ, নগরাঙ্গনাদিগের সুরত ক্রীড়া-জনিত পরিশ্রম দূরীকরণ করিতেছেন, যাদৃশ আজ্ঞানুবর্ত্তি প্রিয়তমজন; সুরত-শ্রান্তা নিজ বনিতার তালবৃন্তদ্বারা শ্রমাপনয়ন করেন তাদৃশ্যায়। ৩৩

সেই উজ্জয়নীনগরের ধনিজনদিগের বরবর্ণিনীগণের কেশ সংস্কারার্থ নানা সুগন্ধি দ্রব্যকম্পিত ধূপের গবাক্ষজালনির্গত ধূমদ্বারা বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া এবং তন্নগরীয় হর্ম্ম্যতল মধ্যে পথগমন শ্রমাপনয়ন করিয়া চণ্ডেশ্বরের নগরমধ্যে পরম-সুখে গমন করিবে, যে উজ্জয়নীর হর্ম্ম্যতল সকল, তত্রস্থ বরাঙ্গনাদিগের চলন্নূপুর-যুক্ত কোমল চরণের অলক্তকরাগদ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে, এবং নানা জাতীয় সুগন্ধি কুসুম দ্বারা জনমনোহর সুরভিযুক্ত হইয়াছে, তথা ক্রীড়ার্থরক্ষিত ময়ূরগণ সকল তোমার দর্শনে বিস্তৃতপুচ্ছ হইয়া নরীনৃত্যমান হইবে। ৩৪

হে মেঘ লোকত্রয় স্বামি ত্রিভুবনজনগুরু মহাদেবের সেই পবিত্রস্থানে গমন করিবে, যেস্থান গন্ধবতী নদীর জলক্রীড়ারত যুবতীগণের স্নানীয়দ্রব্যসংসর্গ-সুগন্ধি, পদ্মপরাগ গন্ধবাহি সমীরণদ্বারা কম্পিত উপবনযুক্ত হইয়াছে ; সেই-স্থানে উপনীত হইলে নন্দিপ্রভৃতি শিবগণ সকলে স্বীয় ভর্ত্তা নীলকণ্ঠের কণ্ঠচ্ছবিতুল্য তোমার রূপ দর্শন করিয়া বিশেষরূপ আদর করিবেন। ৩৫

হে মেঘ তুমি মহাকাল নিলয় প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিবে, তাহাহইলে মহাদেবের সন্ধ্যাকালীন পূজার উপহার যে শ্লাঘনীয় পটহ বাদ্য তদনুকারি যে তোমার গভীর গর্জ্জন তাহার ফল প্রাপ্ত হইবে। ৩৬

সেই শূলপাণি ভবনে প্রতি পদার্পণে শব্দায়মান রত্ননির্ম্মিত কাঞ্চীগুণবতী, ও হীরকাদি রত্নখচিত দণ্ড যুক্ত চামরের লীলাবধূননে শোণিম ভুজ পল্লব ক্লান্তি-মতী, বারাঙ্গনা সকলে স্ব স্ব দেহস্থ নখক্ষতোপরি জলকণা পতনে সুখপ্রাপ্তা হইয়া মধুকরশ্রেণীরন্যায় আয়ত কটাক্ষদ্বারা তোমাকে অবলোকন করিবেন। ৩৭

হে মেঘ অনন্তর তুমি মহাদেবের নর্ত্তনকালে অভিনব জবা কুসুমতুল্য সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য তেজ ধারণ পূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশস্থ দীর্ঘভুজবনে আশ্লিষ্ট হইয়া শূলপাণির সরস করিচর্ম্মাভিলাষ অপনয়ন করিবে, এবং ভবভয়হারিণী ভবানী সুস্থির শান্ত নয়নদ্বারা তোমার অচলা ভক্তি দর্শন করিবেন। ৩৮

পূর্ব্বোক্ত উজ্জয়নীনগরে ঝিল্লীরব শালীনী মধ্য যামিনী সময়ে সূচিভেদ্য গাঢ় ধ্বান্তাবগুণ্ঠিত রাজপথে নিজ প্রিয় কামিজনের সাঙ্কেতিক রমণগৃহ গামিনী কাতর কামিনীগণের সগর্জ্জন বারি বর্ষণ পূর্ব্বক কনক ঘর্ষণ রুচিরকান্তি সৌদামিনীদ্বারা পথ দর্শন করাইবে। ৩৯

হে মেঘ সেই উজ্জয়নীনগরে গৃহোপরিস্থিত সুপ্ত পারাবত যুত কাষ্ঠফলক-মধ্যে স্থিতি পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিয়া প্রভাত সময়ে পুনর্ব্বার অবশিষ্ট পদবীতে শীঘ্র গমন করিবে, যেহেতু তোমার নানাস্থানে চিরবিলাস প্রযুক্ত বিদ্যুল্লতা সকলে পতি বিরহে অতি কাতরা হইয়াছে, এবং মিত্রকার্য্যকরণে নিশ্চয় অঙ্গীকার করিলে কেহই তৎকর্ম্মের অন্যথা করেন না। ৪০

তৎ প্রভাত সময়ে নিদ্রাবিরহে মুকুলিত তাম্রনেত্রা পতি বিরহাকুলা খণ্ডিতা ললনার নয়নজল খণ্ডন, প্রণয়িজনের যেহেতু অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, অতএব তুমি সূর্য্য পথাবরোধ করিও না, যেহেতু সূর্য্য ও নিজকামিনী কমলিনীর হিম রূপ নয়নজল অপহরণার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎপথাবরোধ করিলে তাঁহার মহতী অসূয়া

হইবে। ৪১

হে মেঘ গমন সময়ে নদী সকলের সাধুজন চিত্ততুল্য নির্ম্মল গভীর নীরমধ্যে তোমার প্রকৃতি মনোহর প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইলে কুমুদ কুসুম সদৃশ শুক্লবর্ণ চঞ্চলপ্রোষ্ঠী মৎস্যাদিগের ইতস্ততো গমনাগমন নিরীক্ষণকে তুমি ব্যর্থ করিও না যেহেতু তুমি অশেষ গুণসাগর ধীরবর হইয়াছ। ৪২

হে মেঘ কামিনীরূপা তরঙ্গিণীর কৃষ্ণবর্ণ জলতুল্য যে নীলনিচোল, তীরস্বরূপ বিস্তৃত জঘনদেশ হইতে নীচ পতিত হইয়াছে সেই জলরূপ বসন তুমি লম্বমান হইয়া বানীর তরুশাখা সদৃশ নিজকর শাখাস্বারা আহরণ করিয়া অতিকষ্টে প্রস্থান করিবে, যেহেতু আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশাল জঘনা নিতম্বিনীকে কোন্‌জন ত্যাগ করিতে পারে। ৪৩

হে মেঘ দেবগিরি সান্নিধানে গমনকালে বর্ষণ জল দ্বারা সুস্থিরা বসুমতী হইতে উত্থিত সদ্‌গন্ধযুক্ত শীতল সমীরণ তোমার প্রতি মন্দ ২ বহন করিবেন, যে বায়ু করিনিকরের শব্দায়মান সচ্ছিদ্র শুণ্ডস্বারা আঘ্রাত হইয়াছেন এবং যে বায়ুস্বারা অরণ্যস্থ উড়ুম্বরবৃক্ষের ফল সকল পরিণত হইতেছে। ৪৪

হে মেঘ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতমধ্যে সদা নিবাসি কার্ত্তিক দেবকে তুমি আকাশ গঙ্গাসলিল স্নিগ্ধ কুসুমসদৃশ নিজ দেহ নিঃসৃতধারাস্বারা অভিষেক করিবে, ইন্দ্রসেনা রক্ষার্থ অগ্নি মুখেতে ক্ষিপ্ত মহাদেবের দুঃসহ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তেজোধিক তেজ হইতে যে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছে। ৪৫

হে মেঘ ভব মনোহারিণী ভবানী কুবলয়দলতুল্য নিজকর্ণে যে ময়ূরের বিচিত্র মনোহর গলিত পুচ্ছ পুত্রস্নেহ প্রযুক্ত ধারণ করিয়াছেন, প্রথমতঃ বর্ষণস্বারা সেই ময়ূরকে তুষ্ট করিবে, পশ্চাৎ নিজ গর্জ্জনস্বারা নর্ত্তন করাইবে, যে গর্জ্জন পর্ব্বত গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রতিধ্বনিস্বারা গভীর গুরুতর হইয়াছে। ৪৬

হে মেঘ এই শরবনভব কার্ত্তিকেয় দেবকে আরাধনা করিয়া নানাস্থান অতিক্রমণ পূর্ব্বক গোমতী নদীকে অবলম্বন করিবে, যে গোমতী রন্তিদেব নৃপতির গোমেধ যজ্ঞকালে। গোরক্তস্বারা উৎপন্না হইয়াছেন, অতএব রন্তিদেবের শাশ্বতী কীর্ত্তরূপা বলা যায়, এবং বীণাহস্ত সিদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলে জলকণা পতন ভয়প্রযুক্ত তোমার পথ প্রদান করিবেন। ৪৭

হে মেঘ তুমি যেহেতু শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের নীলকান্ত মণিতুল্য বর্ণের সদৃশ ছবিযুক্ত হইয়াছ, অতএব ঐ গোমতী নদীর স্ফটিকসম শুভ্র নির্ম্মল জল গ্রহণার্থ ঐ নদীর একদেশে নমীভূত হইলে অতি দূরস্থ গগণচর দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধগণ সকলে বিস্তৃত নয়নস্বারা গোমতীর অতি গভীর নীর নিচয় হইলেও সুক্ষ্মরূপে বসুমতীর নীলকান্ত মণিমধ্য মুক্তাহার স্বরূপ দর্শন করিবেন। ৪৮

হে মেঘ গোমতীনদী উত্তীর্ণ হইয়া গমনকালে আত্ম প্রতিবিম্বকে দশপুরনামক নগরের কুলবধূদিগের ভ্রূভঙ্গিযুক্ত নেত্রকুতূহলের পাত্রীভূত করিয়া গমন করিবে, যে নেত্র কুতূহল নয়ন পক্ষ্মের উর্দ্ধক্ষেপ হেতু কৃষ্ণসারের প্রভাযুক্ত

হইয়াছে, এবং কুন্দ কুসুমোপরি উপবিষ্ট মধুকরের শোভাশালি হইয়াছে। ৪৯

হে মেঘ তুমি ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ প্রাপ্ত হইয়া অধঃস্থিত ছায়াপাতদ্বারা তদ্দেশ-স্পর্শন পূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রনামক অতি প্রসিদ্ধস্থানে গমন করিবা, যে কুরুক্ষেত্রে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন, ত্বদীয় জলধারাতুল্য শাণিত শত শত শর ধারাদ্বারা নৃপতি সমূহের বদনকমলকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এবং যে স্থান বহুলতর ক্ষত্রিয় বিনাশদ্বারা অতি পিশুন হইয়াছে। ৫০

হে মেঘ তুমি সরস্বতী নদীর জল প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্যে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও অন্তরে নির্ম্মল হইবে, এক পাত্রে কাদম্বরী পানকালীন রেবতীর নয়ন প্রতিবিম্বিত বাঞ্ছনীয় রসযুক্ত যে সুরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া হলায়ুধ যে সরস্বতীর জলপান করিয়াছিলেন ; এবং কুরু পাণ্ডব যুদ্ধকালে তীর্থযাত্রাচ্ছলে যে সরস্বতীতীরে বলদেব তপস্যা করেন। ৫১

হে মেঘ তুমি ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ অতিক্রমণ পূর্ব্বক কনখলদেশীয় জাহ্নবী প্রাপ্ত হইবে, যে ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা হিমালয় হইতে অবতীর্ণা হইয়াছেন, এবং যিনি সগর রাজের ষষ্টি সহস্র সন্তানের স্বর্গগমন সোপানভূতা, এবং গঙ্গাধরের জটা-জূটমধ্যে কল্লোলবতী, ও ফেনরূপহাস্যদ্বারা ভগবতীর মুখচন্দ্রভ্রূকুটি রচনা-কারিণী, তথা চন্দ্রশেখরের শিরস্থিত চন্দ্রকলামধ্যে যিনি তরঙ্গরূপ হস্তার্পণ করিয়াছেন। ৫২

হে মেঘ তুমি ভাগীরথীর স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছপানীয় পানেচ্ছু হইয়া গগণে বক্রীভূত স্বশরীর পূর্ব্বার্দ্ধ লম্বায়মান করিলে তোমার নিবিড় শ্যামল প্রতিবিম্বের গঙ্গাজলে পতনদ্বারা এতাদৃশ বোধ হইবে যে যেস্থানে কালিন্দীসঙ্গ সম্ভাবনা নাই তথায়ও যমুনাসঙ্গ প্রযুক্ত গঙ্গা অতি নয়ন সুভগা হইয়াছেন ইহা বিতর্ক করি। ৫৩

হে মেঘ স্বচ্ছস্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ, ও সুশীতল ঘন ছায়াযুক্ত বৃক্ষমণ্ডলী-মণ্ডিত দেশে উপবিষ্ট মৃগগণের নাভি গন্ধদ্বারা সুরভি, ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান, যে হিম গিরি তাঁহার শৃঙ্গমধ্যে পথশ্রমের অপনোদন নিমিত্ত উপবেশন করিয়া গঙ্গাধরের শুভ্রবৃষশৃঙ্গলগ্ন উৎখাতিত পঙ্কের শোভাধারণ করিবে। ৫৪

হে মেঘ প্রচণ্ড সমীরণদ্বারা সরলবৃক্ষ স্কন্ধ ঘর্ষণজনিত দাবানল, হিমালয়ের যদি পীড়াদায়ক হয়, তবে তুমি সহস্র সহস্র বারিধারাদ্বারা তদগ্নি নির্ব্বাণ করিবে, যেহেতু সাধুজনের সম্পত্তির কেবল বিপদাপন্ন ব্যক্তির বিপদভঞ্জনরূপই ফল হইয়াছে। ৫৫

হে মেঘ সেই হিমগিরিমধ্যে ভয়ানক সিংহনাদ, হস্তীর বৃংহিতধ্বনি ; শার্দূল বিরাব, ইত্যাদি নানা পশুর ভীষণরব শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া উপরিপাদ শরভনামক প্রসিদ্ধ মহাবল পশু বলদর্পপ্রযুক্ত স্বাবয়ব ভঙ্গনিমিত্ত তুমি লঙ্ঘনযোগ্য না হইলেও তোমাকে লঙ্ঘন করিবে, সেই সকল শরভের তুমি হাস্যরূপ করকা বর্ষণ-দ্বারা অঙ্গ ভঙ্গ করিবে, যেহেতু নিষ্ফল যত্নশালী হইলে কোন্ ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত না হয়। ৫৬

হে মেঘ পূর্ব্বোক্ত শিলামধ্যে ভগবচ্চন্দ্রশেখরের চারু চরণ নলিনচিহ্ন দর্শন করিয়া ভক্তিনম্র হইয়া প্রদক্ষিণ করিবে, যে চরণচিহ্ন সিদ্ধগণ সকলে নানা উপহার দ্বারা পূজা করিতেছেন, এবং যে পদাঙ্ক দর্শনে নিষ্পাপ ও দমিতেন্দ্রিয় হইয়া জনসকল নন্দ্যাদি শিবগণের স্থির পদ প্রাপণ যোগ্য হয়। ৫৭

হে মেঘ মৃদঙ্গ ধ্বনিতুল্য তোমার নিনাদ, হিমালয় কন্দরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে মহাদেবের সংগীত প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে, যে পর্ব্বতে বংশ সকল ছিদ্র মধ্যে অনিলপূর্ণ হইয়া মধুর শব্দায়মান হইয়াছে, কিন্নরীগণ সকলে পরস্পর মিলিতা হইয়া ত্রিপুর বিজয়গান করিতেছে। ৫৮

হে মেঘ হিমগিরি সমীপবর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত নদী পর্ব্বতাদি অতিক্রমণ করিয়া ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতীয়রন্ধ্রদ্বারা উত্তরদিক্ গমন করিবে, পরশুরাম অস্ত্রদ্বারা যে রন্ধ্র করিয়াছেন অতএব তাঁহার যশঃ পথরূপ হইয়াছে, যে রন্ধ্রদ্বারা হংস সকল মানস সরোবরে গমন করে, তুমিও বক্র এবং বিস্তৃত শোভান্বিত, অতএব বলি দমনার্থ উদ্যত শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল বিস্তৃত চরণতুল্য হইয়াছ। ৫৯

হে মেঘ তুমি কৈলাসের ঊর্দ্ধভাগে গমন করিয়া দেবপত্নীদিগের মুখপ্রতিবিম্বিত দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইবে, যে কৈলাস উচ্চতর ধবলিত শৃঙ্গদ্বারা গগণ ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন, অতএব বোধহয় শিবের শুভ্র বর্ণ অট্ট অট্ট হাস্যতুল্য হইয়াছেন, এবং যে শৈলের মূল বন্ধ রাবণ বিংশতি ভুজদ্বারা শ্লথীভূত করিয়াছেন। ৬০

হে মেঘ দ্বিরদরদতুল্য গৌরচ্ছবি যে কৈলাস তাহার এক দেশে স্নিগ্ধ ভিন্নাঞ্জনতুল্য রূপী তুমি গমন করিলে নির্নিমেষ লোচনদ্বারা তোমার শোভা প্রেক্ষণীয়া হইবে ইহা বিতর্ক করিতেছি, স্বচ্ছশ্বেতাভ বলদেবের স্কন্ধদেশে নীল বস্ত্র অর্পিত হইলে যাদৃশ শোভাহয় তদ্রূপ। ৬১

হে মেঘ যদি হরমোহিনী ভবানী মহাদেবের অহি বলয়শূন্য হস্তদ্বারা ধৃত হস্তা হইয়া সেই কৈলাসমধ্যে ক্রীড়ার্থ পাদ বিহরণদ্বারা ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহার অতি সুকোমল রক্তোৎপলতুল্য চরণের সুখস্পর্শ নিমিত্ত স্বদেহমধ্যে জলস্তম্ভন করিয়া বক্রদেহের বিস্তার পূর্ব্বক সোপানীভূত হইবে। ৬২

হে মেঘ সেই কৈলাস পর্ব্বতে অমর ললনাগণের হস্ত বলয়স্থ হীরকদ্বারা উদ্‌ঘাটিত হইয়া জল বমন করিলে সেই সকল যুবতীগণের জলযন্ত্র গৃহস্বরূপ অবশ্যই হইবে, যদি গ্রীষ্ম প্রাপ্তিবশতঃ তাহাদিগের প্রতি জল ত্যাগ না কর তবে ক্রীড়াচঞ্চলা সেই সকল স্ত্রীদিগের শ্রুতিকটু কঠোর ধ্বনিদ্বারা ভয় প্রদর্শন করাইবে। ৬৩

হে মেঘ তুমি ঐরাবত করীন্দ্রকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত করিয়া এবং ক্ষণকাল সেই গজেন্দ্রের মুখাচ্ছাদন বাস স্বরূপ হইয়া মানস সরোবরের স্বর্ণপদ্মযুক্ত নির্ম্মল জল গ্রহণ করিয়া জলকণা বাহি সমীরণদ্বারা কল্পবৃক্ষলতা কম্পন পুরঃসর প্রতিবিম্বভিন্ন স্ফটিকদ্বারা অতি শুভ্র যে নগেন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করিবে। ৬৪

হে মেঘ প্রিয়কান্ততুল্য কৈলাস পর্ব্বতের ক্রোড়স্থা কামিনী সদৃশ যে অলকা তাহার দৃষ্টিমাত্রেই জ্ঞাতা হইবে, যে অলকাপুরীর স্রবন্তী ভাগীরথী পরিধান বস্ত্র স্বরূপা হইয়াছেন, এবং কামিনীজনের মুক্তাজাল গ্রথিত অলকাবলীতুল্য জল সমূহ উদ্গারি মেঘগণকে মহৎ বিমানদ্বারা বর্ষাকালে যে অলকাপুরী ধারণ করিতেছেন। ৬৫

হে মেঘ সেই অলকাপুরমধ্যে তোমার সদৃশ সৌভাগ্যযুক্ত যে দেবগৃহ সকল তদ্দর্শনে তুমি অবশ্যই জ্ঞাতা হইবে, যেসকল প্রাসাদ চঞ্চল সুশোভিত বিদ্যুল্লতা-তুল্য কামিনীগণযুক্ত হইয়াছে, এবং ইন্দ্রচাপ সদৃশ নানা চিত্রান্বিত হইয়াছে, ও স্নিগ্ধগম্ভীর ঘনঘোষসম সঙ্গীতকালীন মুরজ বাদ্যযুক্ত হইয়াছে, তথা মেঘ গর্ভস্থ নীর সদৃশ প্রদীপ্ত চন্দ্রকান্তাদি মণিযুক্ত হইয়াছে, এবং ত্বৎসদৃশ উচ্চতর। ৬৬

হে মেঘ যে স্থানে পুরবাসিনী যুবতীগণ নিজ নিজ করকমলে লীলা কমল ধারণ করিতেছেন, এবং নবীন কুন্দকুসুম কলিকাযুক্ত অলকাবলী ধারণ পূর্ব্বক সীমন্ত মধ্যে ভবদীয় আগমন জাত কদম্বপুষ্প ধারণ করিতেছেন, তথা কবরী-ভারমধ্যে নব কুরুবকপুষ্প, মনোহর কর্ণদ্বয়মধ্যে কোমল শিরীষ কুসুম ধারণ করিতেছেন, এবং যে স্থানে লোধ্রপুষ্পরেণুদ্বারা বধূজনের মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, তৎ স্থান দর্শনে অবশ্যই অলকাপুরী বোধ হইবে। ৬৭

যে অলকাপুরমধ্যে যক্ষ সকলে কুসুম সদৃশ শুভ্র চন্দ্রকান্তিযুক্ত নির্ম্মল মণিময় অট্টালিকার উপরিভাগে রমণীয় বিদগ্ধ কামিনী সমভিব্যাহারে শৃঙ্গার-কালীন রতিরস বর্দ্ধক, ও কল্পবৃক্ষ প্রসূত সুধাসম মধুপান করিতেছেন, তৎ স্থান প্রস্থানে অবশ্যই অলকাবোধ হইবে। ৬৮

হে মেঘ যে অলকাপুরমধ্যে যুবতীদিগের সভয় চঞ্চল গমনপ্রযুক্ত কবরী হইতে পতিত মন্দারপুষ্পদ্বারা, এবং অবশ্য ছেদনীয় ছিন্নলোমাদিদ্বারা, ও কর্ণ পতিত ছিন্ন পদ্মদ্বারা, তথা স্থূলপয়োধর মধ্যস্থ ছিন্ন মুক্তাহারদ্বারা, ঘনঘোষিত যামিনী-যোগে কামিনীগণের সঙ্কেতস্থান গমনের পদবী সূর্য্যোদয়কালে বোধ হইতেছে, তদ্দর্শনে তোমার অবশ্যই অলকা জ্ঞান হইবে। ৬৯

হে মেঘ যে অলকামধ্যে প্রিয়তমজনেরা স্বেচ্ছাধীন চঞ্চল করদ্বারা যক্ষ ললনা-দিগের বৃহন্নিতম্বস্থিত রত্নমেখলাগ্রন্থি হইতে শিথিল বসন গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে পুরোবর্ত্তি দীপতুল্য উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত রত্ন দর্শনে লজ্জাবশতঃ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেকশূন্যা কামিনীদিগের নির্ব্বাণার্থ ঐ প্রদীপ্ত রত্নের উপরে কর্পূরাদি মুষ্টিবিক্ষেপ বিফল হইতেছে। ৭০

হে মেঘ যে অলকাপুরমধ্যে তোমার সদৃশ মেঘ সকল ঊর্দ্ধ্ব প্রাপণকারি সমীরণ কর্ত্তৃক খণ্ডখণ্ডীকৃত হইয়া অট্টালিকার উপরিভাগ প্রাপণে বিন্দু বিন্দু জল পতন দ্বারা ভিত্তিস্থিত চিত্রিত পটুকের দোষ উৎপন্ন করিয়া ভীত ভীতের-ন্যায় গবাক্ষদ্বার হইতে ধূমেরন্যায় নির্গত হইবে। ৭১

হে মেঘ যে অলকাপুরে তোমার অবস্থানাভাব প্রযুক্ত নির্ম্মল সুধাংশু কিরণদ্বারা প্রকাশিত, ও সূত্রজালমধ্যে দোদুল্যমান, তথা ব্যক্তীভূত জলকণা-

ক্ষরণশীল চন্দ্রকান্তমণিসকল, নায়ক বাহুলতাদ্বারা উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গিতা কামিনীদিগের শৃঙ্গারজনিত অঙ্গবেদনা দূরীকরণ করিতেছে। ৭২

হে মেঘ যে অলকাপুরীমধ্যে কুবেরসখ মন্মথমথন মহাদেবের সর্ব্বদা অবস্থান বিদিত হইয়া কামদেব ভয়যুক্তের ন্যায় প্রায় মধুকরময় গুণযুক্ত কুসুম শরাসন গ্রহণ করেন না, কেবল কমনীয় কামিনীগণের শৃঙ্গার ভাবজাত বিলাষক্রীড়াদ্বারা মন্মথ কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে ; যে বিলাষ ক্রিয়া শরপতনলক্ষ কামিজনেতে অব্যর্থ কামচাপতুল্য ভ্রূভঙ্গিযুক্ত নয়নবাণক্ষেপশালিনী হইয়াছে। ৭৩

হে মেঘ সেই অলকাপুরমধ্যে কুবেরভবনের উত্তর দিগ্‌ভাগে ইন্দ্রচাপতুল্য মনোহর বহির্দ্বারযুক্ত মদীয় নিকেতন দূর হইতে লক্ষ্যকরিবে, যে ভবনোদ্যানে কৃত্রিম পুত্রেরন্যায় মদীয় কান্তা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত পারিজাত কুসুমের নবীন পাদপ আছে, যে মন্দারতরু হস্তলভ্য স্তবকদ্বারা নম্রীভূত হইয়াছে। ৭৪

হে মেঘ সেই মদীয় ভবনোদ্যানে অন্তঃপুরবাসিনী সীমন্তিনীদিগের ক্রীড়ার্থ পুষ্করিণী আছে, যাহার সোপান মণিময় শিলাদ্বারা বদ্ধ হইয়াছে, এবং যে জলাশয় কনক কমল কোরক নিকরদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, যে সকল কমল কলিকার মৃণাল, স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যমণিময়, তন্নীরবাসি হংসগণ তোমার এই শ্যামলরূপ দর্শন করিলে নিকটবর্ত্তি মানস সরোবর গমনের অভাবজনিত মানসী পীড়াযুক্ত হইবে না। ৭৫

হে মেঘ সমীপবর্ত্তিনী স্ফুরিত সৌদামিনীদ্বারা তোমার অতি সুশোভিত ইন্দ্র নীলমণিতুল্য শ্যামলাঙ্গ দর্শন করিয়া মদীয় গৃহোদ্যানস্থিত সরোবরের পুরোবর্ত্তি ক্রীড়া পর্ব্বত স্মরণ হইতেছে, যে শৈলের শিখর ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা রচিত হইয়াছে, এবং চতু পার্শ্বে কনকময় কদলী তরু বেষ্টনপ্রযুক্ত যে পর্ব্বত যত্নপূর্ব্বক দর্শনীয় হইয়াছে ও চিরবিরহিণী মদীয় গেহিনীর প্রিয়তম সম হইয়াছে। ৭৬

হে মেঘ সেই মদীয় আলয় সমীপস্থ উপবনে মন্দ মন্দ সমীরণদ্বারা চঞ্চল কিশলয়যুক্ত রক্তবর্ণ এক অশোকবৃক্ষ আছে, যিনি তোমার সখীর আমার সহিত, বাম চরণাঘাত অভিলাষ করিতেছেন, এবং রক্ত ঝিণ্টী বেষ্টিত উপভোগযোগ্য গৃহ বিশেষের সমীপবর্ত্তি অতি মনোহর এক কেশরবৃক্ষ আছে, যিনি প্রস্ফুটিত পুষ্পচ্ছলে তোমার সখীর বদন মদিরা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ৭৭

অন্য চিহ্নান্তর জ্ঞাপন করিতেছেন, হে মেঘ সেই অশোক কেশর তরুযুগল-মধ্যে কাঞ্চনময় মনোহর যষ্টি আছে ; যাহার মূল অপক্কবংশের প্রকাশ সদৃশ প্রকাশশালি মণিদ্বারা বদ্ধ হইয়াছে, এবং যাহার ফলক স্ফটিকদ্বারা নির্ম্মিত, যে যষ্টিসমীপে তোমার সুহৃদ্ ময়ূর সকল দিবসাবসানে স্থিতি করে, যে সকল ময়ূরগণ, মদীয় কান্তার চঞ্চল শব্দায়মান বলয়যুক্ত অতি মনোহর হস্তবাদ্যদ্বারা নর্ত্তিত হইয়াছে। ৭৮

হে মেঘ হৃদয়মধ্যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকল স্মরণ করিয়া এতাদৃশ চিহ্ন দর্শনে তোমার মদীয়ভবনজ্ঞান অবশ্যই হইবে, যে গৃহের দ্বার সমীপে চিত্রিত শঙ্খ ও

পদ্ম আছে, এবং যে গৃহ আমার অবস্থানাভাবে শোভাহীন হইয়াছে, যাদৃশ স্বীয় মিত্র মিত্রাভাবে কমলসকল নিজ নিজ শোভা ধারণ করেন না তাঁহারন্যায়। ৭৯

হে মেঘ মদীয়া পত্নীর পরিত্রাণার্থে পূর্ব্বোক্ত রমণীয় শৃঙ্গযুক্ত ক্রীড়া পর্ব্বত-মধ্যে ক্ষুদ্র করিশাবকতুল্য কৃশ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য সদৃশ বিদ্যুল্লতা প্রকাশদ্বারা গৃহমধ্যে পতিতা মদীয় পত্নীর দৃষ্টি প্রকাশ করিবে, যিনি মদ্বিরহে মলিনা হইয়া খদ্যোত শ্রেণীর দীপ্তি ধারণ করিতেছেন। ৮০

মেঘের পরিজ্ঞানার্থ স্বকীয় পত্নীর চিহ্ন বিশেষ বিজ্ঞাপন করিতেছেন, যিনি ক্ষীণাঙ্গী, ও শ্যামা, যাহার দন্ত পংক্তি মাণিক্য শ্রেণী সদৃশ ও বিম্বোষ্ঠী, মধ্য-ক্ষীণা, তথা হরিণী সদৃশ চঞ্চললোচনা, গভীর নাভিঃ, বৃহন্নিতম্বভার প্রযুক্ত মৃদু-গামিনী, স্থূল পয়োধর ধারণজন্য ঈষন্নম্রীভূতা অতএব যুবতী বিষয়ে যিনি বিধাতার আদ্যাসৃষ্টি তাহাকে দর্শনমাত্রেই বিদিত হইবে। ৮১

হে মেঘ আমি কুবের শাপে অতি দূর প্রেষিত হইলে মদীয় সহবাসাভাব-প্রযুক্ত যিনি একাকিনী চক্রবাকীরন্যায় স্থিতি করিতেছেন, এবং আমার জীবন-স্বরূপা, মিতভাষিণী, বালা, তথা বহুদিবস দর্শনাভাবে অতিশয় উৎকণ্ঠান্বিতা হইয়া মলিনরূপা হইয়াছেন, অতএব তুষার পতনদ্বারা ম্লানীভূত পদ্মিনীতুল্যা বোধ করিতেছি, এতাদৃশ দুর্দশাপন্না আমার কান্তাকে দর্শনমাত্রেই বিদিত হইবে। ৮২

হে মেঘ এইক্ষণে অনুমানদ্বারা এরূপ বোধ করিতেছি যে সেই মদীয় প্রাণকান্ত বিরহাকুলা পত্নীর মুখচন্দ্র এতাদৃশ দীনভাবাপন্ন হইয়াছে, যেপ্রকার ঘনাচ্ছাদিত হইয়া সুধাংশু নির্ম্মল কিরণ, প্রকাশাভাবে ম্লানীভূত হএন, এবং যে বদন আলুলায়িত লম্বায়মান চিকুরযুক্ত হইয়াছে, ও যে মুখে প্রবলতর রোদনদ্বারা নেত্রদ্বয় স্থূল হইয়াছে, তথা উষ্ণ নিশ্বাসদ্বারা বিম্বফলতুল্য ওষ্ঠাধর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, এবং বিরহ কাতরা হইয়া যে চন্দ্রাননকে সর্ব্বদা হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ৮৩

হে মেঘ এতাদৃশ দশাযুক্তা যে সেই মদীয়া পত্নী তিনি তোমার নয়ন গোচর হইবেন, যিনি আমার নির্ব্বিঘ্ন শীঘ্র আগমন বাঞ্ছাকরিয়া ইষ্টদেব পূজাকরণে ব্যাকুলা হইয়াছেন, কিম্বা বিরহ কাতরতাজন্য ক্ষীণ ভাবাপন্ন আমার প্রতিবিম্ব চিত্রফলকে লেখন করিতেছেন, বা নিভৃতস্থানে পঞ্জরস্থিতা মধুর বাদিনী সারিকা পক্ষিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তুমি আমার প্রাণনাথের অতি প্রিয়তমা অতএব কি কখন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাক। ৮৪

পুনর্ব্বার অনুমানদ্বারা নিজ কামিনীর বিরহ কাতরতা ব্যক্ত করিতেছেন, হে মেঘ মদীয়া পতিব্রতা পত্নী আমার নামাঙ্কিত বিরচিত পদাবলী সকল পঞ্চম স্বরে গান করিতে ইচ্ছা করিয়া মলিন বসনযুক্ত নিজ ক্রোড়ে বীণা সংস্থাপনপূর্ব্বক নয়ন সলিলদ্বারা আর্দ্রীভূত বীণাগুণ অতিকষ্টে মার্জ্জনা করিয়া স্বয়ংকৃত মূর্চ্ছনা পুনঃ পুনঃ বিস্মৃতা হইতেছেন। ৮৫

হে মেঘ সেই বিরহিণী মদীয় কামিনী আমার প্রস্থানদিবসে নির্দ্ধারিত সীমার

শেষ মাস সকল প্রাঙ্গণ পতিত কুসুম নিচয়দ্বারা গণনা করিয়া ভূমণ্ডলে বিন্যাস করিতেছেন, অথবা বিরহানল দগ্ধ হৃদয়মধ্যে আমার আসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু পতি বিরহে পতিব্রতা যুবতীদিগের এইপ্রকার অবস্থা প্রায়ই হয়। ৮৬

হে মেঘ এইরূপ অনুমান করি যে যামিনীযোগে কামিনীদিগের যাদৃশ গুরুতর পীড়াদায়ক বিচ্ছেদানল হয় দিবাভাগে তাদৃশ হয় না যেহেতু সাংসারিক ব্যাপারে কুলবধূসকল সর্ব্বদা আসক্ত থাকে, অতএব তুমি সেই ভূমিশায়িনী, ত্যক্তনিদ্রা, বিনোদরহিতা, সাধ্বী তোমার প্রিয়সখীকে নিশীথ সময়ে গবাক্ষদ্বারে স্থিতি করিয়া আমার সমাচারদ্বারা সুখযুক্তা করণ নিমিত্ত দর্শন করিবে। ৮৭

মেঘ সমীপে পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিতেছেন, হে মেঘ যিনি আমার সহিত ইচ্ছাসুরতদ্বারা যে গণরাত্র সকল ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করিয়াছেন, এইক্ষণে তিনি আমার বিচ্ছেদে ক্ষীণা চন্দ্রকলারন্যায় কান্তি রহিতা হইয়া বিরহ শয্যাতে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া বিরহানল জাত উষ্ণ নয়নাম্বুদ্বারা মনঃপীড়া ব্যথিত হইয়া যুগতুল্য সেই সকল নিশা যাপন করিতেছেন। ৮৮

হে মেঘ যাহার অধরপল্লবের ক্লেশজনক দীর্ঘ নিশ্বাসদ্বারা গণ্ডোষ্ঠস্থল লম্বায়মান অলকশ্রেণী সতত উড্ডীয়মান হইতেছে, এবং যিনি স্বপ্নাবস্থাতেও আমার আসঙ্গ হয় এতাদৃক্ অভিলাষিণী হইয়া নিদ্রা ইচ্ছা করিতেছেন, কিন্তু অনবরত অশ্রু পতনপ্রযুক্ত যাহার অবরুদ্ধ নয়নে নিদ্রার প্রবেশ যোগ্যতা নাই, এতাদৃশী বিরহকাতরা মদীয় পত্নীর নিকট গমন করিবে। ৮৯

হে মেঘ শাপান্তে শোকশূন্যা হইয়া এই বেণী পুনর্ব্বার বন্ধ করিব এই মানস করিয়া বিরহ প্রথম দিবসে যিনি একবেণী বন্ধা করিয়াছেন, ও যাহার রোদনজনিত গণ্ডদ্বয় স্ফীততা প্রযুক্ত অলক্তকাদিরাগশূন্য নখরযুক্ত করদ্বারা সেই বেণী সতত উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে অচিক্কণা ও বিষমা হইয়াছে, এতাদৃশী মদীয় কান্তার নিকটে গমন করিবে। ৯০

হে মেঘ পূর্ব্বপ্রণয়হেতুক গবাক্ষদ্বার প্রবিষ্ট সুশীতল চন্দ্রকিরণ সংমুখবর্ত্তি নিজলোচনকে বিরহ শোক জন্য পতিত অশ্রুধারা যোগে গুরুতর আর্দ্রপক্ষ্মদ্বারা যিনি আচ্ছাদন করিতেছেন, সেই যে মদীয়াপত্নী তাহার সমীপে গমন করিবে, যিনি জাগ্রৎ ও নিদ্রা উভয় অবস্থা ত্যাগ করিয়াছেন মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্য চন্দ্রাকিরণাভাব প্রযুক্ত যাদৃশ কমলিনী মুদ্রা ও প্রস্ফোটন উভয়াভাবতী হয়েন তাহারন্যায়। ৯১

হে মেঘ যে মদীয়াপত্নী বলয়াদি আভরণ পরিত্যাগ করিয়া সুচারু সুকোমল নিজশরীরকে অতিশয় দুঃখহেতুক সর্ব্বদা শয্যাতে অর্পিত করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনে তোমারও অবশ্যই নয়নাশ্রু পতন হইবেক, যেহেতু আর্দ্রচিত্ত ব্যক্তি সকল প্রায়ই পরদুঃখ দর্শনে করুণাবৃত্তি হয়েন। ৯২

হে মেঘ যিনি তোমার প্রিয়সখী আমার পত্নী তাঁহাকে প্রাথমিক বিরহাবস্থাতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্তা অনুমান করিতেছি, যেহেতু আমাতে তাঁহার স্নিগ্ধমন অর্পিত হইয়াছে, এই যে আমার আনুমানিকাবাক্য ইহা তোমার শীঘ্র প্রত্যক্ষ

হইবে, আমি বিরহ শোকাতুর হইয়া যে বাচালতা করিতেছি ইহা বোধ করিও না। ৯৩

হে মেঘ সেই বালমৃগাক্ষী যে মদীয়াপত্নী তুমি তাঁহার সমীপবর্ত্তি হইলে দৃষ্টিনিমিত্ত উপরি পরিস্পন্দমান হইয়া তাঁহার নয়নযুগল, মীনক্ষোভ ব্যাকুল নীলপদ্মের তুল্য শোভা প্রাপ্তহইবে, এইপ্রকার অনুমান করিতেছি, যে নয়নদ্বয় আলুলিত, লম্বমান অলকাবলীদ্বারা অপাঙ্গদেশ রুদ্ধ হওয়াতে কটাক্ষপাত শূন্য হইয়াছে, এবং যে নয়নে অঞ্জন স্নেহ নাই, ও তাহাতে ভ্রূভঙ্গ বিলাস নাই। ৯৪

হে মেঘ তুমি নয়নগোচর হইলে মদীয় পত্নীর কনক নির্ম্মিত রামরম্ভা সদৃশ যে বামভাগস্থ বামোরু তাহার স্পন্দন হইবে, যে উরুদেশে এইক্ষণে আমার নখ-চিহ্ন নাই, এবং যে উরু সম্ভোগান্তে মদীয় হস্তদ্বারা সম্বাহনযোগ্য ছিল, ও দৈবাধীন যে নিস্পন্দিত উরুদ্বারা আমার প্রিয়া মুক্তাভরণ ত্যাগ করিয়াছেন। ৯৫

হে মেঘ আমার প্রিয়াসন্নিধানে উপস্থিতিকালে যদ্যপি তিনি নিদ্রিতা থাকেন তবে গভীরনিনাদদ্বারা তাঁহার নিদ্রা ভঞ্জন না করিয়া এক প্রহরকাল অতিকষ্টে স্থিতি করিবে, যেহেতু যদি দৈববশতঃ স্বপ্নাবস্থাতে মদীয় আলিঙ্গন প্রাপ্তহইয়া থাকেন তবে গর্জ্জন শ্রবণে বিগতনিদ্রা হইলে ভুজপাশদ্বারা আমার কণ্ঠেতে কৃত যে বন্ধন তাহার মোচন হইবে ইহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিতা হইবেন। ৯৬

হে মেঘ অস্থির সৌদামিনী দর্শনে চঞ্চল নয়না সেই মানিনী মদীয়া কামিনীকে জলকণাবাহি শীতল মন্দ মন্দ সমীরণদ্বারা ভূতল শয্যাহইতে উত্থাপন করিয়া গবাক্ষদ্বারে স্থিতিকরত গর্জ্জনরূপ ধীরবাক্যদ্বারা আলাপন করিবে, যিনি অভিনব মালতী কুসুমকোরকের সহিত আশ্বাসিতা হইয়াছেন। ৯৭

হে মেঘ মদীয় প্রিয়া সন্নিধানে এইরূপ কহিবে যে হে অবিধবে তোমার প্রিয়ের প্রিয়মিত্র আমি, তাঁহার হৃদয় নিহিত সন্দেশ আহরণ পূর্ব্বক তোমার সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার নাম মেঘ ইহা বিদিতা হও, পতি বিরহে একবেণী ধারণী কামিনী-গণের বেণী মোচনে উৎসুক হইয়া প্রোষিত কামিজন সকল আগমনকালে পথি-মধ্যে প্রচণ্ড চণ্ডাংশু কিরণদ্বারা উত্তাপিত কলেবর হইয়া বিশ্রামার্থ সচ্ছায় সুশীতলদেশে উপবেশন করিলে যে মেঘ নিজ স্নিগ্ধ গম্ভীর নিনাদদ্বারা তাঁহার-দিগের ত্বরাযুক্ত করেন। ৯৮

হে মেঘ তুমি মধুর বচনদ্বারা মদীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিলে সেই উৎ-কণ্ঠিত অন্যচিত্তা আমার বনিতা তোমাকে সম্ভাষণ করিয়া আদর পূর্ব্বক উন্মুখী হইয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবেন, যাদৃশ জনকতনয়া সীতা পবনতনয় মুখে শ্রীরাম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন তারন্যায়, যেহেতু মিত্রদ্বারা আনীত যে কান্ত বৃত্তান্ত সে চিরবিরহিণী রমণীদিগের প্রায় সঙ্গমতুল্য হইয়াছে, অতএব যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন। ৯৯

হে মেঘ সেই পতিবিরহিণী মদীয় পত্নীকে আত্মোপকারার্থে আমার বাক্যাধীন এই প্রকার কহিবে, হে অবলে রামগিরি নামক আশ্রমে তোমার ভর্ত্তা জীবিত

আছেন, যেহেতু প্রাণিদিগের ইন্দ্রিয় সকল ক্ষয়িষ্ণু হইলেও প্রথমতই এইপ্রকার আশ্বাসযোগ্য হইয়াছে। ১০০

হে মেঘ সেই মদীয় পত্নীকে এইরূপ কহিবে হে অবলে সেই শত্রুরূপি বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিত অতএব আগমনে অক্ষম হইয়া যে তোমার দূরবর্ত্তী ভর্ত্তা তিনি ক্ষীণ, সুতপ্ত, অবিরত দরদরিত অশ্রুধারায়ুক্ত গাঢ় উৎকণ্ঠাপ্রযুক্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসযুক্ত তোমার কলেবরমধ্যে স্বকীয় তাদৃশ অঙ্গ মানসদ্বারা প্রবিষ্ট করিতেছেন। ১০১

হে মেঘ আমার সেই পত্নীকে এইপ্রকার কহিবে, শ্রবণ নয়নের অগোচর ; অতি দূরস্থ যে তোমার ভর্ত্তা গাঢ় উৎকণ্ঠিত হইয়া যে সকল পদাবলী রচনা করিয়াছেন তাহা মদীয় আনন হইতে শ্রবণ গোচর কর, যিনি পূর্ব্বে কোন বৃত্তান্ত তোমার কর্ণে বাক্যদ্বারা বিবক্ষু হইয়া ঐ বদন সরোজ স্পর্শ লোভপ্রযুক্ত সখীগণ সমীপে চঞ্চল হইয়াছিলেন। ১০২

পুনর্ব্বার উপদেশ করিতেছেন হে মেঘ মদীয় পত্নীকে এইপ্রকার কহিবে, হে ক্রোধযুক্তে তোমার সমুদায় অবয়বের সাদৃশ্য এক স্থানে কুত্রাপি নাই ইহা আশঙ্কা করিতেছি, যেহেতু নানাস্থানে নানা অঙ্গের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। যথা। শ্যামাস্ত্রীর অঙ্গে কলেবর সাদৃশ্য, ও চঞ্চল হরিণী নয়নে লোচন সাদৃশ্য, নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রে গণ্ডশোভা সাদৃশ্য, এবং ময়ূর পুচ্ছে কেশভার সাদৃশ্য, তথা ক্ষীণা-নদী তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গি সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। ১০৩

হে মেঘ আমার প্রিয়াকে এইরূপ কহিবে হে বালে নবীন বারিধারাদ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা হইতে উত্থিত গন্ধানুকারি যে তোমার পূর্ণচন্দ্রানন তাহার দূরীভূত, ও বিরহানল জ্বালাতে ক্ষীণ কলেবর হইলেও কামদেব আমার প্রতি সতত বাণাঘাত করিতেছেন, অতএব গ্রীষ্মাবসানে দিক্‌সমুদায়ে নবীন নীরদ চ্ছায়াচ্ছন্ন দিবাকর কর হইলে বর্ষাকালীন দিন সকল কি প্রকারে যাপন করিব ইহা অবধারণ কর। ১০৪

হে মেঘ আমার পত্নীকে এইপ্রকার কহিবে, শিলাপট্টকমধ্যে গৈরিকাদি রাগদ্বারা তোমার অত্যন্ত কোপযুক্ত কলেবর আলিখিত করিয়া চরণতলে স্বশরীর পতন যৎকালে ইচ্ছা করি তৎকালে অশ্রুজলদ্বারা আমার দৃষ্টি লুপ্ত হয়, অতএব বোধকরি শরীর প্রতিবিম্বেও যে আমারদিগের আসঙ্গ তাহা ক্রূর কৃতান্তদেব সহ্য করেন না। ১০৫

হে মেঘ তাহাকে ইহা কহিবে, স্বপ্নাবস্থাতে তোমার কলেবর দর্শনে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া জাগ্রত দশাতে তোমার গাঢ় আলিঙ্গন ইচ্ছা করিয়া যৎকালে আকাশে ভুজদ্বয় বিস্তীর্ণ করি তৎকালে তদ্রূপাপন্ন আমাকে দর্শনকরিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত বনদেবতা সকলের স্থূল মুক্তাফলতুল্য অশ্রুবিন্দু কি নবীনতরু কিশলয়োপরি পতিত হয় না। ১০৬

হে মেঘ আমার প্রেয়সীকে ইহা কহিবে ; হে গুণবতি তোমার এই রুচির মনোহর কলেবর হিমালয় বায়ু পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছেন এই সম্ভাবনা করিয়া

আমি সেই তুষার সমীরণকে আলিঙ্গন করিতেছি, যে বায়ু দেবদারু বৃক্ষের নবীন পল্লব সকল ভেদ করিয়া সেই সকল বৃক্ষের স্রুতক্ষীর সদ্‌গন্ধ বহনপূর্ব্বক মন্দ ২ রূপে দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১০৭

পুনর্মেঘকে উপদেশ করিতেছেন, হে মেঘ মদীয় প্রিয়াকে ইহা কহিবে, হে চঞ্চললোচনে আমার যে চিত্ত সে তোমার বিয়োগ জনিত অতিশয় উত্তপ্ত বেদনা দ্বারা ব্যথিত হইয়া দুষ্প্রাপ্য যে প্রার্থনীয় তাহা প্রার্থনা করিতেছে। যথা। এই যে দীর্ঘযামা ত্রিযামা ইনি স্বল্পা হউন এবং প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সর্ব্বকালে এই যে দিবা ইনি মন্দ ২ আতপযুক্ত হউন। ১০৮

হে মেঘ আমার প্রিয়াকে ইহা কহিবে যে আমি এই প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিয়া আপনাতে আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলাম, সেইহেতু হে কল্যাণি সুতরাং তুমিও ধৈর্য্যাবলম্বন কর কাতরা হইও না, যেহেতু কোন ব্যক্তিই চিরন্তনকাল নিরন্তর সুখ ও দুঃখ ভোগ করে না, রথচক্র নেমির নীচত্ব উচ্চত্ব প্রাপ্তির ন্যায় নীচাদি দশা যোগে কাদাচিৎক সুখদুঃখ ভোগ করে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধীরা হও। ১০৯

হে মেঘ তাঁহাকে এইরূপ কহিবে হে কল্যাণি বর্ষা প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের উত্থানানন্তর আমার শাপান্ত হইবে, অতএব তুমি লোচন মুদ্রিত করিয়া এই বার্ষিক মাসচতুষ্টয় যাপন কর, পরে পরিপূর্ণ শরচ্চন্দ্রচন্দ্রিকাদ্যোতিত রজনীতে বিরহকালীন গুণিত উভয়ের যে যে মনোরথ তাহা উভয়ে পরিপূর্ণ করিব। ১১০

হে মেঘ আমার প্রেয়সীকে ইহা কহিবে, হে কল্যাণি পূর্ব্বে গাঢ় আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আমার কণ্ঠলগ্না হইয়া পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রাবস্থাতে তুমি কোন অনির্ব্বচনীয় দর্শনে রোরুদ্যমানা হইয়া ত্যক্তনিদ্রা হইলে বারংবার আমি জিজ্ঞাসা করিলে ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক তুমি কহিয়াছিলে যে হে ধূর্ত্ত তুমি কোন নায়িকার সহিত সম্ভোগ করিয়াছ ইহা আমি স্বপ্নে দর্শন করিলাম। ১১১

হে মেঘ সেই বিরহিণী মদীয় কামিনীকে ইহা কহিবে, হে অসিত নয়নে এই পূর্ব্বোক্ত গুহ্য বচনদ্বারা প্রত্যয় দানহেতুক আমাকে কুশলী বোধ করিয়া কুলীনভাব প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিও না, যেহেতুক ধীরগণ যাহাকে স্নেহ পদার্থ কহেন সেই স্নেহই বিরহরূপ বিপদবশতঃ বাক্যের বিষয় নয় এতাদৃশ ভোগ রহিত হইয়া পুনর্ব্বার বস্তু দর্শনে বহুল রসাল হইয়া প্রেমরাশী হয়েন। ১১২

হে মেঘ, সৌম্য তোমার প্রত্যুত্তর দানাভাবে আমি এই বিতর্ক করিতেছি, যে তুমি আমার বন্ধু কার্য্য করণার্থ নিশ্চয় করিয়াছ, যেহেতু তৃষাতুর ঘনজলভিক্ষ চাতকপক্ষি কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া উত্তর দান না করিয়া তাহারদিগের জলদান কর, এবং সাধুদিগের মিত্রজনে যে অভিলষণীয় প্রদান সেই প্রত্যুত্তর হইয়াছে। ১১৩

হে মেঘ মিত্রতা বা স্নেহপ্রযুক্ত আমাতে কৃপাবুদ্ধি হেতুক প্রার্থনাচিত্ত মিত্রের উচিত কার্য্য করিয়া বর্ষাকালীন পরম শোভাযুক্ত হইয়া অভিলষিতদেশে গমন কর, আমারন্যায় তোমার নিজ কামিনী সৌদামিনীর সহিত ক্ষণকালও বিচ্ছেদ না হউক। ১১৪। সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

মেঘদূত।

সংস্কৃত হইতে পদ্যে
অনুবাদিত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সম্বৎ ১৯১৬।

মূল্য ছয় আনা।

মে ঘ দূ ত

পূর্ব্বমেঘ

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ
কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ !"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,
ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি !
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।*
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্ব্বত উপরে ;
দেখিতে হইল আর এমনি মতন—
করী যেন বেলা-ভ্রমে হানিছে দশন।
ঘনোদয়ে সুখীদেরও টলি যায় মন।
কেমনে থাকিবে স্থির বিবাসী যে জন॥
হইল যক্ষের মনে,—প্রেয়সীর ঠাঁই
কুশল-সংবাদ মোর কেমনে পাঠাই ?
মেঘে দিয়া হেন কার্য্য করিব সাধন।
এতেক করিতে মনে আইল শ্রাবণ।
নানা জাতি পুষ্প আনি অর্ঘ্য বিরচিয়া,
অতঃপর জলধরে কহে সম্ভাষিয়া—
অচেতন মেঘে সে চেতন করি মানে,
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে।
হে মেঘ ! তোমায় আমি জানি সবিশেষ,
পুষ্কর বংশেতে জাত খ্যাত সর্ব্বদেশ।

---

* এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

বিধির বিপাক হেতু পড়েছি সঙ্কটে,
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে।
মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থকও হয়,
সেও ভাল, তথাপি অধমে কভু নয়।
তাপিতের তাপ হর স্বভাব তোমার—
ধরা'রে দেখিলে ধরা ত্যজ বারিধার ;
সারা হলো মনস্তাপে প্রেয়সী আমার,
বাঁচাও হে তারে মোর দিয়ে সমাচার।
যে স্থানে অলকাপুরী থাকে যক্ষগণ,
যাইতে হইবে তব সেই নিকেতন।
বাহির উদ্যানে বসি বিরাজেন হর,
ভাল শশী আলো করে যত বাড়ী ঘর।
বায়ু-পৃষ্ঠে করি ভর আঁধারিয়া দিক্
হইবে যখন তুমি আকাশ-পথিক,
প্রাণেশ আসিবে দেশে এ আশ্বাসে ভুলি*
বিরহিণী তোমায় দেখিবে আঁখি তুলি।
তোমা-দৃষ্টে বাঁচে কেবা না দেখি প্রিয়ায়,
পরাধীন আমি তাই আছি এ দশায়!
হিল্লোল দিতেছে দেখ বায়ু অনুকূল,
চাতক তোমার সাথে যাইতে ব্যাকুল ;
আকাশে বেঁধেছে মালা বলাকার দল,
মনোমত সঙ্গী তব ইহারা সকল।
দেখিবে নিশ্চয় গিয়া প্রেয়সীর স্থানে
দিবস গণনা করি বেঁচে আছে প্রাণে।
কেন না কুসুম সম অবলার মন—
আশা-বৃন্তে করি ভর সামলে পতন।
মানস-সরসী-বাসী যত হংসকুল
শুনিয়া গর্জ্জন তব হইবে ব্যাকুল,
ছাড়িয়া সকলে আর মানস-জলধি
সহযাত্রী হবে তব কৈলাস অবধি।
অনেক দিনের সখা কৈলাস তোমার,
শ্রীরামের পদচিহ্ন কটিতে যাহার ;
গিয়া আলিঙ্গন দিবে তারে যে সময়

* পূর্ব্বকালে এইরূপ প্রথা ছিল যে গৃহস্থ বিদেশীরা বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিত।

উথলিবে পরস্পর সুখের প্রণয়।
প্রেমাশ্রু ঝরিবে তব নব বৃষ্টি জলে,
বাষ্পের উদ্রেক আর হইবে অচলে।
কোথা কোথা হ'য়ে যাবে পূর্ব্বে শুন বলি,
গিয়া কি কহিবে, পরে বলিব সকলি।
কোন্ কোন্ নদীর তুলিয়া লবে নীর,
অতিথি হইবে পথে কোন্ বা গিরির।
অনায়াসে পাবে যাতে সকল সন্ধান—
কহিতেছি তোমায় করহ অবধান।
এ স্থান হইতে তুমি করিয়া উত্থান
উত্তর-মুখীন হয়ে করিবে প্রয়াণ।
"একি ঝড়! মাগো মাগো দেখে লাগে ডর,
উড়াইয়া ফেলিল বা গিরির শিখর!"
হেন বলি সিদ্ধা যত চমকিয়া প্রাণে
বারেক দিবেক আঁখি তোমা দেহ পানে।
দেখা দিবে তখন সমুখে ইন্দ্রধনু—
নানা রত্ন আভায় শোভয়ে যার তনু;
ফুটিবে তাহাতে তব রূপের মাধুরী,
শিখিপুচ্ছে শ্যাম যথা মন করে চুরি!
মাল ক্ষেত্রে অনন্তর হবে উপনীত,
জল পেয়ে ধরা হবে সৌরভে পূরিত।
জানে না কৃষকবধূ ভুরুর বিলাস;
চাসের বিধাতা তুমি—তাদের বিশ্বাস।
তা' সবারে তুমি যবে দিবে দরশন—
পি'বে গো তোমায় তা'রা ভরি' দু-নয়ন।
দূরে গিয়া হবে যবে শ্রম-নিমগন
আম্রকূট শিখরীর পাবে দরশন।
দাবাগ্নি থামিবে তার তোমার কৃপায়,
মাথায় করিয়া তাই পূজিবে তোমায়।
চূড়ায় আছহ তুমি শ্যামল-বরণ,
নিম্ন দেশ আম্রফলে পাণ্ডু-দরশন।
দেখিবেন দেবগণ পরম কৌতুকে,—
স্তনের উদয় যেন ধরণীর বুকে।
নানা স্থানে নিকুঞ্জ শোভয়ে মনোহর,
বিহার করয়ে যথা নাগরী নাগর।
রেবা নদী দেখিবারে হয় যদি মন,

কিয়ৎ বিশ্রাম করি করিবে গমন।
নদীরে দেখিতে পাবে ক্ষণেকের পর,
বিন্ধ্যপদে শোভে যার শীর্ণ কলেবর ;
পাষাণ-রাশির মাঝে শুভ্র ধারা ঝরে,
মালা ছড়া শোভে যেন করি-কলেবরে।
শাখা-পত্র ফল-ভরে স্রোতোমুখে পড়ি
জামের কানন যত যায় গড়াগড়ি।
চঞ্চুপুটে চাতক লইছে বিন্দুজল,
দেখিছে কিন্নরীগণ, চিত্তে কুতূহল।
সারি গাঁথি বকপাঁতি যাইছে উড়িয়া,
তাহাদেরো একে একে দেখিছে গণিয়া।
ছাড়িবে এমনি বেলা ধ্বনি একবার,
থমকিবে দিগ্-দশ ধমকে তাহার।
অমনি কিন্নরী সবে সারা হয়ে ত্রাসে
আঁকড়িয়া ধরিবে—যে যারে ভালবাসে।
সঙ্কল্প যদিও তব সত্বর গমন,
দেখিতেছি তবু কাল-বিলম্ব-কারণ।
গিরিরাজি রহে সাজি নানাবর্ণ ফুলে,
নড়িতে চাবে না তুমি সুগন্ধেতে ভুলে।
ময়ূরেরা ডাকিতে ডাকিতে কেকারবে
অগ্রে আসি দাঁড়াইলে, গা তুলিবে তবে।
আগু-বাড়াইয়া দিবে তাহারা তোমায়,
তখন গিরির কাছে লইবে বিদায়।
উত্তরিবে যবে তুমি দশার্ণায় গিয়া,
সৌরভে পুরিবে বন কেতক ফুটিয়া।
বড় বড় বৃক্ষ যত পল্লবে নিবিড়,
শাখে শাখে দেখা দিবে বায়সের নীড়।
যত আর জম্বুফল—পাকি দলে দলে
শ্যাম শোভা ধরাইবে বনান্ত-সকলে।
দেখিয়া তোমার এবে মনোরম ঘটা,
কিছুদিন রবে হেথা হংস যত ক-টা।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত বিদিশা রাজধানী,
কি কব তাহার আমি অপূর্ব বাখানি
বেত্রবতী নদী সেথা অপরূপ শোভে—
মাতিবে দেখ্‌চি তুমি পড়ি তার লোভে।
তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গে সাজে জলময় মুখ,

চুম্বিব তারে তোমার কত না হবে সুখ !
শর শর শব্দ হয় তীরদেশে তার,
কামিনী প্রকাশে যেন মনের বিকার।
গিরি এক আছে সেথা, নীচ তার নাম ;
তদুপরি ক্ষণকাল করিবে বিশ্রাম।
গিরির কদম্ব যত হবে বিকশিত—
তোমায় পাইয়া যেন পুলকে পূরিত।
জুঁয়ের কানন যত দেখিবে সেথায়,
শীতল করিও সবে বৃষ্টি দিয়া গায়।
মালিনী বেড়ায় কত ফুল তুলে তুলে,
কর্ণে গোঁজা পদ্ম ফুল পড়ে ঢুলে ঢুলে।
রবি-তাপে তারা অতি হইবে আতুর,
তুমি গিয়া ছায়া দিয়া ক'রো শ্রম-দূর।
যদিও পথের ফেরে পড় বৃথা দায়ে
উজ্জয়িনী যাইতে লয়োনা কিছু গায়ে।
পৌরাঙ্গনা সেথা যত শীঘ্র সবাকার
চমক খাইবে আঁখি তড়িতে তোমার।
সে সব আঁখির ঠারে না মজিলে যদি,
বঞ্চিত হইলে বড় জীবন অবধি।
নির্বিন্ধ্যা নদীর স্থানে গিয়া তা'র পর
সুখরস আস্বাদিতে পাবে বহুতর।
পরিধানবস্ত্র তার খসে স্রোত-ছলে,
হংসমালা চন্দ্রহার কিবা বোল বলে।
নাভি তার ঘূর্ণজলে রহে প্রকটিত,
দেখাইবে হাব ভাব কতই সরিৎ।
যেহেতু জানিও স্থির, নারী সবাকার।
প্রথম প্রণয়-ভাব বিভ্রম বিকার।
যাইবে তাহার পর সিন্ধু নদী কাছে,
সূক্ষ্ম জলধার হয়ে বেণী যার আছে ;
জীর্ণ পাতা ঝরি ঝরি তট-বিটপীর
হ'য়েছে পাণ্ডুরচ্ছবি সুতনু শরীর।
বিরহের অনুরূপ এসব লক্ষণ
দেখাইতে সে তোমায় করিবে যতন।
অবন্তী হইয়া যাবে উজ্জয়িনী পুরী
বর্ণনে যাহার পুরে কাব্য ভূরি ভূরি।
স্বর্গবাসী কেহ যেন শেষ পুণ্য বলে

স্বর্গ খণ্ড আনি এক রেখেছে ভূতলে।
শিপ্রার বাতাস পেয়ে সারসেরা সব
ছাড়িবে মত্ততা বশে পটু উচ্চরব।
পদ্মের সৌরভ আর আনি সে পবন,
কামিনীর দেহজ্বালা করিবে হরণ!
কিবা মনোহর সাজে অট্টালিকা সব,
ঘরময় ব্যাপি রয় ফুলের সৌরভ।
কামিনীর পায়ের আলতার রাঙা দাগ
স্থানে স্থানে শোভে যেন অরুণের রাগ।
এ সব সুন্দর স্থানে শ্রম ক'রো দূর,
তোমা পানে লক্ষ্য করি নাচিবে ময়ূর।
গবাক্ষ হইতে উঠি মাতাঘসা চূর
মিশিবে তোমার গায়ে প্রচুর প্রচুর।
অনন্তর যাবে তুমি শঙ্করের ধাম,
পুণ্যলাভ হেতু যদি থাকে মনস্কাম।
শোভে তার চারি পার্শ্ব উদ্যান কাননে,
হেলিতেছে তরুগণ সুগন্ধ পবনে।
প্রভুর কণ্ঠের আভা তব কলেবরে,
ভূতগণ সে কারণ দেখিবে সাদরে।
দেব-প্রভু মহাকাল আছেন সেখানে,
যাবে তুমি একবার তাঁর বিদ্যমানে।
যাবৎ তপন দেব না যা'ন সরিয়া,
তাবৎ থাকিবে তুমি ধৈরজ ধরিয়া!
অতঃপর সন্ধ্যা পূজা হলে উপনীত,
গর্জ্জনে করিবে স্নিগ্ধ বাদ্য মনোনীত।
চামর হেলায় তারে বারাঙ্গনা যুটি,
ক্ষণে ক্ষণে নূপুরের উঠে বোল ফুটি।
নখক্ষতে তারা সবে পেয়ে বৃষ্টি জল,
ছাড়িবে তোমার পানে কটাক্ষ তরল।
সন্ধ্যারাগে ঘুচি তব দেহের কালিমা
হইবে জবার মত লোহিত প্রতিমা।
বিরাজ করিবে ইথে আকাশ উপর,
নৃত্যে মাতিবেন যবে দেব মহেশ্বর।
রক্তমাখা হস্তি-ছাল তাঁর বড় প্রিয়,
মিটাইয়া হেন সাধ তুমি দেখা দিও।
ভবানী কিঞ্চিৎ তাহে হৃদে ত্রাস পেয়ে,

দেখিবেন এক দৃষ্টে তোমা পানে চেয়ে।
পথ ঘাট ঢাকা দিবে যখন তিমির—
সূচিতে বুঝি বা বিঁধে এমনি নিবিড়,
যাইবে কামিনীগণ প্রিয় নিকেতনে,
তাদেরে দিও না ত্রাস ভীষণ গর্জ্জনে।
পাথরে সোনার কষ দেখিতে যেমন
বিদ্যুতের আলো দিবে তেমনি মত।
সে রাত্রি কোথাও কোনো অট্টালিকা ছাতে
যাপন করিবে সুখে তড়িতের সাথে।
খেলাইয়া খেলাইয়া সারাটি রজনী
সারা হবে তোমার চপলা সুবদনী।
ভানু শেষে দেখা দিবে আকাশে যখন,
বিলম্ব না করি আর করিবে গমন।
হেনকালে খণ্ডিতা কামিনী সবাকার
প্রিয়েরা পুঁছিয়া দিবে নেত্র-বারিধার।
অতএব তপনের পথ এ সময়
আটক কর'না যেন হ'য়ে নিরদয়।
যে নলিনী সারারাত হতে ছিল সারা
বরষিয়া অবিরত শিশিরাশ্রু ধারা,
খুলি তার দলময় মুখের ঘোমটা,
স্বকরে পুঁছিবে রবি অশ্রু ফোঁটা-ফোঁটা।
এ সময়ে যদি তার কর কর-রোধ
সামান্য হবে না তবে তোমাপরে ক্রোধ।
প্রসন্ন মানস রূপী গম্ভীরার জলে
প্রবিষ্ট হইবে পরে প্রতিবিম্ব-ছলে।
সফরী খেলিছে সেথা সদাই চঞ্চল,
নদীর জানিবে তাহা দৃষ্টি নিরমল।
বৃষ্টি জলে উচ্ছ্বসিত ক্ষিতির সৌরভে
সুশীতল সমীরণ পরিপূর্ণ হবে।
শীতল বাতাস পেয়ে অমনি সত্বর
পাকিয়া উঠিবে যত কানন-ডুম্বর।
দেবগিরি যাইবারে সাজিবে যখন,
তোমায় সে শীত বায়ু করিবে ব্যজন।
তথা গিয়া স্কন্দ দেবে দেখিয়া সাক্ষাৎ
মস্তকে করিবে তাঁর ফুল বৃষ্টিপাত।
দেবসৈন্য ভয়শূন্য তাঁহারি রক্ষণে,

স্ফুরয়ে প্রতাপ তাঁর জিনিয়া তপনে।
গিরিপরে দ্বিগুণ হইবে তব নাদ,
ময়ূর নাচিবে তায় পাইয়া আহ্লাদ,
পুচ্ছ খণ্ড ল'য়ে যার উমা মৃদু হাসি
কর্ণেতে রাখেন সদা পুত্রে ভালবাসি।
কার্ত্তিকেয় দেবতার করি আরাধন,
তদুত্তর যাইবে গোমতী-নিকেতন।
জল লাগি বীণা তন্ত্রী পাছে হয় শ্লথ,
সিদ্ধ দম্পতি* তোমায় ছাড়িয়া দিবে পথ।
প্রতিমা পড়িলে তব গোমতীর জলে
গন্ধর্ব্ব দেখিবে শোভা দিব্য কুতূহলে।
নদীরে দেখিবে তা'রা, যেন মুক্তাহার—
ইন্দ্রনীল মণি তুমি মধ্যদেশে তার।
হেতা হতে যাবে যবে হইয়া বিদায়
দশপুর-বধূগণ দেখিবে তোমায়।
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা চাহনি সময়ে,
কৃষ্ণসার-প্রভা কিবা চক্ষে প্রকাশয়ে।
চঞ্চল কুসুমে যথা ঘুরে ফিরে অলি,
নয়নে তেমনি ভাবে শোভে তারাগুলি।
ব্রহ্মাবর্ত্তে অতঃপর হ'য়ে উপনীত
কুরুক্ষেত্র দরশনে হবে চমকিত।
কত ক্ষত্রিয়ের মুখ—তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
হয়েছিল পদ্ম যথা তব ধারাপাতে।
প্রতিবিম্বে পরশিয়া সরস্বতী জল
বর্ণে মাত্রে রবে কালো, অন্তরে নির্ম্মল।
যে হালা-মদের তরে পাগল পরাণ,
ছাড়ি— কান্তা-সনে তাহা একপাত্রে পান,
পূর্ব্বে বলরামদেব আসি শুষ্কগলে
মিটাতেন তা'র সাধ হেন নদীজলে।
কনখল সন্নিধানে দেখিবে গো গিয়া
পড়িছেন গঙ্গাদেবী হিমাদ্রি বাহিয়া।
গৌরীর ভ্রূকুটি দেখি হাঁসি ফেন-ছলে
ঊর্ম্মি-হস্ত দ্যা'ন্ যিনি শিবের কুন্তলে।

* সিদ্ধ নামে একপ্রকার অলৌকিক পুরুষের কথা কাব্য-পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; ইহারা গন্ধর্ব্ব কিন্নর অমরা প্রভৃতির দল ভুক্ত।

জাহ্নবীতে ছায়া নিজ করিবে নিধান,
যমুনা মিশিল যেন হবে অনুমান।
বিশ্রাম করিবে পরে হিমাদ্রি উপর,
মৃগনাভে সুগন্ধি যাহার পরিসর।
ধবল অটল হিমে শিখর যতেক,
শিলাতলে আছে বসি হরিণ অনেক।
হেন কালে বায়ু যদি হইয়া প্রবল
সরল তরুর কাঁধে জ্বালায় অনল,
দাবানলে গিরি হবে যন্ত্রণায় সারা ;
ঘুচাইও তুমি তাহা ত্যজি বারি ধারা।
পরদুঃখ যাহাতে না হয় প্রশমন,
এমন সম্পদে কিবা আছে প্রয়োজন ?
তোমারে দেখিবে যেই সরভ সকল
তাড়াইয়া ধরিবারে প্রকাশিবে বল ;
শিলাবৃষ্টি বরষিয়া খরতর ধারে
ছিন্নভিন্ন করিবে তাদের সবাকারে !
শঙ্করের পদচিহ্ন প্রস্তরে নিহিত
তথাকার একস্থানে আছে প্রকাশিত।
দরশন মাত্রে হয় পাপতাপ ক্ষয়,
পরিণামে মুক্তিলাভ নাহিক সংশয়।
গিয়া তথা ভক্তিভরে হইয়া প্রণত
প্রদক্ষিণ করো যেন তারে বিধিমত।
বংশে বংশে পবন ফুকরে মনোহর,
ত্রিপুর-বিজয় গায় মাতিয়া কিন্নর।
মৃদঙ্গ সমান তাহে তোমার নিনাদ,
সঙ্গীতের কোনো যাইবে না বাদ্।
অনন্তর ঊর্ধ্ব দিকে হইয়া উত্থিত
কৈলাস গিরির তুমি হইবে অতিথ।
যার প্রস্থ সমুদয় রাবণের বলে
ভাঙিয়া খসিয়া সব রহে মূল স্থলে।
তুষারে অম্লান শোভে চূড়া শত শত,
মুখ দেখে তদুপরি বিদ্যাধরী যত !
শোভা আর পাইতেছে শুভ্র হিমরাশি,
রাশীকৃত রহে যেন শঙ্করের হাঁসি।
তুষারে তোমার দেহ পাইবে প্রকাশ
বলরাম স্কন্ধে যেন কালো-বর্ণ বাস।

কণ্ঠেতে শিবের হাত, সর্প এবে নাই,
পায়চালি করিবেন গৌরী হেন ঠাঁই।
সোপান-রূপেতে তুমি থাকিবে সামনে,
অন্তরের জলরাশি রাখিয়া দমনে।
বালার হীরায় তব অঙ্গে করি ক্ষত,
জল-যন্ত্র বিরচিবে দেবকন্যা যত।
জল দিতে তুমি যদি হও অনিচ্ছুক
গর্জ্জন ছাড়িবে এক রাঙাইয়া মুখ।
অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হ'বে থত-মত।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান।
মানস সরসী হতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যেথা সোণার কমল।
ঐরাবত মুখে কভু হবে পট্টবাস,
কল্পতরু পরে কভু দিবেক বাতাস।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িণী সমা
শোভয়ে অলকাপুরী, নাহিক উপমা ;
গঙ্গা তার পরুন-শাড়ীর শোভা ধরে,
খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ-রস ভরে।
তোমাসম জলধর কতই সেথায়
অপরূপ শোভাকরে হর্ম্ম্যের মাথায়।
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে,
মুক্তা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে।

উত্তরমেঘ

অট্টালিকা কত শত সাজিয়াছে তোমা মত,
দেখিবে হে গিয়া অলকায় ;
তোমায় তড়িত মালা, সেথায় ললিত বালা,
তুল্য শোভে কিবা দুজনায় ;
তোমার গর্জ্জন স্বর শুনিতে কি মনোহর,
সেথায় মৃদঙ্গ বাজে তায় ;
তোমার অন্তরে জল পরকাশে নিরমল,
মণিময় ভূতল সেথায়।

ইন্দ্রধনু তোমা-দেহে, অলকায় গেহে গেহে
চিত্রলেখা তেমনি প্রকাশ ;
হর্ম্ম্যগণ সুশোভন, উচ্চাকার আয়তন,
তোমা মত ছুঁয়েছে আকাশ।
আলো করি গৃহমাঝে বধূগণ কিবা সাজে,
কুসুমের অলঙ্কার গায়।
সে সব পড়িলে মনে, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে,
কোথা ছিনু—এসেছি কোথায় !
পঙ্কজ তাদের করে, শিরীষ শ্রবণ পরে,
কুরুবক খোঁপায় বিলাসে ;
কপোল-চুম্বন-লোভে, অলকেতে কুন্দ শোভে
কদম্ব বিরাজে কেশপাশে ;
সদাই ফুটিছে ফুল, গুঞ্জিছে ভ্রমরকুল
ঋতুর শাসন সব টুটি ;
হৃদয়েতে পেয়ে সুখ, যেন হাঁসি হাঁসি মুখ
কমলিনী সদা রহে ফুটি।
ময়ূর যতেক সবে, মত্ত হ'য়ে কেকা রবে,
সদা আছে পাখনা তুলিয়া।
সদাই জ্যোৎস্নাজলে, স্নান করি কুতূহলে,
নিশা যায় আঁধার ভুলিয়া।
হর্ষ বিনা অশ্রুধারা, জানে না কেমন ধারা,
সেথায় যাহারা করে বাস।
যৌবনের নাহি শেষ, দুঃখের নাহিক লেশ,
নাহি আর বিচ্ছেদ হুতাশ।
অট্টালিকা-শিরোদেশে, উঠিয়া আনন্দ-বেশে,
সঙ্গে লয়ে রামা কতগুলি—
যুবকেরা মিলে বসি, সুরাপানে রসে রসি',
মনের কপাট দেয় খুলি।
মন্দাকিনী-উপকূলে, পারিজাত তরুমূলে,
দেবকন্যা খেলিছে সকলে।
সুবর্ণ বালুকা দিয়া মণি মুক্তা ঢাকা দিয়া,
খুঁজিবারে এ উহারে বলে।
প্রিয়ার বসন ধরি টান দেয় ত্বরা করি,
নাগর মনেতে পেয়ে সুখ,
মাণিকের আলো দেখি, নিভাইতে গিয়া ঠেকি,
কামিনী লজ্জায় ঢাকে মুখ।

মেঘেরা কৌতুক চিতে, জল দিয়া চিত্রাদিতে,
গৃহ মধ্যে করিয়া প্রবেশ—
কেহ পাছে টের পায়, ভয় পেয়ে চলি' যায়
ধূমের ধরিয়া ছদ্ম বেশ।
প্রিয় আলিঙ্গন-ভরে, প্রাণান্ত হইয়া মরে,
কামিনীরা নিদাঘ জ্বালায়।
চন্দ্রকান্ত মণিগণ, করে তাহা নিবারণ,
ফোঁটা ফোঁটা জলের ছিটায়।
নিশীথে কামিনীগণ, যায় প্রিয়-নিকেতন,
চিহ্ন তার পাওয়া যায় প্রাতে ;—
পথের মাঝেতে পড়ি মুক্তা যায় গড়াগড়ি,
ছিঁড়ে পড়ি স্তনের আঘাতে।
সাক্ষাৎ দেখিয়া হরে, কন্দর্প পারে না ডরে,
ধনুক লইতে হাতে তুলি।
ভুরু-ধনু দৃষ্টিশরে, তার কাজ সিদ্ধ করে,
নবীনা কামিনী যতগুলি।
কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির দ্বার, বাহার কে দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবর, দেখা যায় মনোহর,
পদ্ম সনে অলি করে ঠাট।
তাহার একটী ধারে, অপরূপ দেখিবারে
পরকাশে মণি-বাঁধা ঘাট।
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ভাসি ভাসি দলে দলে,
হংস হংসী ভ্রমে অবিশ্রামে।
যাইতে মানস সরে, করো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উঁচা ভূমি একধারে, গিরি সম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ কদলী দারু, চারিধারে শোভে চারু,
তোমায় তড়িত যেন সাজে।
মাধবী মণ্ডপ পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুলগন্ধে ছুটি অলি কুল।
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক বকুল।

অশোক ভাবিছে মনে,* পাব আমি কতক্ষণে
বধূটীর চরণ-আঘাত !
কবে আমি পাব মিঠা মুখ-মদিরার ছিটা
বকুল ভাবয়ে দিবা রাত।
তাহার মাঝেতে আর ময়ূরের বসিবার
সোণার একটী আছে দাঁড়।
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রণ রণ বাজে তায় বালা।
স্মরিতে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে।
এবে উহা শূন্য প্রায়, কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস অবসানে।
শীঘ্র যাইবার তরে ক্ষুদ্র করি কলেবরে
উপস্থিত হইবে সত্বর।
চপল চপলা ঝাঁকি, দৃষ্টি দিবে থাকি থাকি,
আলো করি ঘরের ভিতর।
প্রিয়ারে পাইবে দেখা, গাময় লাবণ্যরেখা,
পয়োধরে ফুলিছে যৌবন।
তনু তার কলেবর, কটী তার ক্ষীণতর
স্তনভার করয়ে বহন।
বাঁধিবারে অনুরাগ, অধরে বিম্বের রাগ,
মৃগ-আঁখি প্রণয়-আধার।
দেখিলে আকৃতি তার, মনে হয় সবাকার,
আদি সৃষ্টি বুঝি বা ধাতার।
অন্তরে বিরহ-ব্যথা, দুই একটী মুখে কথা,
দ্বিতীয় জীবন সে আমার।
দিন যত হয় গত, উৎকণ্ঠা চাপে তত,
যন্ত্রণার বাড়ে তত ভার।
চক্রবাকী একাকিনী, কিম্বা মৃদু মৃণালিনী,

---

* পূর্ব্বতন কবিদিগের কল্পনানুসারে অশোক তরু স্ত্রীলোকের পদাঘাতে পুষ্পিত হয়, এবং বকুল বৃক্ষ উঁহাদিগের মুখমদিরার সংস্পর্শে কুসুমশালী হয়।

যে রূপে পোহায় বিভাবরী,
বিরহে হইয়া ক্ষীণ, যাপন করিছে দিন
প্রাণপ্রিয়া সেই রূপ করি।
কাঁদি কাঁদি সারাক্ষণ ফুলিয়াছে দু' নয়ন,
ওষ্ঠ দুই আগুন নিশ্বাসে।
গালে আছে হাত দিয়া, পড়িয়াছে এলাইয়া,
কেশপাশ এ পাশ ও পাশে।
হয় ত দেখিবে গিয়া, পূজায় সে মন দিয়া
রহিয়াছে ব্যাকুল অন্তর ;
নয় ত বিরহ ভাব মনে করি আবির্ভাব,
লিখিছে আমার কলেবর।
নয় ত সারীরে কয়, "তারে কিলো মনে হয়,
তুই তো রসিকা বড় জানি ;
কাহুকে সে তোর মত, বাসিত না ভাল অত,
সদাই শুনিত তোর বাণী।"
কিংবা যে ক'মাস বাকী, ফুল তটি ভূঁয়ে রাখি,
দেখিতেছে গুণিয়া গুণিয়া।
আমার সঙ্গমসুখে মনে আনি সকৌতুকে
কিংবা ঢালি দিয়া আছে হিয়া।
মলিন বসনোপরি, বীণাযন্ত্রে কোলে ধরি,
গাইতে যদ্যপি করে মন—
নেত্র জলে ভিজে তার, গাওনা ক্রন্দন সার,
গলে আটকায় ক্ষণে ক্ষণ।
কাজ কর্ম্মে দিনমানে, থাকে যদি সুস্থ প্রাণে,
রাত্রে তুমি গবাক্ষ সামনে
ভূঁয়ে যবে আছে শুয়ে, নিদ্রা নাই আঁখি দুয়ে
খুলিবে যতেক আছে মনে।
ভূমিতলে পার্শ্বতল, অন্তরে বিরহানল,
কলেবর ভাবনায় ক্ষীণ।
পূর্ব্বদিক সীমানায়, কলা অবসান প্রায়,
শশী যেন আছয়ে নিলীন।
মনে মাতি মম সনে মুহু থাকে অন্য মনে,
পরক্ষণে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
যন্ত্রণার অশ্রু-জল, বহে যত অনর্গল,
করে তত এপাশ ওপাশ।
অমৃত শিশিরময় শশীর কিরণচয়

পড়িয়াছে বাতায়ন দিয়া,
পূর্ব্বেকার মনে করি দিয়া আঁখি তদুপরি,
পরক্ষণে আনে ফিরাইয়া।
অশ্রুবৃত পক্ষ্মগণে ঢাকা পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
সুশোভন দুইটি নয়ন,
বরষার দিবাভাগে অর্দ্ধ মুদে অর্দ্ধ জাগে
স্থলজাত নলিনী যেমন।
স্বপনে যদ্যপি কভু, পাই তারে বাঁচি তবু,
হেন ভাবি যত মুদে আঁখি,—
অশ্রুধারা অনিবার আটকে নিদ্রার দ্বার
শূন্যে উড়ে মনোরথ-পাখী।
অলঙ্কার পরিহরি, প'ড়ে আছে শয্যোপরি,
দেখ যদি তার কলেবর—
দুঃখ না রাখিতে পারি তোমারো হে অশ্রুবারি
ফেলিতে হইবে জলধর।
বলচি ব'লে এত ক'রে, ভেবো-না মোরে বাচাল
মনগড়া এতে কিছু নাই।
কহিতেছি যাহা যাহা, সমুদায় তুমি তাহা
স্বচক্ষে দেখিবে ওহে ভাই!
অপাঙ্গ অলকে ঢাকা, কাজল নাহিক মাখা,
আঁখি এবে ঠারে না বিলাসে;
তোমার দেখিতে খালি, উঠাইবে পক্ষ্মমালী,
পদ্ম যেন নড়িল বাতাসে।
দেখ যদি তুমি গিয়া, সুখে আছে ঘুমাইয়া,
খুলিও না গর্জ্জনের মুখ;
স্বপনে পাইয়া মোরে বাঁধিয়াছে বাহু ডোরে
ঘুচাইয়া দিও না সে সুখ।
বনের মালতী-জালে উঠাইয়া প্রাতঃকালে
সজল শীতল বায়ু দিয়া,
জাগাইবে প্রেয়সীরে, পরে তারে ধীরে ধীরে
কহিবে কি—দিতেছি বলিয়া।
এইরূপ তারে কবে, "শুন ওহে অবিধবে,
সখা আমি স্বামীর তোমার।
ভাসিয়া বায়ুর স্রোতে, তাহার নিকট হ'তে
আসিয়াছি লয়ে সমাচার।
জলধর জেনো মোরে, বিদেশে যে কেহ ঘোরে

গর্জ্জনে তাহারে তাড়া দিয়া,
উতলা অবলাটির পুঁছিবারে অশ্রুনীর
বাড়ি আমি আনি ফিরাইয়া।
এতেক শুনিয়া কাণে, তাকাইয়া তোমা'পানে
হনুমানে জানকী যেমন
শুনিবে সকল কথা, মন নাহি আর কোথা,
বাক্যে যেন পাইছে জীবন।
এতেক বলিও শেষে, রামাচল পরদেশে,
সহচর আছয়ে তোমার ;
প্রাণে সে বাঁচিয়া আছে, জিজ্ঞাসিছে তোমা কাছে,
তোমার কুশল সমাচার।
তোমা অঙ্গে নিজ অঙ্গ, করিতেছে এক সঙ্গ
মনোরথ মাত্রে করি সার।
তপ্ত দেহ দুজনার, শ্বাস তাহে অনিবার
দু ধারে নয়ন বারি-ধার।
সখীদের সন্নিধানে, হেরি তব মুখ পানে,
চুম্বিবারে হইয়া বিব্রত,
কত যেন কথা আছে, ফুসিত কাণের কাছে,
তোমার সে এত অনুরত,—
এমন যে সেই জন, কেমনে বল এখন,
বাঁচিবে সে তোমার বিহনে!
শুন তুমি মন দিয়া, তোমায় সে মোরে দিয়া
কি কহিছে সকাতর মনে।
হরিণে নয়ন তব, লতায় লালিত্য নব,
মুখশ্রী শশাঙ্কে শোভা পায় ;
তরঙ্গে আঁখির ঠার, শিখিপুচ্ছে কেশভার ;
এক ঠাঁই কিছু নাই হায়!
কোপ করি আছ যেন, প্রতিরূপ তোমা হেন,
শিলাপরে লিখিয়া যতনে।
মোরে তব পদে ঠাঁই, যত আঁকিবারে যাই,
অশ্রু তত ঢাকে দুনয়নে।
ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া, শূন্য ধরি জড়াইয়া,
স্বপনেতে পাইয়া তোমায় ;
বনের দেবতা যারা, এ সব দেখিয়া তারা,
অশ্রু ফেলে পাতায় পাতায়।
দেবদারু ঢুলাইয়া, নানা পুষ্প বুলাইয়া

এই যে বহিছে সমীরণ,
তোমায় কখন যদি, ছ‍ুঁয়ে থাকে ক্ষণাবধি,
তবে আমি করি আলিঙ্গন।
কেমনে এ পোড়া নিশি, পলকে যাইবে মিশি,
গ্রীষ্মতাপ থামিবে কেমনে ;
মিছা হেন মনস্কাম, উঠি উঠি অবিশ্রাম,
হ‍ুতাশন জ্বালাইছে মনে।
দশাচক্র নহে স্থির, হেন মনে জানি স্থির,
কোন মতে কাটাই জীবন ;
তুমি ও হে দিন দিন, শরীর ক'রো না ক্ষীণ,
ভাবিয়া ভাবিয়া সারা ক্ষণ।
জাগিবেন বিষ্ণু যবে, শাপ মোর অন্ত হবে,
চক্ষ‍ু মুদি থাক এ ক'মাস।
শরদের জ্যোৎস্না রাতে, মন-সুখে এক সাথে,
পরে মিটাইব যত আশ।
পতি তব মোর কাছে, যাহা যাহা কহিয়াছে,
বলিলাম তোমায় সকলি ;
শ‍ুনিলে সে সমুদয়, না যদি প্রত্যয় হয়,
অভিজ্ঞান-বাক্য শ‍ুন বলি।
পড়িয়া সখার বুকে, শ‍ুয়ে ছিলে মনসুখে,
ঘ‍ুমাইয়া পড়িলে অমনি ;
কি জানি কিসের লাগি, চমকি উঠিলে জাগি
ক্রন্দনের মত করি ধ্বনি।
স্বামী তব জিজ্ঞাসিতে, বলিলে কৌতুকচিতে,
"দেখিলাম ওহে ধূর্ত্তরাজ !
যেন অন্য কারো সঙ্গে মাতি আছ রসরঙ্গে
ছি ছি ছি এমন তব কাজ !"
এইরূপ শ‍ুনাইয়া কোন মতে থামাইয়া
আসিবে আমার প্রেয়সীরে ;
প্রথম বিরহ জ্বালা, এই সে জানিল বালা,
সহিবে কেমনে বল ধীরে।
নিরুত্তর আছ বোলে, মোরে যে বিমুখ হলে
এ কথা কভু না আমি মানি ;
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,
নাও কোন শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই, এমন চাহিতে নাই,

কি করিব মায়া যাই প্রাণে।
ঘুচাইতে কারো দুখ,   নহ তুমি পরাঙ্মুখ ;
তোমায় সকল লোকে জানে।
সমাপিয়া মোর কাজ,   পরে ওহে ঘনরাজ,
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ ;
বরষার শুভ যোগে,   থাকো চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ।

উত্তরমেঘ সমাপ্ত

মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূত কাব্যং

বহুতর যত্ন সহকারে মূল সংস্কৃতানুযায়ি

নানাবিধ পদ্যচ্ছন্দে

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক

বিরচিত।

"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং।
ব্যসনে নচ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন বা॥"

কলিকাতা।

সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৩ [illegible]।

অনুবাদ সূচনা

ত্রিপদী।

নমঃ নারায়ণ নম, আদি ব্রহ্ম নিরূপম,
পরম পুরুষ পরাৎপর।
হও দীন দয়াময়, করি তব পদাশ্রয়,
ভক্তিভাবে পূজি বহুতর॥
জীবের জীবন ধন, কার মন সমর্পণ,
ভজিব হে তব শ্রীচরণ।
আছে মনে কত আশ, করি নানা অভিলাষ,
পুরাও হে মনের বাসন॥
মনে যত করি ভাব, তত ভাব আবির্ভাব,
প্রকাশিত করিব কেমনে।
আমি মূঢ়মতি জন, করি কেমনে বর্ণন,
সদা উদয় হতেছে মনে॥
কেমনে করিব আমি, ওহে প্রভু প্রণমামি,
কেমনে তুষিব সর্ব্বজন।
সদা করি দরশন, শত্রু মিত্র দুই জন,
পথ মধ্যে ভ্রমে অনুক্ষণ॥
জগতের কবীশ্বর, কালিদাস কবিবর,
মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত।
কিবা গুণ ছিল তাঁর, করি কেমনে প্রচার,
ভাব দেখে করি প্রণিপাত॥
মরি কিবা চমৎকার, কাব্য দেখি অনিবার,
ভাবি, তাই ভাব পারাপার।
ভাবি তাই মনে মনে, নাহি দেখি ত্রিভুবনে,
কাব্যের কি কব ভাব তার॥
কিবা গুণ কবিতার, কবিগণ পায় তার,
অন্য জনে প্রাপ্ত হওয়া ভার।
নব রস অলঙ্কার, পদে পদে রয় তার,
নানারূপে বুঝে সাধ্য কার॥
ধন্য ধন্য কালিদাস, যথার্থ কবির দাস,
হয়েছিলে সদা বোধ হয়।
নতুবা এমন রস, হয়ে নানা রসে বশ,
প্রকাশেছ গুণ সমুদয়॥

করি আমি অনুভব, মেঘদূত কাব্য তব,
ভাষাচ্ছন্দে করি বিরচন।
মনে হয় বড় ভয়, যদি 'ভাব' পায় লয়,
এই সদা ভাবি অনুক্ষণ ॥
সদা মন উচাটন, করি আমি নিবেদন,
শুন শুন শুন সাধুজন।
জ্ঞানীজন কাছে মন, সদা করে অন্বেষণ,
কি হবে না জানি হে কারণ ॥
প্রভু পদে নমস্কার, করি আমি বার বার,
রক্ষা কর দীন দয়াময়।
মান আর অপমান, ভয় হয় মূর্ত্তিমান,
কি জানি কেমনে কি বা হয় ॥
এই মেঘদূত হয়, সুকোমল পদ্যময়,
কালিদাস করে বিরচন।
অর্থ কিবা মনোহর, ভাব তার বহুতর,
সুললিত ভাবেতে পূরণ ॥
আমি দীন ক্ষীণ হীন, অধর্ম্মেতে সুপ্রবীণ,
নাহি জানি কেমনে সাধন।
কেমনেতে সমুদয়, বিরচিব পদ্যচয়,
দয়া কিছু কর বিতরণ ॥
শুন সর্ব্ব গুণিজন, করি এই নিবেদন,
মম দোষ করিবে মার্জ্জন।
কৃপা করি মহাশয়, যদি কোন দোষ রয়,
আত্ম গুণে করিয়া ত্যজন ॥
শত্রুগণ অনুক্ষণ, করে দোষ দরশন,
সর্ব্বস্থান দেখে রোষ ভরে।
যদি দোষ নাহি হয়, তথাপিও দোষ কয়,
বুঝাইয়া বৃথা নিন্দা করে ॥
জগত ভিতরে হন, আছে কত জ্ঞানীজন,
তুষিব কেমনে সর্ব্ব মন।
তাই ভাবি অনুক্ষণ, কার কিবা আছে মন,
প্রকাশিত করে শেষক্ষণ ॥
কহি আমি অবশেষ, বর্ণি তবে সবিশেষ,
করি মন কাব্যে সমর্পণ।
কালীপদ আশা করি, লেখনী করেতে ধরি,
করি করি পদ্য আরম্ভন ॥

নিম্বতরুতলা নাম, ভাগীরথী পূর্ব্বধাম,
এই স্থানে মম অবস্থান।
কলিকাতা রাজধানী, তারে আমি ধন্য মানী,
ধন্য রাজা অতি জ্ঞানবান ॥
নীচ উচ্চ সম তার, হয় বড় সুবিচার,
অবিচার নাহি কোন স্থান।
শত্রুগণ মিত্রজন, সকলেইতুষ্ট রন,
দস্যুগণ সশঙ্কিত প্রাণ ॥
এই মোর জন্ম স্থান, শ্রীভুবন ধরি নাম,
কালীপদ ভাবি অনুক্ষণ।
পূজি তাঁরে কায় মনে, স্মরি আমি প্রতিক্ষণে
তাঁর ইচ্ছে পদ্য বিরচন ॥

মেঘদূত কাব্য।

পয়ার।

কুবেরের অনুচর যক্ষ মহাশয়।
নিজ স্বামী-কর্ম্ম করে শঙ্কা অতিশয় ॥
স্বামীর আদিষ্ট কর্ম্ম লঙ্ঘিলেক পর।
ক্রোধ ভরে দণ্ড তারে দেন গুরুতর ॥
শাপভ্রষ্ট হলে যক্ষ করে হায় হায়।
কান্তার বিরহে মন আনলের প্রায় ॥
বিচ্ছেদ অনলে দহে অতি খরতর।
নিজের মাহাত্ম্য যত শূন্যে অতঃপর ॥
সুপবিত্র রামগিরি অতি মনোহর।
সুশীতল ছায়া যুক্ত বৃক্ষ পরিসর ॥
যে স্থানেতে সুলক্ষণা জনক দুহিতা।
স্নান করি জল শুদ্ধ করিলেন সীতা ॥
সেই স্থানে যক্ষবর করি বাসস্থান।
কাটাইলা সম্বৎসর খেদান্বিত প্রাণ ॥১॥

ত্রিপদী।

সেই কামী যক্ষবর, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর,
খরতর বিচ্ছেদ আনল।

কান্তার বিরহে মন, সদা ভাবে অনুক্ষণ,
হস্ত শূন্য দেখিয়া সকল ॥
ব্যক্ত শৃঙ্গ রম্যস্থান, মধ্যে করি বাসস্থান,
বর্ষার দেখিয়া উপক্রম ।
বরষার আদি দিন, দেখে যক্ষবর ক্ষীণ,
হস্তি সম করি দরশন ॥
অভিনব ধরাধর, দৃশ্য কিবা মনোহর,
সেই পর্ব্বতের উচ্চ স্থান ।
ক্রীড়া করি মেঘবর, নম্রীভূত কলেবর,
ক্রীড়ার্থ হয়েন অধিষ্ঠান ॥২॥

একাবলী ছন্দ ।

নব জলধর যে বর্ষা কাল ।
কামিজন পক্ষে যেন হে কাল ॥
স্বদার সুখের সুভোগ নয় ।
কামিজন চিত্ত বিকার হয় ॥
সেই কাল যার মনেতে হয় ।
আশ্লেষ হৈত সকল সময় ॥
এতাদৃশ অনুরাগী যে জন ।
দূরস্থ হইলে দুঃখিত মন ॥
হইবে যে দুঃখ বর্ণন নয় ।
এতাদৃশ নব বর্ষা সময় ॥
এসুখ বরষাকালে এমন ।
কান্তার বিচ্ছেদে যে দহে মন ॥
কুবেরানুচর যে যক্ষজন ।
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচন ॥
স্থিতি করি বহু কাল তথায় ।
চিন্তার সাগরে নিমগ্নপ্রায় ॥
জলধরে শশি দর্শন করে ।
মনব্যথা যত মনেতে ধরে ॥৩॥

লঘু ত্রিপদী ।

জীবন ধারণ, প্রধান কারণ,
সন্নিহিত যে শ্রাবণ ।
মেঘে মন লয়, দুঃখ দূর হয়,
মনে হলো উদ্ভাবন ॥

স্বীয় ললনার, হইবে বিহার,
করি শ্রবণ তাহার।
কুশল বচন, ভাবে অনুক্ষণ,
পরে প্রাপ্ত হব তার॥
কুবেরানুচর, সেই যক্ষবর,
মনেতে আনন্দকর।
অর্ঘ্য পুষ্পচয়, গিরিজাত হয়,
করি কর পুরঃসর॥
মেঘেরে পূজিয়ে, বাক্য প্রীতি দিয়ে,
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন।
কহ মেঘবর, কহে যক্ষবর,
শুন যাহা বলিলেন॥৪॥

কুসমচ্ছন্দ।

যার পদ আদিকর। সে কার্য্যেতে পটুতর,
ইন্দ্রির সকল ভর॥
কহিতে এ বিবরণ। যোগ্য হয় উপার্জ্জন,
কাছে সুচতুর জন॥
মেঘ হয় অচেতন। এই সব বিবরণ,
প্রাপ্তির কি সম্ভাবন॥
কুবেরের অনুচর। শোকোদয় বহুতর,
জন্যে কহে অতঃপর॥
বায়ু ধূম তেজঃ জল। হলে একত্র সকল,
মেঘের এমাত্র বল॥
প্রেমাতুর যক্ষবর বিরহ কান্তার স্বর,
অন্বেষণ তার পর॥
সচেতন অচেতন। বস্তুজ্ঞান নাহি মন,
শ্রবণে আনন্দ হন॥
করে মেঘ সন্নিধান। অচেতন কাছে প্রাণ,
করেছিলেন প্রার্থন॥
তার বলি হে কারণ। কামাতুর জন মন,
নাহি থাকে কোন ক্ষণ॥
সচেতন অচেতন। বস্তুর বিচারে হন,
স্বভাবতঃ অজ্ঞানন॥৫॥

যমক বা ভঙ্গ পয়ার।

সেই যক্ষ পুনর্ব্বার, সেই যক্ষ পুনর্ব্বার।
জলধরে কহেছেন পুন আর বার॥
ওহে মেঘ আমি জানি, ওহে মেঘ আমি জানি।
পুষ্কর আবর্ত্তবংশে জন্ম তব মানি॥
প্রসিদ্ধ ত্রিলোক খ্যাত, প্রসিদ্ধ ত্রিলোক খ্যাত।
সুপ্রসিদ্ধ ঘরে তব হইয়াছে জাত॥
তুমি হয়েছ প্রধান, তুমি হয়েছে প্রধান।
ইন্দ্রের অমাত্য শ্রেষ্ঠ কামরূপী জ্ঞান॥
তব মহিমা অপার, তব মহিমা অপার।
দূর বন্ধু হও তুমি কহি অনিবার॥
আছে প্রিয়া দূরে যার, আছে প্রিয়া দূরে যাব।
করিলাম যাচনা নিকটে হে তোমার॥
হবে যাচক যে জন, হবে যাচক যে জন।
করিবেন যেই জন যাচন যেমন॥
আবশ্যক কি কারণ, আবশ্যক কি কারণ।
কহেছেন ভাল মন্দ বিচার মতন॥
যাচিলে গুণির কাছে, যাচিলে গুণির কাছে।
যদ্যপি নিষ্ফল হয় তবু ভাল আছে॥
অধম ব্যক্তিতে হয়, অধম ব্যক্তিতে হয়।
সফল হলেও তার ভাল কিছু নয়॥৬॥

পদ্য।

করিতেছে ব্যক্ত যক্ষ নিজ অভিলাষ।
কুবেরের শাপে মোর প্রাণেতে 'বিকাশ'॥
ক্রোধাবিষ্ট মম প্রভু হয়ে রোষ-ভর।
শাপ দ্বারা বিশ্লেষিত কান্তা অনন্তর॥
অলকাপুরের মধ্যে প্রাণাধিক মম।
করিতেছে প্রিয়াবাস রূপ নিরূপম॥
যে পুরের বাহ্যদেশ হয় উপবন।
চন্দ্রশেখরের শৃঙ্গ অতি সুশোভন॥
চন্দ্রকলা ন্যায় জ্যোৎস্না সর্ব্ব বিরাজিত।
হইয়াছে অট্টালিকা সব ধবলিত॥
সেই স্থানে ত্বরা করি গিয়ে মেঘবর।
আমার সংবাদ দিয়ে আনন্দিত কর॥
যেহেতুক জল দানে সর্ব্ব জীবগণ।

সংতপ্ত হইবে রক্ষা ভেবে দেখ মন ॥
ভবদীয় পাপ নাশ হইবে নিশ্চয় ।
চন্দ্রশেখরের শোভা দেখি সমুদয় ॥৭॥

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী ।

মেঘে যক্ষ মহাশয়, গুণ কথা সমুদয় ।
প্রকাশিয়ে কয়, যতেক উদয়,
সবে শ্রবণ করয় ॥
তুমি বৃষ্টির কারণ, সজ্জা করি আগমন ।
আসিলে ধরায়, সবে মোহ পায়,
অধীন স্বাধীন জন ॥
আমি ভিন্ন কোন্ জন, আছে কেবা ত্রিভুবন ।
বিদেশ গামিনী, নিজের স্বামিনী,
উপেক্ষা করয় মন ॥
কেবা চিত্ত স্থির করি, সুখে দিন পরিহরি ।
নাহি পাবে মন, নিশ্চয় কারণ,
নারে কেহ ধৈর্য্য ধরি ॥
কহি শুন জলধর, বিমানে করিলে ভর ।
বনিতা সকল, মনেতে বিকল,
ভাবে ভারা নিরন্তর ॥
নিজ নিজ প্রাণেশ্বর, আগমন করি তর ।
কুটিল কুন্তলে, মানসেরি ছলে,
নিশ্চিত আশ্বাস কর ॥
করে তারা বিলোকন, তোমাকেই দরশন ।
কামিনী রতন, ব্যাকুলিত মন,
কিসে করিবে ধারণ ॥৮॥

ত্রিপদী ।

করে তোমাকে প্রেরণ, মন্দ মন্দ সমীরণ,
অনুকূল সানুকূল জন ।
বামভাগে স্থিতি যত, চাতকেরা অবিরত,
গাইতেছে শিবের কারণ ॥
শিব শিব বলি সবে, ডাকে সুমধুর রবে,
তোমারে দেখিয়া পক্ষী সব ।
তুমি বিজন গমনে, নাহি শঙ্কা করো মনে,
শুনিয়া পক্ষীর যত রব ॥

বকশ্রেণী যে কারণ, করে তব দরশন,
নিজ নিজ গর্ভের গ্রহণ।
সারি সারি পঁক্তিধারী, হয়ে মিলিত বিহারী,
তবাশ্রিত হইবে তখন ॥৯॥

দীর্ঘভঙ্গ ত্রিপদী।

ওহে মেঘ কহি অনিবার, হইবে না বাধা যাইবার।
তোমার যে ভ্রাতৃ জায়া, বিচ্ছেদ কাতরা হিয়া,
পতিব্রতা সতী যে আমার ॥
আসিয়াছি হেথা যেই দিন, দিন২ গণি প্রতি দিন।
তৎপর হয়েছে তায়, কেবা তারে হে ঘুচায়,
জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে ক্ষীণ ॥
তুমি তথা করিলে গমন, নিশ্চয় করিবে দরশন।
বিরহ-কাতরা ধনী, জীবিত সে গুণমণি,
বিদারিত অন্তর যেমন ॥
মনে করি যত পরিহরি, সুকোমল চিত্তে প্রাণ ধরি।
কান্ত আসিবেক মনে, ভাবে তাই অনুক্ষণে,
আশা-নীরে ভাসে তনুতরী ॥১০॥

লঘু ত্রিপদী।

মেঘের কারণ, সহাস্যে দর্শন,
যাইবার নিদর্শন।
কহে যক্ষবর, শুন অতঃপর,
করিলেন তা কেমন ॥
তোমার গর্জ্জন, করিয়া শ্রবণ,
হয় কিবা সুখোদয়।
ছত্রাক সকলে, ধরণীর তলে,
আহা কিবা শোভাময় ॥
অতি সুশোভিত, ছায়াতে মণ্ডিত,
তব শব্দ শুনি হয়।
রাজ-হংস-গণ, করিয়া মনন,
পায় সুখের সময় ॥
নলিন মৃণাল, যে হংসের পাল,
পাথেয় হয়েছে যার।
তোমার সহায়, পাইয়া সবায়,
মনে আনন্দ অপার ॥

আকাশে গমন, পথ প্রদর্শন,
কৈলাস পর্য্যন্তগর্ত।
যাইবেক সব, আকাশে সম্ভব,
সারি সারি যেতে রত ॥১১॥

তোটক ছন্দ।

শুন হে বরিষা মহিমা বলি হে।
নিকটে শিখরে প্রণয়ে কর হে ॥
কর শঙ্করে বলিয়ে কহিল।
যিনি মধ্য স্থলে সমনে ধরিল ॥
চিহ্ন ধারণ রামচন্দ্রে কহিছে।
ভুবনে চরণে যতনে বন্দিছে ॥
উচ্চতে যিনি হে তব কারণ হে।
অতি যে অন্তরে হইয়া বিরহে ॥
সজলো নয়নে অবধে ভাসিছে।
প্রফুল্লে প্রণয়ো সময়ে করিছে ॥১২॥

লঘু চতুষ্পদী।

ওহে জলধর, কহি অতঃপর,
গমন তোমার কহিছি যাহা।
করহ শ্রবণ, আমার সদন,
পরেতে হইবে আনন্দ তাহা ॥
শুনিলে বর্ণন, কর্ণ সুখ মন,
হইবে তোমার পাঠাইবার।
গমন করিতে, বিশ্রাম পথেতে,
উপায় বলিছি শুন হে তার ॥
বিশ্রাম যখন, হইবেক মন,
করিবে তখন, পদ বিন্যাস।
পর্ব্বত উপরি, পূর্ব্ব মত করি,
করিও গমন বলিনু আশ ॥
হইলে দুর্ব্বল, লবে স্রোত জল,
অতি লঘুতর হইয়াছে হে।
করিয়া গ্রহণ, করিবে গমন,
ক্ষীণ হীন হলে এই করো হে ॥১৩॥

মধুকর ছন্দ।

এখান হইতে মেঘ করিলে গমন।
নিচুল রসাল, গমনের কাল,
পথে করিবা এমন ॥
করিকর নিকরের তেজঃ অতিশয়।
গন্ধর্ব খর্ব করি, পিছু মুখ ধরি,
তুমি প্রস্থান করয় ॥
ঊর্ধ্বাননে সবাননে করিবে দর্শন।
যত রামাগণ, সিদ্ধ জনগণ,
যত রমণী রমণ ॥
গগণ পথেতে কেবা করেছে গমন।
গিরি শৃঙ্গ হরি, প্রচণ্ড বিহারি,
এই জ্ঞান করি মন ॥ ১৪ ॥

মালতি ছন্দ।

ওহে মেঘবর, তব অগ্রসর, হয়েছে মনোহর।
বাল্মীক মৃণ্ময়, উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রধনু হে ধর ॥
ভূষিত একান্ত, আদি নীলকান্ত, জুড়ায় নয়ন।
করেছে বিস্তার, নানাবর্ণ তার, যে নয়নানন্দন ॥
তব কলেবর, অতি মনোহর, এ শ্যামল বরণ।
নব ঘনশ্যাম, কলেবর ঠ্যাম, হৈ ভূষিত তেমন ॥
হইয়াছে তব, দেখহ সম্ভব, যেন নন্দ নন্দন।
রূপ মনোহর, কিবা শোভাকর, বিচিত্র শিখিগণ ॥ ১৫ ॥

মালঝাঁপ।

নটবর, জলধর, অগ্রসর, হলে।
শস্যসাঁশে, অনায়াশে, লভ্য আসে, ফলে ॥
রামাগণ, অগণন, ফুল্লানন, হয়।
দরশন, স্নিগ্ধানন, সুলোচন, কয় ॥
তথা হতে, সুপথেতে, আত্মমতে, যাও।
ক্ষেত্রধন, উপার্জন, দিয়ে ধন, ধাও ॥
এর পর, মেঘবর, বাক্যধর, কর।
পশ্চিমেতে, নিকটেতে শীঘ্র যেতে, ধর ॥১৬॥

হে মেঘ দবদাহ উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে গমন করিবে তাহাতে শ্রান্ত হইলে পথমধ্যে আম্রকূট নামক অত্যুচ্চতর প্রসিদ্ধ ভূধর নিজ শিখর দ্বারা তোমাকে রক্ষা করিবেন। যেহেতু বান্ধব জন আশ্রয়ার্থ আশ্রম প্রাপ্ত হইলে

অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও কদাচ পরাঙমুখ হয় না, যেহেতু অতি মহান্ যে আম্রকূট-শিখর তাঁহার বিমুখ হইবার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই ॥১৭॥

বিমিলক পদ্য।

ওহে জলধর তুমি যত দূরে যাবে,
নিতান্ত হইবে ক্লান্ত যেতে যেতে ;
চিত্রকূট শৃঙ্গ তুমি যে সময়ে পাবে,
নিজ শিখরের দ্বারা ধরিবে উচ্চেতে ;
তবে রক্ষা করিবেন উচ্চ শিখিবর,
আপনে আপন ভাবি যেও মহাশয় ;
সুশীতল জল দ্বারা ওহে জলধর,
রক্ষা করো তুষ্ট করো নিদাঘ সময় ;
প্রভাকরে প্রভাকর কিরণ প্রখর,
নিবারণ করিবেক দিয়ে জলময় ;
সম্ভাব রাখিলে হয় বড় ফলকর,
সজ্জনের উপকারে নানা ফলোদয় ॥১৮॥

একাবলী ছন্দ।

ওহে জলধর করহ শ্রবণ।
কেশের ন্যায় তোমার বরণ ॥
তুমি যে গমন সময়ে রবে।
আম্রকূট গিরিবরে ধরিবে ॥
শৃঙ্গোপরি তুমি তবে যাইলে।
পরিণত বৃক্ষ সকল ফলে ॥
শোভাকর শ্বেতবরে কাননে।
রসাল শ্যামলাগ্র তরুগণে ॥
যুবতী ধরণী স্তনের সম।
দিবাভাগে পয়োধরে ভুবন ॥
অমর ললনা কান্তের সঙ্গে।
অবশ্য তোমারে দেখিবে রঙ্গে ॥
হইবে দর্শন যোগ্য তুমি হে।
রসের-সাগর বলি বিরহে ॥ ১৯ ॥

ভঙ্গ পয়ার।

চুয়াড় রমণীগণ, চুয়াড় রমণীগণ।
ওহে মেঘ মম বাক্য করহ শ্রবণ ॥

তাহাদের আস্বাদন, তাহাদের আস্বাদন।
আম্রকূট লতা সব হয়েছে কারণ ॥
কিছুকাল অবস্থান, কিছুকাল অবস্থান।
করে তবে তথা হতে করিবে প্রস্থান ॥
বারি করিয়া বর্ষণ, বারি করিয়া বর্ষণ।
জল শূন্য কলেবর করিবে গমন ॥
নানা দিগ্দিগন্তর, নানা দিগ্দিগন্তর।
ত্যেজে রেবানদী তবে দেখিবে তৎপর ॥
যে রেবা হয়েছে সার, যে রেবা হয়েছে সার।
ক্রীড়ার কারণে সূর্য্যে শোভা হয় তার ॥
পেয়েছেন গিরিবর, পেয়েছেন গিরিবর।
করি করে বিরচিত অতি প্রভাকর ॥
বিন্ধের কামিনী সম, বিন্ধের কামিনী সম।
হইয়াছে পতি জন্য সেবা ব্যতিক্রম ॥
পড়ে চরণের তলে, পড়ে চরণের তলে।
পতিতা হয়েছে সতী কলে ছলে বলে ॥
ক্ষুদ্র সে গিরি রতন, ক্ষুদ্র সে গিরি রতন।
দুর্গম হয়েছে স্থান বিষম গহন ॥ ২০ ॥

অমিলক পদ্য।

কুসুম আবৃত স্থানে ওহে মেঘ তুমি,
সুগন্ধি রেবার জল করিবে গ্রহণ,
জলে পরিপূর্ণ হয়ে সর্ব্ব কলেবর,
গুরুতর রূপে তথা গমন করিলে,
গমনে ব্যাঘাত দিতে নাহি কোন জন,
প্রশস্ত শরীর শক্ত তব কাছে কার,
ক্ষীণ হীন ব্যক্তি সদা হয় পরাভূত,
ইহার কারণ শক্তি অন্য আর যশঃ,
একবার সুপ্রসিদ্ধ হইলেক পর,
করিবারে পরাভূত নহে কেহ তারে ॥ ২১ ॥

দীর্ঘ চতুষ্পদী।

শুন মেঘ সাবধানে, কহি উপায় প্রয়াণে,
তব পথ প্রদর্শন, কেবা করিতেছে হে।
ভ্রমর ভ্রমরা যত, ভ্রমে তারা অবিরত
কত রঙ্গে কতমত, সকলে ধায়েছে হে ॥

মধু লোভে মত্ত অলি, পুষ্পের দেখেছে কলি,
তোমার দর্শক বলি, হইবেন পথে হে।
মৃগগণ অগণন, ভ্রমে তারা অনুক্ষণ,
তৃণ করিতে ভক্ষণ, চারিদিকে ধায় হে॥
তব পথ প্রদর্শন, করাইবে মৃগগণ,
লুব্ধ হলে তৃণ বন, নব ঘাসোভরে হে।
দগ্ধ মৃত্তিকার গুণে, করী আনন্দিত মনে,
সুরভি সুগন্ধ ঘ্রাণে, আনন্দিত হবে হে॥
হস্তিযূথ ম্রিয়মাণ, দবদাহ গন্ধাঘ্রাণ,
হইবেন বর্ত্মজ্ঞান, তোমার গমনে হে।
তথা নবঘন জল, ভক্ষি চাতক সকল,
লুব্ধ হয়ে পেতে বল, দর্শক হইবে হে॥ ২২॥

বিমলছন্দ।

ওহে মেঘ শুনি তবে তোমার গর্জ্জন।
শরজালে সজ্জীভূত পীড়িত মদন॥
কম্পিত সঘন, সহচরীগণ, আদি সিদ্ধজন,
করিতেছে তোমার যে ; হে মানবর্দ্ধন॥
চাতকেরা জললোভে আনন্দিত মন।
জ্ঞানবান্ সিদ্ধগণ করি দরশন॥
বকের মতন, শৃঙ্খলা যেমন, রমণি-রতন,
করিতেছে সংখ্যাদ্বারা নারী অন্বেষণ॥২৩॥

কুসুম ছন্দ।

মম প্রিয়ার কারণ।
কর শীঘ্র সুগমন,
ওহে জলদ বরণ॥
তব বিলম্ব কারণ।
করি পথ প্রদর্শন,
পর্ব্বত মধ্যস্থ বন॥
যে সকল গিরিবর।
বিকসিত বৃক্ষোপর,
কুসুম নিচয় ভর॥
চতুর্দ্দিক আমোদিত।
পুষ্প যত বিকসিত,
করে সুগন্ধে মোহিত॥

ময়ূরে ময়ূরীগণ।
দেখি সজল নয়ন,
করি তাদৃশ শ্রবণ ॥
শীঘ্র করিবে গমন।
হয়ে বিরস বদন,
যাবে করি দরশন ॥২৪॥

বিমিলক পদ্য।

অতঃপর ওহে মেঘ সন্নিহিত হলে,
প্রস্ফুটিত হলে পর কেতকী নিচয়।
শুভ্র বর্ণে উপবন আবৃত সকলে,
অতি সুশোভিত হবে বর্ণে সমুদয় ॥
যেই দেশে চৈত্যবৃক্ষ নীড়ার সময়,
হইয়াছে ব্যাকুলিত কাকালীর সম।
জম্বুবন পরিণত পক্ক সমুদয়,
হয়েছে শ্যামল বর্ণ ফলে নিরুপম ॥
বিশেষ হয়েছে যার দেশের অন্তর,
হংসগণ সেই স্থানে প্রফুল্লিত মনে।
কিছু কাল জন্য তারা করি মন ভর,
স্থায়িত্ব হয়েছে তব কিঞ্চিৎ কারণে ॥২৫॥

পদ্য।

বেগবতী বেত্রবতী নদ-তটোপর।
বিদিশা নগরী নামে আছে জলধর ॥
দশ দিকে রাজধানী উক্ত নামে খ্যাত।
চঞ্চল নদীর জল পান অবিরত ॥
করিবে যতেক ইচ্ছা মনেতে যেমন।
আন্দোলিত আস্বাদিত অতি মনোরম ॥
মনোরমা নিরুপমা সুধাংশু বদন।
মনোহর হইয়াছে তোমার গর্জ্জন ॥
নদীতীরে মেঘবর তোমার গমনে।
অতুল্য হইবে জ্ঞান যত কামীজনে ॥
কামফল প্রাপ্ত তুমি হইবে সত্বর।
হইবে সন্তুষ্ট বড় বলি অনন্তর ॥২৬॥

মালঝাঁপ।

নীচকর,	জলধর,	শৃঙ্গবর,	নাম।
উল্লেখিত,	গ্রামস্থিত,	বিমোহিত,	স্থান॥
স্থিতি করি,	শৃঙ্গোপরি,	দেহ ধরি,	রবে।
বারাঙ্গনা,	সুবাসনা,	সবাসনা,	সবে॥
এ যৌবন,	প্রৌঢ়ধন,	মন্মোহন,	ধারে।
সুবিস্তার,	প্রাণাধার,	জলাধার,	হারে॥
কলেবর,	মনোহর,	মুরহর,	সাজে।
পুলকিত,	আমোদিত,	সুবাসিত,	রাজে॥
তব ধনে,	সমাগমে,	তুষ্ট মনে,	রয়।
দেখি জল,	ছল ছল,	সুবিমল,	হয় ॥২৭॥

বিরূপ ছন্দ।

ওহে সজল জলধর, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর,
স্বেদাক্ত নয়ন, যে মাল্যকার।
সেই সব প্রমদাগণ, তাহাদের খিন্ন মন,
স্বকীয় ছায়াতে, স্নিগ্ধ হে তার॥
সকলে করিলে প্রদান, পরিচিত নিজমান,
কারি কাছে ভার, কর গমন।
বিদিশা নগরের ধার, পুষ্পসর্ব্ব বাটিকার,
সিক্ত করি তাহে, জল রতন॥
সেথা থাকিয়ে কিছুকাল, বিশ্রাম করিয়া হাল,
মনোমধ্যে স্মরি, হে জলধর।
অন্য স্থানেতে চেষ্টা করি, স্বস্থান পরিহরি,
চতুর বিহারি, যেও সত্বর ॥২৮॥

বিরোভাষা ছন্দ।

ওহে মেঘ যৎকালে করিবে গমন,
অলকাপুরীরোদ্দেশে পথের অন্তর,
উজ্জয়নী নগরের রাজার সদন,
দর্শন স্পর্শনকালে হৈত জলধর;
আনন্দ রহিত শূন্য মনের ভিতর,
ক্লান্ত যদি হও তুমি যাইতে যাইতে;
উজ্জীন নগরের পথ অতি বক্রতর,
বারাঙ্গনে তবাননে দেখিতে দেখিতে;
তব ক্লেশ হবে দূর জানিবে পশ্চাতে ॥২৯॥

ত্রিপদী।

উজ্জীন্ পথ প্রদর্শন, করেছেন বিজ্ঞাপন,
শুন শুন ওহে মেঘবর।
নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর জল, হোয়ে গ্রহণে সবল,
গমন করিবে অনন্তর।
নদীর গভীর জলে, বিহঙ্গম সদা খেলে,
মেখলা সদৃশ সমুদয়।
হয়ে নদী বেগবতী, দর্শনে মোহিত অতি,
দরশনে মান্য হানি হয়॥
রূপ ধারণ কারণ, যতেক কামিনীগণ,
শৃঙ্গা ভাব করিয়া ধারণ।
একারণ প্রিয়জন, বিলাস করেছে মন,
হইয়াছে প্রণয় বচন ॥৩০॥

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী।

ওহে জ্ঞানী জলধর, নির্ব্বিন্ধ্যা হইলে পর।
তোমার অভাবে, সিন্ধু সদাভাবে,
দুঃখিত পতি বিরহে॥
জীর্ণ পত্র পরি তায়, চির বিরহিণী প্রায়।
অল্প জল ধরে, পাণ্ডু-বর্ণাহারে,
করে সৌভাগ্য প্রকাশ॥
দুর্ব্বলতা দূর করি, নিজ দেহে বল করি।
যে প্রকারে হয়, নিজ অঙ্গদ্বয়,
তাহা অবশ্য করিবে॥
সুধাকর সুধাকর, বলি হে তোমার কর।
অতি সুখকর, বিচ্ছেদ অন্তর,
করেছেন এই রূপে ॥৩১॥

সুধাকর ছন্দ।

তবে শুন জলধর।
সুবিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ নামে বৎসেশ্বর॥
উদয়ন নৃপতির।
পূর্ব্বাপূর্ব্ব বিবরণ জ্ঞাত বৃদ্ধবীর॥
পূর্ব্বেতে কথিত যাহা।
অবন্তী নগরী যেই, প্রাপ্ত হবে তাহা॥

তথায় যাইয়া তবে।
বিশালা উজ্জীন গ্রামে গমন করিবে ॥
অবন্তী নগর শোভা।
পুণ্যফলে ভোগ শেষে কি কহিব প্রভা ॥
কিবা সুশোভিত স্থান।
হইয়াছে স্বর্গখণ্ড স্বরূপ বিধান ॥
পুণ্য ফল দ্বারা হয়।
আনীত হয়েছে যেন স্বর্গ সমুদয় ॥৩২॥

লঘু তরতী ছন্দ।

সিপ্রা নদ্যোপরে। উজ্জীন নগরে ॥
শীতের কারণ। কোমল পবন ॥
কোমল কমল। শীত গুণ বল ॥
প্রকাশিত ফুল। ভ্রমে অলিকুল ॥
অলি গুণে স্বরে। অতি মনোহরে ॥
গন্ধে আমোদিত। ক্রীড়ার জনিত ॥
নব বালাগণ। আমোদিত মন ॥
করে বিচরণ। স্নিগ্ধ সমীরণ ॥
ক্লেশ দূর করে। মন দুঃখ হরে ॥
রমণি রমণ। করয় ভ্রমণ ॥
দেখিতে সুন্দর। অতি মনোহর ॥
কিবা শোভাময়। হেরে মোহ হয় ॥
প্রিয়তম জন। সদৃশ যেমন ॥
ক্রীড়ার কারণ। বনিতা শ্রান্তন ॥
শ্রমাপনয়ন। তাহার মতন ॥৩৩॥

পদ্য।

সুরম্য রমণ স্থান উজ্জীন নগর।
চারিদিকে শোভাময় অতি মনোহর ॥
কুলের কামিনী ধনী আদি ধিন জন।
সুগন্ধে আমোদ ময় কেশের কারণ ॥
ধূপ ধুনা আদি দ্রব্যে বর্দ্ধিত কলেবর।
নির্গত গবাক্ষ হতে হয় অনন্তর ॥
অতঃপর মেঘবর করিবে গমন।
যাইবেক চণ্ডেশ্বরে হয়ে ফুল্লমন ॥
পরম সুখেতে তুমি করিবে গমন।
যে উজ্জীন নগরের হর্ম্ম্য মনোরম ॥

কোমল কমল পদ বনিতা চরণ।
চলিলে নূপুর তার বাজে ঝন্ ঝন্ ॥
নানাজাতি পুষ্পচয় হয়ে বিকসিত।
চারিদিকে সুগন্ধেতে করে আমোদিত ॥
ফলে ফুলে সুশোভিত বন উপবন।
তাহে সদা মন্দ মন্দ বহে সমীরণ ॥
তোমারে দেখিয়া সবে আমোদিত হবে।
তব আগমন দেখি প্রশংসিবে সবে ॥
শিখিগণ অগণন করি দরশন।
শিখোপরি সারি সারি হয়ে তুষ্ট মন ॥
বিস্তারিয়ে পুচ্ছ সব যত নারীগণ।
করিবে তোমার যশঃকীর্ত্তন তখন ॥৩৪॥

হংসবিলাস ছন্দ।

শিব শঙ্কর সংহর, শিব শঙ্কর সংহর ॥
ত্রিলোকতারণ, ত্রিলোককারণ,
প্রভু সনাতন, ত্রিভুবন জন,
সর্ব্বস্বামী হন।
বন্ধুবর জলধর, বন্ধুবর জলধর ॥
পবিত্র আসন, করিবা গমন,
যুবতীর মন, ক্রীড়ার কারণ,
সে স্থান কেমন ॥
বেগবতী গন্ধবতী, বেগবতী গন্ধবতী ॥
উপবন ময়, সমীরণ বয়,
কম্পিত উভয়, হেরে মোহময়,
রমণীয় হন।
উপনীত হলে পর, উপনীত হলে পর ॥
ওহে মেঘবর, করিবে আদর,
প্রফুল্ল শঙ্কর, হবে অনন্তর,
রূপ মনোরম ॥
করি রূপ দরশন, করি রূপ দরশন ॥
আপন সদৃশ, কণ্ঠের মাদৃশ,
চাতকিনী কৃশ, পূজিবে ভূতেশ,
দেখি আগমন ॥৩৫॥

ত্রিপদী।

প্রাপ্ত হয়ে বাসস্থান, ওহে মেঘ সুবিজ্ঞান,
তথায় করিবে অবস্থান।
যতক্ষণ অস্তাচলে, দিনমণি নাহি চলে,
ততক্ষণ রহিবে ধীমান ॥
শুন তাহার কারণ, ফল পাবে পরক্ষণ,
তুষ্ট হবে শিবেশ শংকর।
সন্ধ্যাকালে উপহার, শিবপূজা সমাধার,
একাধার হইবে তৎপর ॥
ঘনঘোর ঘণ্টা সবে, সুমিষ্ট বাদ্যের রবে,
দ্বিজগণ বাজাবে বাজন।
নৃত্য গীত আদি সংগে, ভূত প্রেত রংগ ভংগে,
আমোদ করিবে অগণন ॥
থাকি তথা সেই ক্ষণ, তব গভীর গর্জ্জন,
শুনি তবে হবে চমকিত।
পাইয়া তোমার সারা, মত্ত হবে রংগে তারা,
ফল তুমি পাবে সমুচিত ॥৩১॥

তরতী ছন্দ।

সেই সংকরের ঘরে, মনোহরা মনোহরে।
প্রতি পদার্পণে পণে, বারাংগনে মনে মনে।
রত্নেকাঞ্চি গুণবতী, হীরকাদি শোভে অতি।
বলিবার কিছু নয়, লীলা দেখি সমুদয়।
নবঘন জলধর, দেখে মণি মনোহর।
মনে তুষ্ট অতিশয়, হয়ে তারা সদাশয়।
ধরি জল নখোপর, শীতলাঙ্গ কলেবর।
হইয়া যুবতীগণ, এক দৃষ্টে দরশন।
হয়ে শ্রেণীবন্ধ প্রায়, মধুকরী শ্রেণী ন্যায়।
অতুল রূপ তুলনা, দেখে তারা সবাসনা।
জাগিবে মদন ধন, সদা করি দরশন।
তনু হবে রসে ভরা, পাইয়া তোমার সারা।
কহিতে তোমার গুণ, নারীগণ সুনিপুণ।
পুরুষে কি ধার ধারে, জানিতে নাহিক পারে।
কুলের কামিনী যত, সেবা করে অবিরত।
তোমার যে কি মহিমা, বেদে নাহি হয় সীমা।
সদয় তোমার ডাকে, নারীর মদন যাগে।

বিরহিণী নারী যত, প্রাণে ভেবে অবিরত।
তোমার যে গুণগান, শুনে আকুল পরাণ।
নারীর হয়েছে শুল, ভেবে তারা প্রাণাকুল।
তোমার গুণগরিমা, নাহি বেদে পরিসীমা ॥৩৭॥

পদ্য।

অনন্তর মেঘবর কর প্রণিধান।
অপেক্ষণ করি মন শঙ্কর প্রমাণ ॥
দিনকর অস্তাচলে করিবে গমন।
জবা পুষ্প সম তেজঃ করিয়া ধারণ ॥
আশ্লিষ্ট হইয়া তবে দীর্ঘ ভুজবনে।
পৃষ্ঠদেশে মনোহরে অতি ক্ষণে ক্ষণে।
করিবেন মহামায়া ভক্তি দরশন।
সুশান্ত নয়নে তারা হবে ফুল্ল মন ॥
অচলা তোমার ভক্তি না হয় বর্ণন।
ভবানী করিবে ব্যক্ত করি দরশন ॥৩৮॥

মনোহর ছন্দ।

মরি মরি প্রাণেশ্বরি,
কুলের কামিনী, উজ্জীন বাসিনী,
হইলে যামিনী, গজেন্দ্র গামিনী,
সুধাংশুবদনী।
ভাবিবে একান্ত মনে,
সে প্রাণ বিহনে, বারি বরিষণে,
তব আগমনে, কান্তের বিহনে,
কুলের কামিনী ॥
গাঢ় অন্ধকার হেরি,
যত প্রিয়জন, কামিনী রতন,
পাইয়া মদন, বিচ্ছেদ যন্ত্রণ,
অন্ধকার মন।
গাঢ় অন্ধকারে তুমি,
পথ প্রদর্শন, কণক বর্ষণ,
তড়িৎ ঘর্ষণ, করিয়া গর্জ্জন,
বাঁচাবে সে জন ॥
যেন মণিহারা ফণি,
হয়ে যত ধনি, করিবেক ধ্বনি,

কুলের কামিনী, যত গুণো মণি,
বিরহ জ্বালায়।
সবাকার মনোহরে,
মোহিনীর করে, সৌদামিনী ভরে,
দেখাবে বিহরে, অন্ধকার হরে,
ভাবিবে তোমায় ॥৩৯॥

লঘু চতুষ্পদী।

ওহে মেঘবর, উজ্জীন নগর,
অতি মনোহর, গৃহের উপর।
যামিনী যাপন, করিয়া গোপন,
না ভাবিয়ে মন, অবস্থান কর ॥
কপোতের ন্যায়, কাষ্ঠ কৃত ময়,
সুসুপ্ত আলয়, সুখেতে হয়।
অবশিষ্ট স্থান, করিয়া প্রয়াণ,
সতৃষ্ণ নয়ান, প্রভাতের পর ॥
যেহেতু তোমার, কহি অনিবার,
প্রীত পদাচার, কান্তার বিরহে।
যত রামাগণ, ভাবিতেছে মন,
বিরহ বেদন, হয়ে মনেতে হে ॥
মিত্র কার্য্যতরে, অঙ্গীকার করে,
সেই কর্ম্মোপরে, করিতে না পারে।
অন্যথা তাহার, কর্ম্ম করিবার,
বিপরীত ভার, করিবারে নারে ॥৪০॥

হে মেঘবর, দিনমণি উদিত সময়ে অর্থাৎ প্রভাত কালীন সুপ্তবিরহে মুকুলিত আম্র রূপ নেত্রাপতি বিরহে ব্যাকুলা খণ্ডিতা-ললনার নয়ন জল-খণ্ডন, প্রিয়তমা পতিপ্রাণা প্রণয়িজনের যেহেতু অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব তুমি দিনমণির গমন-পথ কদাচ রোধ করিও না, যে যেহেতু সূর্য্যও নিজ কামিনী কমলিনীর হিমরূপ অশ্রুজলাপহরণার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎপথ রোধ করিলে তাঁহার মহাদ্বেষ জন্মিবে। অতএব হে জলধর! উক্ত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ যাহাতে প্রিয়তমাগণের কোন রূপ বিচ্ছেদানল দহিতে না পারে তাহাই করিতে চেষ্টা করিবেক ॥৪১॥

লঘু ত্রিপদী।

ওহে জলধর, শুন অতঃপর,
তব গমন সময়।

নদী জলতটে, তব মূর্ত্তি ঘটে,
প্রতিবিম্ব দৃশ্য হয় ॥
সাধুজন সম, হৃদয়ের ধন,
সুনির্ম্মল অতিশয় ।
দোষ হীন মন, সাধুর যেমন,
তুল্য নদীজল হয় ॥
অতি পরিষ্কার, দোষ নাহি তার,
জলের ভিতরে হয় ।
তব আগমন, করি দরশন,
মৎস্যগণ হর্ষময় ॥
কুমুদের ন্যায়, শুক্লবর্ণ প্রায়,
সচঞ্চল অতিশয় ।
অতি সুশোভন, তোমার বরণ,
কোন রূপে সীমা নয় ॥
গুণের নাগর, রসের সাগর,
ধীরবর শাস্ত্রে কয় ।
তুমি সে কারণ, হয়ে স্থির মন,
হয়ে সুস্থির থাকয় ॥
চারিদিকে মন, গমনাগমন,
করিবেক নিরীক্ষণ ।
ব্যগ্র অনুচিত, যান সুনিশ্চিত,
জ্ঞানের আধার ধন ॥৪২॥

হে জলধর ! কামিনী রূপা-তরঙ্গিণীর কৃষ্ণবর্ণ-জলের সমান যে নীলনিলোচ, তত্তীর স্বরূপ সুবিস্তৃত জঘন দেশ হইতে পতিত হইয়াছে, সেই জলরূপ বসন তুমি বিনীত ভাবে যথাচ্ছলে সে স্থান হইতে লম্বমান হইয়া বানীর তরুশাখা সদৃশ নিজ কর-শাখার দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক অতি ক্লেশকর বোধ করিয়া সে স্থান হইতে আশু প্রস্থান করিবে, যেহেতু আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশালজঘনা নিতম্বিনীকে কোন্ জন পরিত্যাগ করিতে পারে ॥৪৩॥

তরবতী ছন্দ ।

শুন ওহে মেঘবর, দেবগিরি অতঃপর ।
হলে তব আগমন, করি বারি বরিষণ ।
জল পেয়ে বসুমতি, হবে অতি রসবতী ।
ছাড়িবে অতি সুগন্ধ, মাতিবে নব মাতঙ্গ ।
সুশীতল সমীরণ, বহিবেক অনুক্ষণ ।
তবে করিবে বহন, মন্দ সেই সমীরণ ।

গমনাগমন হেরি, মোহে যত কুলনারী।
বয়েছে যে সমীরণ, হস্তির আঘ্রাণ ধন।
করিকর নিকরের, আঘ্রাত সেই শুণ্ডের।
আরণ্যে অরণ্যবাসী, দেখে মৃদু মৃদু হাসি।
কাননোডুম্বুরা নাম, পক্ক হয়ে পরিণাম।
হয়েছে যে পরিণত, পেয়ে বায়ু অবিরত।
আহা কিবা মনোহর, সুঠাম হে সুনাগর।
রসে পূর্ণ ফলবতী, সিক্ত হয়ে বসুমতি।
উৎপন্ন হতেছে ফল, জীবের জীবন বল ॥৪৪॥

চিত্রকাব্য।

ভূ—তেশ বিহারী ওহে তাঁহার নন্দন।
ব—ন্দিবে তাঁহার স্থানে বন্দিবার ধন ॥
ন—ব গঙ্গাজলে স্নিগ্ধ করি ষড়ানন।
ব—হিবে সুগন্ধ তাহে কুসুম মতন ॥
সা—তেশ হইলে ক্ষিপ্ত ইন্দ্রের কারণ।
ক—রিতে সতর্ক তাঁর যত সেনাগণ ॥
র—তন পাইয়া তবে প্রচণ্ড মদন।
চি—ত্তের চেতন পেয়ে কার্ত্তিক জনম ॥
ত—রঙ্গ হেরিয়া শিব তেজের কারণ।
পু—ত্রের হইল জন্ম নাম ষড়ানন ॥
স্ত—বে তুষ্ট মহাদেব তোমারে দেখিয়ে।
ক—রিবে পূজন বহু আনন্দিত হিয়ে ॥৪৫॥

চিত্রকাব্য।

ওহে মেঘ তুমি ক(ভু,) না করি হেয়।
ভবের ভবানী ভ(ব,) যে হয়েন প্রেয় ॥
নিজ কর্ণে ধরেছে(ন,) ময়ূরের পুচ্ছ।
ঘৃণিত গলিত ন(চ,) করিয়ে সে তুচ্ছ ॥
কিবা শোভা হয় চ(ন্দ্র,) করেছে ধারণ।
উচিত হয়েছে ত(ব,) করিতে দর্শন ॥
বর্হিকরি সহ(সা,) শিখিরে তুষ্ট করি।
অতঃপর নাচাবে(ক,) নিজ শব্দ ধরি ॥
তুষ্ট করি ঢাকি র(বি,) আনন্দ অপার।
করিবেক মনোহ(র,) বৃষ্টি অনিবার ॥

শিখিগণ নাচি না(চি,) তুষ্ট সম্বর্দ্ধন।
চারিদিকে আমোদি(ত,) নর্ত্তক গর্জ্জন॥
গিরোপরি প্রকাশ(ক,) পুষ্প সমুদয়।
সারি সারি নরী মি(লি,) নাচিছে অভয়॥
দেখিলে গর্জ্জন হলু(কা,) গুহের ভিতর।
প্রতিধ্বনি হইলে (তা,) শব্দ গুরুতর॥৪৬॥

প্রভাকর ছন্দ।

ওহে মেঘবর।

এই শরবন তব, কার্ত্তিকেয় আরাধনা,
করিবে মনের মতন হে।
নানা স্থান অনন্তর॥
ভ্রমণ করিয়া তবে, আনন্দিত মনে মনে,
করিয়ে ক্রমেতে ত্যজন হে॥
করিবে অবলম্বন।
রন্তিদেব নরপতি, গোমেধস যজ্ঞকরি,
হয়েন বিখ্যাত যে জন হে।
গোরক্তে মাতিল রণ॥
স্রোত বহে গেল চলে, হইল নদ্যুৎপন্ন,
সেই নদী নামে গোতম হে॥
সেই কীর্ত্তি বলা যায়।
শাশ্বতী বলিয়া খ্যাত, রন্তিদেব কীর্ত্তিরূপ
সিদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকল হে।
নিজ নিজ প্রাণ প্রায়॥
সিদ্ধ রামাগণ যত, তব পথ দেখাইবে,
ভয় করি ধরিবে জল হে॥৪৭॥

সুললিত ছন্দ।

আরে মেঘ ভঙ্গিধারী, বংশীধারী সারি সারি।
যেতে ভুলনা, আরে মেঘ যেতে ভুলনা।
আহা মরি, রূপধারী, সমতারি ত্রিপুরারী,
মরি মরি, আরে মরি মরি রে।
বলি তোরে, অমনি করে, এমনি ধরে, হলে পরে॥
বলি তবে, আরে প্রাণ বলবো তোরে,
সাদাজলে, বাঁকা হয়ে, কাছে গিয়ে,
দেখা দিয়ে, মরিপ্রাণ ভঙ্গিঠারে॥

আরে দেখে তার প্রাণ কাঁদে,
আরে দেখে তার প্রাণ কাঁদে।
দেখা দিয়ে শ্যামচাঁদে, বংশীছাঁদে, পড়ে কাঁদে॥
আরে প্রাণে মরে, প্রাণে মরে, হেরে
তোরে, আরে ওরে, দেখে তোরে।
তোর প্রেমে মজে, কুল ত্যেজে,
আশে আসে ঐ দেখ না রে॥
আহা মরি, প্রাণেশ্বরি, কিসে দুঃখ দূর করি,
তাহারা যাতনা আর মম প্রাণে সহেনা।
অন্তরে গুমরে মরি, প্রকাশ কাহারে করি,
আহা মরি মরি মরি, কিসে বল প্রাণধরি,
বিহনে নবীন বারি, প্রাণ আর রয়না ॥৪৮॥

হে মেঘ, গোত্মী-নদী ক্রমে ক্রমে পর্য্যটন, পূর্ব্বক তদুত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে গমনকালীন আপনার ছায়াকে দশপুর নামক নগরের কুলের কামিনীদিগের ভ্রূভঙ্গিযুক্ত নেত্র-কুতুহলের পাত্রীভূত করিয়া মৃদু মৃদু গমন করিবে। যে নেত্র কুতূহল নয়নপক্ষের উর্দ্ধক্ষেপ হেতু কৃষ্ণসারের প্রভাযুক্ত হইয়াছে, এবং কুন্দ কুসুমোপরি উপবিষ্ট মধুকরের শোভাশালী হইয়াছে ॥৪৯॥

চিত্রকাব্য।

(ভূ)তকালে প্রাপ্ত হবে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ।
স(ব) ত্যাগ করি পাবে কুরুক্ষেত্র শেষ॥
গম(ন) করিয়া তুমি সুপ্রসিদ্ধ স্থানে।
পাইবে (চি)হ্নিত নানা যুদ্ধের প্রমাণে॥
যুদ্ধের ই(ন্দ্র)য় স্ফুট পাবে মহাশয়।
শরে শরে শ(ব) করি সব মৃত্যু হয়॥
জলধারা তুল্য (সো)রা বাণ বরিষণ।
গেল নৃপতি যতে(ক) না হয় বর্ণন॥
অভিষিক্ত শরজালে (ক)ত রাজাগণ।
শরজালে সজ্জীভূত ক(ন্তু)ক স্বজন॥
বদন কমলে হেরি চাত(ক) নিধন।
বিশুদ্ধ হয়েছে স্থান মরিয়া (র)াজন॥
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আশ্চর্য্য র(চি)ত।
ব্যূহ করি তনু ত্যাজি হলেন খণ্ড(ত) ॥৫০॥

ভঙ্গ পয়ার।

শুন তবে মেঘবর, শুন তবে মেঘবর।
সরস্বতী নদীজলে প্রবিষ্ট অন্তর॥

হবে অন্তরে নির্ম্মল,　　হবে অন্তরে নির্ম্মল।
বাহ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয়ে হইবে সবল॥
রেবতী নয়ন-বিম্ব,　　রেবতী নয়ন-বিম্বে।
কাদম্বরী পানকালে প্রফুল্লিত অম্বে॥
সেই সুরা ত্যাগ করি,　　সেই সুরা ত্যাগ করি।
সরস্বতী জলপানে ছল পরিহরি॥
কুরু পাণ্ডবের রণে,　　কুরু পাণ্ডবের রণে।
যথাচ্ছলে বলদেব খেদ করি মনে॥
সরস্বতী নদী তীরে,　　সরস্বতী নদী তীরে।
তপস্যা করেন প্রভু সদা ভাবি নীরে॥৫১॥

পদ্য।

পার হলে ব্রহ্মাবর্ত্ত ওহে জলধর।
কনখল দেশে তবে যাবে অতঃপর॥
জাহ্নবী পাইবে তুমি পুণ্যবান্ স্থান।
হিমালয় হৈতে যাঁর হয়েছে প্রমাণ॥
ত্রিলোক পাবনী গঙ্গা ত্রিলোক তারণ।
সগর রাজার বংশ উদ্ধার কারণ॥
বহুক্লেশে ভগীরথ গঙ্গা এনেছিল।
সহস্র সগরপুত্র উদ্ধার হইল॥
যেই জন গঙ্গাজলে সদাস্নান করে।
অশেষ ফলয় ফল সর্ব্বপাপ হরে॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য কত কে করে বর্ণন।
পুজিলে অশেষ ফল ফলে সাধুজন॥
গঙ্গাধরে জটাজুটে কল্লোল কারিণী।
ফেণরূপ হাস্য দ্বারা ভঙ্গিমার বাণী॥
ভবানীর মুখচন্দ্রে ভ্রূকুটি করিয়ে।
সদাহাস্যে হাস্যমুখি সদানন্দ হিয়ে॥
চন্দ্রশেখরের তথা হয়ে শিরস্থিত।
চন্দ্রকলা মধ্যে যাঁর তরঙ্গ বিহিত॥৫২॥

ত্রিপদী।

মনো আশে গঙ্গাজল,　　লয়ে হইয়া সবল,
উদ্ধর্ব দিকে করিবে গমন।
নির্ম্মল গঙ্গার জল,　　তাহে পরিপূর্ণ ফল,
শ্যামলাঙ্গ হইবে তখন॥

হয়ে তুমি লম্ববান, দৃশ্য হবে পরিণাম,
তব ছায়া পরি গঙ্গাজলে।
এতাদৃশ বোধ হবে, যে স্থানে ন সম্ভবে,
কালিন্দীর সহিত কল্লোলে ॥
নয়নো সুভগা গঙ্গে, যমুনার জলসঙ্গে,
হয়ে কালিন্দী রূপধারিণী।
ইহার বিতণ্ডা করি, ওহে গগণবিহারী,
সদ্যোচিত দিয়ে তব বাণী ॥৫৩॥

লঘু ত্রিপদী।

ওহে জলধর, কহি অতঃপর,
ছায়াযুক্ত সুশীতল।
স্ফটিকের সম, স্বচ্ছ অনুপম,
বৃক্ষ মণ্ডিত সকল ॥
অতি মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
রয় যত মৃগগণ।
নাভির শোভায়, গন্ধে মোহপায়,
সদা আনন্দিত মন ॥
হিমগিরি পার, গঙ্গার আধার,
শৃঙ্গ মধ্যেতে গমন।
কোরো মেঘবর, তুষি গঙ্গাধর,
শোভা করিবা ধারণ ॥৫৪॥

লঘু পঞ্চপদী।

সমীর বহনে, বিজন গহনে,
বৃক্ষের ঘর্ষণে, প্রচণ্ড প্রমাণে,
হলে মেঘবর।
হিম গিরি পতি, রোষে যদি অতি,
অগ্নির সংহতি, দেখ মহামতি,
বিরস অন্তর ॥
বারি করি দান, করিবে নির্ব্বাণ,
হবে তব মান, নিশ্চিত নিধান,
নিরূপ না হয়।
তাহার কারণ, বিপদ ভঞ্জন,
আছে ফলোদয় ॥৫৫॥

হে মেঘ! সেই হিমগিরির মধ্যে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ও হস্তির বৃংহিতধ্বনি

ব্যাঘ্রের বিরাব ইত্যাদি নানা পশুর ভীষণ রব শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া উপরিপাদ শরভ নামক সুপ্রসিদ্ধ অতি বলবান্ পশুগণের বলদর্প প্রযুক্ত স্বাবয়ব ভংগ নিমিত্ত তুমি লংঘনযোগ্য না হইলেও তোমাকে লংঘন করিবে, সেই সকল শরভের তুমি হাস্যরূপ করকা ঘর্ষণ দ্বারা অংগ ভংগ করিবে, যেহেতু নিষ্ফল যত্নশালী হইলে কোন ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত না হয় ॥৫৬॥

বিলাস ছন্দ।

যে চারু চরণ, করি দরশন,
ওহে মেঘবর, কহি অতঃপর,
চন্দ্রশেখরের পদ নলিন বরণ।
নম্র হয়ে প্রদক্ষিণ করিবে দর্শন ॥
যে চরণ তলে, সিদ্ধেরা সকলে,
পুজিবার ছলে।
দেয় নানা উপহার, পুজা করি অনিবার,
এক চিত্ত স্থির মনে করে উপার্জ্জন।
পদাঙ্ক দর্শনে পাপ খণ্ডে সেইক্ষণ ॥
শিব-পদ-তলে, নন্দ্যাদি সকলে,
প্রাপ্ত হবে জন বলে ॥৫৭॥

পদ্য।

মৃদংগ বাজিবে ডঙ্কা তোমার নিনাদে।
রতিপতি শুনি তবে পড়িবেক ফাঁদে ॥
হিমালয়ে তব শব্দ প্রবিষ্ট হইলে।
শিবের সংগীত সিদ্ধ হবে তব বলে ॥
নানা গীত সংগে রংগে ডাকি হুহুঙ্কার।
নাচিবেক নানাভংগে রংগ অনিবার ॥
সেই শৃংগোপরি বংশ জন্মিয়া অপার।
হইয়া অনীল পূর্ণ শব্দ রম্য তার ॥
হইয়াছে সুমধুর সুলভ শ্রবণ।
ত্রিপুর-বিজয় গান করে নিজগণ ॥
সারি সারি মিলধারী যতেক কিন্নরী।
গান করি মধুস্বরে দেয় পরিহরি ॥৫৮॥

মধুকর ছন্দ।

সুবুদ্ধি সুজ্ঞানী মেঘ করহ শ্রবণ।
হিম গিরি আদি, গিরি গুহা নদী,
ক্রমে করি অতিক্রম ॥

তথা হতে উত্তরেতে করিবে গমন।
ক্রৌঞ্চ মহাগিরি, ছিদ্র মধ্যে করি,
ক্রমে হবে উত্তীরণ॥
যে বাণে পরশুরাম রন্ধ্র করে ছিল।
যশঃ পথরূপ, সেই রস কূপ,
গিরি যন্ত্রণা সহিল॥
যেই রূপে হংসসব, ইচ্ছা-সরোবরে।
হয়ে আনন্দিত, জলের সহিত,
তথায় গমন করে॥
তুমি বক্র শোভান্বিত, বিস্তৃত প্রবল।
করিতে দমন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন,
সম চরণ শ্যামল॥৫৯॥

দীর্ঘ ভঙ্গত্রিপদী।

তুমি কৈলাসের ঊর্দ্ধভাগে,
গমন করিয়া অনুরাগে।
দেবপত্নী সুদর্শন, করি মুখ প্রদর্পণ;
তব প্রতিবিম্বিত হে জাগে॥
সেই কৈলাসের উচ্চতর,
হয়ে ধবলিত কলেবর।
শৃঙ্গদ্বারা ব্যাপ্তাকাশ, করেছেন স্থিতিপাশ,
শুভ্রকেশে শোভিত অন্তর॥
করেছেন শ্লথীভূত যারে,
রাবণ বিংশতি ভুজাহারে।
অনুমানে বোধ হয়, অট্ট অট্ট হাস্যময়,
সমতুল্য এই মন হারে॥৬০॥

হে মেঘ, দ্বিরদরদ সমতুল্য পরম শোভিত গৌরচ্ছবি, যে হিমাচল কৈলাস পর্ব্বত তাহার এক দেশে স্নিগ্ধ ভিন্নাঞ্জন স্বরূপ সুবেশধারী তুমি গমন করিলে নির্নিমেষ লোচন দ্বারা তোমার শোভা প্রেক্ষণীয় হইবে ইহা বিতর্ক করিতেছি, স্বচ্ছশ্বেতাভ বলদেবের স্কন্ধদেশে নীল বস্ত্র অর্পিত হইলে যাদৃশ শোভা হয়, তদ্রূপ প্রায়॥৬১॥

পদ্য।

হরমোহিনী ভবানী বাণী অহে মেঘবর।
শঙ্করের আছি শূন্য বলয় যে কর॥

হস্ত ধরি ভবানীর হইয়ে মোহন।
কৈলাস শিখরে যথা ক্রীড়ার কারণ ॥
পাদ সঞ্চালন দ্বারা করেন ভ্রমণ।
হরগৌরী শোভে অতি অত্যন্ত রমণ ॥
তবে তুমি সহায়তা হইবে তখন।
রক্তনিলোৎপল সম যুগল চরণ ॥
সুকোমল অতিশয় অতি সুখকর।
জলস্তম্ভে সাহার্য্যতা কর অনন্তর ॥
স্বশরীরে জল স্তম্ভ বক্র হয়ে পর।
সোপান হইবে যথা বিস্তারানন্তর ॥৬২॥

ত্রিপদী।

হবে তবে মেঘবর, কৈলাসো পর্ব্বতোপর,
যথা বাসী অমর ললনা।
হীরকে শোভিত কর, বলয় খচিত ধর,
হয়ে উদ্ঘাটিত সবাসনা ॥
করিলে জল বর্ষণ, সে সব যুবতিগণ,
জল যন্ত্র স্বরূপ ভবন।
প্রাপ্ত না হইয়ে জল, সদা অন্তর বিকল,
অবিকল ভাবে সদা মন ॥
দহে তনু অনুক্ষণ, যথা গ্রীষ্মেরি কারণ,
রবি তেজে পোড়ে মহীধর।
ভাবে তারা মনে মন, দহে সদাই মদন,
জল ত্যাগ নাহি যদি কর ॥
সেই যুবতী অবলা, পেয়ে অতিশয় জ্বালা,
সেই সব মানী নারীগণ।
কটূক্তি করিবে কত, দেখাইবে ভয় তত,
নিষেধ না মানে হে বারণ ॥
এত যাতনা না সয়, করি কার তনূদয়,
কি করিবে দোষ নাহি রয়।
নাহি কিছু সুখ মনে, সদা দুঃখ উচাটনে,
গঞ্জনা দিবেক অতিশয় ॥৬৩॥

ভারতী ছন্দ।

অহে মেঘ তার পরে। ঐরাবত করিবরে ॥
আপন ইচ্ছায় তায়। প্রীতি যুক্ত যাতে পায় ॥

তাহে করি ভার মন। রহিবেক কিছুক্ষণ॥
বাস রূপ আচ্ছাদন। গজেন্দ্রের সংগমন॥
করে তুষ্ট অতিশয়। মনেতে আনন্দময়॥
যে মানস সরোবর। আছে যথা অনন্তর॥
স্বর্গের সদৃশ জল। হয়ে গ্রহণে সবল॥
দিয়ে মেঘ জল কণা। যথা তুষিয়ে রসনা॥
মন্দ মন্দ সমীরণ। বহিবেক সেই ক্ষণ॥
তুষ্ট হবে নারীগণ। যুবতী যৌবন মন॥
তবে করিবে গমন। যে নগেন্দ্র যুবাসন॥
হবে তুষ্ট অবশেষ। যথা করিবে প্রবেশ॥৬৪॥

হে মেঘ-প্রিয়! কান্ত সমতুল্য প্রিয়—বাসিনী মধুর—হাসিনী কৈলাস পর্বতের ক্রোড়স্থা—কামিনী সদৃশ যে অলকাপুরী, তাহার দর্শন মাত্রেই বিজ্ঞাতা হইবা, যে অলকাপুরীর স্রবন্তী ভাগীরথীর পরিধানবস্ত্র স্বরূপা হইয়াছেন, অপরন্তু কামাতুরা কামিনীজনের মুক্তাজালগ্রথিত অলকাবলী তুল্য জলবমনকারী মেঘগণকে মহৎবিমান দ্বারা বর্ষাকালে যে অলকাপুরী ধারণ করিতেছেন॥৬৫॥

লঘু চতুষ্পদী।

কিবা শোভাময়, হেরে মোহ পায়,
সুশোভিত হয়, ওহে মেঘবর।
হইবে অদূর, যে অলকাপুর,
গৃহের প্রচুর, অতি শোভাকর॥
দেবের বসন, গৃহ অগণন,
করি দরশন, জ্ঞাত হইবে।
অট্টালিকা সব, শোভার উদ্ভব,
তোমারে কি কব, দেখিতে পাইবে॥
আদি চন্দ্রকান্ত, সংগে নীলকান্ত,
খচিত একান্ত, অতি উচ্চতর।
চিত্রে পরিহরি, নানা চিত্র করি,
গৃহের ভিতরি, কিবা মনোহর॥
দামামা মৃদঙ্গ, বাজিছে মুচঙ্গ,
নাহি অঙ্গ ভঙ্গ, তাহাতে সঙ্গীত।
তোমার সদৃশ, হয়েছে মাদৃশ,
শোভায় ঈদৃশ, সতত মোহিত॥
সকলে সমান, এক পরিমাণ,
না হয় প্রমাণ, মণিযুক্ত ফণি।

বিদ্যুতের সম, হয় অনুপম,
শোভা নিরুপম, সুমধুর ধ্বনি ॥৬৬॥

পদ্য ।

অনুমানে লবে বুঝি ওহে মেঘবর ।
অলকাপুরীর চিহ্ন কহি অতঃপর ॥
যে স্থানেতে রামাগণ হয়ে ফুল্লানন ।
হস্তে লীলা "কমলম" করেছে ধারণ ॥
নবীন কদম্ব পুষ্প তব আগমনে ।
জন্মিয়াছে অগণন তোমার কারণে ॥
(বধুনাং অলকং যত্র) করেছে ধারণ ।
কলিকা কুসুম কুন্দ অলকা যখন ॥
অলকা যুবতীগণ শোভার কারণ ।
লোধ্রপুষ্প রেণু মাখি পাণ্ডুতা বরণ ॥
রক্তঝিন্টী পুষ্পমধ্যে নব কুরুবকে ।
রামাগণ রাখিয়াছে কেশের স্তবকে ॥
সাজায়েছে নানারূপে কেশের উপর ।
কিবা শোভা ধরিয়াছে দেখিতে সুন্দর ॥
আনন্দিত প্রফুল্লিত যত বধূগণ ।
কোমল শিরীষ পুষ্প করেছে ধারণ ॥৬৭॥

দীর্ঘ চৌপদী

মরি হায় প্রাণ যায়, এতো বিরহ জ্বালায়,
সহিতে কি পারা যায়, শুন জলধর হে ।
সেই অলকা ভিতর, সেই সব যক্ষ-বর,
যায় তারা অনন্তর, অতি সুখকর হে ॥
লয়ে তারা গুণমণি, সাজাইয়ে নানা মণি,
প্রকাশেছে কত ধ্বনি, রত্ন অলঙ্কারে রে ।
সুনির্ম্মল মণিময়, অতি শুভ্র বোধ হয়,
অট্টালিকা সমুদয়, বর্ণিতে কে পারে রে ॥
লয়ে রমণী-রতন, শৃঙ্গা রস বরিষণ,
করিতেছে অনুক্ষণ, অতি কামভরে রে ।
নব নব মধুপান, আনি নবীন বয়ান,
মনে যত হয় আন, মনোসাধে করে রে ॥
পাইবে অলকা টের, লাগিবে তোমায় ফের,
মনোহারে মজে ঢের, মনোমত স্থানে হে ।

যত কুলের কামিনী, সাড়া পেয়ে উন্মাদিনী,
কাটে শৃঙ্গার যামিনী, নানা রসরঙ্গে হে॥৬৮॥

লঘু ত্রিপদী।

অলকা ভিতর, ওহে মেঘবর,
তবে করহ শ্রবণ।
অলকা নগর, হবে অতঃপর,
করিবে হে দরশন॥
বোধগম্য হবে, পশ্চাৎ বুঝিবে,
বলি সে স্থান কেমন।
সচঞ্চল প্রায়, অনিবার ধায়,
যত যুবতী রতন॥
সভয় অন্তরে, আনন্দিত ভরে,
করে গমনাগমন।
কেশের গ্রথিত, হইতে পতিত,
মন্দার পুষ্প স্খলন॥
তাহার দ্বারায়, পথে বোধ পায়,
অলকাপুরী কেমন।
চিহ্ন পদ দ্বারা, কর্ণ হতে হারা,
স্থানে স্থানে চিহ্ন স্তন॥
গজ মুক্তা হার, গমনের ধার,
যামিনী যাপন করে।
কুল-বধূগণ, কামিনী-রতন,
সূর্য্যোদয় বোধভরে॥৬৯॥

মনোমোহনচ্ছন্দ।

প্রিয়তমজন, প্রণয়িনীগণ,
প্রণয়ীর করে ধরি, প্রণয়েতে পরিহরি,
নিতম্ব প্রহারে করে ধরে প্রাণেশ্বরি।
শৃঙ্গারসে হয়ে মত্ত স্বেচ্ছাধীন করি॥
শিথিল বসন, করিয়া তখন,
করে মনের মতন, ধরি চুম্ব আলিঙ্গন,
যুবতীর মধুপান করে অবিরত।
লাজের মাথায় বাজ কুলবধূ যত॥
সুখী যক্ষ, যুবতী-রতন,
লয়ে তারা প্রতি দিন, দিবা নিশি স্বেচ্ছাধীন,

মদন বিহার করে মনের মতন।
তাহাদের অনিবার কে করে বারণ ॥
যে অলকাপুর, মধুতে প্রচুর,
তব হইবে অদূর, বলি যে অলকাপুর,
বিবেক রহিতা যত কুলের কামিনী।
বিফল হয়েছে ক্ষিপ্ত প্রদীপ্ত যামিনী ॥৭০॥

লঘু ত্রিপদী।

ওহে মেঘবর, অলকা অন্তর,
হয়ে নব মেঘময়।
হইয়া ঈদৃশ, তোমার সদৃশ,
ধায় ঊর্দ্ধে সমুদয় ॥
হইয়া খণ্ডন, দ্বারা সমীরণ,
ঊর্দ্ধে উঠিবার ছলে।
বিন্দু বিন্দু জল, পড়েছে সকল,
যত সমীরণ বলে ॥
অট্টালিকোপরি, চিত্র নষ্ট করি,
করিতেছে দোষময়।
সমভীত ভীতে, গবাক্ষ হইতে,
এ নির্গত সমুদয় ॥৭১॥

হে মেঘ! সেই অলকাপুর মধ্যে তোমার অবস্থানাভাব জন্য নির্ম্মল সুধাংশু কিরণ দ্বারা প্রকাশিত ও সূত্রজাল মধ্যস্থিত দোলায়মান তথা ব্যক্তিভূত চন্দ্রকান্ত মণি সকল নায়ক বাহুল দ্বারা উত্থাপনপূর্ব্বক আলিঙ্গিতা রসিকা রমণীদিগের শৃঙ্গারজনিত অঙ্গবেদনা দূরীকরণ করিতেছে ॥৭২॥

পদ্য।

ওহে জলধর তবে করহ শ্রবণ।
কুবেরের তথা যেই মন্মথ মথন ॥
শঙ্করের অবস্থান হইয়া বিদিত।
ভয় করি সেই স্থানে গমনে অধিত ॥
ভয় করি কামদেব মধুকর ময়।
শরাসন নাহি করে গ্রহণ সময় ॥
কেবল হয়েছে সিদ্ধ শৃঙ্গারসভার।
মন্মথ হয়েছে শেষ কামিনী শৃঙ্গার ॥
হইয়াছে পাপশালী কটাক্ষ নয়ান।
দেখিলে অধর কাঁপে সে চাঁদ বয়ান ॥

আহা মরি মরি যত কামীজন।
অব্যক্ত ভ্রূভঙ্গিযুক্ত কাম-শরাসন ॥৭৩॥

ত্রিপদী।

সেই অলকা ভিতর, শুন তবে মেঘবর,
আছে মম আবাস ভবন।
কুবের ভবনোত্তরে, ইন্দ্রচাপ মনোহরে,
বহির্ভাগে মম নিকেতন ॥
দূর হতে দৃশ্য হয়, নিম্ন চিহ্ন সমুদয়,
তাহা দেখি করিবেক লক্ষ্য।
যেই ভবন উদ্যানে, কৃত পুত্র অনুমানে,
তার সম রাখিবেক সখ্য ॥
নবীন পাদপ সব, কান্তা হস্তেসমুদ্ভব,
সম্বর্দ্ধিত হয় পারিজাত।
নম্রীভূত তরুবর, মন্দার বৃক্ষান্তর,
সমুদয় হইবেক জ্ঞাত ॥৭৪॥

লঘু ষড়পদী।

ক্রীড়ার কারণ ; আমার ভবন ; ওহে বন্ধুজন ;
যত রামাগণ ; যখন তখন ; উদ্যানে গমন ;
গিয়ে খেলা করে রে।
আছে সরোবর ; অতি মনোহর ; উদ্যান ভিতর ;
পদ্ম থরেথর ; আছে বহুতর ; অতি শোভাকর ;
রমণী বিহরে রে ॥
সোপান যাহার ; মণিময়াকার ; বন্ধ আছে ধার ;
কিবা চমৎকার ; নয় বর্ণিবার ; রমণের সার ;
সেই জলাশয় রে।
কমল কোরক ; কদম্ব নিন্দক ; বোধতঃ কনক ;
নয় প্রকাশক ; করে ধক ধক ; যত চারুবক ;
আনন্দ হৃদয় রে ॥
কোমল কমল ; মৃণাল সকল ; তাহে হংসদল ;
করে কোলাহল ; দর্শনে শ্যামল ; হইয়ে বিহ্বল ;
জড়াজড়ি করি রে।
অত্যন্ত সত্বর ; যাবে সরোবর ; অতি মনোহর ;
দেখিতে সুন্দর ; নির্ম্মল অন্তর ; স্থানস্থানান্তর ;
পুরায় বাসনা রে ॥৭৫॥

ত্রিপদী।

চপলা চঞ্চলা চলা, যাহে সদা মন খোলা,
হইতেছে কত আবির্ভাব।
উহার দ্বারায় করি, তব দেহ পরিহরি,
তাহে কিবা সুশোভিত ভাব॥
শ্যামলাঙ্গ কলেবর, নীলমণি মনোহর,
মনে হলো মম সরোবর।
ক্রীড়াগিরি তদুপর, তাহে অতি শোভাকর,
মনোরম শৈলের শিখর॥
হয় সুবর্ণে রচিত, নীলমণিতে খচিত,
দেখিতে হে অত্যন্ত সুন্দর।
হইয়াছে সে পর্ব্বত, নানা বৃক্ষেতে সংযত,
বংশীকরে ভালে বংশীধর ;
যত চির বিরহিণী, মদীয় মনমোহিনী,
অবিশ্রান্ত নিতান্ত যখন।
সেই গির্য্যোপরি বসি, হেরে মদনের অসি ;
উদিত হয়েছে হে তখন ॥৭৬॥

ষড়পদী।

মন্দমন্দ সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
সেই মদীয় ভবন, ওহে জলদ বরণ,
নিকটস্থ উপবন, করিতেছে মন্মোহন,
সমীরণ দ্বারায় রে।
রক্তবর্ণ কিশলয়, আছে বৃক্ষ সমুদয়,
অশোক কিংশুকময়, আমার সহিত কয়,
অভিলাষ সমুদয়, চরণাঘাত করয়,
বাসনা করিতেছে রে॥
আছে ঝিণ্টি বৃক্ষগণ, মধ্যে সেই উপবন,
গৃহের নিকট ঘন, দেখি অতি মনোরম,
কেশর বৃক্ষের বন, দেখিবেক পূর্ব্বতন,
অত্যন্ত শোভা করে রে।
দেখে সে চাঁদবদনী, ধরায় পতিত মণি,
মদনের শনশনি, ভ্রমরের গণগণি,
করেছে বাসনা মন, করি বদন চুম্বন,
তোমার মনোহরে রে ॥৭৭॥

লঘু ত্রিপদী।

অন্য চিহ্নান্তর, করে যক্ষবর,
বিজ্ঞাপন অনন্তর।
ওহে মেঘবর, অশোক কেশর,
আছে যষ্টি মনোহর ॥
সে তরু যুগল, কাঞ্চন সকল,
সুশোভিত মণিময়।
বন্ধ মণি করে, সুপক্ক বিহরে,
যার ফলক নির্ম্মর ॥
ময়ূর ময়ূরী, দিবানিশি হরি,
সদা বাসস্থান করে।
সেই নরীগণ, কান্তার সদন,
সর্ব্বদাই মনোহরে ॥
হয়েছে নর্ত্তিত, বাদ্যের বলিত,
শুনি শব্দ সচঞ্চল।
বাজিলে নূপুর, নাচয় ময়ূর,
রসে হয়ে ঢল ঢল ॥৭৮॥

পঞ্চপদী।

মম গৃহের লক্ষণ, করি সকল স্মরণ,
হায় তব হৃষ্ট মন, চিহ্ন করি দরশন,
তব মদীয় ভবন ; জ্ঞাত হইবে হে।
যেই গৃহের উপরি, আছে শংখ ভেরী,
নানা কমল বিহারী, গৃহের সমীপেহারী,
আছে গৃহ দ্বার ঘেরি ; পদ্ম দেখিবে হে ॥
মম অবস্থানাভাবে, রহেছে মলিন ভাবে,
মম সতী সদা ভাবে, শোভাহীন মিতভাবে,
আত্ম ভাবে গৃহে যাবে ; সতী রহেছে হে।
মিত্র অভাবে কমল, ভাবে তারা ছল ছল,
হয়ে শোভা হীন বল, নারে ধারণ সকল,
তাহারে সমান বল ; তারে করেছে হে ॥৭৯॥

স্বচ্ছ ত্রিপদী।

শুন ওহে মেঘবর, কহি আমি অতঃপর।
মম কান্তা অনন্তর ॥
অতিশয় মনোহর, সেই পূর্ব্ব গিরিবর।
করে তাহার উপর ॥

শৃঙ্গা রস সমুদয়, দেখে সদা মোহময়।
হইতেছে মহা ভয়॥
যথা ক্ষয়ি শিশু সম, অতি কৃশ নিরুপম।
অতি ক্ষীণ অঙ্গ সম॥
আমার বিরহে সতী, ভাবিত অন্তরে অতি।
ছিলা সেই মহামতি॥
ধনি হইয়ে মলিনা, খদ্যোত শ্রেণীর সমা।
মত তাহার ধারণা॥৮০॥

পয়ার।

অতঃপর মেঘবর শুন পরিচয়।
কহিতেছি সবিশেষ যেই মত রয়॥
স্বকীয় পত্নীর চিহ্ন করে বিজ্ঞাপন।
যক্ষবর মনে মনে চিন্তাতে মগন॥
শ্যাম বর্ণ ক্ষীণ অঙ্গ অতি মনোহর।
দন্তপাতি মণিময় বিম্বোষ্ঠী নধর॥
হরিণী সদৃশ তার চঞ্চল নয়ন।
হয়েছে গভীর নাভি অতি মনোরম॥
নিতম্ব বৃহৎ বড় ভারের কারণ।
গজেন্দ্র গামিনী প্রিয়ে সুধীর দর্শন॥
অতি স্থূল পয়োধর করিয়ে ধারণ।
নম্রীভূতা হইয়াছে কোমল বরণ॥
যুবতী বিষয়ে আর কি করি বর্ণন।
বিধাতার আদি সৃষ্টি এই নিবেদন॥
বিদিত হইবে তুমি করি দরশন।
হঠাৎ বুঝিবে বন্ধু মম প্রিয়তম॥৮১॥

ত্রিপদী।

শুন তবে জলধর, শাপে হয়ে স্থানান্তর
কান্তা তবে হলো বিমোহিত।
হয়ে যিনি একাকিনী, চক্রবাকী ন্যায় গণি
রহেছেন নয়ন মুদিত॥
আমার বিরহে সতী, দিন দিন দুঃখী অতি
কাটাইছে কঠোর জীবন।
না পাইয়ে দরশন, হয়ে মলিন বদন
আছে চিন্তান্বিতা অনুক্ষণ॥

বিধি যার বিপরীত, তাহার এমনি রীত
মজে সব কুলের কামিনী।
নাহি করি বিলম্বন, করি তুষার পতন
জাগাইবে করি আত্মধ্বনি ॥
আমার বিরহে কান্ত, ভাবিত হৈছে একান্ত
জল দিয়ে করিবেক শান্ত।
তারে করি দরশন, বোধগম্য হবে মন
মম কান্ত জানিবে নিতান্ত ॥৮২॥

তরতীচ্ছন্দ।

এইক্ষণে মেঘবর। কহি তবে অনন্তর ॥
অনুমানে বোধ হয়। এখন তেমন নয় ॥
বিকৃত হয়েছে রূপ। নাহি আর রসকূপ ॥
না হেরে চন্দ্র বদন। চিন্তান্বিত অনুক্ষণ ॥
বিরহ ব্যাকুলা সতী। সেই মম প্রাণপতি ॥
হয়ে বিরস বদন। পড়ি শয্যায় এখন ॥
সুধাংশুর যে প্রকার। আচ্ছাদিত হলে তার ॥
মেঘে করি আচ্ছাদন। দেখে মলিন বদন ॥
লম্ববান কেশপাশ। হয়েছে এখন হ্রাস ॥
স্থূল হয়েছে লোচন। কেঁদে কেঁদে অনুক্ষণ ॥
বিম্বসম ওষ্ঠাধর। কৃষ্ণবর্ণ অতঃপর ॥
হয়েছে এখন তার। নাহি আর সে আকার ॥
বিরহ-কাতরা ধনি। করিতেছে মহাধ্বনি ॥
সতত বহেছে নীর। কালক্রমে অতিধীর ॥
প্রাণাধার সে আমার। নাহি সাধ বাঁচিবার ॥
তনু হইতেছে ক্ষীণ। ভেবে পতি দিন দিন ॥৮৩॥

লঘু পঞ্চপদী।

ওহে মেঘবর, নয়ন-গোচর,
তোমার অন্তর, মম প্রাণান্তর,
প্রিয়া সুখকর ; দেখা পাবে হে।
আমার কারণ, যত দেবগণ,
পূজে অনুক্ষণ, শুভ আগমন,
মম প্রাণধন ; আসিবে হে ॥
ইষ্টের ভজন, করে আরাধন,
ভাবি মনে মন, আসিবে কখন,

জুড়াবে নয়ন, ভাবিতেছে হে।
লয়ে চিত্রাধার, আমার আকার,
আঁকে অনিবার, অতি ক্ষীণাহার,
ভাবে অনিবার, জ্বলিতেছে হে॥
কখন কখন, করিয়া গমন,
সারিকা সদন, পতির কারণ,
মধুর বচন ; জিজ্ঞাসেন হে।
তাহারে কখন, করয় স্মরণ,
হৃদয়ের ধন, প্রিয়তম জন,
পুরুষ রতন ; চিন্তা করে হে ॥৮৪॥

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী।

পুনর্ব্বারি যক্ষবর। কহিতেছে অনন্তর॥
কাতর প্রমাণ ; করি অনুমান ;
বিরহ যাতনা সব।
ওহে জলদ বরণ। মম প্রিয়ার বদন॥
হয় শুষ্কপ্রায় ; করে হায় হায় ;
সদা বিচ্ছেদ উদ্ভব॥
কি করিবে হায় হায়। শুনিলে পরাণ যায়।
সতী যে আমার ; গায় অনিবার ;
মম বিরচিত গান।
ইচ্ছা করে পঞ্চস্বরে। গান করে মনোহরে॥
হইয়ে মলিন ; হতেছে বিলীন ;
ভুলে যায় তান মান॥
বীণাযন্ত্র ক্রোড়েকরি। অশ্রুধারা পরিহরি॥
বস্ত্র ভেসে যায় ; অতি মোহ পায় ;
অনুমানে বোধ হয়।
ভুলে যায় সতী ক্ষীণা। সকরে ধরিয়া বীণা॥
সদা পড়ে দোষ ; নহে পরিতোষ ;
অন্তরেতে দুঃখোদয় ॥৮৫॥

হে জলধর! আমি অনুভব করি সেই বিরহিণী মদীয় প্রিয়তমা গৃহিণী আমার শাপভ্রষ্ট দিবসে নির্দ্ধারিত সীমার শেষ মাস সকল প্রাঙ্গণ পতিত কুসুম নিচয়ের দ্বারা গণনা করিয়া এই অখণ্ড সুখ দুঃখীভূত ভূমণ্ডলে বিন্যাস করিতেছেন ; অথবা বিচ্ছেদানল দগ্ধ হৃদয় মধ্যে আমার আসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেহেতু পতি-বিরহে পতিতা কুল-কামিনী—যুবতীদিগের এই প্রকার অবস্থা সততই হইয়া থাকে॥ ৮৬॥

লঘু ষড়পদী

ওহে জলধর ; অতি দুখকর ;
নারীর অন্তর ; হয় নিরন্তর ;
এর অন্যতর ; হয় গুরুতর ;
বিরহ যাতনা হে।
হইলে যামিনী ; কুলের কামিনী ;
বিচ্ছেদ-হরিণী ; সে চাঁদ-বদনী ;
যত গুণমণি ; করে মহাধ্বনি ;
মদন তাড়না হে ॥
বিচ্ছেদ আনল ; শীত গুণ বল ;
করে ছল ছল ; হলে মহাবল ;
মদনে সকল ; হইয়ে বিহ্বল ;
কত ভাবোদয় হে।
দিবাভাগে হয় ; তত কাম নয় ;
জানহ নিশ্চয় ; কাজে গত হয় ;
কাজের সময় ; মনে ভ্রান্ত ময় ;
তত খেদ নয় হে ॥
কহি সে কারণ ; জলদ বরণ ;
করিয়া গমন ; দিয়ে দরশন ;
মম বিবরণ ; তাহার সদন ;
জানাইবে সব হে।
গবাক্ষের দ্বারে ; আনিয়ে তাহারে ;
বসি একাধারে ; বুঝাইবে তারে ;
যেরূপ বিহারে ; মম প্রাণাহারে ;
যতেক উদ্ভব হে ॥ ৮৭ ॥

চিত্রকাব্য

পদ্য।

(ক)হিতেছে পুনর্ব্বার মেঘ সন্নিধান।
বা(স্ত)বিক শঙ্কা করি খেদান্বিত প্রাণ ॥
শুন (পূ)র্ব্ব বাক্যচয় অহে মেঘবর।
আমাতে (এ) রূপ হয় যে দয় অন্তর ॥
যিনি যে সত (ত) ক্রীড়া করি ইচ্ছা সার।
সদাকাল অ(চি)ন্তাতে কেটে যেতো তার ॥
এখন প্রখর (র)বি দহেছে তাহায়।
আহা মরি সদা ভা(বি) প্রাণ ফেটে যায় ॥

নানাসুখে ক্ষণে রাত্রি (ক)রেছে যাপন।
এখন বিরহানলে অ(সা)র মতন॥
হায় হায় প্রাণ দয় এত ব(লি) কায়।
যে দয় আমার মন দিন ক্ষী(ণ) কায়॥
উষ্ণ অশ্রু পড়ি তার ব্যথান্বিত (ব)পু।
ক্রোধে যেন দিবানিশি নাহি কাটে ক(ভু) ॥৮৮॥

চিত্রকাব্য

পদ্য।

ভু-বনমোহিনী যেই মম বিরহিণী।
আমার বিহনে যেন মণিহারা ফণি॥
ব-লি মেঘ তব স্থানে করহ শ্রবণ।
অধর পল্লবে শঙ্কা পায় অনুক্ষণ॥
ন-বীন বয়েসে তার ঘটিয়াছে ক্লেশ।
নিদ্রাকালে মমাসঙ্গ স্বপ্নের আবেশ॥
ব-লক্ষীণা জাগরিতা মম অভিলাষী।
আমারে ভাবনা করে বসি দিবা নিশি॥
সা-রাদিন পড়ে অশ্রু হইতে নয়ন।
নিদ্রার আবেশ নাই সদা জাগরণ॥
কে-বল হতেছে চিন্তা কবে আসে পতি।
ঈশ্বরে ভজনা করে হয়ে স্তুতি নতি॥
র-জনী কাটায় দুঃখে বক্ষে হানে বাণ।
উড়ু উড়ু করে তার সুকোমল প্রাণ॥
অ-পার বিপদে পড়ি নাহি পারাপার।
সেথা গিয়ে দিবে দেখা কহি অনিবার॥
নু-পুর বাজায়ে চলে অন্য রামাগণ।
তাহা দেখি মম কান্তা মলিন বদন॥
বা-সনা করিয়ে মনে আসি তব কাছে।
জিজ্ঞাসিবে সমাচার মনে যত আছে॥
দি-য়ে দেখা ওহে সখা রেখো তার প্রাণ।
ঘন বোর্ষে রেখো হর্ষে এই সুবিধান॥
ত-ব কাছে আসি প্রিয়ে দিবে দরশন।
আমারে বৃত্তান্ত সব করিবে বর্ণন ॥৮৯॥

লঘু ত্রিপদী॥

ওহে জলধর, হলে শাপান্তর
শোক শূন্য অতঃপর।

পুনর্ব্বার বেণী, করি এক শ্রেণী
বাঁধিব কঠিনতর।
করিয়া মানস, হয়ে শূন্য রস
মরি বিরহ জ্বালায়।
করেছেন যিনি, বাঁধি এক বেণী
প্রথম দিবসে তায়॥
শুনহ কারণ, যাহার রোদন
হয়েছে দ্বিগণ্ড স্ফীত।
আদি অলক্তক, রাগ শূন্য ত্বক
করে তার বিপরীত॥
তারে ক্ষিপ্ত করি, অচিক্কণা ধারি
হয় বিসমা এখন।
কান্তার সদন, করিবে গমন
এই করি নিবেদন॥৯০॥

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী।

মেঘ করিবে গমন, মেঘ করিবে গমন।
গবাক্ষ দ্বারেতে প্রিয়া বসিবে তখন॥
যাহার লোচন দ্বয়, যাহার লোচন দ্বয়।
অশ্রু-ধারা বহিতেছে সকল সময়॥
মলিন সে চন্দ্রানন, মলিন সে চন্দ্রানন।
হয়েছে বিরহে তার পক্ষ্ম আচ্ছাদন॥
চক্ষু করে ছল ছল, চক্ষু করে ছল ছল।
বসন তিতিত হয় চক্ষে পড়ে জল॥
আমার সে প্রিয়তমা, আমার সে প্রিয়তমা।
রূপে গুণে লক্ষ্মী তিনি হন নিরুপমা॥
যিনি করেছে ত্যজন, যিনি করেছে ত্যজন।
আহার জাগ্রত নিদ্রা উভয় বর্জ্জন॥
যেমন কমল দল, যেমন কমল দল।
সূর্য্যের কিরণাভাবে মুদ্রিত সকল॥
তার কি দিব প্রমাণ, তার কি দিব প্রমাণ।
দিবারাত্র উভয়েই হয়েছে প্রমাণ॥৯১॥

লঘু চতুষ্পদী।

ওহে মেঘবর, কহি অতঃপর,
যে দুঃখ উদয় হইতেছে হে॥

মম প্রাণেশ্বরি, মন মধ্যে স্মরি,
ত্যজি আভরণ ভাবিতেছে হে ॥
হয়ে বিরসনা, দুঃখিত বদনা,
আপন শরীরে রাখিয়াছে হে।
শয্যার উপর, শীর্ণ কলেবর,
দুঃখে অতিশয় ঠেকিয়াছে হে ॥
তারে দরশন, করি তব মন,
খেদিত অপার হবে তব হে।
যে অশ্রু পতন, হইতে লোচন,
দেখি হইবেক সবার নহে ॥
খেদান্বিত জন, পর দুঃখে মন,
আর্দ্রচিত্ত হবে করুণায় হে।
ব্যাকুলিত মন, করি দরশন,
হইবে তখন জানিবে হে ॥৯২॥

চিত্রকাব্য

পদ্য।

ভু—গিছে যাতনা কত প্রিয় সখী তব।
ন—বীনা আমায় পত্নী করি অনুভব ॥
সা—রাদিন প্রাথমিক বিরহ জ্বালায়।
বি—লক্ষণ সেইরূপ তনু তার দয় ॥
চি—হ্ন করি করিতেছি যথা অনুমান।
ক—রিয়াছে স্নিগ্ধ মন 'আশা' করি জ্ঞান ॥
কা—তর হয়েছি আমি হেন অনুমান।
তা—না করি যেও তথা নাহি চিন্তা আন ॥
লি—লাম্বরা হয়ে সতী হয়েছে বাচাল।
ত—ব আগমন দেখি হইবে বিশাল ॥
র—ত হয়ে আর্ত্ত স্বরে আমার কারণ।
ক—রেছে ক্রন্দন "ধনি" ভাবি অনুক্ষণ ॥
ব—লহীনা হইয়াছে নাহি শক্তি আর।
ব—সিতে উঠিতে পরে অস্থি চর্ম্ম সার ॥৯৩॥

পদ্য।

এ প্রকার অনুমান করি মেঘবর।
খঞ্জনা নয়না বালা অতি ক্ষীণ বর ॥
তাঁহার নিকট তুমি হলে অতঃপর।
ছল ছল করিবেক দেখিবে অন্তর ॥

স্পন্দহীনা পরিত্যক্ত নয়ন যুগল।
ব্যাকুলিত প্রাণেশ্বরি মনেতে বিকল ॥
ভ্রূভঙ্গ রহিত নেত্র স্নেহ বিগর্হিত।
খঞ্জন নয়ন আর নহে আমোদিত ॥
কটাক্ষ হয়েছে শূন্য ব্যক্ত কিছু নয়।
অঞ্জন ভঞ্জনে সদা মনে ভাবোদয় ॥৯৪॥

হ্রস্বভঙ্গ ত্রিপদী।

শুন ওহে মেঘবর, তব নয়ন গোচর ;
হইলেক পর, কহি অনন্তর ;
খেদান্বিতা প্রাণেশ্বরি।
কনক নির্ম্মিত ভার, রামরম্ভা সমাহার ;
সুমেরু তাহার, বামভাগাধার ;
স্পন্দন হইবে ধরি ॥
সেই উরু স্থানোপর, মম নখ চিহ্নধর ;
নাহিক এখন, সম্ভোগান্ত মন ;
যোগ্য ছিল সম্ভাষণ।
ত্যাগকরি দৈবাধীন, মদীয়া কামিনী ক্ষীণ ;
মুক্ত আভরণ, ত্যাগের কারণ ;
নিষ্পন্দিত যে এখন ॥৯৫॥

চিত্রকাব্য

পদ্ম।

ভুলনা এবাক্য ক	৺ঔ	অহে মেঘবর।
প্রিয়া স্থানে গিয়া স	এ	করো অনন্তর।
নিদ্রাবেশে যদি র	ঐ	গমন সময়।
না করো গভীর র	এ	ভঙ্গ যাতে নয় ॥
ভাঙ্গিলে নিদ্রা সহ	গ্র	তোমার গর্জ্জনে ॥
স্বপ্নাশ্লেষ এতোধি	ঞ	দুঃখ পাবে মনে ॥
ভু ব ন ব সা ক	ঔ	স্থ করে বিরচন।
ভুজের বন্ধন পা	ঐ	হবেক মোচন ॥
দুঃখান্বিতা হইবে	ঞ	সে প্রাণ আমার।
যাহার বিহনে ঘ	এ	দেখি অন্ধকার ॥
অতি কষ্টে মনে ভা	এঁ	রহে কিছুক্ষণ।
করিবেক অতঃপ	এ	ভীষণ গর্জ্জন ॥
ভাবি মনে ন সংকো	ঔ	যাও ত্বরা করি।
বাঁচাইতে সে রত	ঐ	যারে ভেবে মরি ॥৯৬॥

লঘুত্রিপদী।

খঞ্জন নয়না, সুবর্ণ বরণা ;
মদীয়া কামিনী ধনি।
চপলা চঞ্চলা, সেই কুল-বালা ;
মণি হারা যেন ফণি ॥
করিয়া গমন, দিবে দরশন ;
মন্দ মন্দ সমীরণ।
দিয়ে কণা জল, করো সুশীতল ;
মম কামিনী রতন ॥
মৃত্তিকা শয়না, বিরস বদনা ;
তুমি করিয়া গর্জ্জন।
গবাক্ষের ধারে, বসাইবে তারে ;
ধীরে করি আলাপন ॥
আশ্বাসিবে যত, যত মনোগত ;
খেদ করি পরেছেন।
যেই ধনি জন, মালতী সদন ;
হয়েছেন আশ্বাসন ॥৯৭॥

চিত্রকাব্য।

পদ্ম।

(ভু)লনা ভুলনা মেঘ যেতে সেথা ক(ভু)।
ভাবিতেছে প্রাণ-প্রিয়া কবে আসে প্রভু ॥
(ব) লিবে প্রিয়ার কাছে সমাচার স(ব)।
আমি তার হই মিত্র করেন সম্ভব ॥
(ন) বীনা বিরহী বালা যত কামীজ(ন)।
যথা রূপে করি আমি ভাবের সান্ত্বন ॥
(ব) লক্ষীণা পতিহীনা রসের বিভ(ব)।
অলস করিতে পারি যতেক সম্ভব ॥
(সা)ন্ত্বনা করিতে তবে হেতা মোর আ(সা)।
মম নাম ধরি মেঘ পর্ব্বতেতে বাসা ॥
(ক)ত দিন রবে চিন্তে কতদিন ত(ক)।
তব পতি আছে ভাল আসে শাপান্তক ॥
(বি)ধি বিড়ম্বনা এত সর্ব্বদাই সে(বি)।
উভয় অকূলে বিধি রাখিয়াছে ভাবি ॥
(র)বির কিরণে দহে উভয় শরী(র)।
উভয়ে স্নিগ্ধতে আমি ডাকি যে গম্ভীর ॥

(চি)ন্তান্বিতা না হইও হইবেক সু(চি)।
সেই কালে সর্ব্ব কর্ম্মে হইবেক রুচি ॥
(ত)খন হইবে স্ফূর্ত্তি সুখ অবির(ত)।
তাহে আমি দেখাদিব হয়ে সমাগত ॥৯৮॥

পয়ার।

ওহে জলধর তুমি করিলে গমন।
প্রকাশ করিলে সব মম বিবরণ ॥
মণি হারা ফণি যেন লুটায় ভূতলে।
সেইরূপে উৎকণ্ঠিতা মদনের বলে ॥
তোমারে দেখিয়া সেই পাইবে জীবন।
আমার বনিতা তবে করি সম্ভাষণ ॥
যে রূপ সীতারে হরে দুষ্ট দশানন।
অশোক বনেতে রাখি করয় পীড়ন ॥
এদিকেতে রামচন্দ্র হয়ে শোকাকুল।
সীতা উদ্ধারিতে রাম হয়েন ব্যাকুল ॥
জনক তনয়া সীতা সতী সাধ্বী গণি।
চির বিরহিণী প্রায় হয়ে গুণোমণি ॥
চিন্তান্বিতা মনে মনে রামের কারণ।
পবন নন্দন আসি দিল দরশন ॥
শুনেছিলা এক চিত্তে রাম বিবরণ।
তাঁহার সমান হবে মম প্রিয়তম ॥
তোমারে আদর করি করিবে শ্রবণ।
মিত্র দ্বারা নীত সব কান্ত বিবরণ ॥৯৯॥

ত্রিপদী।

চির বিরহিণী মম, দুঃখান্বিত অনুপম,
অতঃপর ওহে জলধর।
এই সব বিবরণ, করিবেক বিজ্ঞাপন,
বহু দুঃখ হইবে অন্তর ॥
অবলে বুঝাবে যত, বোঝ নাহি মানে তত,
প্রবোধিবে যত মনোগত।
প্রিয়তম প্রাণপতি, হয়ে খেদান্বিত অতি,
হয়েছেন জীবনেতে হত ॥
না দেখে তোমার মুখ, বিদরে যায়েছে বুক,
পাঠায়েছে আমারে এখন।

যেথা জনক দুহিতা, জল শুদ্ধ করে সীতা,
সেই স্থলে খেদান্বিতে রন ॥
শুন তাহার কারণ, হইলে ইন্দ্রিয়গণ,
বর্দ্ধমান হবে কলেবর।
প্রথমতঃ এপ্রকার, আশ্বাসিত অনিবার,
হইয়াছে শুন অতঃপর ॥১০০॥

পঞ্চপদী।

শুন তবে জলধর, কহি আমি অতঃপর,
করি তোমার উপর, যতেক বাক্যের ভর,
করিতেছে ধড় ফড়, যাবে সত্বরে রে।
কবে তারে এ প্রকার, সেই মম প্রাণাধার,
প্রবোধিবে অনিবার, হই খেদিত অপার,
দিবে তুমি উপহার, প্রাণ শিহরে রে ॥
বিধাতা বঞ্চিত হয়, হেথা তার আসা নয়,
আর চারি মাস রয়, ভুঞ্জে দিন সমুদয়,
ক্ষীণ হীন ভাবোদয়, সদা কাঁদিছে রে।
মনে করি মনোকরী, তব কলেবর ধরি,
অঙ্গ তার পরিহরি, ভাবে কি করি কি করি,
সদা বিকল অন্তর, প্রাণ যেতেছে রে ॥১০১॥

চিত্রকাব্য

পদ্য।

(ভু) লাবে কান্তারে তুমি হয়ে সমাগ (ত)।
অ (ব) লা সরলা বালা সদা ক্ষুণ্ণ (চি) ত ॥
বিড়ম্ব (ন) বিধাতার তোমার তাহা (র)।
তেকারণে (ব) ল ক্ষীণা বি (বি) ধ বিকার ॥
অশ্রুধারা অ (সা) রা (ক) রিয়ে মাত্র সার।
সুতপ্ত সুবি (সা) অ (ক) রণ অনিবার ॥
তোমারে কি (ব) লি ভর্ত্তা ভা (বি) দেহ ভার।
সদাই (ন) বীন ভাব বিকা (র) আকার ॥
উঠে (ব) সে হায় হায় শব্দ অনু (চি) ত।
(ভু) গিছে যন্ত্রণা কত ভাবি অবির (ত) ॥ ।১০২।

তরঙ্গীচ্ছন্দ।

কহেছেন পুনর্ব্বার। কহিবেক এ প্রকার॥
করেছেন উপদেশ। শুন মেঘ সবিশেষ॥
ওহে বালা ক্রোধেশ্বরি। তব অঙ্গ পরিহরি॥
তব অংগ সমুদয়। এক স্থানে দৃশ্য নয়॥
সদা তাই ভাবোদয়। কিসে কিবা মন লয়॥
নানা স্থানে দৃশ্য হয়। এক অংগ আর নয়॥
শুন তার বিবরণ। করি আমি নিবেদন॥
কলেবর অনুপম। শ্যামা স্ত্রীর অংগ সম॥
তার চঞ্চল লোচন। সম হরিণী নয়ন॥
গণ্ড স্থল দৃশ্যে হয়। নিম্মর্ল সুধাংশু ময়॥
প্রলম্বিত কেশচয়। ময়ূর পুচ্ছের ন্যায়॥
ক্ষীণা নদী সমতুল। হয় ভ্রূভংগ অতুল॥
হইতেছে দৃশ্যানন। তাঁর অতুল্য নয়ন॥১০৩॥

হে মেঘ ! আমার প্রিয়তমা সেই কামিনী রতনে এই কহিবে হে নবীনে ! সজল জল বরিষণ দ্বারা সিক্ত মৃত্তিকা হইতে উত্থিত গন্ধানুকারী যে তোমার পূর্ণ চন্দ্রানন তাহার দূরীভূত ও বিচ্ছেদানল প্রজ্বলিত জ্বালাবত ক্ষীণ কলেবর হইলেও কামদেব আমার প্রতি সতত বাণাঘাত করিতেছেন, অতএব গ্রীষ্মাবসানে দিক সমুদায়ে নবীন নীরদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন দিবাকর কর হইলে বর্ষাকালীন দিন সকল কি প্রকারে ক্ষেপণ করিব ॥১০৪॥

পদ্য।

আমার পত্নীকে তুমি কবে এ প্রকার।
পট্টক শিলার মধ্যে রাগ ঠাট বার॥
জ্বর জ্বর থর থর হলে কলেবর।
পতিত চরণ তলে হলে অনন্তর॥
ইচ্ছা করি পরিহরি কিন্তু নাহি হয়।
জল ধারা সম অশ্রু পড়ে সমুদয়॥
তখন হইলে কত ভাবনায় লয়।
সতত মনের দুঃখ মনেতেই রয়॥
বোধ করি তব দেহ প্রতিবিম্ব হলে।
আমাদের সংগ আর কদাচিত ফলে॥
কৃতান্ত না করে সহ্য ক্রূর মহাশয়।
একান্ত ভাবিয়ে ভাব মনে পায় ভয়॥ ১০৫॥

লঘু ত্রিপদী ।

কবে পুনর্ব্বার, শুন আর বার,
শুন ওহে মেঘবর ।
কহিবে তাহায়, বাক্য সমুদায়,
হয় মম কলেবর ॥
হলে কামাতুর, জ্বলিত প্রচুর,
অপ্রশান্ত যে সময় ।
জাগ্রতাবস্থায়, আলিঙ্গন চায়,
উত্তোলিত হস্তদ্বয় ॥
আকাশে বিস্তার, বাহু করি আর,
পতিত না হয় তাহা ।
নব তরুবর, হয়ে ফল ভর,
অশ্রু বিন্দু পড়ে তাহা ! ॥১০৬।

লঘু তরতীচ্ছন্দ ।

ওহে জলধর । শুন অতঃপর ॥
কবে সমুদয় । যতোদয় হয় ॥
ভাবান্বিত অতি । সেই গুণোবতি ॥
তনু তার ক্ষীণ । হইতেছে দীন ॥
এই মনোহর । শ্যাম কলেবর ॥
পুর্ব্বে দরশন । করে প্রাণধন ॥
বায়ু হিমালয় । মনোরম হয় ॥
অতি স্নিগ্ধ কর । মদনের ভর ॥
এই সম্ভাবন । করি তব মন ॥
সেই সমীরণ । করে আলিঙ্গন ॥
যে বায়ু সকল । দেবদারু বল ॥
অতি সুগন্ধিত । গন্ধে আমোদিত ॥
দ্বারা সমীরণ । করেছে বহন ॥
হইতে দক্ষিণ । করি প্রদক্ষিণ ॥
অতি শোভাকর । প্রফুল্ল অন্তর ॥ ১০৭ ॥

লঘু ষড়পদী ।

শুন অতঃপর, ওহে মেঘবর, কহে অনন্তর,
মম প্রিয়কর, অতি দুঃখ কর, শিক্ষা বহুতর,
করে যক্ষবর হে ।
কবে সম্বোধনে, চঞ্চল লোচনে, ভাব কেন মনে,

স্বামীর বিহনে, খেদে ক্ষণেং, পাইবে সে জনে,
দুঃখ লেশ কর হে ॥
দুষ্প্রাপ্য যে জন, পাইবে এখন, আশ্বাস বচন,
হইলে প্রার্থন, ভাবে মনে মন, ব্যথিত সঘন,
বাঞ্ছা করিতেছে হে।
তাহার কারণ, হইবে বারণ, যত দুঃখ মন,
সুরস বচন, খেদান্বিত মন, বিরস বদন,
মনে হইতেছে হে ॥
দিন দিন দিন, হইবেক ক্ষীণ, সে তেজ বিহীন,
ক্রমে হবে মীন, এ যাতনা লীন, সে মদন ক্ষীণ,
তোমার হইবে হে।
হবে ত্রি সময়, ক্রমে ক্রমে ক্ষয়, তব জন্যে হয়,
মনেতে অভয়, মদন নিদয়, যাতনা বিষয়,
পরেতে যাইবে হে ॥ ১০৮ ॥

ভঙ্গ পয়ার।

শুন তবে মেঘবর, শুন তবে মেঘবর।
আমার প্রিয়াকে ইহা কবে অনন্তর ॥
চিন্তা করি মনে মন, চিন্তা করি মনে মন।
করিলাম আপনাতে ধৈর্য্যাবলম্বন ॥
কিছু দিন চিন্তা করি, কিছু দিন চিন্তা করি।
ত্যজিয়াছি সমুদয় দেহেতে না ধরি ॥
কহি তবে সে কারণ, কহি তবে সে কারণ।
কাতরা হইছে ধনি করেছি বারণ ॥
সুখ দুঃখ চিরদিন, সুখ দুঃখ চিরদিন।
চিরকাল নাহি থাকে করে সুখ দিন ॥
কেন ভাব নিরন্তর, কেন ভাব নিরন্তর।
পাবে তব প্রাণপতি শাপের অন্তর ॥
দেখহ প্রমাণ তার, দেখহ প্রমাণ তার।
রথ চক্র ন্যায় দেখ দুই অনিবার ॥
উপরে উঠিলে মুখ, উপরে উঠিলে মুখ।
নিম্নেতে আনিলে পর পুনরায় দুখ ॥
এই রূপ বিবেচনা, এই রূপ বিবেচনা।
ধীরা হয়ে কিছু দিন থাকো সুবাসনা ॥ ১০৯ ॥

পদ্য।

কহিবেক এ প্রকার ওহে মেঘবর।
বর্ষার প্রভাতে মম হবে শাপান্তর॥
সে সময়ে নারায়ণ কৃষ্ণ অবতার।
উত্থান অন্তর হলে শাপান্ত আমার॥
সে কারণে বিনোদিনী মনে ধৈর্য্য ধরি।
এই বর্ষে মাস চারি কর পরিহরি॥
মুদ্রিত লোচন করি করহ যাপন।
পুনরায় সর্ব্ব সুখ হবে আনয়ন॥
বিরহ হইবে অস্ত শরতের কালে।
ভুঞ্জিব অনিত্য সুখ পড়ি শর জালে॥
উভয়ের মনোমত যতেক উদয়।
সম্পূর্ণ করিব আমি শরত সময়॥
বহুদিন কাটায়েছি আছে অল্প দিন।
অল্প দিন জন্যে কেন হইতেছ ক্ষীণ॥
পুনশ্চ ভুঞ্জিবে রতি মদন সময়।
মনের মতন সুখ করিব উভয়॥১১০॥

হে মেঘ! আমার প্রিয়তমাকে এই বলিবে, প্রিয়তমে পূর্ব্বে অর্থাৎ কুবেরের শাপ প্রাপ্ত না হইলে গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক আমার কণ্ঠ-লগ্না হওত পর্য্যঙ্কের উপরে শয়ন করিয়া তুমি কোন অনির্ব্বচনীয় দর্শনে রোরুদ্যমানা হইয়া ত্যক্তনিদ্রা হইলে বারম্বার আমি জিজ্ঞাসা করিলে ঈষৎ হাস্য করিয়া তুমি বলিয়াছিলে, যে হে ধূর্ত্ত কোন নায়িকার সহিত সম্ভোগ করিয়াছ; ইহা আমি স্বপ্নে দর্শন করিলাম॥ ১১১॥

ত্রিপদী।

সেই মদীয় কামিনী, হয়ে মম বিরহিণী,
ভাবে সদা মনে অনুক্ষণ।
হে সুজন মেঘবর, কবে তারে অতঃপর,
সমুদায় আমায় বচন॥
ওহে অসিত নয়নে, হয়ে মলিন বদনে,
মনেতে প্রত্যয় করি দান।
বিরহ রূপ বিপদ, পড়ে শঙ্কটেতে পদ,
আপদ আসিয়ে অধিষ্ঠান॥
এমন কালীন নয়, বাক্যে রত বাক্যময়,
এতে ভোগ হইয়া রহিত।
পুনর্ব্বার দরশনে, বহুল রসাল মনে,
প্রেমরাশী হবে উপস্থিত॥১১২॥

লঘু ত্রিপদী।

সুন্দরী আমার, না করে তোমার,
তব বাক্যে প্রত্যুত্তর।
বিতর্ক তাহার, করি বার বার,
শুন তবে মেঘবর ॥
করেছ নিশ্চয়, ওহে সদাশয়,
মিত্র কার্য্য সমাপন।
কহি সে কারণ, শুন হে কারণ,
তুমি কামিনী জীবন ॥
মগ্ন জল ভিক্ষ, যে চাতক পক্ষি,
হয়ে তাহার যাচন।
উত্তর প্রদান, না করিয়া দান,
জলদান কর মন ॥
যত সাধু জন, তোমার কীর্ত্তন,
করিতেছে অনুক্ষণ।
শুন জলধর, এই প্রত্যুত্তর,
কর বাসনা পূরণ ॥১১৩॥

পদ্য।

স্নেহ বা মিত্রতা ভাবে ওহে মেঘবর।
প্রার্থনা পূরিয়ে মম যাও অনন্তর ॥
বর্ষাকালে নানা স্থানে করিবে ভ্রমণ।
স্বেচ্ছাধীন স্থানে তুমি করহ গমন ॥
বারণ না করি এতে ওহে জলধর।
নারী লয়ে সুখ ভোগ কর নিরন্তর ॥
প্রিয়তমা প্রাণ সমা তোমার কামিনী।
ক্ষণ কাল ত্যাজ্য নহে যেন সৌদামিনী ॥
ইতি মম অভিলাষ হইল পূরণ।
আত্ম মতে লক্ষ্যাদিকে করহ গমন ॥
যে পথ কহিনু আমি মনে মনে স্মরি।
তুষিবেক সেই বাক্যে মম প্রাণেশ্বরি ॥১১৪॥

ইতি মেঘদূত কাব্য সমাপ্তঃ।

মেঘদূত।

শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

কলিকাতা

বল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দা ১২৭৯।

মূল্য ॥০ অর্দ্ধমুদ্রা। Price 8 Annas.

মেঘদূত।

পূর্ব্বমেঘ।

যথায় রাঘব-গিরি নমেরু-কানন
তাপক্লান্ত পথিকের জুড়ায় জীবন,
জনকতনয়া স্নানে ভূধর-দুহিতা
পেয়েছেন তদবধি চির পবিত্রতা,
প্রভু-শাপে হীনকান্তি ধনপতি-দাস
বিষম বিরহ দুঃখে করে তথা বাস।
উন্মত্তের প্রায় তথা করে বিচরণ,
দয়িত-বিচ্ছেদ-দুঃখ না হয় বারণ,
উদ্যান পালনে নাহি ছিল সাবধান
কুপিয়া কুবের তায় করে শাপদান—
বৎসরেক কাল ত্যজি অলকা-ভুবন
রামগিরি আশ্রমেতে কর নিবসন॥ ১
অবলা-বিরহে তথা বিষণ্ণ হৃদয়
অষ্টমাস বহুকষ্টে কামুক যাপয়,
শোকশীর্ণ কলেবরে কনক-ভূষণ
করিয়া প্রকোষ্ঠ রিক্ত হইল পতন,
আষাঢ় প্রথমদিনে ভূধর গোচর
দেখিল সে অভ্রবৃন্দ শ্যামবর্ণ ধর
প্রভিন্ন বারণ যেন করি অবহেলা
বিস্তৃত প্রাচীর সনে করিতেছে খেলা॥ ২
নিবারি নয়ন নীর নিষ্পন্দ-নয়ন
রাজ-রাজ-দাস মেঘ দেখি বহুক্ষণ,
চিন্তিতে লাগিল হয়ে ব্যাকুলিত মন—
উৎপাদয় অভিলাষ মেঘ দরশন,
ললিতা বনিতা থাকে ক্রোড়মাঝে যার
জলদ দর্শনে চিত্ত চল যদি তার,
বিরহী যে জন হায় প্রিয়া নাহি পাশে
কি দশা হবে না মেঘে আলোকি আকাশে॥ ৩
শ্রাবণে প্রেয়সী প্রাণ করিতে ধারণ
কায়িক কুশল বার্ত্তা করিয়া প্রেরণ
কুটজ-কুসুমে করি সবিধি পূজন,
জিজ্ঞাসয় প্রীত পরে শুভ আগমন। ৪

কামুক জনের কভু না থাকে বিচার,
জড় জীবী তার কাছে একই প্রকার,
কোথা জড় মেঘ রাজি ধূমাদি-বিকার—
চেতন প্রাণীর সাধ্য কার্য্য কোথা আর,
অতিব্যগ্র হয়ে যক্ষ না ভাবি এমন
জলধরে এইমতে করয় যাচন ॥* ৫
তাহাদের কুলে তুমি জাত জলধর,
কামচারী ইচ্ছাধীন সদা কলেবর
জানি তুমি বাসবের প্রিয় অনুচর,
বিষম বিধির পাকে হইয়া অধীন
নিৰ্বাসিত হেথা আমি বনিতা বিহীন।
প্রার্থনা যদি না পূর্ণ করে গুণবান,
তথাপি তাহাতে কভু নাহি অপমান,
নির্গুণ পুরালে তবু হীনতা-জনক,
তোমার সমীপে আমি সেহেতু যাচক ॥* ৬
তাপিত জনের মিত্র তুমি জলধর,
প্রেয়সী বিচ্ছেদে আমি জ্বলি নিরন্তর,
ধনপতি শাপে মম বিষম সংকট,
লয়ে যাও বার্ত্তা মম প্রিয়ার নিকট,
হর-শির-শশী যথা করে বরিষণ
ধনিক ভবন পরি নির্ম্মল কিরণ
অলকা নামেতে সেই যক্ষের নগর
উপকণ্ঠ উপবনে সদা পুরহর ॥ ৭
যখন উঠিবে তুমি গগণ উপরি,
পথিক বনিতা সবে কেশপাশ ধরি,
পাঠাবে পতিরে তুমি, ভাবিয়া এমন

---

* তস্মিন্নেকং মধুর বিরুতং কোকিলং বীক্ষ্য বৃক্ষে,
দূত্যার্থং সা দয়িত-বিরহোত্কণ্ঠিতাত্মা যযাচে।
তত্রাশ্চর্য্যং ন খলু যদি সা যাচতৈনং বিহংগমং,
গাঢ়োত্কণ্ঠা ভবতি হি সদা-বঞ্চিতা বোধ-দৃষ্ট্যা।
কোকিল-দূতম্ ॥২০॥

ত্রাসাপ্তেন ত্রিদশ-পতিনা যাচ্যমানো দধীচির্,
দত্ত্বা দেহং সুকৃতি-সদনং প্রাপ্তবান্ পৈত্যলোকম্।
তস্মাদেতত্ প্রথিত-বচনং নিশ্চিতং সর্ব-লোকে,
নৈব শ্রেষ্ঠে ভবতি বিফলং যাচনং যাচকানাং। কোকিল-দূতম্ ॥২৫॥

তোমার উপরি দিবে সতৃষ্ণ নয়ন,
সন্নিহিত হলে তুমি আছে কোন জন
প্রেয়সী বিরহ যেই না করে হরণ,
পরাধীন মম সম আছে কেবা আর
বনিতার সনে নাহি সমাগম যার ॥ ৮

মন্দ মন্দ সমীরণ, তোরে করিবে প্রেরণ,
যথা হয়ে অনুকূল।
তথা বামেতে প্রচুর, ধ্বনি করিবে মধুর,
গর্ব্বিত চাতক কুল ॥

গগণ মণ্ডল মাঝে সকলি বলাকাদল
গর্ভাধান সুখ পরিচয় হেতু বন্ধদল
সেবিবে নিশ্চয় তোরে করি আঁখিরে সফল ॥ ৯
সফল গমন হয়ে দেখিবে ত্বরায়
ভ্রাতৃজায়া সতী রত দিন গণনায়,
কুসুম-পতন-শীল নারীর হৃদয়*
বিরহেতে আশাবৃন্ত ধারণ করয় ॥ ১০
কন্দলী-জনক তব শোভন গর্জ্জন
করিয়া শ্রবণ যবে রাজহংস গণ,
পাথেয় মৃণাল মৃদু করিয়া গ্রহণ,
তোমার সহিত তবে করিবে গমন
মানস সরসে তারা যাইতে সত্বর*
কৈলাস পর্য্যন্ত পথে সাথী জলধর ॥ ১১

---

* বিপাকে ঘোরেঽস্মিন ননু খলু বিমূঢ়া তব সখী।
পুরন্ধ্রীণাং চেতঃ কুসুম-সুকুমারং হি ভবতি ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ . অঙ্কঃ ॥

* শ্রুত্বা দূরাম্মধুর-মুরলী-স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষং
দৃষ্টা চ ত্বাং নব-ঘন-রুচিং বিদ্যুদাভাস-বাসম্ ॥
মেঘ-ভ্রান্ত্যা সততমপি যে মানসোত্কা বভূবুস্-
তেঽমী হংসাঃ নিয়তমধুনা ত্বাং বিনা মানসোত্কাঃ ॥
কোকিল-দূতম্ ॥৩৫॥

মেঘাগমে হংসানাং মানসাভিগমনং ভবতীতি কবিসময়ঃ

তথাচ—
"জলধর-সময়ে মানসং যান্তি হংসা" ইতি সাহিত্যদর্পণে ইত্যস্য টীকাকারঃ ॥
লীলাবধূত-পদ্মা পক্ষ-পাতমধিকং নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্র-গতা রাজ-হংসীব ॥ রত্নাবলী ॥ ২ অঙ্কঃ ॥

প্রিয়সখ তব এই তুঙ্গ মহীধর,
বিদায় ইহার কাছে হও হে সত্বর,
তোয়দ তোমার সখা অন্য কেহ নহে
অঙ্কিত রাঘবপদ এঁর মধ্যদেহে
প্রতিবর্ষ তব সহ হইলে মিলন
বিরহজ উষ্ণবাষ্পে প্রেম প্রকাশন ॥ ১২
প্রয়াণের পথ তবে করহে শ্রবণ,
শ্রোত্রপেয় বার্ত্তা পরে করিও গ্রহণ,
পথিমধ্যে ক্ষীণবলে যদি হও শ্রান্ত
উন্নত শিখরোপরি করিও শ্রমান্ত,
পথে যদি কভু তুমি হও কৃশকায়
পরিলঘু স্রোতোবারি আছেহে তথায় ॥ ১৩
সরস-নিচুল এই গিরি পরিহরি
উদঙমুখ হয়ে উঠ গগন উপরি,
দিগ্‌গজের স্থল গর্ব্ব করিবে শমন,
গগণে তোমায় হেরি সিদ্ধনারীগণ
সমীরণ গিরিশৃঙ্গ করিছে বহন
ভাবি হেন সচকিত করিবে বীক্ষণ ॥ ১৪
নানা রত্ন শোভাময় সমুজ্জ্বলতনু
সম্মুখ পর্ব্বতোপরি দেখ ইন্দ্রধনু,
কিবা শোভা করিবেহে তব শ্যামকায়
ময়ূর-পুচ্ছেতে যথা শোভে শ্যামরায় ॥ ১৫
তোয়দ অধীন তব কৃষিফলোদয়
তব জল বরিষণে শস্য উপজয়,
গ্রামনারী ভ্রূ-বিলাস জানিবে কোথায়
স্বাভাবিক প্রেমে তারা দেখিবে তোমায়,
তুঙ্গ মাল ক্ষেত্রপরি করি আরোহণ
কর্ষণ-সুরভি ক্ষেত্রে করিও বর্ষণ,
লঘুগতি ক্ষণ তথা করিয়া যাপন
পুনরপি উত্তরেতে করিও গমন ॥ ১৬
বৃষ্টিশান্ত দাবানল আম্রকূট মহীধর
সাদরে বসাবে তোরে শিখর উপর,
পূর্ব্বকৃত উপকার যদি স্মরয় কৃপণ
এবিষয়ে বল কিবা আছে আন্দোলন
পথশ্রান্ত উপস্থিত হলে তুমি জলধর
বহুল করিবে তব ভূধর আদর ॥ ১৭

মসৃণ-কবরী-সম শ্যাম কলেবর
আশ্রয় করিলে তুমি ভূধর শিখর,
গিরিপার্শ্বে পক্কফল আম্রবৃক্ষ চয়,
অপরূপ শোভা তাহে হইবে উদয়,
কনক বরণ যেন বসুন্ধরা স্তন
শ্যাম অগ্র ভাগ তাহে তুমি সুশোভন,
অমর মিথুন নয়ন পথে তখন
নিঃসন্দেহ সেই শোভা করিবে গমন ॥ ১৮
বনচর বধূগণ, যথা করয় ভ্রমণ
লতাগৃহে ক্ষণকাল করিয়া যাপন,
বরিষণে হয়ে তবে লঘু কলেবর
দ্রুত-তর রয় কর অম্বর উপর,
বিন্ধ্যপাদ বিহারিণী দেখিবে রেবায়
করীদেহ শোভে যথা ভস্মের রেখায় ॥ ১৯
রেবা-জল জম্বুকুঞ্জ প্রতিহত বল
বমনের পরে পানে হইবে সবল,
বিন্ধ্যগজ মদতিক্ত জল করি পান
বাত-হীন হয়ে তুমি করহে প্রয়াণ,
বায়ুদোষে কখনও হবেনা কাতর,
রিক্তের অমান্য সদাধনীর আদর ॥ ২০
হরিত কপিশ অর্দ্ধ-স্ফুট নীপচয়
আর দেখে জল-তটে কন্দলী-মুকুল,
দগ্ধ-বনে সৌরভেতে জানিবে নিশ্চয়
আগমন তব সুখে মতঙ্গজ কুল ॥ ২১
কুতূহলে সিদ্ধগণ দেখিবে প্রচুর
জল বিন্দু গ্রহণেতে চাতক চতুর,
সারি সারি বক-রাজি হেরিবেক তারা
গণনেতে নির্দ্দেশিবে অঙ্গুলির দ্বারা,
ভীষণ গর্জ্জন তব করিয়া শ্রবণ
ভয়েতে চকিত সবে গিরি-বাসি-গণ,
প্রিয়তমা প্রিয়তমে করি আলিঙ্গন
আদরিবে তোরে মেঘ সুখেরি কারণ ॥ ২২
দ্রুত-তর যদ্যপিও করিবে গমন
তথাপি বিলম্ব শঙ্কা করিতেছে মন,
প্রতি গিরি বিরাজে ককুভ-পরিমল,

গিরি গিরি শুক্লাপাঙ্গ শিখাবল দল*
শিখী সবে, কেকা রবে, করিবেক সম্ভাষণ,ᵃ
বিরহিণী দূতে তুমি নাহি হয়ো বিস্মরণ,
কৃতাতিথ্য ক্ষণকাল করিয়া যাপন
কথমপি গমনেতে করিও যতন ॥ ২৩
আগমনে তব সব আরাম বেষ্টন
অগ্র-স্ফুট কেতকীতে হরিণ বরণ,
গৃহ-বলি-ভুক-গণ, নীড়ারম্ভে ব্যগ্র মন
হয় তাহে গ্রাম পূজ্য বৃক্ষের পীড়ন,
পরিণত-ফলচয়-শ্যাম-জম্বু-বন,*
কতিপয় দিন মাত্র স্থায়ী হংসগণ,
দশার্ণ এরূপ শোভা করিবে ধারণ ॥ ২৪
ভুবন বিদিতা যথা বিদিশা নগরী
প্রদেশের রাজধানী, তথা গতি করি,
তট প্রান্তে করি তুমি শোভন গর্জ্জন,
তরঙ্গিত ভ্রূভঙ্গিত নায়িকা আনন
স্বাদু বেত্রবতী বারি করি আস্বাদন,
কামুকের প্রয়োজন লভিবে তখন ॥ ২৫
নীচ-গিরি পরি যেও বিশ্রাম কারণ
নিশীথে গণিকা যথা করয় ভ্রমণ,
তোরে দেখি নীপগণ, প্রফুল্লিত মন
রোমাঞ্চ-শরীর-শোভা ধরি প্রকাশন,*

---

* এতে ত এব গিরয়ো বিরুবন্ময়ূরাঃ ॥ উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ ২ অঙ্কঃ ॥

ᵃ আলোকয়তি পয়োদান্ প্রবল-পুরো-বাত-নর্ত্তিত-শিখণ্ডঃ।
কেকা-গর্ভেণ শিখী দূরোন্নমিতেন কণ্ঠেন ॥ বিক্রমোর্ব্বশী ॥ ৪ অঙ্কঃ ॥

* ইহ সমদ-শকুন্তাক্রান্ত-বানীর বীরুৎ-
প্রসব-সুরভি-শীত স্বচ্ছ-তোয়া বহন্তি।
ফল-ভর-পরিণাম-শ্যাম-জম্বু-নিকুঞ্জ-
স্খলন-মুখর-ভূরি-স্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ ২ অঙ্কঃ ॥

* যৎপ্রাপ্তৌ মম পরি-রম্ভনাভিলাষাদ্ উন্মীলৎ-পুলক-কদম্বমঙ্গমাস্তে ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ ৫ অঙ্কঃ ॥

অথ কোহয়ং ইন্দ্র-মণি-মেচক-চ্ছবিধর্বনিনৈব দত্ত-পুলকং করোতি মাম্।
নব-নীল-নীর-ধর-ধীর-গর্জ্জিত-ক্ষণ-বদ্ধ-কুড্মল-কদম্ব-ডম্বরম্ ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

রতি-পরিমলাক্রান্ত শিলা-বেশ্ম-চয়
উৎকট যৌবন পৌর সূচন করয় ॥ ২৬
নগ-নদী তীর জাত, মালতী কুসুম যত,
করিয়া সেচন, তবে করিও গমন,
আসিবে তুলিতে ফুল, তথা নিতম্বিনী কুল
ছায়ায় তাদের করো প্রফুল্লিত মন,
পীড়িতা ললনাগণ, ঘণ স্বেদ প্রণয়ন
করে তাহাদের ঘণ ! ব্যাকুলিত মন,
কর্ণ-পদ্ম-আভরণ, রৌদ্রে মলিন বরণ
ছায়া করি দান হয়ো রমণী রমণ ॥ ২৭
উত্তর দিকেতে তুমি গমন-চতুর
বক্র-পথে যদিও হে উজ্জয়িনী পুর
তথাপি তথায় তুমি করহে গমন,
প্রণয় বিমুখ নাহি করো হর্ম্যগণ,
চপলার জ্বালা হেরি চকিত নয়ন
হইবে সতত ভীরু পুর-বধূগণ,
তা হেরি না হয় যদি সুখ উপজন
বিফল নয়ন তব বিফল জীবন ॥ ২৮
স্খলিত সুভগ গামিনী, দৃষ্ট-ভ্রম-নাভি বাহিনী
তরঙ্গ চলন রাবিনী মরাল মেখল ধারিণী*
নির্বিন্ধ্যা কামিনী-রস করিও সেবন
নারীর বিভ্রম আদ্য প্রণয় বচন ॥ ২৯
পরিশুষ্ক বারিচয়ে বেণীভূত কায়
পাণ্ডুবর্ণ তট বৃক্ষ পতিত পাতায়,
বিরহ অবস্থা স্পষ্ট আছে প্রকটন
ত্যজয় সে বেশ যাহে করিও যতন ॥ ৩০
উদয়ন-কথাভিজ্ঞ গ্রাম-বৃদ্ধগণ,*
অপূর্ব নগরী তথা কর বিলোকন,
স্বর্গ-বাস-পুণ্য যবে প্রায় অবশেষ
ধার্ম্মিক সুজন তবে, ধরি নরবেশ,

---

* তরঙ্গ-ভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিত-বিহগ-শ্রেণি-রসনা
চিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভ-শিথিলম্ ।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভি-সন্ধায় বহুশো
নদী-ভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা ॥ বিক্রমোর্বশী ॥ ৪ অঙ্কঃ ॥

* লোকে হারি চ বৎস-রাজ-চরিতম্ ॥ রত্নাবলী ॥ ১ অঙ্কঃ ॥

অবশিষ্ট পুণ্যে যেন করি আনয়ন
দীপ্তিমান্ স্বর্গখণ্ডে, করিছে বসন ॥ ৩১
দীর্ঘ করি সারসের পটু মদ কল,
প্রস্ফুট-কমল-গন্ধে প্রাতে পরিমল,
ধব সম সিপ্রা-বাত প্রার্থনা চতুর,
রমণীর রমণের ক্লেশ করে দূর ॥ † ৩২
সীমন্তিনী করিতেছে কুন্তল সংস্কার
উদ্গীর্ণ গবাক্ষ দিয়া ধূপ-ধূম তার,
তাহে হয়ে সমধিক পুষ্ট কলেবর
বিশ্রামে করিও ক্ষণ প্রাসাদ উপর,
প্রীত হয়ে শিখী দিবে নৃত্যে উপহার,
কুসুম-সুরভি তথা দেখিবে আগার,
অলক্তক পদচিহ্ন দেখি বনিতার
উজ্জয়িনী লক্ষ্মী তাহে দেখ বারে বার ॥ ৩৩
চল দেব চণ্ডীশ্বর বিরাজে যথায়,
ভূতপতি কণ্ঠনীল বর্ণধর প্রায়
সাদরে প্রমথগণ দেখিবে তোমায়।
গন্ধবতী পদ্মগন্ধে সুগন্ধি পবন,
নিরত যুবতিগণ করিছে গাহন
স্নানীয় সুরভি বাতে প্রকম্পিত উপবন ॥ ৩৪
সন্ধ্যা ভিন্ন কালে যদি যাও মহাকাল,
তথাপি বিশ্রাম তথা কর ক্ষণ কাল,
যাবত না যান অস্ত দেব দিবাকর
তাবত প্রতীক্ষা তথা কর জলধর,
পটহের কার্য্য করি শিব-পূজা-ক্ষণে
অনন্ত গর্জ্জন ফল লভরে সঘনে ॥ ৩৫
বিকাল সময় তথা নর্ত্তকী নিচয়
ক্বণিত রসনা সবে দেবাগ্রে নাচয়,
কঙ্কণ মণির বর্ণে রচিত ভূষণ
বহুক্ষণ করি হেন চামর ব্যজন,
নব-বারি, শ্রম-হারী, নখ-পদ সুখ-কারী
পেয়ে তোরে আদরিবে সস্নেহ নয়নে হেরি ॥ ৩৬

---

† বীচী-বাতৈঃ শীকর-ক্ষোদ-শীতৈঃ আকর্ষদ্ভিঃ পদ্ম-কিঞ্জল্ক-গন্ধান্।
মোহে মোহে রাম-ভদ্রস্য জীবম্ স্বৈরং প্রেষিতৈস্তর্পয়েতি ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ ৩ অঙ্কঃ ॥

গজাসুরে বধি যবে পশুপতি হর
রক্ত মাংস যুক্তচর্ম্ম পরিয়া অম্বর,
দেব ভয়ঙ্কর যবে তাণ্ডব করয়
ভবানী দেখিয়া অতি পাইলেন ভয়,
পর্ব্বত কানন পরি করি অবস্থান
বনতরু শাখা যেন অঙ্গ লম্বমান,
প্রতিনব জবা সম রক্ত বর্ণ কায়,
গজাজিন ছাড়ি হর ধরিবে তোমায়,
তোরে দেখি ভবানীর হবে অনুরাগ
আদ্রাজিনে ছিল তাঁর বিশেষ বিরাগ॥ ৩৭
নিস্তব্ধ রজনী তায় ঘোর অন্ধকার
রমণী যাইছে স্বীয় রমণ আগার
যাইতেছে একাকিনী, ভীরু অতি নারী মন,
কনক-নিকষ সম শোভন বরণ*
চপলা দেখালে পথ করোনা গর্জ্জন,
সূচি ভেদ্য অন্ধকারে কর যদি বরষণ,
ভয়েতে ত্যজিবে প্রাণ রমণী তখন ॥ ৩৮
নিদ্রিত কপোত যথা, তথা যাপিয়া যামিনী,
ক্রোড়ে লয়ে বিলসন-ক্লিষ্টা সৌদামিনী,
দেখা দিলে দিনমণি, করহে গমন,
বিলম্ব করেনা মিত্র প্রতিশ্রুত জন ॥ ৩৯
সে সময় খণ্ডিতার অশ্রু-জল চয়
রসিক কামুক জন যতনে হরয়,
নলিনী-নীহার-অশ্রু করিতে মোচন
ত্বরা করি গগণেতে উদিত তপন,
পথ মাঝে তুমি যদি কর কর-রোধ
করিবেন ক্রোধ তিনি ঘটিবে বিরোধ ॥ ৪০
স্বভাব-সুন্দর যদি প্রতিবিম্ব-বেশ
গম্ভীরা গম্ভীর-জলে লভিবে প্রবেশ,
সরল-হৃদয়ে যথা সদা সংলার
লভয় প্রবেশ সখে নায়ক-আকার,
কুমুদ-বিশদ তথা প্রোষ্ঠী মীন-চয়
চঞ্চল নয়ন সম নদী প্রকাশয়,

* কনক-নিকষং-স্নিগ্ধা বিদ্যুত, প্রিয়া মম নোর্ব্বশী ॥
॥ বিক্রমোর্ব্বশী ॥ ৪ অঙ্কঃ ॥

ধরিয়া ধীরতা ধীর রিপু-বশ-করী
বিফল করো না ফলে তাহারি চাতুরী ॥ ৪১
ধরিয়া বেতস-কর, অম্বর সত্বর হর,
তট কটি হতে লয়ে শ্যামল জীবন,*
প্রখর মদন শর, নিবারয় কামী নর,
প্রস্থান সময়ে লয়ে প্রেয়সী-বসন,
তথা হতে হবে তব কণ্টেতে গমন,
রসজ্ঞ ত্যজয় কোথা বিবৃত জঘন ? ॥ ৪২
সুশীতল বরষণে শীতল পবন
বসুধা সৌরভে সদা করিছে বহন,
করি-যূথ সবে তাহে করিয়া আঘ্রাণ
শুণ্ড-রন্ধ্রে ধ্বনি করি করিবেক পান,
বনোদ্ভব-উদুম্বর-পরিণতি-কারী
মন্দ ব্যজি লবে বায়ু, যথা দেবগিরি ॥ ৪৩
তারক-বিজয়ী তথা দেব ষড়ানন
গিরীশ ভবানী সহ করে নিবসন,
হয়ে পুষ্প-ময় কায় তুমি হে তখন
মন্দাকিনী-সিক্ত পুষ্প কর বরষণ,
জিষ্ণু-সৈন্য রক্ষা হেতু অতীত-ভাস্কর
রাখিলেন অগ্নি-মুখে তেজ দিগম্বর ॥ ৪৪
গভীর গর্জ্জবে যবে তথা জলধর
প্রতিধ্বনি করিবেক ভূধর-কন্দর,
দ্বিগুণিত শুনি ধ্বনি সেনানী ময়ূর
প্রফুল্লিত চিত্তে নৃত্য করিবে প্রচুর,
কলাপ যদ্যপি তার পড়ে কভু খসি
কর্ণেতে রাখেন উমা বাৎসল্য প্রকাশি ॥ ৪৫
বিধিমতে উপাসিত যবে ষড়ানন
চর্ম্মণ্বতী প্রতি তবে করিও গমন,
রন্তি-দেব-খ্যাতি যেন স্রোতোরূপ ধরি
অবতীর্ণা সুশোভনা ভুবন ভিতরি,
বীণা-তন্ত্রী-সেক ভয়ে সিদ্ধ-দ্বন্দ্ব-গণ
পথ ছাড়ি দিয়া তোরে করিবে গমন ॥ ৪৬
কৃষ্ণ-বর্ণ চৌর যবে তুমি জলধর*

---

* (যমুনা) পুলিন-জঘন-স্রস্ত-নীলাম্বু-বাসা ॥ কোকিল-দূতম্ ॥৩৪॥
* শ্রী-রাধা স্ম স্মরতি স-ভয়া মন্দ-কন্দর্প-দর্পাত্ চন্দ্রাপীড়ম্
প্রিয়-তমম্ অথো অঞ্জন-বর্ণস্য চৌরম্ ॥ কোকিল-দূতম্ ॥ ৭ ॥

জল হেতু অবতীর্ণ নদীর গোচর,
দূর হতে দেখিবেক খেচর কিন্নর,
ধরণী রমণী যেন পরিয়াছে হার
তুমি যেন ই দ্রনীল মাঝেতে তাহার ॥ ৪৭
চর্ম্মণ্বতী পরিহরি, চল দশপুর,
বহুল-রমণী-রত্ন রম্ভিত-দেব-পুর,
সস্পৃহ-নয়ন-পাত্র হইবে যখন
ভ্রূ-ক্ষেপে অসিত-সারে করিবে স্মরণ,
কি কব নয়ন-শোভা, কুন্দ-পুষ্প চয়
লগ্ন-ভৃংগ, বায়ু-ক্ষিপ্ত, সেরূপ শোভয় ॥ ৪৮
ছায়া-রূপে ব্রহ্মাবর্ত্ত হয়ে গাহমান,
কুরু-ক্ষেত্র প্রতি তবে করহে প্রয়াণ,
ধরিয়া গাণ্ডীব যথা বীর ধনঞ্জয়
নৃপ-চয় পরি শর প্রয়োগ করয়,
ধরি ইন্দ্র-ধনু যথা তুমি বৃষ্টি-ধার
কমল-বদন পরি করহ প্রহার ॥* ৪৯
উভয়ে স্বজন জানি, দেব হল-ধর
কুরু-ক্ষেত্র-যুদ্ধে নাহি হন অগ্রসর,
রেবতী-লোচনাঙ্কিত মধু সুমধুর
ত্যজি, সরস্বতী-জল সেবিলা প্রচুর,
সুভগ সেবি সে বারি তুমিও তখন
কৃষ্ণ-বর্ণ দেহে হয়ো বিনির্ম্মল মন ॥ ৫০
হিম-গিরি অবতীর্ণা দেবী মন্দাকিনী
সগর-তনয়-গণে মুক্তি-প্রদায়িনী,
সপত্নী-ভ্রূকুটী যেন ফেনে করি পরিহাস
উর্ম্মি হস্তে সাভরণ ধরে পতি-কেশ-পাস
প্রসিদ্ধ সপত্নী-রোষ ভুবন ভিতর,*
গংগা দ্বার কনখলে যেও হে সত্বর ॥ ৫১

---

* সুর-ধনুরিদং দূরাকৃষ্টং, ন নাম শরাসনম্। অয়মপি
পটু-ধারা-সারো, ন বাণ-পরম্পরা ॥ বিক্রমোর্ব্বশী ॥ ৪ অংকঃ ॥

সংপ্রাপ্তং মকর-ধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থং পুরা, তদ্ যুক্তং বহু-মার্গ-গাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ু স্তব, তামেবানু-নয়-স্বভাব কুটিলাং হে কৃষ্ণ-কণ্ঠগ্রহং, মুঞ্চেত্যাহ রুচা যম্ অদ্রি-তনয়া চক্ষ্মীণ্ড পায়াত্ স বঃ ॥ রত্নাবলী ॥

* গংগা নামে সতা তার তরংগ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামির শিরোমণি ॥ অন্নদা মংগল ॥

নির্ম্মল স্ফটিক সম জাহ্নবীর নীর
অবনত হয়ে পান করিলে সুধীর !
তব শ্যাম প্রতিবিম্বে হবে জলধর
যমুনা-সঙ্গম সম সে স্থল সুন্দর ॥ ৫২
হিমাদ্রি-শিখরোপরি করি আরোহণ—
জাহ্নবী-নদীর যেই প্রভব-কারণ,
প্রচুর তুষার পাতে ধবল অচল
কস্তুরী-মৃগের গন্ধে সদা পরিমল,
তথায় বসিলে তুমি বিশ্রাম কারণ,
ত্রিনয়ন-বৃষ যথা করিলে খনন
খুরের আঘাতে হিম শৈল শৃঙ্গ-চয়
সেই রূপে দেহ তব হবে শোভাময় ॥ ৫৩
ঘর্ষিত সরল-দ্রুমে উদিত অনল,
দগ্ধ করি চমরীর চমর-পুস্কল,
হিমাচল-দেহ যদি করয় পীড়ন,
শান্ত কর দাবানল তুমি হে তখন,
সুসাধু জনের ধন, বিপদ সময়
ক্লেশিত জনের ক্লেশ যতনে হরয় ॥* ৫৪
তথায় সদর্প কভু সরভ নিচয়
স্বাঙ্গ-ভঙ্গ হেতু যদি তোমারে লঙ্ঘয়,
পরিহসি ব্যর্থ ক্রোধে জল-বরিষণে
পীড়হে সরভ-কুলে করকা ক্ষেপণে,
কার্য্যারম্ভ হয় যদি কখনো বিফল,
পরিভব-পদ লোক লভয় কেবল ॥ ৫৫
অঙ্কিত প্রস্তরোপরি শঙ্কর-চরণ
প্রদক্ষিণ করো হয়ে ভক্তি-পরায়ণ,
বলি দিয়া পূজা করে তারে যোগিগণ,
ত্যজয় তথায় কায় শ্রদ্ধান্বিত জন,
লাভ করি সিদ্ধ-পদ সে জন তখন
ইচ্ছাধীন কলেবরে করয় ভ্রমণ ॥ ৫৬

আমার গঙ্গা নামে এক সপত্নী আছে তার এমনি তরঙ্গ (যৌবন) যে সে আমার স্বামীর জীবন স্বরূপ এবং মস্তকের মণিস্বরূপ আছে। পক্ষান্তরে গঙ্গা তরঙ্গময়ী এবং জীবন (জল) স্বরূপা।

* সা লক্ষ্মীরূপকুরুতে যয়া পরেষাম্। কিরাতার্জ্জুনীয়ম্। ৭।২৮
পরোপকারায় সতাম্ বিভূতিঃ। বেতালভট্ট-নীতিপ্রদীপঃ ॥১॥

কিন্নরী গাইছে তথা ত্রিপুর-বিজয়,
অনিল-পূরিত বংশে বাদ্যের উদয়,
কন্দরেতে ধ্বনি তব সদৃশ মৃদঙ্গ
ঈশ্বর-সংগীত তবে হবে পূর্ণ অঙ্গ ॥ ৫৭
হিম-গিরি উপতটে দ্রষ্টব্য বিষয়,
দেখিয়া সে সব সখে হও অগ্রসর,
ভৃগুপতি যশো-বর্ত্ম তাঁহার তথায়
ক্রৌঞ্চ-গিরি মাঝে আছে শর কৃত দ্বার*
মানস সরসোৎসুক রাজহংস-চয়
সেই পথ দিয়া সবে গমন করয়,
শ্যামল শরীরে তুমি, প্রবেশ কারণ
সুদীর্ঘ ও বক্র-ভাব করিয়া ধারণ,
বলি-নিগ্রহণ রত হরির চরণ
সম শোভা ধরি কর উত্তরে গমন ॥ ৫৮
দশমুখ-ভুজ-বলে প্রস্থ-সন্ধি-বিশৃঙ্খল
ত্রিদশ-বনিতাদর্শ চল কৈলাস অচল,*
সমুন্নত শিখরেতে গিরি ব্যাপিয়া আকাশ,
শোভে যথা রাশী-ভূত ত্র্যম্বকেরি অট্টহাস ॥ ৫৯
মসৃণ কজ্জ্বল সম শোভি কলেবর,
যবে প্রাপ্ত হবে তুমি কৈলাস-শিখর,
শুভ্র সেই গিরি যথা বারণ-দশন
ধরিয়া তখন তব শ্যামল বসন,
স্ফটিক-বিশদ যথা দেব হল-ধর
জীমূত-শ্যামলবাসে, শোভিবে সুন্দর ॥ ৬০
ত্যজিয়া সদয় তথা ভুজগ-বলয়
উমা সহ ভগবান যদি বিচরয়,*

* জাম। প্রামুচ্চৈঃ-শিরসং ক্ষুরপ্র-নখরৈঃ ক্রৌঞ্চাদ্রি-দন্তাবলিং
ভিত্ত্বা হংস-ময়ানি মৌক্তিক-ফলান্যাকীর্ণ্য পর্য্যাপিতাম্। &c.
যন্দান-ব্রণ-বর্ত্মনা শিখরিণঃ ক্রৌঞ্চস্য হংস-চ্ছলাদ্, অদ্যাপ্যস্থি-
কণাঃ পতন্তি স পুনঃ ক্রুদ্ধো মুনির্ভার্গবঃ ॥ অনর্ঘ-রাঘবম্ ॥ ৪ অংকঃ ॥
* দশ-মুখ-ভুজ-দণ্ড-মণ্ডলীনাং দৃঢ়-পরিপীড়ন-পীত-মেখলোঽয়ম্।
সলিল-গৃহ-বিতর্দিকা-সুখানি স্ফটিক-গিরির্গিরিশস্য নির্মিমীতে ॥
অনর্ঘ-রাঘবম্ ॥ ৭ অংকঃ ॥
* সম্পদাতরি মহৌষধী-ময়ে সু-ধরে সুখম্ উবাহ পার্বতীম্।
মূঢ়-কঙ্কণ-ফণীন্দ্র-নির্ভয়াং-দারকেশ্বর-কিশোর-শেখরঃ ॥

নিবারি বরিষা বারি, আরাম-কারণ
অবতরণিকা রূপ কর রে ধারণ,
মণিতট আরোহণে না হইলে ক্লেশ
বিশেষ তোমাতে তুষ্ট হবেন মহেশ ॥ ৬১
বলয়-কুলিশাঘাতে সুর-যুবতি-নিচয়,
† যন্ত্র-ধারা তুল্যরূপ তোরে করিব নিশ্চয়,
নিদাঘে পাইয়া তোরে যদি না করে ত্যজন,
ভীষ হে কামিনীগণে করি গভীর গর্জ্জন ॥ ৬২
বিচর তথায় পান করি মানসেরি জল
বিকশে যথায় সদা কনক-কমল,
আগত পূজিতে যবে সুর-পতি ত্রিনয়ন
ঐরাবত মুখ-পট হয়ো স্বল্প-ক্ষণ,
নিজ-বাতে কম্পি কল্প-দ্রুম কিশলয়-দল
বিবিধ প্রকারে তথা ভুঞ্জিও অচল ॥ ৬৩
কৈলাস-প্রণয়ী অঙ্কে রমণীর প্রায়
অলকা নগরী সখে! দেখিবে তথায়,
জাহ্নবী দুকূল যেন বিগলিত তায়,
নিশ্চয় দেখিয়া সখে! জানিবে তাহায়,
উন্নত-বিমানা যেই তব আগমনে,*
শিরপরি ধরি সজল জলদগণে,
গ্রথিত মৌক্তিক-জালে শোভিত কবরী
নাগরীর ন্যায় যেই শোভয় নগরী ॥ ৬৪

পিতরি নিজ-তুহিন-সম্পত্-কল্পিত-হেমন্ত-বিভ্রমে গৌরী।
নির্মদ-ভুজঙ্গ-ভূষণম্ অ-ভীষণম্ প্রিয়-করম্ ভেজে ॥
কণ্ঠ-চ্ছায়-নিপীত-পন্নগ-ফণা-রত্নৌঘ-মাত্র-স্থিতৌ।
হারে নির্ভয় পার্বতী ভুজ-লতা বন্ধোল্লসত্-কন্ধরঃ ॥

অনর্ঘ-রাঘবম্ ॥ সপ্তমোঽঙ্কঃ ॥

† ধারা-যন্ত্র-বিমুক্ত-সন্তত-পয়ঃ-পূর-প্লুতে সর্বশঃ ॥

রত্নাবলী ॥ প্রথমোঽঙ্কঃ ॥

* উন্নত বিমানা-নগরী পক্ষে উচ্চ সপ্ত-ভূমিক ভবন বিশিষ্টা। নাগরী পক্ষে, অত্যন্ত নিতম্বোপা।

এই শ্লোকে কৈলাসের অনুকূল নায়কত্ব, ও অলকার স্বাধীন-পতিকা নায়িকাত্ব সূচিত হইয়াছে। স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা প্রভৃতি নায়িকা, ও ঐরূপ বিবিধ প্রকার নায়কের লক্ষণ, মহাকবি ভারতচন্দ্র স্বকৃত রসমঞ্জরীতে অতি সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

উত্তরমেঘ

চারু সৌদামিনী তব কামিনী নয়নে,
সুর-পতি চাপ তব, নানা চিত্রগণে,
প্রহত-সংগীত-হেতু মুরজ বাদনে
সুমধুর সুগভীর তব গরজনে,
জল ক্ষরণ তব, মণিময় ভবনে,
উন্নতি তোমার, সব উচ্চ নিকেতনে,
যথায় প্রাসাদগণ অম্বিক-গগণ,
এইমতে পারে তব করিতে তুলন ॥ ১
করে লীলা-সরসিজ, অলকেতে কুন্দ-দল,
লোধ্র-পুষ্প-রজে, যথা, পাণ্ডুবদন-কমল,
কেশ-পাশে কুরুবক, কর্ণে শিরীষ কোমল,
সীমন্তে ত্বদুপজাত কামিনীর নীপদল ॥ ২
নিত্য পুষ্পে অবনত বিটপী সকল,
ঝংকারি বেষ্টয় তায় মধুকর দল,
নলিনী প্রফুল্ল, ফুল্ল বিমল কমল,
মরাল, মৃণাল লোভে, সকল মেখল,
ময়ূর প্রসারি পুচ্ছ করে কেকা-কল,
নাশয় তিমির সদা জ্যোৎস্না নিরমল ॥ ৩
হরষে উদিত যথা নয়নেরি হ.ল,
মদন-শরজ ভিন্ন নাহি ঋপু-বল,
প্রণয়-কলহ-জাত বিরহ কেবল,
ধনেশ-গণের যথা যৌবন অটল ॥ ৪
সিতমণি-বিরচিত যথা হর্ম্ম্য-স্থল,
জ্যোতিশ্ছায়া প্রতিবিম্বে যেন পুষ্পময় তল,
গীতি বাদ্যে অনুরক্ত বিত্তেশ সকল,
কল্পবৃক্ষ-জাত যথা সেবে মধু রতি-ফল ॥* ৫
স্বর্গ-গংগা মন্দাকিনী বিরাজে যথায়,
তটরুহ পারিজাত বৃক্ষের ছায়ায়
জলসংগ-সুশীতল পবন দ্বারায়
সেব্যমান হয়ে, যথা, সুললিত-কায়
অমর-প্রার্থিতা সুখে সবে যক্ষ-ব লা,

---

* রতি-ফল, মদ্য বিশেষ। বিশেষ বিবরণ মল্লিনাথে দ্রষ্টব্য।

কনক-সিকতা মাঝে করে মণি-লীলা ॥ ৬
শিথিল-বসন-গ্রন্থি যক্ষ-বধূগণ,
নায়ক-চপলকরে লজ্জান্বিত মন,
গন্ধ-দ্রব্য-চূর্ণ কাছে দেখিয়া তখন,
উজ্জ্বল-প্রদীপ পরি করয় ক্ষেপণ,
বিফল সে চূর্ণ-মুষ্টি, দীপ মণিময়
পার্থিব-দীপের ন্যায় নির্বাণ কি হয় ? ॥ ৭
ত্বাদৃশ জলদগণ, প্রেরক পবন,
প্রাসাদ উপরি যথা করি আরোহণ,
বরিষণে অভিমুখ সদা জলধর,
উৎপাদিয়া চিত্র-দোষ প্রাসাদ ভিতর,
ক্ষতি হেতু ভয়াতুর হয়ে পুনর্ব্বার,
ধূম-রূপে বাহিরায় গবাক্ষের দ্বার ॥ ৮
সুরত-জনিত ক্লেশ নিশীথ সময়,
অপহরে যথা চন্দ্রকান্ত মণিচয়,
বহুশ শিথিল যবে প্রিয় আলিঙ্গন।
অপগত যবে তব শ্যাম আবরণ,
অন্তরে লইয়া মণি হিমাংশু কিরণে,
নির্গত করয় তারে জল বরিষণে * ৯
অক্ষয় নিধির পতি বিত্তেশ তথায়,
বিবুধ-বনিতাগণে পাইয়া সহায়
ধনপতি-গুণ-গানে সতত তৎপর,
মধুর-ললিত-স্বর সহিত কিন্নর,
চিত্ররথ অলকার চারু উপবন,
প্রতিদিন বন্ধালাপ ভুঞ্জে কামিজন ॥ ১০
অলক-পতিত যথা সুগন্ধি মন্দার,
স্তন-পরিসরে ছিন্ন-সূত্র মুক্তা-হার,
কর্ণ-চ্যুত চামীকর অমল কমল,
গতি-বেগে ছিন্ন-ভিন্ন বল্লরী সকল,
প্রভাত সময় হলে উদিত তপন,
নিশীথ-কামিনীপথ করয় সূচন ॥ ১১

---

* প্রস্যন্দনং শশিমণের্গণয়ন্তি তাবত্, যাবত্ স্থিতো জল-নিধেঃ পুলিনৈক দেশে। কহ্লণ-রাজ-তরঙ্গিণী। চতুর্থস্তরঙ্গঃ ॥
দ্রবতি হি হিম-রশ্মাবুদ্গতে চন্দ্র-কান্তঃ ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্। ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

* সন্নিহিত হর তথা, জানিয়া এমন,
পূর্ব-দাহ স্মর যদি করিয়া স্মরণ,
† অলি-গুণ পুষ্প শর ধরি শরাসন
ধনপতি-পুর নাহি করে আক্রমণ।
কামিনী-নয়ন-চাপে অমোঘ সে শর,
অব্যর্থ বিলাস-বাণে মোহিত কিন্নর,
অলকা-রমণীগণ রমণীয় কায়,
ভীত যদি মনসিজ কিবা আসে যায় ?॥ ১২
বিবিধ বরণ যুক্ত শোভন বসন,
পানেতে করয় যেই বিভ্রাম নয়ন
সুপের মদিরা, আর বিবিধ ভূষণ,
চরণ-কমল যোগ্য চরণ রঞ্জন,
পত্র পুষ্পোদ্গম সহ, অক্লেশ কারণ
প্রসবয় কল্পবৃক্ষ অবলা-মণ্ডন ॥ ১৩
ধনপতি-গৃহ হতে কিঞ্চিত উত্তর,
নিকেতন মম সখে দেখিবে তথায়,
দূর হতে হয় যেই নয়ন-গোচর,
ইন্দ্রধনু-সুশোভন তোরণ থাকায়,
উপান্তে যাহার দেখো কৃতক-তনয়,
পুষ্পভরে অবনত তরুণ মন্দার,
চয়নেতে ক্লেশ কভু নাহি উপজয়,
স্বহস্তে বর্দ্ধিত সেই প্রিয়ার আমার ॥ ১৪
মরকত-শিলা-বদ্ধ সোপান সকল,
বৈদূর্য্য-মৃণাল-শোভী কনক কমল
বাপী জলে করি বাস রাজহংসগণ,
মানস সরসে কভু না করে স্মরণ ॥ ১৫
ইন্দ্রনীল বিরচিত সুচারু শিখর,
কনক-কদলী বনে বেষ্টিত তথায়,
নীলকান্ত-নীলবর্ণ-ধর কলেবর
স্ফুরিত-তড়িত-লতা দেখিয়া তোমায়,

---

* উক্ষা রথো ভূষণম্ অস্থিমালা ভস্মাঙ্গ রাগো গজ-চর্ম বাসঃ।
একালয়স্থেঽপি ধনাধি-নাথে সখ্যৌ দশেয়ং ত্রিপুরান্তকস্য ॥
পূর্বমেঘঃ ॥ ৭ ॥ [অনর্ঘ-রাঘবম্ ২য় অঙ্কঃ ॥]

† পৌষ্পং ধনুর্ভ্রমর-পঙ্‌ক্তি-ময়ী চ মৌর্ব্বী,
যস্যেববঃ সুমনসঃ কিল তেঽপি পঞ্চ। প্রদ্যুম্ন-বিজয়-দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

মনোহর ক্রীড়া-শৈল প্রিয়া-প্রিয়তর,
স্মরি, নিপতিত মন শোকেরি দশায় ॥ ১৬
কুরুবক-বৃত মাধবী-মণ্ডপ,
তার কাছে রক্তাশোক বকুল পাদপ,
প্রকম্পিত অশোক কিশলয়-দল,
দোহদ যাচয় প্রিয়া-চরণ-কমল,
দোহদের ছলে সুদৃশ্য কেশর,
যাচয়ে প্রিয়ার সুধার অধর,*
আমিও প্রিয়ার মধুর অধর,
করিতে পান উৎসুক অন্তর ॥ ১৭
তাহাদের মাঝে বাস-যষ্টি হেম-ময়,
স্ফটিক-ফলক, আর মণি-বন্ধ মূলে,
ভূষণ-শিঞ্জিত-রম্য প্রিয়া-করতালে
হৃদয়-বান্ধব তব বিকাল সময়
নর্ত্তিত হইয়া যারে ময়ূর আশ্রয় ॥* ১৮
দ্বার-পার্শ্বে আর দেখো শঙ্খপদ্মাকৃতি,
অতুল ঐশ্বর্য্য আর নিধির যুকতি,†
জানিবে নিশ্চয় দেখে এ সব লক্ষণ
গৃহ সেই পতি বিনা মলিন বরণ,
সদাই নিয়ম এই, করিলে গমন
দিনকর, করে শোভা নলিনী ধারণ ? ॥ ১৯
ক্রীড়া-শৈল পরি শীঘ্র সম্পাত কারণ,
কলভ-তনুতা প্রাপ্ত হইয়া তখন,

---

* মূলে গণ্ডূষ-সেকাসব ইব বকুলৈর্ বাম্যতে পুষ্প-বৃষ্ট্যা আকর্ণ্যাশোক-পাদাহতিষু চ রসতাং নির্ভরং নূপুরাণাম্ ॥ রত্নাবলী ॥১॥

* ভ্রমিষু কৃতপটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তিচক্ষুঃ প্রচলিত চতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্ত্যমানং সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি ॥
উত্তর-রাম-চরিতম্ ॥ তৃতীয়োঽঙ্কঃ।

† শত লক্ষে এককোটি, শতকোটিতে এক বৃন্দ, শতকোটি বৃন্দে এক অর্ব্বুদ, শতকোটি অর্ব্বুদেতে এক খর্ব্ব, শতকোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব, শতকোটি মহাখর্ব্বে এক শঙ্খ, শতকোটি শঙ্খে এক মহাশঙ্খ, শতকোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম। কৃত্তিবাস রামায়ণ।

কুবেরের নিধির মধ্যেও শঙ্খ ও পদ্মের উল্লেখ আছে। গৃহস্বামীর ঐ দুই নিধি আছে ও তাঁহার অপরিমিত ধন আছে এই দুই ভাব উদ্ঘোষণার্থে দ্বারদেশে শঙ্খ ও পদ্মের আকৃতি বিলিখিত।

উপবিষ্ট হয়ে তথা খদ্যোতালি প্রায়
কর তড়িজ্জ্বালা, পাছে প্রিয়া ভয় পায়,
চপলা-স্ফুরণ-দৃষ্টি প্রাসাদ ভিতর
করিও প্রবেশ তবে তথা গুণিবর ॥ ২০
কৃশাঙ্গী, যুবতি, আর শিখরি-দশনা,
বিম্বাধরা, কৃশোদরী, হরিণী-নয়না,
নিম্ন-নাভী, শ্রোণী-ভরে অলস-গমনা,
পয়োধর ভরে তনু স্তোক নম্রমানা,
দেখিবে তথায় সখে ! যেই সে ললনা,
বিধির প্রথম সৃষ্টি সম সুশোভনা ॥ ২১
জানিও তাহারে মম দ্বিতীয় জীবন,
চক্রবাক-বধূ যথা দূর-সহচর*
শিশির-মথিত যথা নলিনী কাতর,
জানিছি পেয়েছে প্রিয়া বিকৃতি এখন ॥ ২২
নিরন্তর রোদনেতে উচ্ছূন নয়ন,
উষ্ণ-শ্বাসে অধরোষ্ঠ বিকৃত বরণ,
কর পরি অবনত প্রিয়ার বদন,
হীন-কান্তি তাহে লম্বি অলকাবরণ,
জলধর-সমাবৃত শশধর প্রায়
বিলুপ্ত মরীচি-শোভা, শোভিছে তথায় ॥ ২৩
দেখিবে তাহারে তথা ব্যাকুল পূজায়,
বিরহ-কৃশ বা তনু লিখিছে আমায়
চিত্রময় তূলিকায়, কিম্বা শারিকায়—
পিঞ্জরের মাঝে যেই সুমধুর গায়,
জিজ্ঞাসিছে পুনঃপুনঃ 'স্মর কি তাহায়,
রসিকে ! কত যে ভাল বাসিত তোমায়' ? ॥ ২৩
অথবা মলিন ক্রোড়ে রাখিয়া বীণায়,
মদ্গোত্রে গাইতে গীত নয়ন-ধারায়
ভাসিছে বহুল, নিজ বল্লভ স্মরণে
বিরহিণী কোথা সেই যার শুষ্ক মনে
রসভাব করি ভাব উদয় না হয়
নয়নেরি বারি ধারা আশু না পতয় ?
আর্দ্র-তন্ত্রী বহুক্লেশে সারি পুনর্বার,

* যদু বা প্রীতির্ভবতি সততং পক্ষিণোশ্চক্রনাম্নোঃ। বিবাহমঙ্গলম্।
কান্তা-বিয়োগ-বিধুরো নিশি চক্রবাকঃ। শৃঙ্গাররসাষ্টকম্।

স্বকৃত স্মরণ নাহি মূর্চ্ছনা প্রিয়ার ॥ ২৫
দেহলী-স্থ পুষ্প দিয়া অথবা তথায়
বিরহের অবশিষ্ট গণিছে সময়,
কিম্বা হয়ে আশা-স্ফুট সরল হৃদয়
ভাবিছে মিলন মোর পুলকিত কায়।
প্রিয়তম-বিপ্রয়োগ যদি কভু হয়
এইরূপে যায় প্রায় প্রোষিতা সময় ॥ ২৬
বিবিধ ব্যাপারে যায় দিবস সময়
মদীয় বিরহ সখে! তথা না পীড়য়
সখীরে তোমার, যথা নিশীথ সময়—
নির্বিনোদ চিত্তে হয় শোকের উদয়।
সে সময় জাগরিতা, ভূতল-শায়িনী,
কষ্ট-সাধ্য-পতিব্রতা-ধর্ম্ম আচরিণী,
নিকেতন বাতায়ন করি আরোহণ,
বার্ত্তা কহি তুষিবারে কর বিলোকন ॥ ২৭
যাইত যামিনী যেই সহজ হেলায়,*
নানাবিধ চারুতর সুরত ক্রীড়ায় ,
যাপিছে মানিনী সেই কামিনী তথায়
খেদ-দীর্ঘীকৃতা নিশা অশ্রুর ধারায়,
এক পার্শ্বাবলম্বিত বিরহ শয়ন
অস্ত-প্রায় শশি সম মলিন বদন ॥ ২৮
জাল-মার্গে প্রবেশিছে শশীর কিরণ,
পূর্ব্ব প্রীতি স্মরি দেখ প্রিয়ার নয়ন
উন্মীলিত বহু কষ্টে করি বিলোকন
অশ্রু-ভর-নত পক্ষে রুদ্ধ সেইক্ষণ,
জলদ-আবৃত দিনে নলিনী যথায়
অর্দ্ধস্ফুট-প্রকাশনে সদা শোভা পায় ॥ ২৯
প্রকম্পিত অতৈল-রুক্ষ প্রিয়ার কুন্তল
তাপোষ্ণ নিশ্বাস পীড়য়ে বহুল
কোমল অধর কিসলয় দল,
প্রখর রবির কর যথা কুমুদ মুকুল,
স্বপ্নজ-মিলন হেতু নিতান্ত ব্যাকুল
(শারীর-মিলন সে আশা বিফল)

* অনধিগত-মনোরথস্য পূর্বং শত-গুণিতেব গতা মম ত্রিযামা।
যদি তু তব সমাগমে তথৈব প্রসরতি সুভ্রু তদা কৃতী ভবেয়ম্ ॥ বিক্রমোর্বশী ॥

বিরহী-দুর্লভ চেষ্টয়ে বিপুল
নিদ্রাগম-সুখ, রিপু যার নয়নেরি জল ॥ ৩০
খুলিতে শকতি তায় আমার কেবল
এক বেণী করে বেঁধেছে যে চুল
(সতীর সদাই বিরহ সবল)
প্রথম-বিরহ-দিনে ফেলিয়া মালতী-ফুল।
স্পর্শেতে করয় যেই বিষম আকুল—
অয়মিত-নখ অঙ্গুলী সকল
অপসারিতেছে হতে কপোল বিপুল
কঠিন-বিষম-বেণী, দেখ তারে জল-বল ॥ ৩১
বহুকষ্টে সমর্পিত শয়ন উপর
কৃশ-দেহে পরিত্যক্ত সব অলঙ্কার—
শোচনীয় হেন দশা দেখিয়া প্রিয়ার
নববারি-অশ্রু হবে নিশ্চয় সঞ্চার
দয়াশীল সদা সখে! মৃদু কলেবর ॥ ৩২
দৃঢ়-স্নেহা জানি সখে সখিরে তোমার
প্রথম-বিরহ-ক্লেশ অসহ্য তাহার,
সুভগ-মানিতা বশে নহি হে বাচাল,
সকলি দেখিবে তুমি গেলে ক্ষণ-কাল ॥ ৩৩
অলকেতে অবরুদ্ধ অপাঙ্গ-প্রসর,
অঞ্জনের স্নেহ-শূন্য, বিস্মৃত বিস্তর
সুচতুর ভ্রূ-বিলাস মধুর বিহনে,
বার্ত্তা লয়ে উপস্থিত তুমি হে যে ক্ষণে,
উপরি স্পন্দিত আঁখি, মীনের দ্বারায়
চালিত কমল ন্যায়, শোভিবে ত্বরায় ॥ ৩৪
নখ-পদ-বিরহিত, চির-পরিচিত
দৈব-বশে মুক্তা-হার এবে সে ত্যাজিত,
সরস-কদলী-স্তম্ভ-সম-সুগঠন
প্রেয়সীর বাম উরু লভিবে স্পন্দন ॥ ৩৫
জলদ! নিদ্রিতা যদি প্রেয়সী তখন,
সাবধান! কভু যেন করোনা গর্জ্জন,
স্বপ্নেতে পেয়েছে বুঝি কণ্ঠেতে মিলন,
নির্দ্দয়! করোনা যেন মিলন ভঞ্জন ॥ ৩৬
নিদ্রা ভঙ্গ করি বারি-কণিকা-শীতল
অনিল দ্বারায়, সম মালতী মুকুল
উজ্জীবিত তারে করি পুনর্ব্বার—

চপলার সহ করোনা বিহার
অক্ষম সহিতে দীপ্তি নয়ন মৃদুল—
চকিতারে কহিবারে বার্ত্তা ক্রম জল-বল ॥ ৩৭
"পতি-মতি ! জান মোরে ভর্ত্তৃ-সহচর
বার্ত্তা লয়ে উপস্থিত গোচরে তোমার
বার্ত্তাবহ নহি আমি হে কেবল
গভীর ঘোষে ত্বরি পথিক দল
এক-বেণী খুলিবারে বিধুরা প্রিয়ার
অগ্রাহ্য করিয়া ক্লেশ তারা গমন-সত্বর ॥" ৩৮
দাশরথি চর যথা পবন-নন্দন,
মৈথিলী নিকট বীর করিল গমন,
সেইরূপে প্রিয়া মম উচ্ছ্বসিত মন
উন্মুখ হইয়া তোরে করিবে শ্রবণ,
প্রায় থাকে প্রিয়তম যদ্যপি বিদেশ
সন্দেশ শ্রবণে কহে মিলন বিশেষ ॥ ৩৯
স্বীয় * আর পর হিত করিতে সাধন
এই রূপে তারে কর সম্ভাষণ,
"নায়িকে ! নায়ক তব রাম-গিরি পর,
করে বিচরণ বহু ব্যথিত অন্তর,
জিজ্ঞাসা করেছে ধনি তোমার কুশল,
জীবিত আছয় সখা যদিও অবল,
উচিত কুশল প্রশ্ন আদ্য সম্ভাষণ—
সুলভ-বিপদ যবে সচেতনগণ ॥ ৪০
বিরোধী বিধির পাকে বারিতাগমন,
গাঢ়-তপ্ত, কৃশ-দেহ, সজল-নয়ন,
উৎকণ্ঠিত, দীর্ঘ-শ্বাস ত্যজি ঘন ঘন,
সমদশা-প্রাপ্ত তোরে ভাবয়ে সে জন ॥ ৪১
সখীর সমক্ষে সদা লোভ সম্বরণ
অসমর্থ হয়ে, করি রহস্যের ভাণ,
সদাই করিত যেই মুখমধু-পান
এবে হয়ে অতিক্রান্ত শ্রবণ নয়ন,
দুঃসহ বিরহে হয়ে নিপীড়িত মন,

* পরোপকার করিলেই পুণ্য হয়। এই বার্ত্তা লইয়া জাওয়ায় যে কেবল আমাদের দুইজনের উপকার তাহা নহে। তুমিও বিশিষ্ট ফলভোগী হইবে। প্রলোভনার নিমিত্ত এই কথাটী বলা হইয়াছে।

সখা-মুখ দিয়া সখি ! বলেছে এমন ॥ ৪২
প্রিয়ঙ্গু লতায় প্রিয়ে হেরি তব কায়,
চকিত-হরিণী-দৃষ্টে আঁখি দেখা যায়,*
নিশাকরে হেরি তব মুখেরি আকার,
শিখণ্ডি কলাপে হেরি তব কেশ-ভার,†
ঈষৎ তরঙ্গে হেরি তব ভ্রূ-বিলাস,
কোপনে ! পরন্তু পরে ফেলি দীর্ঘ-শ্বাস,
সত্য বটে দেখিতেছি সাদৃশ্য সকল,
একত্রেতে স্থিত তারা তোমাতে কেবল ॥ ৪৩
প্রণয় কুপিতা যদা লিখিয়া তোমায়
শৈল পরি গৈরিকাদি ধাতু-রঞ্জন দ্বারায়,
যাবত না করি নিজে চিত্রীকৃত কায়
অবনত তোর পায়, হায় ! অশ্রুর ধারায়,
প্রতিকৃতি আর প্রিয়ে ! নাহি দেখা যায়,
তাতেও সহে না ক্রূর বিধি রে সঙ্গম হায় ॥* ৪৪
অনেক যতনে প্রিয়ে স্বপনে যখন,
পাইয়া তোমায় করি গাঢ় আলিঙ্গন,
উৎক্ষিপ্ত উভয় বাহু নিদ্রায় আমায়,
বনস্থলী দেবীগণ দেখিয়া দয়ায়,
আর্দ্র-চিত্তে বহুবার করয়ে ক্রন্দন,
অশ্রু-মুক্তা কিশলয় পরেতে পতন ॥ ৪৫
তৎক্ষীর-সুরভি, দেবদারু-কিশলয়-দল,

---

* ত্রাসাতিমাত্র-চটুলৈঃ স্মরতঃ সুনেত্রৈঃ প্রৌঢ়-প্রিয়া-নয়নবিভ্রমচেষ্টিতানি ॥

† মৃদু-পবন-বিভিন্নো মৎ-প্রিয়ায়াঃ প্রণাশাৎ
ঘন-রুচির-কলাপো নিঃসপত্নোঽদ্য জাতঃ ।
রতি-বিগলিত-বন্ধে কেশ-পাশে সু-কেশ্যাঃ
সতি কুসুম-সনাথে কং হরেদ্ এষ বর্হঃ । বিক্রমোর্বশী ॥ চতুর্থোঽঙ্কঃ ॥
অপি তুরগ-সমীপাদ্ উৎ-পতন্তং ময়ূরম্
ন স রুচির-কলাপং বাণ-লক্ষ্মী চকার ।
সপদি গত-মনস্কশ্ চিত্র মাল্যানুকীর্ণে
রতি-বিগলিত-বন্ধে কেশ-পাশে প্রিয়ায়াঃ ॥ রঘু-বংশম্ ॥ ৯ ॥ ৬৭

* দূনং মনঃ সমবলোক্য বিনোদয়ামি
তাং চিত্রিতাম্ ইতি গৃহীতম্ ইদং প্রযত্নাত্ ।
তত্রাপি বাষ্প-নিকরোঽবরুণদ্ধি নেত্রে
হা হা বিধে ময়ি ন তেঽস্তি দয়া-লবোঽপি ॥ প্রদ্যুম্ন-বিজয় । ষষ্ঠোঽঙ্কঃ ॥

ভেদি, দক্ষিণে প্রবৃত্ত যেই হিমাচল-বাত,
করি আমি গাঢ় আলিঙ্গন কি জানি দৈবাত,
স্পর্শ করে থাকে যদি তব শরীর কোমল ॥* ৪৬
'যাপিব কিরূপে নিশা দীর্ঘ যামত্রয়'—
'তপন আতপ কবে পাইবেক লয়'—
বিষম বিয়োগে হয়ে ব্যথিত হৃদয়
নিষ্ফল সংকল্পে যায় মদীয় সময় ॥ ৪৭
শাপান্ত হইলে প্রিয়ে করিব এমন
এইরূপ প্রত্যাশাতে ধরিছি জীবন,
সুভগে ! করো না ভয়, সুখদুখময়
জীবের জীবন কভু এক নাহি রয়,
অবস্থা চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমান হয়
উপরেতে থাকে কভু কভু নীচে রয় ॥* ৪৮
নাগ-নিদ্রা ত্যজিবেন যবে নারায়ণ
তখন হইবে মম শাপের মোচন,
বিরহের অবশিষ্ট, মুদিয়া নয়ন,
চারিমাস প্রিয়তমে ! কররে যাপন
তার পর মনোরথ উভয়ের ধনি !
পূরাব সুখেতে পেয়ে শরদ-রজনী ॥ ৪৯
বলিয়াছে আরো পাছে ভাব প্রতারক
কহি শুন গূঢ়-কথা সন্দেহ-নাশক,—
পুরাকালে কণ্ঠাশ্লেষে আছিলে শয়নে
প্রিয়তমে ! প্রিয়তম-সহচর সনে,
চকিতা জাগিলে তুমি করিয়া ক্রন্দন
বার বার আমি তার জিজ্ঞাসি কারণ,
হাসিয়া কহিলে, শঠ ! দেখিছি তোমায়
সুরত ক্রীড়ায় হতে অন্যার সহায় ॥ ৫০
অসিত-নয়নে ! পেয়ে অভিজ্ঞান দান
কুশলী নিশ্চয় মোরে কর অনুমান,

---

* উন্মীলদ্বকুলকলাপরেণুবাহী কিং মাং ত্বং স্পৃশসি সরিত্-তরঙ্গ-শীতঃ ।
কান্তায়াঃ কুচযুগধীরলেশহারী সুস্থঃ স্যাং যদি পবন স্পৃশেঃ সমাগমম্ ॥
প্রদ্যুম্ন-বিজয় । দ্বিতীয়োঽঙ্কঃ ॥

* সুখম্ আপতিতং সেবেত দুঃখম্ আপতিতং তথা ।
চক্রবত্ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ হিতোপদেশঃ ॥ মিত্রলাভঃ ॥
সুখং বা দুঃখং বা কিমিবাহি জগত্যস্তি নিয়তম্ ॥ চণ্ডকৌশিকম্ ॥ ৪ অঙ্কঃ ॥

বিরহেতে প্রেম প্রায় বিনশ্বর হয়
প্রবাদ-মূলক কথা করো না প্রত্যয়,
বিরহেতে ভর্তৃ-প্রেম পূর্ব-রূপ রয়
প্রত্যুত বিরহে প্রেম বিবর্দ্ধিত হয় ॥ ৫১
প্রথম বিরহ-পীড়িতা প্রিয়া
উজ্জীবিত কর আশ্বাস দিয়া,
পশুপতি-বৃষভ-ক্ষুণ্ণ শিখর
কৈলাস-অচল ত্যজি জলধর,
কুশল-বার্ত্তা লইয়া আবার
আমাতে কর জীবন সঞ্চার,
গ্রীষ্মেতে কুন্দ কুসুম সম
নহে বিরহে জীবন মম ॥ ৫২
মৌন দেখি জানি সখে ! তব অংগীকার,
নিশ্চয় লইবে সখে ! বন্ধু-কার্য্য-ভার,
দিয়ে থাক জল-বিন্দু না করি গর্জ্জন
জল-দান চায় যবে তৃষিত চাতকগণ,
সুজন উচিত সদা এ প্রকার ব্যবহার
পূরান যাচক-বাঞ্ছা, বিনা বৃথা অংগীকার ॥ ৫৩
জলদ ! সৌহার্দ্য কিম্বা করুণা কারণ
এইরূপে করি মম সন্তোষ সাধন,
প্রাবৃট-সম্ভৃত-শোভা পেয়ে হে তখন
যথেষ্ট-প্রদেশে তুমি কর বিচরণ,
কভু নাহি হয় যেন সৌদামিনী সন
ঘন-নীল-বর্ণধর বিরহ এমন ॥ ৫৪
জলদ-কথিত-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
সদয়-হৃদয় হয় কুবের তখন,
দয়ার্দ্র হইয়া করি ক্রোধ-সম্বরণ
বিরহ-জনিত-ক্লেশ করিল খণ্ডন,
গলিত-বিরহ-দুঃখ দম্পতী নবীন
অভিমত সুখ ভোগ করে চির-দিন ॥ ৫৫

-

মেঘদূত কাব্য।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত

শ্রীনীলমণি নন্দী কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

" ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে
মমত্বমুচ্চৈঃশিরসাং সতীব ॥"

কুমার সম্ভব।

কলিকাতা।

নূতন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

মেঘদূত ।

মঙ্গলাচরণ

কৃপা কর হে শারদে জ্ঞান প্রদায়িনি !
তুমি বেদ তুমি বিদ্ মূর্খতা নাশিনি !
কুলদে বরদে পদ্ম-বন-বিহারিণি !
আশিস্ কর মা দীনে বিশ্ববিনোদিনি !

হা ! কশ্চিৎ অনাথ যক্ষ, কুবের কিঙ্কর,
মত্ত স্বাধিকারে, হায় ! বিগত-মহিমা,
বৎসর ভোগের জন্য যবে ভর্ত্তৃ-শাপে
বসতি করিল, মরি ! রামগিরি-চক্রে,
—যথায় জনক-সুতা জানকীর স্নানে
পাবিত জল নির্ম্মল স্নিগ্ধ তরুছায়া—
ব্যথিত দারুণ প্রাণ কান্তার বিরহে ।
অতঃপর আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
হেরি নব-জলধর, আশ্লিষ্ট-সানু রে !
তথা, কিবা গজ সম নত, যেন বপ্র-
ক্রীড়া হেতু, পূর্ব্বদিকে, ধাইল অমনি
কামী কনক বলয় ভ্রংশ করে তার
পাশে, ভাবিতে লাগিল কতক্ষণ তবে
বাষ্পাকুল নেত্রে, সেই কেতকী প্রকাশ
হেতু মেঘের সম্মুখে । বিকৃত যদ্যপি
বল সুখীজন চিত, হেরি নব ঘন,
বিয়োগে রমণী-কণ্ঠ প্রিয়া যে প্রাবৃষে,
কি আর বলিব দুঃখ, মরি ! অকথিত ।
অন্ততঃ হায় ! শ্রাবণে, সন্নিহিত, কান্তা
জীবন ধারণ হেতু যে স্বীয় কুশল
সমাচার, প্রেরণার্থ মেঘ মুখে তাহা
প্রদান করিল মেঘে কুটজ কুসুম ।
আর রে গিরি মল্লিকা, নব, মরি ! পাদ্য
অর্ঘছলে । অজ্ঞানরে স্বভাবত হায় !
কামাতুর জন, যথা বিচারে চেতন
অচেতন বস্তু—ধূম, তেজঃ, বায়ু, জলে

কৃত যার বপু, সেই ইন্দ্রিয়-বিহীন
চেতহীন মেঘে যক্ষ চেতন ভাবিয়ে
সম্বোধন করিল রে যথা প্রীতিমুখে।
স্বাগত নীরদ ! জানি আমি জন্ম তব
হে, পুষ্কর আবর্ত্তক মহৎ মেঘ কুলে,
পুরন্দরামাত্য তুমি, প্রসিদ্ধ ভুবনে,
কামচর ! কার সাধ্য রোধে তব গতি
এবিমানে ! বিধিবাদে বিরহিত আমি
হেথা, বন্ধু মোর দূরে ! মহত তুমি হে,
যাচঞা মহতে যদি সফল না হয়,
সেও ভাল তথাপি না যাচি নীচ স্থানে !
জলদানে হে জলদ ! নিবার তাপীর
তাপ তুমি, সন্তাপিত এবে আমি, হায় !
প্রেয়সী বিচ্ছেদানলে ! শরণ তোমার
লইনু নিতান্ত ; অতএব যাও চলি,
যথা মম আছে প্রাণ-কান্তা সমাচার
লইয়ে, যে রূপে অম্বুধর ! আছি আমি
এ বনে। অলকা নামে যে পুরী, কুবের
অধীনে, বিরাজমান যথা উপবনে
মহাকাল, আলোকরি সৌধা-বলি তথা
শির-শশি-করে, তাঁরে দর্শন করিলে
মুহূর্ত্তে হইবে তব পাপনাশ, মেঘ !
এহেন অলকাপুরে বাসে মম প্রিয়া,
যাও চলি তবে, মরুৎ পৃষ্ঠে করি ভর,
পথিক বনিতা* যত, অবন্ধ কুন্তল,
বিরহিণী ; হেরিবে হে তোমায় উপরে,
হলে সজ্জীভূত তুমি, তথায় বৃষ্টির
নিমিত্ত, পাইবে তারা আশ্বাস, অন্তরে
আশু প্রিয় সংমিলনে ! পরাধীন আমি
বঞ্চিৎ সে সুখে, প্রাবৃষে ! যাও তবে, মেঘ !
চলি মন্দ মন্দ গতি, সহায় হইবে
তব অনুকূল বায়ু, তৃষিত চাতক,
করিবে মধুর ধ্বনি, হায়রে ! মঙ্গল

---

* প্রবাসীগণ বনিতা—যাহারা কালের প্রথানুসারে প্রাবৃষারম্ভে আপন আপন পতির প্রবাসহইতে গৃহে আগমন অপেক্ষা করিত।

সূচক, তোমার বাম-পাশে ! গর্ভাধান
ক্ষম তুমি, যে বলাকে, সেবিবে তোমায়
সে-আবদ্ধমান শ্রেণী-নয়ন সুভগ।
অনুজ তুমি, অগ্রজ আমি তব, মেঘ !
সুতরাং তোমার ভ্রাতৃ-জায়া, পত্নীমম !
তবে যাও চলি, ধীর ! হে অনুজ ! তার
পাশে, গুণিয়ে বাসর, মরি ! সে অবলা
করয়ে প্রাণ ধারণ, নির্জ্জনে কাতরে !
অনাথিনী, অবিহত গতি তার, এবে
বিরহআকুলা, হায় ! জীবিতাব্যাপন্না।
অবলার অন্তর রে, ফুল সম সদ্যঃ
পাতি. প্রেমযুক্ত, এবে, বিরহে রোধয়ে
পতন তার কেবল, আশাবন্ধ ! অত-
এব, অম্বুধর ! যাও চলি, কামরূপ !
পাইবে সহায় তুমি অন্যতর পথে,
মধুর গর্জ্জন করি দাঁড়াইবে যবে,
হে বিমানে ছত্রীভূত, পাবে শোভা চারু,
অবনীতল ! মানস সরে, রাজহংস-
কুল, শুনিয়ে গর্জ্জন তব—কর্ণসুখ-
কর—যাইবে, লইয়ে তব সনে, বিস
কিসলয় খণ্ড মুখে, পাথেয় স্বরূপ,
সে কৈলাস শৈলাবধি। আলিঙ্গন করি,
সম্বোধীয় শৈলে তুমি, প্রিয় সখা বলি।
মহৎ সে নগ কৈলাস ! যেমতি মহৎ হে
তুমি মেঘ ! ধরয়ে যে হৃদে, রঘুপতি
চরণ-মেখলা-অঙ্ক, ত্রিভুবনারাধ্য !
মিলন হইলে তব কালে কালে তার
সনে, ফেলয়ে যে স্নেহ-জল, মরি ! বাষ্প
উষ্ণ ছলে। শুন বলি, তোমার গমন
যোগ্য পথ আর তুমি, বিশ্রান্ত হইলে
নিক্ষেপ করিও পদ, ধীরে ধীরে তার
শিখরে, বিশ্রাম করি-বারে জলধর !
তোয় শূন্য হলে তুমি, গ্রহণ করিও
ক্ষীণা স্রোতস্বতী জল, যেও চলি ধীরে
সরস নিচুলা মূলে তবে, যথা ভীম
দন্তীগণ, ছাড়িবে যে ভীষণ হুঙ্কার

উর্ধ্ব করে, পরিহরি সে সবার গর্ব
অতিশয়, যেও চলি, অম্বুধর ! তুমি।
সিদ্ধাঙ্গনা তথা—একি—চমকি সীৎকারে—
প্রচণ্ড মরুৎ তুলিয়া শৈল শৃঙ্গ যেন,
যাইতেছে ঘন সনে—বলিয়া সবাই
দেখিবে তোমায়, মেঘ ! অস্পষ্ট নয়নে,
উর্ধ্বমুখে। হেরিবে হে ইন্দ্র-ধনু তুমি,
বল্মীক ভূমির অগ্রে, সুশোভিত যার
মরি ! রত্নকান্তি ছায়ে, হায় রে ! শোভিবে
হে তোমার, জলধর ! চারু কলেবর !
শোভে যথা শিখিপুচ্ছ, চক্রপাণি শিরে।
আরূঢ় অন্ততঃ তবে, মেঘ ! জনপদ
মাননাম ক্ষেত্রে, যেও চলি লঘুগতি
রে পশ্চিম, এবে কিঞ্চিৎ উত্তরে পাইবে
সে ক্ষেত্রে তুমি সৌরভ, উৎকর্ষিত করী
শিরে রে ! গমন কালে, হেরিবে তোমায়
জনপদ-বধূগণ—অজ্ঞাত নীরদ।
যে হায় রে ! ভ্রূবিকারে—প্রীতিস্নেহ নেত্রে।
পাইবে অন্তরে তারা আশ্বাস উৎকর্ষ
লাভ আশু। অনন্তর, আম্রকূট নামে
গিরি, অতল প্রশংসা যেই ধরে শিরে,
প্রশমি দাবাগ্নি তুমি তার, সমুচিত
বর্ষণে, নীরদ ! তুমি বিশ্রাম করিও
শৈল-উচ্চশিরে, মেঘ ! সম্মানে বহু রে,
রাখিবে তোমায় আম্রকূট ! বিমুখ না
হেরি, ক্কচিৎ ক্ষুদ্রজন, প্রশ্রয় প্রদানে
যদি বান্ধবে, মহৎ যে, কহিব হে আর
কিবা কথা তার ! ত্যজি সে ভূধর আম্র-
কূট, সম্মুখে দেখিবে, পুন, চিত্রকূট,
উচ্চতুঙ্গ, শ্লাঘনীয়, সুপ্রশস্ত সানু,
প্রশমিয়ে তুমি তার, নৈদাঘ অনল
যবে হইবে বিশ্রান্ত, আশ্রয় দিবে হে
তোমায় সে মহৎ নগ, আপন শিখরে।
সম্ভাব সম্পূর্ণ হলে মহতের সনে,
উপকার ফলে আশু, মেঘ ! অতঃপর,
আরূঢ় হইলে তুমি শৈল আম্রকূটে,

দেখিবে তোমার বর্ণ, অমর ললনা,
স্বীয় চিকণ চাঁচর বেণী সম, সবে !
উদয়ে তোমার, আম্র-বন, আম্রকূটে
—পরিণত ফলভরে পাইবে সুন্দর
শোভা, যথা বসুমতী—পয়োধর সম,
মধ্যভাগ শ্যাম আর, শেষ পাণ্ডু বর্ণ।
প্রবাসী ক্ষণেক, মেঘ ! আম্রকূট কুঞ্জে,
নিবাসে যথায় বন-চর বধূগণ,
যেওহে চলিয়ে তুমি, রেবা নদী মুখে,
বৃষ্টি শূন্য সত্বরে রে ! দেখিবে রেবারে
বিশীর্ণা পতিতা হায় ! বিন্ধ্যগিরি পদে,
পাষাণময় রে ! পড়ে যথা, প্রণয়িনী
প্রাণনাথ পদে, শান্ত করিবারে পতি-
ক্রোধ, সেবা ত্রুটি হলে ! আদায় করিয়ে
রেবা জল জলধর ! বাসিত যে বন
গজ মদ, তিক্ত এবে কটু শূন্য—যথা
দ্রুম-লতা কোলে, জম্বু কুঞ্জ বনে, হৃত
বেগ তার—অন্তঃসার যেও চলি, মরুৎ
প্রবল, রোধিতে তব গতি নারিবে রে।
বিদিত ভবে, সম্বর্ত্তে পরাভূত লঘু
জন, গৌরব পূর্ণ যে, কভু নহে পরা-
ভূত সে। অর্দ্ধ হসিত কদম্ব কপিশ,
সদ্য প্রসবিত আর মুকুল কেশর,
মত্ত মধুপানে যথা ভ্রমর নিকর,
দেখিবে হে, মেঘ ! তুমি সেই তব পথ।
কন্দলি তৃণ পাশে রে মৃগ যূথ, মরি !
দেখাইবে পথ এবে, তোমায় জীমূত !
মাতঙ্গ দল, উন্মত্ত দগ্ধারণ্য ঘ্রাণে
দেখাইবে আর পথ তোমায়, বারিদ !
লব্ধাশয়ে অম্বু বিন্দু সারঙ্গ, গমন
করিবে তোমার সঙ্গে, দেখাইয়া, পথ।
সিদ্ধ তুমি, মেঘ ! তব গর্জ্জন শুনিয়ে
সিদ্ধ-কামিনী ; সম্মান করিবে তোমারে,
আলিঙ্গি মদন ভাবে, নিজ, নিজ মরি !
প্রিয়সহচরীগণে, সোৎকম্পে,—যে সিদ্ধ
গণ, জলকণাশয়ে—হেরে চাতকেরে !

গণিয়ে বলাক শ্রেণী, নির্দ্দেশ করয়ে,
মেঘ ! তব আগমন। অতঃপর, তুমি,
নীরদ ! গমন কালে মম প্রিয়াপাশে,
বিলম্ব করহে পাছে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে,
ফুটিয়ে অর্জুন ফুল যথা, মরি ! গন্ধে
আমোদিত, ডাকিতেছে শিখি শুক্লাপাঙ্গ,
সজল নয়ন, হায় ! কেকারবে—তাই
ভাবিতেছি আমি, মেঘ ! ত্যজিয়ে সত্বরে,
প্রোক্তরূপ নগবত, তবে যেও চলি
তুমি সে দশার্ণা-দেশে, উপনীত হলে
তথা ; তার উপবন হইয়ে আবৃত
কেতকী কুসুম ছায়ে, শোভিবে সুন্দর।
দেখিবে, হে পুন, তার উপবনে তুমি
কাকলী আকুল, নীড় নির্ম্মাণে, হায়রে !
জম্বু বনে, পুন, জম্বু—ফল পক্ক, পরি-
ণত, প্রবাসে মরাল দল যথা, কিয়ৎ
কাল। বিখ্যাত বিদিশা নামে সে দশার্ণা
দেশ, দশদিকে, তুমি উদয় হইলে
তদুপরে, জলধর ! হেরিবে সে নদী
বেত্রবতী, জল যার—লোল ঊর্ম্মি হেতু—
সুস্বাদু, যথা যুবতী হেমাঙ্গনী, মরি !
সভ্রূভঙ্গ, বদন নিঃসৃত সুধা-সম !
করো তুমি তার, জলধর ! জল পান,
গজ্জর্ন করিলে পুন বেত্রবতী তীরে,
লভিবে কামুক মহৎ কাম ফল তুমি,
কামরূপ ! অন্ততঃ সে বিদিশা দেশেরে।
বিশ্রাম করিও, মেঘ ! নীচ নাম শৈলে,
প্রস্ফুটিত হলে তার প্রৌঢ় কদম্বক
দেখিবে, নীরদ ! যেন ভূধর আপনি
হইল সন্তুষ্ট. তব অধিবাসে তথা ;
পুন উদ্‌গারিয়ে যেই নগ বারাঙ্গনা
রতি-পরিমল, হায় ! বিহার জনিত,
প্রকাশে রে, নাগরীর বিস্তৃত যৌবন।
ত্যজি সে ভূধর এবে, মেঘ ! মুছাইও
তব ছায়া দানে, রেবা তীরে—পুষ্পবন

যথা—ঘর্ম্মবিন্দু, মরি ! পুষ্প নারী*মুখে,
ক্লান্ত কর্ণোৎপল, হায় ! যে সবার, স্বেদ
ক্লেশে ! বর্ষণ করিয়ে পরে নব জল-
ধারা, যূথি জালোপরে, যেও চলি, মেঘ !
তবে উত্তরে, অলকাপুরী যথা, কিন্তু,
উজ্জয়িনী পথ এবে রহিল যে বক্র,
যদি বল, কি লাগিয়ে যাবে উজ্জয়িনী,
তবে বলি শুন, সৌধা-বলি, রাজগৃহ
তার দৃষ্টিযোগ্য, বঞ্চিত সেই বিধিকৃত,
না হেরিল যে, জীমূত ! উজ্জয়িনী বিলা-
সিনী, চকিত চপলা সম, কিবা লোল
অপাঙ্গ দৃষ্টি, হায়রে ! বৃথা তার আঁখি।
নির্বিন্ধ্যা নামে হ্রাদিনী, দেখিবেহে পুন
তুমি উজ্জয়িনী পথে—বীচি ক্ষোভ হেতু
যার যেন হইয়াছে, কুজনি—বিহগ
শ্রেণী—কাঞ্চী-গুণ ধ্বনি, পুন, বেগবতী
হইয়ে যে নদী, মেঘ ! দেখাইছে নিজ
নাভিঃজল চক্ররূপে—বিভ্রম বিলাস
প্রিয় প্রতি, প্রণয়ের প্রথম বচন
রমণীর—ভঙ্গিয়েরে, সুশৃঙ্গাররস
সে হ্রাদিনীর—যেওহে সচ্ছন্দ চলিয়ে
উজ্জয়িনী তুমি, মেঘ ! অতঃপর তথা
দেখিবে হে তুমি, সিন্ধু নামে নদী এক
বিশীর্ণ কায়া, কাতরা তোমার বিরহে,
পুন পতনে বিশীর্ণ তট-তরু পর্ণ
হইয়াছে পাণ্ডুবর্ণ তার ! ধরয়ে সে
যেন এক বেণী, মরি !—তরঙ্গ অভাবে,
নাহিরে বিনোন হায় ! বহিছে জীবন
তার মৃদু মন্দ বেগে ! তরঙ্গিণী পতি
তুমি ! অতএব, দূর কর বিরহিণী
সিন্ধু তাপ, জলধারা দানে, যেও উজ্জ-
য়িনী, অবন্তী নামেতে জনপদ, লক্ষ্মী-
বান ভূমি, গ্রামবিদ্গণ, গাইতেছে
যথা, বৎস-রাজ উদয়ন-কথা, পূর্ব্ব

---

* পুষ্প নারী—মালা করী।

মত, যে অবন্তী দেশ, অবশিষ্ট পুণ্য
বলে, স্বর্গাগত জন, আনিয়া রেখেছে
ভবে স্বর্গখণ্ড রূপে, পুণ্য অবসানে !
দেখিবে হে তায় তুমি, উজ্জয়িনী পথে।
সিপ্রা-নামে তরঙ্গিণী, উজ্জয়িনী দেশে,
বিস্তারে সারস যথা, মধুর কূজনি,
মদকল, প্রস্ফুটিত পদ্ম গন্ধে, হায় !
হইয়ে মোদিত, মন্দ মন্দ বায়ুঃ, দূরে
করে কামিনীর রস কেলি শ্রম, মেঘ !
প্রাতে যথা চাটুকার নাগর,* হায় রে !
সেবয়ে সুরত ক্লান্তা কান্তে, তালবৃন্তে।
নির্গত হতেছে ধূম যে, মেঘ ! গবাক্ষ
হইতে যথা, ললিতা বনিতা ফেলিয়ে
অনলে, সৌগন্ধ দ্রব্য, শুকাইছে কেশ
হলে উপনীত তথা, তুমি হে, বৰ্দ্ধিত
হইবে জীমূত ! তব কলেবর হায় !
সেই ধূমে, পুন গৃহ-শিখিগণ, দিবে
মহানন্দে তোমায় হে, নৃত্য উপহার !
করিও তোমার পথ-ক্লম দূর তথা।
দেখিবে হে তথা, বামা-পদা-লক্ত চিহ্ন
হেম হর্ম্য তলে, আর পূর্ণ পুষ্প গন্ধে।
উপনীত হলে তুমি চণ্ডেশ্বরালয়ে,
ভৃঙ্গ্যাদি প্রমথ-গণ সবে দেখিবেন
তোমারে রে সগৌরবে, লোক-পাপ-হারী,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-ছবি সম তুমি যথা !
গন্ধবতী নদী তথা মেঘ ! জল যার,
জল-বিহারিণী হায় ! যুবতী-স্নানীয়
গন্ধ দ্রব্যে আর মরি ! কমল-পরাগে
গন্ধযুক্ত, কম্পিত রে উপবন তার,
কিবা মন্দ মন্দ বাতে। অথ থেক তুমি,
তথা মেঘ ! যে অবধি ভাস্কর না যান
অস্ত, দেখিবে ভূতেশ সান্ধ্য-বলি-পূজা
উপহার তবে, পুন শুনিবে পটহ—
বাদ্য, পুরাইবে তুমি ত্রিপুরান্তপুরী,

---

* চাটুকার নাগর—আজ্ঞাকারী নাগর।

আমন্দ্রে অমনি মেঘ ! গিরীশ-ভবনে।
বর্ষণ করিবে পরে বিন্দু বিন্দু জল-
কণা বর্ষণাগ্রে যথা, পড়িলে সে জল
বেশ্যা-নখ-ক্ষত-অঙ্গে, আয়ত-নয়নে
তারা দেখিবে তোমায়, শোভিবে নয়ন-
তারা সে সবায়, যথা মধুকর-শ্রেণী !
শুনিবে, বাজিবে কাঞ্চী-গুণ, বার-স্ত্রীর
বিলাস-গমনে, ক্লান্ত-হস্ত হায় ! পুন
চামরব্যজনে দণ্ড যার রে, খচিত
চারু রতনে ত্র্যম্বকে। অথ দেব-দেব
পশু-পতি, পরিধানি, হায় রে। সরস
নাগাজীন যবে, মেঘ ! নাচিবেন রঙ্গে,
নব-জবা পুষ্প যথা, কিবা সান্ধ্য তেজঃ
সম, রক্তবর্ণরূপ ধরি, থেক তুমি
পশ্চাৎ দীর্ঘ-ভুজ তরু, সত্রাসে, নীরদ !
দেখিবেন দৃঢ়-ভক্তি তব, ভব-ভয়-
হরা তারা শান্ত-চখে, অন্তত হায় রে !
জীমূত ! তুমি ত্যজিয়ে রুদ্রাশ্রম যেও
উজ্জয়িনী, শম্পা লোকে কনক নিকষ
ছায়াসম দেখাইও পথ অভিসারি—
—কারে, চলিয়াছে যারা, রমণের গৃহে
অন্ধকার তবোদয়ে এবে জলধর !
সূচি ভেদ্য রাজ-পথে ! গভীর গর্জ্জনে
কিম্বা আসার বর্ষণে, দেখাওনা ভয়
সে সবারে, কাতর যে একে অন্ধকার
ভয়ে মেঘ ! অতঃপর অম্বুধর ! তুমি
প্রবাসী রজনী তথা গৃহ বড় ভীতে,
সুপ্ত—যথা পারাবত আছে, যেও চলি
উজ্জয়িনী শেষ অর্দ্ধ পথে রে, প্রভাতে।
সৌদামিনী প্রিয়া তব, হেরিবে হে তুমি
ক্ষীণাঙ্গ অতি, হায় রে ! চির বিলসন
হেতু তব স্থানে স্থানে কাতর বিরহে।
যদ্যপি বল, কি রূপে যাইবে একাকী
উজ্জয়িনী-শেষ-অর্দ্ধ-পথে ? বলি তবে
যাও চলি, কি ভয় রে—সাধনে সুহৃদ
কার্য্য করিলে মানস, কার সাধ্য রোধে

বল গতি, মিত্র আমি তোমার নীরদ !
অবশ্য প্রত্যূষে তুমি তেজ উজ্জয়িনী,
ত্যজিলে তায় আসিবে প্রণয়ি-জন রে,
মুছাইতে নিজ নিজ খণ্ডিতা* প্রমদা-
অশ্রু, আসিবেন দেব-ভানু, মুছাইতে
কমলিনী-হিম-রূপ অশ্রু, অতএব
রোধিলে তাঁহার পথ, বিষম অসুয়া
হইবেন দিবাকর তব প্রতি মেঘ !
গম্ভীর-সলিলা যে যে নদী, জল যার
সাধু-জন-চিত সম নির্মল, পড়িলে
তাহে তব প্রতিবিম্ব, মনোহর, শুভ্র
যেন কৈরভ-কুসুম, খেলিবে নীরদ !
ইতস্ততঃ তার নীরে চটুল সফরী,
গুণের সাগর তুমি ধীর ধারাধর !
করিওনা অবহেলা প্রোষ্ঠী মৎস্যে সখে।
অনন্তর লম্বমান হইয়ে তথায়,
হরণ করিও তুমি তার রে বানীর
শাখারূপ-নীল অম্বু-বাস, উলঙ্গিনী
হইলে হূদিনী তুমি দেখিবে বিশাল
তট-নিতম্ব তাহার, প্রস্থান করিও
পরে কষ্ট সৃষ্টে, যদি বল, কি লাগিয়ে
প্রস্থান করিবে কষ্ট সৃষ্টে ? তবে বলি
শুন, পাইলে আস্বাদ একবার, পারে
কি ত্যজিতে কেহ তারে বিশাল-জঘনা
যে। ত্যজিয়ে সে সলিলা, যবে যাবে তুমি
দেব-শৈলে, নিবাসেন যথা দেব স্কন্ধ,
ময়ূর-বাহন তব জল-ধারা কৃত
উথলীত ভূ-গন্ধ সহ শীতল সমীর,
পশিতেছে তথা যেই, করী-কর-রন্ধ্রে,
আর অরণ্যে যজ্ঞাঙ্গ-ফল করয়ে যে
পক্ক, গমন করিবে মেঘ ! তব সনে,
সেই অনিল। উদয় হইলে তুমি সে

---

* খণ্ডিতা—নিদ্রাকষায়-মুকুলীকৃত-তাম্রনেত্র, নারীনখ-ব্রণ-বিশেষ বিচিত্রাঙ্গ, যস্যাঃ কৃতে গৃহমুপৈতি পতিঃ প্রভাতে সা খণ্ডিতা নিগদিতা কবিভিঃ পুরাণৈ।

দেব-ভূধরে, করিবে শরীর আপন,
পুষ্পকৃত পূর্ব্বে, তবে বর্ষণ করিও
পুষ্পসার—যথা ব্যোম-গংগা সলিলার্দ্র—
শক্তিধর-শিরে ! যদি বল কি লাগিয়ে
এহেন আদেশ তব প্রতি ? তবে শুন !
নিক্ষিপ্ত অগ্নিমুখে যে, আদিত্য-অতীত,
রুদ্র তেজঃ, জন্ম সেই তেজে সেনানীর।
রক্ষিতে বাসব সেনা স্বর্গে। অতঃপর
বরষি আসার তথা, তুমি আপ্যায়িত
করিও ময়ূরে অগ্রে, ধৌতাপাংগ যার,
হর-শির-শশি-করে নাচাইও পরে
তারে গভীর গর্জ্জনে, প্রবেশি সে শব্দ
তব, শৈল গুহান্তরে, জলদ ! হইবে
কিবা মহৎ প্রতিধ্বনি, দেখিবেহে তুমি
ভবানী আপনি, পুত্র স্নেহাৎ, ধরেন স্ব
কর্ণে গলিত যে বর্হ-জ্যোতিঃ-লেখা কিবা,
মরি ! কুবলয়-রূপে ! লংঘিয়ে অন্ততঃ ;
কতিপয় স্থল, যেও গোমতীর তীরে,
—শরবনে, উৎপন্না যে প্রবাহিনী, গাভি
রক্তে, যবে কীর্ত্তিযশা রন্তিদেব নামে
নরপতি, করেন গো-মেধ যজ্ঞ, মেঘ !
মাননীয় ভবে। অথ, সিদ্ধাঙ্গনা সিদ্ধ
সহ বীণা যুক্ত করে—ভয়ে পাছে পড়ে
জলকণা বীণে-পথ দিবেন তোমায়।
অন্তত জীমূত এবে, দেবতা গন্ধর্ব্ব
সিদ্ধ, হলে নম্রীভূত তুমি নদী-তীরে,
দেখিবে তোমার হায় ! দূর হতে শ্যাম-
সম, শ্যাম কলেবর-নীলকান্ত বর্ণ—
কিবা, বিস্তৃত নয়নে ! গোমতী গভীর
জল তলে, দেখিবে হে তুমি, বসুধার
স্থূল, ইন্দ্রনীল স্বচ্ছ কিবা, মুক্তাগুণ
হার ! করিয়ে আদায় তার জল যেও
স্থানান্তরে অম্বুধর। ত্যজিয়ে গোমতী,
করি নয়ন গোচর, দশ পুর কামি-
নীর, আত্মবিম্ব, সৌম্য ! যেও চলি তুমি
কুতূহলে, আঁখি পক্ষ্ম তুলিয়ে তাঁহারা

দেখিবে তোমায় উর্দ্ধে—শোভিবে নয়ন-
তারা সে সবার, যথা কৃষ্ণসার মৃগ-
শোভা, কিম্বা যেন অলি, বিস্তারিয়ে পাখা
বসিয়াছে কুন্দ-ফুলে। অতঃপর তুমি,
ত্যজি দশ-পুর মেঘ! যেও ব্রহ্মদেশে,
পরশিয়ে অধঃছায়ে ব্রহ্মদেশ, যেও
কুরুক্ষেত্রে, মহারণে যথা, সেই বীর
প্রসিদ্ধ গাণ্ডীব, তব জলধারা-রূপে
বিঁধিয়াছে শত তীক্ষ্ন শরে, শত শত
নৃপতির পদ্মানন, বিষম হয়েছে
সে অবধি কুরুক্ষেত্র, নীরদ! হায় রে!
অসংখ্য ক্ষত্র মরণে, সরস্বতী স্রোত-
স্বতী নির্ম্মল-সলিলা, প্রবেশিলে মেঘ!
তুমি তার জল তলে, যদিচ তোমার
কৃষ্ণ বর্ণ বাহ্যে, তুমি অন্তঃ-শুদ্ধ হবে।
যার স্বচ্ছ জল, দেব বলরাম, সুরা-
প্রিয়, ত্যজি সুরা বাঞ্ছনীয় যে, রেবতী
নয়ন-বিম্ব সমান, করেন পান রে,
পুন যার তীরে তিনি, কৌরব সংগ্রাম-
কালে তীর্থ যাত্রা ছলে, আসিয়ে করেন
তপ, বন্ধু শুভ হেতু। লম্বিয়ে অন্ততঃ,
ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ, তুমি যেও কনখলে,
যথা পতিত পাবনী দেবী সুরধনী
গঙ্গা, অবতীর্ণা মাতঃ সগরতনয়
ত্রিদিব-সোপান পংক্তি-রূপে, হিমালয়
হতে, পুনঃ। প্রবেশিয়ে শম্ভু-জটে যিনি,
প্রসারি তরঙ্গ বাহু, ভূতনাথ শির-
চন্দ্রে, হাসেন সপত্নী প্রতি, ফেণা রূপে,
যবে দেবী মহেশ্বরী হায়! প্রকাশেন
রোষ পর-বশ তাঁর প্রতি, সভ্রূকুটি
বদনে। বাসনা কর যদ্যপি করিতে
তাঁর জলপান তুমি, স্ফটিক বিশদ,
লম্বীভূত করি নিজ পূর্ব্বার্দ্ধ-শরীর,
—সুর-গজ সম, হায়! গগণে করিলে
জলপান, কিবা মরি! তোমার শ্যামল
—বিম্ব পড়িলে সলিলে, অপূর্ব্ব হইবে

শোভা দেবী জাহ্নবীর যেন কিবা মরি !
কালিন্দী আসিয়া হায় ! মিলিল ও স্থানে ।
অথ বিশ্রাম করোহে তুমি সে ভূধর
শৃঙ্গোপরে, ত্রিনয়ন শুভ্র-বৃষ যথা,
খনন করেছে পঙ্ক শৃঙ্গে, হেরিবেহে
তথা উপবিষ্ট মৃগযূথ, নাভি গন্ধ
মোদিয়ে ভূধর-তল, শুভ্র মরি ! হিম
বরিষণে । দাবানল যদ্যপি তথায়
বাধে, ঘর্ষণে সরল তরু স্কন্ধে স্কন্ধে,
যবে প্রচণ্ড সমীর—বিনাশে চমরী-
মৃগী চমর-ভার যে—বহিবে হিমাদ্রে,
নির্বাণ করিও তুমি, সে অনল তবে
বরষি আসার ধারা—সাধুর সম্পত্ত
ফল নীরদ ! বিপদে ত্রাণ, বিপৎগ্রস্ত
জনে । দেখিবে শরভে তুমি হিমালয়ে,
দুর্জ্জয় পশু, গভীর নিনাদ তোমার
সহিতে নারিবে, ভীম দর্পে উপক্রম
করিবে বৃথা সে, কত অঙ্গভঙ্গ করি,
লঙ্ঘিতে তোমারে হায় ! অলংঘ্য তুমি যে !
বরষি তুমুল শিলা-বৃষ্টি তার শিরে,
করো তার দর্প চূর্ণ, নিষ্ফল যে কার্য্য
তায় যতন করিলে কেনা, বল, হয়
পরাভূত জলধর ! অনন্তর তুমি,
প্রদক্ষিণ করিও সে ভক্তি নম্র-ভাবে
চন্দ্রচূড় পদ-ন্যাস যথা, হিমাচলে,
যদি বল, তুমি এবে, কেমনে জানিবে,
কোথা বিভু-পদ চিহ্ন আছে, নয় মাঝে
তবে বলি শুন, উপনীত হেরিবেহে
যথা, সিদ্ধগণ, শশ্বৎ, লইয়ে ঈশান-
বলি-পূজা দ্রব্য করে, প্রদক্ষিণ কোর
তথা তুমি, দূরে যাবে পাপ তাপ তব,
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মেঘ ! দর্শন করিলে
সেই প্রভু-পদ-চিহ্ন, মোক্ষধাম ভবে ।
সংলভিবে শ্রদ্ধাবন্ত জন, নন্দী আদি
শান্ত পদ ! তত্র পুন, হেরিবেহে তুমি,
পূর্য্যমানানিল, হায় ! প্রবেশি যে বংশ

রন্ধ্রে করয়ে মধুর শব্দ! গাইতেছে
ত্রিপুর-বিজয় গীত, কিন্নরী সে শৈলে,
পঞ্চমে বাঁধিয়ে সুর—সুমধুর স্বরে।
প্রবেশিলে তব মন্দ্র, সে কন্দরে মেঘ!
হবে প্রতিধ্বনি কিবা, মৃদঙ্গ সুধ্বনি
যথা, সমগ্র ভাবী রে, হইবেন তবে
দেব-দেব সঙ্গ তাথে। বলি শুন আর,
পরশু নামেতে ভৃগু-পতি, অস্ত্রাঘাতে
ভিদ্য করি যিনি, হায়! ক্রৌঞ্চ-নাম নগে,
করিয়াছে যশবর্ত্ম, গমন কোরহে
তুমি সেই দিকে, অতিক্রমি সম্মুখে, যে
যে ভূধর উপতট, নদী, হেরিবেহে
রন্ধ্র মধ্য দিয়া কত, যাইতেছে রাজ-
হংস, মানস-সরসে। উদ্যত দমনে
বলি, শ্রীকৃষ্ণের যেমৎ, শ্যামল চরণ-
যুগ শোভা, তেমতিহে তব বপু—বক্র
এবে দীর্ঘ—পাবে শোভা, যাইবেহে যবে
তুমি সেই রন্ধ্র মধ্য দিয়া রে উত্তরে।
আরূঢ় হইলে তুমি, হিমাচল শিরে,
হইবে প্রতি-বিম্বিত, অমর-ললনা,
দর্পণে! পুন হেরিবে, শৈল-মূল-বন্ধ,
শিথিলকৃত, হায়রে! দশমুখ রক্ষপতি
বাহুবলে, মেঘ! পুন উচ্চ শৃঙ্গ,
ধবল, আছেরে নগ গগণ ব্যাপিয়ে!
সহসা দেখিলে তারে, ভাবিবেহে তুমি,
যেন অট্ট অট্ট হাসি, বিকাশেন ব্যোম-
কেশ তথা। অথ যেন নির্মিত দ্বিরদ-
রদ সদ্য, উপনীত হলে তুমি তার
এক তটে, কি অপূর্ব্ব হবে গিরি-শোভা,
যথা ভিন্নাঞ্জন-আভা, অনিমেষ দৃষ্টি-
যোগ্য! কিম্বা যেন কৃষ্ণ-বর্ণ-বাস, শ্বেত
অঙ্গ বলদেব-স্কন্ধে। হিমালয়ে যদি
তুমি হের শঙ্করীরে, ভুজগবলয়
শূন্য শম্ভু-হস্ত ধৃতা, করিতে উভয়ে
নীরদ! পাদ-চারণ, বিরচিয়ে বপু
তবে তোমার তৎক্ষণে, জলস্তম্ভ-রূপে,

প্রদান করিও তাঁরে, সোপান স্বরূপে,
ভক্তিনম্রভাবে সখে! পরশিয়ে, উমা-
পদ সুখ, তুমি মেঘ! মুক্ত হবে ভবে।
পুন সে ভূধরে, শুন, সুরনারী সবে
স্বীয় বলয়-কুলীশে, আঘাত করিয়ে
ঘন তোমার শরীরে, গ্রহণ করিবে
হায়! জল জল-যন্ত্র গৃহরূপ পুন
করিয়ে তোমারে, সবে খেলিবে আনন্দে
তব সঙ্গে রঙ্গ, সেই বিহার চঞ্চল
সুরাঙ্গনা, যেহেতু হে ঘর্ম্মলব্ধ তুমি!
একান্ত যদ্যপি তারা না ছাড়ে তোমায়,
ভীষণ গর্জ্জনে যথা শ্রবণ পরুষ,
দেখাইও ভয় তুমি। আচ্ছাদিয়ে তবে
প্রীতি কামে, সে গজেন্দ্র-ঐরাবত মুখ,
আদায় করিও তুমি মেঘ! হেমাম্ভোজ
প্রসবি মানস জল*। পূষত যে বাতে,
জলকণবাহী—কল্পবৃক্ষ লতা-বাস
যাইবে হে তুমি, তার সনে সে কৈলাসে।
দেখিবে হে ভিন্ন ছায়া তব, জলমুচ!
সেই নগে, কিবা মরি! স্ফটিক বিশদ।
হেরিবে অলকাপুরী, তবে কামচর!
প্রিয় কোলে প্রিয়া যথা হিমালয়-অঙ্কে,
বহিতেছে ভাগীরথী কিবা তার কোলে,
দুকূল-রূপে, ধারণ করিছে কত যে
হায় রে! সলিলোদ্গারি, অভ্রবৃন্দ মেঘ-
চয়, সে অলকাপুরী, অত্যুচ্চ বিমানে
প্রাবৃষে, যথা কামিনী গ্রথিত, অলকা
মুক্তাজাল। অতঃপর, দেখিবে হে তথা,
কত যে প্রাসাদ, উচ্চ, তুলনা কি দিব
তার গগণস্পর্শী, চিত্রিত যেমতি
ইন্দ্র-চাপ, মনোহর, দেখিবে প্রাসাদে
কত বিদ্যুল্লতা-নিভ, ললিত রমণী
বাজায় মৃদঙ্গ যেন ঘন ঘোষ ধীর,
সঙ্গীত তালে, দেখিবে আর কত তথা

* মানস—মানস সরোবর

মেঘ! চন্দ্রকান্তমণি, দীপ্তি যার, ঘন
গর্ভ নীর সম, পুন যুবতী কামিনী
কত অলকাপুরীতে, ধরেরে কোমল
করে মরি! কিবা শোভা, সে লীলাকমল,
বিযুক্ত, অলকাবলি মাঝে, বাল কুন্দ
কলি, কেশ পাশে নব কুরবক আর
রক্ত ঝিলটী ফুল, মেঘ! কর্ণে অবতংস
সুন্দর শিরীশ ফুল, সীমন্তে কদম্ব,
ফুটিত নীরদ! তব অধিবাসে তথা,
মুখ পাণ্ডুবর্ণ আর লোধ্রপুষ্প রজে।
কুসুম সদৃশ শুভ্র, কৌমুদী বিযুক্ত,
মণিময় শীত হর্ম্যস্থলে, যক্ষ সবে
লইয়ে উৎসঙ্গে, কত রূপসী কামিনী,
তরুণ যৌবনা, করে কল্পতরু শ্রুত-
পান যেই—রতিরস বর্দ্ধক—বাজায়
মুরজ আর মধুর নিক্কণে, জীমূত!
তব স্নিগ্ধ মন্দ্র যথা। দেখিয়ে সে সব
তুমি অবশ্য জানিবে যে, অলকাপুরী
বটে। দেখিবে প্রভাতে অলকাপুরীর
পথে, মন্দার কুসুম, পড়িয়াছে খসি
হায় রে! অভিসারিণী কেশপাশ হতে,
যবে গিয়াছে রে তারা, হেরিয়ে অরুণ
আলোক, উৎকম্প তড়িৎগতি পথে, গৃহে।
হইলে কামাৎ শিথিল, যক্ষনারী নীবি-
বন্ধ, ধরিয়ে অমনি তার বাস, প্রিয়
জন, লইতেছে হরি কিবা অনিভৃত
করে, উলঙ্গিনী তবে হইয়ে কামিনী
মরি! হতজ্ঞান লাজে, ধাইয়ে ধরিয়ে
চূর্ণ মুষ্টি, ফেলিতেছে ত্রস্ত ব্যস্তে বৃথা
পুর-রত্ন-দীপ মুখে! অর্চি যার মহৎ
বিফল সে চেষ্টা তার জ্যোতিঃ নিবাইতে।
সমীরণ কৃত খণ্ড, সে অলকাপুরে,
ধরয়ে যে মেঘচয় তোমার সদৃশ,
বরষিয়ে বিন্দু বিন্দু জলধারা তারা
করিতেছে উৎপাদন সদ্য চিত্রলেখা
—নয়নসুভগ—দোষ, হর্ম্যাগ্র ভিত্তির

কোলে। সূত্র জালালম্ব কত চন্দ্রকান্ত-
মণি, ঝরয়ে যে জল-লব যথা, হায় !
যক্ষ-বামা সবে তথা—আলিঙ্গিতা প্রিয়-
তম হস্ত ধরি উঠি, করে রতি-শ্রম
দূর চন্দ্রিমা-কিরণে, স্ফটিক বিশদ।
মন্মথ অলকাপুরে, পারে না কি দুঃখ,
পোড়া ধরিতে বিশেষে তার হায় ! ফুল-
শরাসন, ষট্‌পদ জ্যা যার, জীমূত।
কিম্বা রে বসন্ত সাক্ষাৎ না পারে যাইতে
তথা উমাপতি ভয়ে ধনেশ্বর সখা—
জিজ্ঞাস যদ্যপি তুমি, নাহি কিরে তথা
কাম চেষ্টা, শুন বলি চটুল রমণী
ভ্রূভঙ্গ, আর বিলাস বিভ্রম, হায় রে !
পশিয়ে অব্যর্থ যথা তীক্ষ্ন স্মর-শর
কামীর নয়নে, সিদ্ধ হয় কাম-কর্ম
উত্তরে কুবের গৃহ, মম গৃহ, মেঘ !
যদি বল বহু গৃহ আছে তথা, তুমি
কেমনে জানিবে কোন বা মম ভবন,
তবে বলি শুন, বহিঃদ্বার যার তুমি
দেখিবে সুন্দর, ইন্দ্রধনুসম, সেই
মম গৃহ। দেখিবে হে তুমি তথা এক
রম্য সরোবর, কিবা মণিময় শিলা-
বন্ধ সোপান-আচ্ছন্ন কনক মল-
মুকুলে, বৈদূর্য্য-নাল, তন্নীর নিবাসী
যতেক মরাল, সবে দেখিয়ে সম্মুখে
তব শ্যামল বরণ, ভুলিবে মানস*
বিরহ। দেখিবে পুন তুমি সর-তীরে
এক চারু ক্রীড়া শৈল, খচিত শিখর
মনোহর নীলমণি ! বেষ্টিত অপিতু
কনক কদলী তরু কিবা চতুর্দিকে।
হেরিয়ে তোমার এই সচপলা বপু,
পড়িতেছে মনে মোর সে ক্রীড়া পর্ব্বত।
প্রিয়তম সম্প্রতি যে মম প্রেয়সীর।
আর চিহ্ন বলি শুন, গৃহ উপবনে

---

* মানস—মানস সরোবর।

দেখিবেহে তুমি একা রক্তাশোক, কিবা
চল কিসলয়যুক্ত, করয়ে আকাঙ্ক্ষা
যেই মম প্রিয়া-বাম-পদাঘাত, আর
কুরুবকাবৃত এক মাধবীমণ্ডপ
গৃহ পুরে মম, মেঘ! কেশর, করয়ে
দোহদ যে পুষ্প মুখ লাগি, তব সখী
বদন-মদিরা! পুন অশোক কেশর
উপরে, দেখিবে তুমি, স্বর্ণ বাস-যষ্টি,
ফলক রচিত স্বল্প প্রৌঢ়-বংশ যথা,
মূল, মণিবন্ধ হায়! নিবাসে যথায়
সুহৃদগণ তোমার, সেই নীলকণ্ঠ
ময়ূর দিবাবসানে। পুন কিবা তারা,
নৃত্য করে কান্তা হস্ত-বলয় ঝিঙ্গু বাদ্যে।
স্মরণ করিয়ে এই আর প্রক্তো চিহ্ন,
অবশ্য পাইবে তুমি গৃহ মম, মেঘ!
দেখিবে পুন, লিখিত শঙ্খ, পদ্ম, মম
দ্বারোপান্তে কিবা—হায়! বিয়োগে আমার
শোভাহীন গৃহ, যথা সরোজিনী শোভা-
হীনা মিত্রা ভাবে সখে। প্রবেশি অন্ততঃ
নগে, থাকিও করভ-রূপ ধরি তুমি,
প্রকাশিও পরে, অল্প অল্প তড়িৎ হাসি
রক্ষা হেতু কান্তে মেঘ! পতিতা ম্লানা যে
হায়! খদ্যোত যেমতি—আমার বিরহে।
জিজ্ঞাস যদ্যপি তুমি, কেমনে জানিবে,
কে আমার প্রিয়া, বলি শুন তবে তার
যেবা রূপ—দন্তপংক্তি যথা মণিপংক্তি,
ওষ্ঠাধর কিবা পক্কবিম্ব সম, শ্যামা*
মধ্যক্ষীণা, মৃগী-দৃষ্টি, সুগভীর নাভিঃ।
চারু পীন স্তন ভরে, ঈষৎ নম্রা, প্রিয়া,
অলস গমন তার দেখিবে হে তুমি
কিবা নিতম্বের ভরে, অম্বুধর! হায়!
যুবতী বিষয়ে প্রিয়া, বিধাতার আদি
সৃষ্টি। হইবে বিদিত তুমি দেখিলে হে

---

* শ্যামা লক্ষণং যথা—শীত কালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্ম কালে চ শীতলা, নারী-লক্ষণ-সম্পন্না শ্যামা সা স্বেদবর্জিতা।

তারে যে মিত-ভাষিণী, চক্রবাকী যথা
নিশিতে কাতরা, হায় ! আছেরে তেমতি
সেই সহচর বিনে, বহু দিন গতাৎ
হইয়াছে উৎকণ্ঠিতা, হায়রে ! মলিনা
কুলবতী, কমলিনী যথা হিমানীতে।
ইন্দু-কান্তি ম্লান যথা, তবানুসরণে,
দেখিবে হে তারে তুমি মলিনা সেরূপ
রাখিয়ে বদন-শশি, মরি ! করতলে
ভাবিতেছে কত মনে, বিচূর্ণ কুন্তল !
পুন কাঁদিয়ে সতত, করিয়াছে স্থূল
তার নয়ন যুগল ! বিবর্ণ হয়েছে
ওষ্ঠাধর, মনোহর। হেরিয়ে আলোক
তব, দীন দশাপন্না, প্রিয়া, আসিবেহে
সম্মুখে তোমার পুন, হেরিবে ব্যাকুলা
তারে মম শুভ হেতু, দেব আরাধনে,
অথবা লিখিয়ে মম প্রতিবিম্ব হায় !
দেখিতেছে সকাতরে, কিম্বা সুধাইছে,
সেই সুমধুর কণ্ঠী পিঞ্জর আবন্ধ
সারিকারে "বিহঙ্গিনি ! স্মরণ কর কি
কভু তুমি লো ! প্রাণেশে ? তুমি ও তো
তার প্রিয় পাখী।" অতঃপর, উৎসঙ্গে রাখিয়ে
বীণা সকাতরে যেই, রচিত মধুর
পদ, মম নামাঙ্কিত, গাইতে মানস
যবে করিতেছে বালা, মূর্চ্ছা প্রায় হায় !
বিস্মরণ হইতেছে পুন পুন তবে,
স্বয়ং কৃতা পদাবলি যদিচ তাহার !
পড়িতেছে নেত্র জল, হায় ! বীণা-গুণে
মুছিতেছে বীণা গুণ অমনি সে, কষ্ট
সৃষ্টে মলিন অঞ্চলে। পড়য়ে যতেক
ফুল গৃহ দ্বারে মম, কুড়াইয়া তায়
হায় ! সে কাতরা, প্রিয়া, করয়ে গণনা
মম আগমনাবধি. আররে মিলন
অবশিষ্ট দিন যেব ! ফেলিয়ে অঙ্গনে,
রাখিতেছে সেই ফুল পুন নিজ হৃদে,
পাইয়ে সংযোগ মম। জিজ্ঞাস যদ্যপি
হইল কি রূপে যোগ মমতার সনে,

কোথা সেই কোথা আমি ? বলি তবে শুন,
যুবতী রমণী যত, বিরহবিধুরা,
বাহুল্য দেখিবে দশা যে সবার এই ।
অথার্দ্ধ নিশিতে তুমি, দেখিবে হে তারে
বাতায়ন ধারে, হায় ! বিনোদ বিহীনা,
কুলবতী, ভাবিতেছে কেমনে পাইবে
যথা সংবাদ আমার—অন্ততঃ থাকিয়ে
গবাক্ষ দ্বারে, জলদ ! তুষিও সাধ্বীরে
তুমি সংবাদে আমার, তথোক্ত সময়ে ।
যদি বল, কি লাগিয়ে না দেখিবে তারে
দিনে, শুন তার হেতু, কুলের কামিনী
যত ব্যস্ত গৃহ কর্ম্মে, সুতরাং বিচ্ছেদ
যাতনা না করে বোধ, ততোধিক দিনে,
রজনীতে যত । অথ হেরিবে প্রিয়ারে
পতিতা মন ব্যথায়, বিরহ শয়ন
ধারে রে, হিমাংশুকলা-মাত্র যথা হের
পূর্ব্বদিকে জলধর । করিত যাপন
সেই মম সহবাসে, বিস্তৃত ত্রিযামা
হায় ! ক্ষণ সম, ইচ্ছা-সুরত ব্যাপারে,
করয়ে যাপন সেই শর্ব্বরী স্বল্পরে,
এবে শত যুগ সম, অনর্গল অশ্রু-
পাতে, পুন বলি শুন, কেশপাশ তার,
রুক্ষ, পড়ি গণ্ডযুগে, দিতেছে রে কত
ক্লেশ অধর-পল্লবে, পুন সে, আকাঙ্ক্ষা
করয়ে, মম সঙ্গম আশয়ে, যে নিদ্রা,
কিন্তু সদা অশ্রু-পাতে, মুদিত নয়ন
তার নিদ্রা নাহি এবে, পুন যে, শাপান্তে
বাঁধিবে বেণী বলিয়া আমার আছেরে
এক বেণী বিগলিত, চিকণ রহিত,
অপমানি বারম্বার তায়,—যবে আসি
পড়ে সে গণ্ড যুগলে—নিক্ষেপ করয়ে
করে দূরে, যে করয়ে, লাক্ষারাগহীন
এবে ! স্ফীত গণ্ডস্থল রোদন জনিত ।
পুন, আঁখি-পক্ষ্ম তার, আর্দ্র নিরন্তর
হায় রে ! খেদ-সলিলে, সেই হেতু, প্রিয়া
না পারে চাইতে, মরি ! পূর্ব্ব প্রীতিমত

নির্ম্মল কৌমুদী প্রতি, অমৃত শিশির,
পশিছে যে মম গৃহে, শয়না সে যথা—
না প্রবুদ্ধা না সুপ্তা, যেন স্থল কম-
লিনী ঘনাচ্ছন্ন দিনে, নিক্ষেপি ভূষণ
শয্যোৎসঙ্গে, মন দুঃখে। হেরিলে জলদ!
তার দশা তুমি চখে অবশ্য কাঁদিবে।
দয়ার্দ্র চিত্ত জনরে, স্বভাবত পর
দুঃখে দুঃখী, জলধর! দয়াল তুমি হে।
জিজ্ঞাস যদ্যপি তুমি, কেমনে জানিনু
হেন দশাপন্না সেই, বলি শুন তবে,
অর্পণ করেছে তার, মন আমায় সে
তাই করিনু রে হেন অনুমান আমি।
না করি নীরদ! আমি বাচালতা, জেন,
হায়! তার শোকে। অথ, উপনীত হলে
তুমি প্রিয়া-সন্নিধানে, স্পন্দিত হইবে
তার মৃগাক্ষ উপরি-ভাগ, নীল পদ্ম
যথা মীন ক্ষোভাকুল। দেখিবে হে তার
নয়ন অঞ্জন শূন্য। কুন্তল প্রসরাৎ
রুদ্ধাপাঙ্গ, অম্বুধর! মদিরা অপানে
বিস্মৃতা হয়েছে প্রিয়া সে ভ্রূ-বিলাস রে!
কনক কদলী-স্তম্ভ যথা, তার গৌর
বাম-উরু, হায়! মেঘ! স্পন্দিত হইবে
যাহা হেরিয়ে তোমায়, হায় রে! যে উরু
বিমর্দ্দন করিতাম সম্ভোগান্তে আমি,
নাহি মম নখ-চিহ্ন আর তায় মেঘ!
দৈবাধীন এ বিয়োগে, ফেলিয়াছে প্রিয়া,
চিরপরিচিত, মুক্তা জাল উরু হতে।
হের যদি তারে তুমি নিদ্রিতা, নীরদ!
করোনা করোনা তার নিদ্রাভঙ্গ সখে!
নিঃশব্দে থাকিও তুমি, যাম মাত্র তথা,
—লভিয়া যদ্যপি থাকে, প্রেয়সী আমার
আলিঙ্গন স্বপ্নে হায়!—কণ্ঠচ্যুত তবে
মম, হবে ভুজ পাশ তার, জলধর!
বিষম হইবে দুঃখ, মরি! প্রেয়সীর।
অতএব সহ জলকণা বায়ু তুমি,
উত্থান করিয়ে তারে, জাগরিতা হলে,

আনিও গবাক্ষ দ্বারে, মধুর বচনে
পরে বলো মানিনীরে, হেরিয়ে তোমায়
যেমতি মালতী নব—পাবে সে আশ্বাস।
চঞ্চল নয়ন তার হইবে হে পুন,
হেরিয়ে তোমার মেঘ! চপলা চঞ্চলা।
সম্বোধন করো তারে অবিধবে বলি,
পরে বলো যথা রূপে "ভর্তৃ মিত্র তব,
নাম মম অম্বুধর, আনিয়াছি আমি
সংবাদ তার হৃদয়-নিহিত—যে মেঘ
প্রদানে পথিক জনে, বালে! ছায়া—যেই
মেঘ-স্নিগ্ধ-মন্দ্র হায়! উৎসুকা রমণী
বিরহিণী—যেই মেঘ প্রেরণ করয়ে
মরি! প্রবাসীরে গৃহে—যে মেঘ হেরিয়ে
বিরহিণী বাঁধে বেণী হায়! প্রিয়তম
আগমনা শ্বাসে গৃহে—সেই মেঘ আমি।"
বলিলে এসব কথা, উন্মুখে প্রেয়সী
সম্বোধিয়ে যথা বিধি তোমায় নীরদ!
শুনিবে সংবাদ হায়! মৈথিলী যেমতি
—শুনিয়াছিলেন বনে* রাঘব সংবাদ
পবন তনয় মুখে, রাক্ষসের পুরে—
তথা উচ্ছ্বসিত মনে—সংবাদ ঈদৃশ
মিত্রানীত হলে, লয় বিরহিণী তায়
প্রিয়-সংগম স্বরূপ। বলো তারে তুমি,
আয়ুষ্মন! অব্যাপন্ন আছি আমি রাম-
গিরি চক্রে, জিজ্ঞাসিনু কুশল সংবাদ
তার. বলিয়া এরূপ, হে শোভন কান্ত!
করো তার উপকার নিশ্বর দেহ
আশ্বাস ঈদৃশ মূল প্রাণীর, নীরদ!
জীবিত মাত্র হেথায় আছি, ক্ষীণ অংগ
মম, বহিতেছে হের অশ্রুধারা অবি-
রত, উৎকণ্ঠিত প্রাণ, হায় রে! সদত
মরি! কাঁদি তার লাগি! নিঃশ্বাস উপরে
নিঃশ্বাস বহেরে ঘন, বিধি বৈরী হেতু
রুদ্ধ পথ, অভিশপ্ত আছি বন-বাসে।

---

* অশোক বনে।

কল্পনা করিয়ে মনে, প্রবেশ করিছে
তার চারু কলেবরে। অন্তত রচিয়ে
যে পদ, তার শ্রবণ-ললিত, হায় রে!
চুম্বন করিতে আমি গিয়াছিনু যবে
সুধানন তার, সখী সম্মুখে, গাই রে
সেই পদ হেথা আমি, ইচ্ছা যদি করে
সীমন্তিনী শুনিতে সে উৎকণ্ঠ পদ রে,
বলো তারে, জলধর! কেমনে শুনাব,
তার শ্রবণ নয়ন পথাতীত আছি
আমি দূরে যে, নীরদ। সাদৃশ একস্থ
তার না হেরি কুত্রাপি, শুন অম্বুধর!
শ্যামা লতায় ভঙ্গ রে, চকিত হরিণী
চখে দৃষ্টি—চন্দ্রে গণ্ড শোভা আর শিখি-
পুচ্ছে কেশ, তরঙ্গিণী, ক্ষীণা, তরঙ্গে ভ্রু-
ভঙ্গি রেখেছে সুন্দরী। বলো তারে, মেঘ!
ধারা সিক্ত স্থল গন্ধ যথা, মুখগন্ধ
তার হায় রে! বঞ্চিৎ সে গন্ধে আমি এবে
আছি দূরে, হইয়াছি কৃশ তনু পুন
তার বিরহে, তথাপি কন্দর্প ঈদৃশ
অবস্থায় দহে মোরে, পঞ্চ তীক্ষ্ণ বাণে।
ঘর্মান্তে কিরূপে যবে ব্যস্ত সূর্য্যকর
আর ঘনাচ্ছন্ন দিক্, যাপন করিব
দিন, নীরদ! তা বল। লিখিয়ে প্রকৃতি
তার শৈল শিলা-তলে, ধাতুরাগে, হায়!
অর্পণ করিতে যবে যাই নিজ বপু
তার পদতলে, তবে ভাসে রে অমনি
দুই আঁখি অশ্রু-জলে, না পাই দেখিতে
আর লেখা, ভাবি মনে, বুঝি বা কৃতান্ত
ক্রূর মতি, নাহি পারে হেরিতে আমার
সুখ লেশ প্রিয়াসনে। স্বপনে হেরিয়ে
তারে রে, যবে প্রসারি করযুগ আমি
ঊর্দ্ধে, তার আলিঙ্গন আশয়ে, দয়ার্দ্র
চিত্ত বনদেবগণ, দেখিয়ে সে দশা
আমার ফেলয়ে অশ্রু, স্থূল মুক্তা ফল
যথা, কিসলয়োপরে হায়! তবে বনে।
গুণবতী প্রিয়া মম, বলো তারে তুমি,

স্পর্শিয়ে যে বায়ু তারে, তুষার আবৃত,
ভেদিয়া পল্লব দেব-দারু, ক্ষীর গন্ধ
যুক্ত, প্রবৃত্ত দক্ষিণে, আলিঙ্গন করি
আমি তায়, জলধর! কথঞ্চিৎ যদ্যাপি
তৎ হেতু লভিতে পারি প্রিয়া স্পর্শ-সুখ।
বলো তুমি আর, সেই লোল নয়নারে,
বিরহে অসহ্য তার হইয়াছে ব্যথা
আমার, আর পারি না সহিতে, বারিদ!
দুর্লভে প্রার্থনা চিত করয়ে সম্প্রতি
আমার, যথা ত্রিযামা-দীর্ঘযমা যেন
হয় স্বল্প, আর দিন সর্বকাল মন্দা-
তপযুক্ত। কল্যাণীরে বলো পুন তুমি,
ভাবিয়ে বিস্তর আমি করিয়াছি শান্ত
মন, সেও যেন মম সম, করে তার
মন শান্ত, যদি বল, কিরূপে সে ভুলে
দুঃখ!—সুখ দুঃখ, শুন, কেবা সহে অতি
হায়! চক্রনেমী সম সুখ দুঃখ গতি,
কভু উচ্চে কভু নীচে ক্রমে এ সংসারে।
বলো তারে আর, মেঘ! উত্থান করিলে
এবে প্রভু চক্রপাণি, হইবে শাপান্ত
মম, অতএব যেন প্রিয়া নীমিলিয়ে
আঁখি, বিগমেরে এই মাস চতুষ্টয়,
শাপান্তে পুরাব উভে, উভয়ের মনো-
রথ, হায়! শরৎচন্দ্র-কিরণে। অন্ততঃ
ঘুমাইয়া ছিলা প্রিয়া নিশিতে একদা,
কণ্ঠ-লগ্ন মম, মেঘ! কি লাগি সহসা
যেই কাঁদিতে লাগিলা, জাগায়ে সত্বরে,
জিজ্ঞাসিলে হেতু তার বারম্বার আমি,
কহিলা সে স্মিতমুখে "স্বপনে হেরিনু
তুমি যেন, প্রাণনাথ! রমণ করহে
পর-রমণীর সনে।" প্রদান করিলে
তারে অভিজ্ঞান এতৎ, বিশ্বাস করিবে
তোমায় সেই অসিত-নয়নে, আপন
কৌলীন্যপ্রযুক্ত, পুন, জানিবে অপিতু
আমি কুশলেতে আছি—অভোগ্য হইলে
স্নেহ বস্তু, জলধর! বিরহ বিপদে,

কহিবার নহে দুঃখ ! হইলে সে ভোগ্য
পূন, উথলে দ্বিগুণ প্রেম-রাশি মরি !
প্রত্যুত্তর বিনে তব, ভাবিতেছি তবু
সম্মত নীরদ ! তুমি সম্পাদনে বন্ধু-
কার্য্য, যেহেতু যাচয়ে অম্বু যবে অম্বু-
ধর ! তৃষিত চাতক, নিরন্তর তারে
দাও তুমি বারি ! সাধু তুমি, ধীর, সাধু-
ধর্ম্ম যথা, মিত্র বাঞ্ছা পূর্ণকৃত জানি
উত্তর স্বরূপ। অথ বিধুর অত্যন্ত
আমি হে ! তবে সাধিয়ে এতৎ কার্য্য প্রিয়
সমুচিত, সৌহার্দ্দাৎ বা মম প্রতি হয়ে
অনুক্রোশ বুদ্ধি সখে ! বিচর জলদ !
তুমি মনমত দেশে, ধরিয়ে প্রাবৃষ
নবশ্রী ! বিচ্ছেদ কভু না যেন হয় রে
ক্ষণ, আমার সদৃশ, প্রিয়তমা তব
সৌদামিনী সনে, এই প্রার্থনা আমার।

সমাপ্তমিতি।

সাং চুঁচুড়া সন ১২৭৮ সাল।
২রা ফাল্গুন।

কাব্যসিন্ধু তত্ত্বসার।

অর্থাৎ

বেদসার শিবস্তোত্র, সপ্তশতীসার, মণিকর্ণিকাষ্টক

ব্রহ্ম ভরদ্বাজ সংবাদ, লক্ষ্মীস্তোত্র, শ্রীসূক্ত

লক্ষ্মীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়

সংবাদ, মুকুন্দমালা, ব্রজবিহার,

পদ্যসংগ্রহ, মহাপদ্য, এবং

মেঘদূত একত্রে

সংগ্রহীত।

" গুণানামন্তরং প্রায় স্তজ্জো জানাতি নেতর।

মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনম্ ॥ "

(দৃষ্টান্ত শতক)

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সংগ্রহীত ও

পদ্যানুবাদিত।

প্রকাশক।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং ভবন।

সন ১২৮৩ সাল। তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠ।

ইংরাজী ১৮৭৬ সাল ২১ মে।

মূল্য ১ একটাকা

মেঘদূত কাব্য।

কুবেরানুচর কোন যক্ষের নন্দন।
আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন॥
বনিতা বিরহ শাপ তাহাতে লভিল।
আর সে সময়ে তার মাহাত্ম্য হরিল॥
জানকীর স্নান দ্বারা পবিত্র সে জল।
আর নানা বৃক্ষাদির ছায়া সুশীতল॥
এমত আশ্রম যাহা অতি শোভমান।
রামগিরি পর্ব্বত বলিয়া অভিধান॥
এক বর্ষকাল নিজ শাপের কারণ।
অবস্থিতি করে, তথা যক্ষের নন্দন॥ ১॥
রমণীর বিরহেতে শীর্ণ দেহ হয়।
প্রকোষ্ঠ হইতে খসি পড়য়ে বলয়॥
ইন্দ্রিয় নিরত যক্ষ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে।
কিছুকাল বাস করি রহে কোনমতে॥
আষাঢ়ের আদ্য দিন হইলে উদয়।
বরষার উপক্রম সে সময়ে হয়॥
পর্ব্বতের উচ্চ ভাগে দেখে ধারাধর।
ক্রীড়া জন্য নম্রীভূত যেন করিবর॥ ২॥
যে বর্ষাতে নিরীক্ষিলে নবজলধরে।
স্বদারভোগীর জন্মে বিকার অন্তরে॥
বনিতা বিরহে যার ব্যাকুল হৃদয়।
সে ব্যক্তি ব্যথিত হবে আশ্চর্য্য এ নয়॥
বরিষার আগমনে বনিতা বিহনে।
কুবেরের অনুচর সকাতর মনে॥
কেতকীপ্রফুল্লকর নীরদে দেখিয়া।
সজল লোচনে মগ্ন চিন্তায় হইয়া॥
বনিতারে মনে মনে করিয়া স্মরণ।
কিছু কাল সেই স্থানে করেন যাপন॥ ৩॥
যখন শ্রাবণ মাস করে আগমন।
তখন সে যক্ষ মনে ভাবিল এমন॥
আমার কুশলবার্ত্তা যদি এইক্ষণে।
পাঠাইতে পারি মম প্রিয়ার সদনে॥

তা হলেও পারিবে সে ধরিতে জীবন।
এমত ভাবিয়া সেই যক্ষ সেইক্ষণ॥
জলধরে বার্ত্তাবহ করণ আশয়ে।
নবীন কুটজ পুষ্প অর্ঘ্য করে লয়ে॥
প্রীত মনে প্রদান করিয়া নবঘনে।
প্রশ্ন করিলেন যথা বিনীত বচনে॥ ৪॥
ধূম, জ্যোতি, জল, বায়ু এই চতুষ্টয়।
অচেতন পদার্থের যোগে মেঘ হয়॥
সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠশীল হইবে যেজন।
সেই শক্ত হয় বার্ত্তা করিতে বহন॥
মেঘহোতে দৌত্য-কার্য্য সাধন না হয়।
বিমুখের পরবশে যক্ষ সে সময়॥
কিছুমাত্র বিবেচনা না করি তাহার।
স্তব করি প্রার্থনা জানায় আপনার॥
ইন্দ্রিয়ের বশে হয় পীড়িত যেজন।
বিচার থাকেনা প্রায় চেতনাচেতন॥
যক্ষ সংপীড়িত ছিল বিরহে কান্তার।
না হয় আশ্চর্য্য তার পূর্ব্বোক্ত ব্যাভার॥ ৫॥
আদর করিয়া যক্ষ মেঘেরে তখন।
সম্বোধন করি, কহে ওহে নবঘন!॥
পুষ্কর ও আবর্ত্তক আদি মেঘচয়।
প্রধান প্রধান বলি গণনীয় হয়॥
তাঁহাদের বংশে তব হোয়েচে উদয়।
প্রধান অমাত্য তুমি ইন্দ্রের নিশ্চয়॥
এসকল আছি আমি বিদিত বিশেষ।
আর এক আছে মম মহৎ উদ্দেশ॥
প্রার্থনা করিলে কিছু মহৎ সদনে।
বিফল হোলেও তাহা ভাল ভাবি মনে॥
অধম সদনে গেলে পুরিবে বাসনা।
এ প্রকাব যদ্যপিও থাকে সম্ভাবনা॥
তথাপিও সে প্রার্থনা ভাল নাহি হয়।
এমত অন্তরে আমি ভাবিয়া নিশ্চয়॥
আপনার নিকটেতে যাচক হইয়া।
উপস্থিত হইয়াছি অনেক ভাবিয়া॥ ৬॥
ওহে মেঘ! আমার ঈশ্বর যক্ষপতি।
তাঁর শাপে আমার এ হোয়েছে দুর্গতি॥

কোথায় আমার কান্তা আমি বা কোথায়।
বিশেষ সন্তাপ মম হইয়াছে তায় ॥
হে পয়োদ! জানি তব মহিমা প্রচুর।
সন্তপ্তগণের তুমি তাপ কর দূর ॥
একারণ সবিনয়ে করি নিবেদন।
কৃপা প্রকাশিয়া, মম প্রিয়ার কারণ ॥
আমার সংবাদ দিয়ে এস একবার।
তাহাহোলে রক্ষা হবে জীবন তাহার ॥
যাহ সেই কুবেরের অলকাপুরীতে।
কোন ক্লেশ হইবেনা সে স্থান চিনিতে ॥
বহিঃস্থ উদ্যানে ভব আছেন যথায়।
তাঁর ভালস্থিত চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায় ॥
ধবলিত হোয়ে আছে হর্ম্য সমুদায়।
দেখিলেই জানিবে, কি বলিব তোমায় ॥ ৭ ॥
হে মেঘ! উঠলে তুমি বায়ুপথোপরি।
পথিকবনিতা সব উর্ধ্বদৃষ্টি করি ॥
অনিমিখে তোমাকে করিবে দরশন।
তাহার কারণ, তব হেরি আগমন ॥
তাহাদের আশ্বাস হইবে এই মনে।
গৃহে আসিবেন পতি জলদাগমনে ॥
ওহে ভ্রাত! বিদেশ হইতে জনগণ।
আসিবে না বরষায় ভেব না এমন ॥
বৃষ্টির কারণে তুমি হইয়া সজ্জিত।
গগণমার্গেতে যদি হও উপস্থিত ॥
মম সম পরাধীন যদি নাহি হয়।
বনিতার বিরহ যাতনা কেবা সয় ॥ ৮ ॥
ওহে মেঘ! অনুকূল হইয়া পবন।
তোমাকে গমন জন্য করিছে প্রেরণ ॥
আর তব বামভাগে চাতক থাকিয়া।
করিবে মধুর রব বিভোর হইয়া ॥
অতএব বিলম্ব করিছ কেন আর।
অবিলম্বে যাত্রা তুমি কর এই বার ॥
একাকীও তুমি নাহি গমন করিবে।
আকাশ পথেতে তুমি যখন উঠিবে ॥
তোমার সম্পর্কে গর্ভনিষেক কারণ।
উৎসুক হইয়া যাবদীয় বকগণ ॥

শ্রেণীবন্ধ হোয়ে সেবা করিবে তোমার।
কোনমতে বিলম্ব করিও নাহি আর ॥ ৯ ॥
ওহে ভ্রাত মেঘ! তুমি করহ গমন।
কোনরূপে বাধা তব হবেনা দর্শন ॥
সেই সতী যুবতী ও বিরহে ব্যথিতা।
মম পরিণীতা তব ভ্রাতার বনিতা ॥
মম আগমনাবধি সেই চন্দ্রাননা।
কেবল করিছে সদা দিবস গণনা ॥
তাহাকে তথায় তুমি করিয়া গমন।
অবশ্য জীবনযুতা করিবে দর্শন ॥
কুসুমের সমতুল্য নারীর হৃদয়।
সদ্যই হইতে পারে বিনষ্ট উদয় ॥
সে সংশয় হইছেনা আমার অন্তরে।
আশ্বাস সর্ব্বদা এ বিষয়ে রুদ্ধ করে ॥ ১০ ॥
ওহে বন্ধো! তুমি তথা যাবে যে সময়।
অনেকে তোমার সঙ্গী হবে সে সময় ॥
মধুর গর্জ্জন তব করিয়া শ্রবণ।
আকাশমার্গেতে যত রাজহংসগণ ॥
তোমার নিকটে আসি সঙ্গী তব হবে।
কৈলাস পর্ব্বতাবধি সঙ্গে সঙ্গে রবে ॥
ঐ সময়েতে জানি মরাল নিচয়।
মানসবাপীতে যেতে সমুৎসুক হয় ॥
তোমার গর্জ্জন তারা করিলে শ্রবণ।
পাথেয় কদলী খণ্ড লইয়া তখন ॥
তব সমভিব্যাহারী হইবে নিশ্চয়।
কিজন্যে বিলম্ব আর কর মহাশয় ॥ ১১ ॥
ওহে ভাই! আরো আমি বলি এ সময়।
গমন সময়ে যদি দিগ্‌ভ্রম হয় ॥
পুরোবর্ত্তি পর্ব্বত যে অতি উচ্চতর।
শ্রীরামচন্দ্রের পদ চিহ্ন বক্ষোপর ॥
ধারণ করিয়া শোভা কোরেছে ধারণ।
সমাদরে তাহারে করিয়া আলিঙ্গন ॥
প্রয়োজন যাহা তাহা জিজ্ঞাসা করিবে।
তিনি তব প্রিয়সখা নিশ্চয় জানিবে ॥
সময়ে সময়ে তব তাঁহার সহিত।
মিলন হইলে স্নেহ করে যথোচিত ॥ ১২ ॥

তোমার গমন যোগ্য পথ এইক্ষণ।
বলিতেছি, ওহে মেঘ ! কর তা শ্রবণ ॥
তৎপর যে সমাচার যাইবে লইয়ে।
তাহাও তোমাকে বোলে দিব বিশেষিয়ে ॥
যাইতে যাইতে পথে তোমার যখন।
শ্রান্তিবোধ হইবেক ভাবিবে এমন ॥
পর্ব্বতেতে পদার্পণ তখন করিবে।
তাহা হোলে আর তব শ্রান্তি না রহিবে ॥
যখন হইবে ক্ষীণ বর্ষণ দ্বারায়।
স্রোত-নীর যাহা বহে অতি লঘুতায় ॥
তাহা উপযোগ তুমি করিবে যখন।
সচ্ছন্দতা লভ্য হবে তাহাতে তখন ॥ ১৩ ॥
হে মেঘ বৃক্ষাদিযুক্ত দেশ পরিহরি।
সত্বরে উত্তর মুখে যাহ কৃপা করি ॥
যৎকালীন তোমার হে শুভ গতি হবে।
স্থূল দিক্‌ মাতঙ্গের গর্ব্ব নাহি রবে ॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গ কি হরিয়ে সমীরণ।
শূন্যপথে যাইতেছে ভাবিয়া এমন ॥
ঊর্দ্ধমুখী হয়ে সবে অস্পষ্ট রূপেতে।
তোমাকে দেখিবে তারা সেই সময়েতে ॥ ১৪ ॥
ওহে মেঘ ! ঐ দেখ বল্মীকাগ্রে আর।
রত্নসমূহের প্রভা সম চমৎকার ॥
ইন্দ্রধনু সমুৎপন্ন হোতেছে কেমন।
তাহে তব শ্যামবর্ণ হইবে শোভন ॥
যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম কলেবর।
বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছে হয় শোভাকর ॥
সেইরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা আপনার।
শ্যামাঙ্গের শোভা হবে অতি চমৎকার ॥ ১৫ ॥
ওহে মেঘ ! তথা হোতে গমন করিয়া।
মান নামে জনপদ ক্ষেত্রেতে উঠিয়া ॥
উত্তর বিভাগ দিয়া পশ্চিম প্রদেশে।
গমন করিবে তুমি মম উপদেশে ॥
তোমার উদয় মাত্রে কৃষক সকল।
ক্ষেত্র ভূমি কর্ষণ করিবে লয়ে হল ॥
তাহা হোলে তাহা অতি সুরভি হইবে।
বিশেষ তোমার তাহে প্রীতি জন্মাইবে ॥

আর তুমি সেই স্থানে করিলে গমন।
তথাকার সুশোভনা পুরাঙ্গনাগণ ॥
কৃষিফল তোমার আয়ত্ত বিচারিয়ে।
স্নিগ্ধনেত্রে তব দিকে রহিবে চাহিয়ে ॥ ১৬ ॥
ওহে মেঘ ! ঐ স্থানে ত্যজিয়া তৎপর।
যাইবে যথায় আম্রকূট গিরিবর ॥
তব জলধারা তথা হইলে বর্ষণ।
দাহাদি উৎপাত তাহে হবে নিবারণ ॥
সংরক্ষিত হইবেক বন সমুদায়।
সন্তোষ লভিয়া ঐ পর্ব্বত তাহায় ॥
আপন মস্তক দ্বারা তোমাকে রক্ষিবে।
সন্দেহ তাহাতে নাহি নিশ্চয় জানিবে ॥
ক্ষুদ্র মিত্র যদ্যপি আশ্রয় দান চায়।
কেহই বিমুখ কভু নাহি হয় তায় ॥
অত্যন্ত মহৎ আম্রকূট গিরিবর।
তোমাকে আশ্রয় দিতে হবেনা কাতর ॥
সে যে পরাঙ্মুখ হবে ভাবিনে এমন।
ওহে ভাই ! অবিলম্বে করহ গমন ॥ ১৭ ॥
পুনর্ব্বার জলধরে করিয়া বিনয়।
সম্বোধন করি, কহে শুন মহাশয় ॥
আম্রকূট পর্ব্বতের প্রান্তস্থ কানন।
আম্রবৃক্ষ সমাকীর্ণ অত্যন্ত শোভন ॥
সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে যখন উঠিবে।
স্নিগ্ধবেণী সম বর্ণ তোমার হইবে ॥
পৃথিবীর স্তনরূপ সেই গিরিবর।
মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ অতি শোভা কর ॥
অমর দম্পতিগণ থাকেন তথায়।
লভিবে দর্শন, নাহি সন্দেহ তাহায় ॥ ১৮ ॥
ওহে জলধর ! তার পশ্চাতে যখন।
চিত্রকূট সন্নিধানে করিবে গমন ॥
দূরপথ গমন করিয়া সে সময়।
যদ্যপি তাহাতে হও ক্লান্ত অতিশয় ॥
তৎকালীন সেই চিত্রকূট গিরিবর।
রাখিবেন তোমারে হে উচ্চ শৃঙ্গোপর ॥
কিছুমাত্র ক্লেশ তাঁর হবেনা তাহায়।
বরঞ্চ হবেন তুষ্ট দেখিয়া তোমায় ॥

তাঁর ব্যবহারে তুমি হোয়ে হরষিত।
প্রত্যুপকারের জন্য হবে সচেষ্টিত ॥
অবশ্য বর্ষণ-কৃপা করি বিতরণ।
পর্ব্বতের নিদাঘাগ্নি কোরো নিবারণ ॥
মহতের উপকার করিলে সাধন।
সদ্ভাবেতে আর্দ্র হোয়ে মহৎ তখন ॥
ফলপ্রদ হোয়ে ফল করেন প্রদান।
অধিক কি কব আর তব বিদ্যমান ॥ ১৯ ॥
আর সেই পর্ব্বতের যে সব কুঞ্জেতে।
কিরাত রমণীগণ আনন্দ মনেতে ॥
আপন আপন প্রিয় বঁধুর সহিত।
ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হোয়ে থাকেন নিশ্চিত ॥
তথায় মুহূর্ত্ত কাল করি অবস্থান।
তৎপর সত্বর পথে করিবে পয়ান ॥
যাইতে যাইতে তব জল সমুদায়।
নিঃশেষ হইবে তুমি অনাসে তাহায় ॥
হইবে বিশেষ ক্ষম সত্বর গমনে।
উপস্থিত হবে বিন্ধ্য গিরির সদনে ॥
উপল রাশিতে তাহা বিষম ভীষণ।
জনাগম্য, তার শৃঙ্গে করি আরোহণ ॥
তথা হোতে রেবানদী করিবে দর্শন।
রেবার যে নীর তাহা অত্যন্ত শোভন ॥
ঐ জল মদমত্ত মাতঙ্গের গায়।
বিরচিত বিভূতির মম শোভা পায় ॥
রেবার সলিল তুমি করিলে দর্শন।
অবশ্য আশ্চর্য্য তব জন্মিবে তখন ॥ ২০ ॥
ওহে ভ্রাত ! আর ঐ রেবার জীবন।
বন্য মাতঙ্গের মদজলে অনুক্ষণ ॥
সুবাসিত হয়ে আছে জানিবে নিশ্চয়।
তুমি যদি জলশূন্য হও সে সময় ॥
রেবার সুগন্ধ জলে স্রোত বহিয়াছে।
জম্বুকুঞ্জাবধি প্রতিহত হোয়ে আছে ॥
সেই জল সংগ্রহ করিয়া সেইক্ষণ।
অনায়াসে তথা হোতে করিবে গমন ॥
ওহে ঘন ! তব অভ্যন্তরে আছে সার।
এজন্য পবন তব সহ আপনার ॥

তুলনা করিতে নাহি হবে ক্ষমবান।
ফলতঃ জানিবে তুমি এমত প্রমাণ॥
রিক্ত হইলেই হয় লঘুতা নিশ্চয়।
পরিপূর্ণতায় হয় গৌরব উদয়॥ ২১॥
ওহে মেঘ! আর আমি করি নিবেদন।
কণামাত্র যদি তথা কর বরিষণ॥
কুসুম নিচয় তাহে হবে বিকসিত।
কদম্ব বৃক্ষের হবে শোভা যথোচিত॥
ভ্রমর নিকর তাহা করিয়া দর্শন।
মধু পানোৎসবে মুগ্ধ হইয়া তখন॥
পথ প্রদর্শক তারা নিশ্চয় হইবে।
তোমার গমন জন্য পথ দেখাইবে॥
ওহে মেঘ! আর সেই জলের সময়।
নব মুকুলিত হবে কন্দলী নিচয়॥
ভক্ষণ মানসে যাবদীয় মৃগগণ।
আনন্দিত হোয়ে তথা করিবে গমন॥
সেই সব মৃগগণ নিশ্চয় জানিবে।
তোমার গমনপথ জ্ঞাপক হইবে॥
দবদাহ দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকায় আর।
তোমার প্রদত্ত জল হইলে সঞ্চার॥
সুরভি সৌগন্ধ যুক্ত হইবে তখন।
আনন্দিত হোয়ে যত গজযূথগণ॥
তাহারাও তব বর্ত্ম-বোধক হইবে।
আর যে সময়ে তুমি বর্ষণ করিবে॥
তব জল ভক্ষি যত চাতক নিচয়।
তব জলপাতে হোয়ে পুলক হৃদয়॥
তব জলকণা পান করিয়া তখন।
দেখাইবে পথ, তব গমন কারণ॥ ২২॥
ওহে মেঘ! তোমার গর্জ্জনকালে আর।
স্মর শরে পীড়িতা কম্পিতা অবলার॥
বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হোয়ে সিদ্ধগণ।
করিবেন সবে তবে মান সম্বর্দ্ধন॥
চাতর নিকর তব কণামাত্র জল।
লভ্য করি প্রকাশয়ে উৎসব কেবল॥
ঐ সব চাতকের উৎসব তখন।
পূর্ব্ব উক্ত সিদ্ধগণ করেন দর্শন॥

ওহে ঘন ! আর তব গর্জ্জন সময় ।
যাবদীয় বক সব শ্রেণীবন্ধ হয় ॥
আপন আপন প্রেয়সীকে সিদ্ধগণ ।
গণনা করিতে তাহা বলেন তখন ॥ ২৩ ॥
সখে ! মম প্রিয়া জন্য করিবে গমন ।
দেখিতেছি, সত্য তাহে আছে তব মন ॥
পর্ব্বতাদি পথ দিয়া যাইতে তোমার ।
বিলম্ব হইবে নাহি অন্যথা তাহার ॥
একারণ বলি, শুক্লবর্ণ শিখিগণে ।
অপাঙ্গ নেত্রেতে আর সজল নয়নে ॥
তোমার স্বাগত প্রশ্ন অবশ্য করিবে ।
প্রত্যুদ্গত হোয়ে তুমি সত্বরে যাইবে ॥ ২৪ ॥
হে মেঘ ! নিকটবর্ত্তী হইবে যখন ।
দশার্ণ প্রদেশ কিছু দিনের কারণ ॥
হইবে সম্পত্তিশালী তাহাতে নিশ্চয় ।
প্রফুল্ল কেতক দ্বারা বন সমুদয় ॥
অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে ।
গৃহস্থিত কাক যত নীড় নির্ম্মাইবে ॥
উচ্চ উচ্চ গ্রামস্থ পাদপ প্রায় তায় ।
ব্যাকুলিত হইবেক বলিনু তোমায় ॥
আর জম্বু ফল যত হোয়ে পরিণত ।
শ্যামবর্ণ ধরিবেক শোভা তার কত ॥
আর হংসকুল যত দেখিয়া তোমায় ।
কিছু দিবসের জন্য রহিবে তথায় ॥ ২৫ ॥
দশার্ণদেশের এক দিকেই শোভিতা ।
রাজধানী বিদিশা আছয়ে সংস্থাপিতা ॥
সেই বিদিশায় তুমি করিলে গমন ।
মহাফল অনাসে করিবে উপার্জ্জন ॥
বেত্রবতী নদীর সুস্বাদু নীর অতি ।
ভ্রূভঙ্গ সংযুক্ত, যত প্রথমা যুবতী ॥
শশাঙ্কের সম আস্য অতি সমুজ্জ্বল ।
তাহাদের মুখামৃত সম সেই জল ॥
ওহে ঘন ! তথা তুমি করিয়া গর্জ্জন ।
সেই জল পান করি হবে তৃপ্ত মন ॥ ২৬ ॥
বিশ্রাম করিবে যথা শুন বারিধর ।
বিদিশার অধীনস্থ নীচ গিরিবর ॥

সেই পর্ব্বতেতে গিয়া বিশ্রাম করিবে।
অপার আনন্দ তুমি তাহাতে লভিবে॥
পণ্যাস্ত্রীদিগের যেন বিলাস ভবন।
সুরভি সৌগন্ধ করে সর্ব্বদা বহন॥
সেইরূপ হয় ঐ নীচ গিরিবর।
সর্ব্বদা সৌগন্ধ যুক্ত জন মনোহর॥
সৌগন্ধ সংযুক্ত যত প্রস্তর ভবন।
তাহাতে ভাবিবে তুমি অন্তরে এমন॥
পণ্যাস্ত্রীদিগের প্রৌঢ় যৌবন বিস্তার।
করিতেছে, যেন বোধ হইবে তোমার॥
আর সেই গিরিবর ওহে জলধর।
তোমার সংসর্গে হবে পুলক অন্তর॥ ২৭॥
আর এক কথা বলি তোমার সদনে।
ওহে বারিধর! তব দর্শন বিহনে॥
মালাকার পত্নীগণ হইয়া দুঃখিত।
জলসেক করে বৃক্ষে, কষ্ট যথোচিত॥
কর্ণোৎপলযুক্ত মুখ অরবিন্দ প্রায়।
ঘর্ম্মাক্ত হইয়া, হয় বিবর্ণ তাহায়॥
তব ছায়া তাহাদের করিলে প্রদান।
পরিচিত হবে, আর পাবে বহুমান॥
ওহে মেঘ! আর তব সম্পর্কে নিশ্চয়।
যূথিকা প্রভৃতি যত পুষ্প বৃক্ষচয়॥
মুকুলিত হোয়ে যেন হবে পুলকিত।
তথায় বিশ্রাম তুমি করিবে কিঞ্চিৎ॥
তথাকার উদ্যানস্থ বৃক্ষ বাটিকায়।
তব নব জলসেক করিবে ত্বরায়॥
কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিবে।
তৎপর সে স্থান ত্যজি গমন করিবে॥ ২৮॥
ওহে মেঘ! উত্তরেতে যাইবে নিশ্চয়।
উজ্জয়িনী যেতে যদি বক্র পথ হয়॥
উজ্জয়িনী নগরের রাজার সদন।
দর্শন স্পর্শনে ক্ষোভ রেখনা তখন॥
যদিও সরল পথ না হয় তোমার।
তথাচ তথায় তুমি যাবে একবার॥
নগরীস্থ নারীদের নয়ন সহিত।
যদ্যপি না কর ক্রীড়া তা হোলে নিশ্চিত॥

নিতান্ত বঞ্চিত বোধ করিব তোমায় ।
তাহাদের নেত্র অসামান্য শোভা পায় ॥
অপাঙ্গ চঞ্চল সদা অতি সুশোভিত ।
বিদ্যুতের প্রভার সদৃশ সচকিত ॥
অতএব তাহাদের নয়ন দর্শন ।
করিলে অসীম সুখ লভিবে তখন ॥ ২৯ ॥
যখন যাইবে ভাই ঐ পথ ধরি ।
নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর রস অনুভব করি ॥
পথবাহী হোয়ে যাবে আনন্দ মনেতে ।
তোমাকে দর্শন করি তরঙ্গ ক্ষোভেতে ॥
নদীর বিহঙ্গ শ্রেণীরূপ কাঞ্চীগুণ ।
শব্দ করি প্রকাশ করিবে তব গুণ ॥
আর সে তোমাকে তার আবর্ত্ত স্বরূপ ।
নাভিদেশ দেখাইবে অতি অপরূপ ॥
ওহে ভাই ! প্রিয় অতি বিভ্রম প্রকাশ ।
প্রথমানুরাগ বাক্য ইহাই আভাষ ॥
তরঙ্গিণী ঐ রূপ করি ব্যবহার ।
প্রথমানুরাগ তার করিবে প্রচার ॥ ৩০ ॥
হে ভাই ! নির্ব্বিন্ধ্যা নদী হইতে তখন ।
সিন্ধু সরিতের স্থানে করিবে গমন ॥
তোমার বিরহ বশে কি দশা তাহার ।
হইয়াছে অতিশয় কৃশতা আকার ॥
যাহাতে সে দশা তার পরিত্যাগ হয় ।
অবশ্য করিবে তুমি হইয়া সদয় ॥
যে অবধি বিরহিতা কোরেছ তাহারে ।
এক বেণী রূপে বারি বহে অল্পধারে ॥
তীরস্থিত বৃক্ষ হোতে পত্রাদি পড়িয়া ।
রহিয়াছে সদা পাণ্ডু বরণ হইয়া ॥ ৩১ ॥
তৎপর অবন্তী দেশ হইয়া তখন ।
উজ্জয়িনী নগরেতে করিবে গমন ॥
সুপ্রসিদ্ধ বৎসেশ্বর খ্যাত ধরণীতে ।
তাঁর কথা শুনিবে সকল নগরীতে ॥
ওহে ভাই ! ঐ স্থান ধনাদি কারণ ।
বিশেষ সৌভাগ্য শোভা কোরেছে ধারণ ॥
তাহাতে অন্তরে হয় এমত উদয় ।
স্বর্গীয় পুরুষদের হোতে পুণ্য ক্ষয় ॥

পৃথিবীতে তারা পুনঃ করিলে গমন।
সেই সব মহাত্মার স্থিতির কারণ॥
তাহাদের অবশিষ্ট পুণ্যেই নিশ্চিত।
আমার এক খণ্ড হয়েছে আনীত॥ ৩২॥
ফলতঃ সে দেশ শোভে বিবিধ শোভায়।
শিপ্রা নামে নদী এক আছয়ে তথায়॥
প্রত্যূষে তাহার বায়ু করিয়া সেবন।
বিলাসের শ্রান্তি শান্তি করে নারীগণ॥
অপর সেখানে তুমি গমন করিলে।
সারস বিহঙ্গ কুল তোমাকে দেখিলে॥
করিবে মধুর রবে রব অনিবার।
তুমিও তাহাতে সুখী হইবে অপার॥ ৩৩॥
ওহে জলধর! তুমি আনন্দ মনেতে।
উজ্জয়িনী নগরীর সুরম্য হর্ম্ম্যেতে॥
ক্ষণকাল জন্য তথা করি অবস্থান।
চণ্ডেশ্বর ধামে পরে করিবে প্রস্থান॥
উজ্জয়িনী নগরীর হর্ম্ম্যে যতক্ষণ।
রহিবে, বাড়িবে তব দেহ ততক্ষণ॥
সুগন্ধিত ধূপদ্বারা রমণী নিকর।
করয়ে বিন্যাস কেশ গৃহের ভিতর॥
সে ধূম নির্গত হয় গবাক্ষ দ্বারায়।
অবশ্য মিলিত হবে তাহা তব গায়॥
শরীরের পুষ্টি তাহে হইবে সাধন।
অথচ সৌগন্ধে হবে তৃপ্ত তব মন॥
আর সে সময়ে তথাকার শিখিগণ।
বন্ধু-স্নেহ বশে তারা হইয়া মগন॥
নৃত্যরূপ উপহার করিয়া প্রদান।
বিশেষ রূপেতে তব রাখিবেক মান॥
ওহে ভাই! আর যে হর্ম্ম্যেতে আপনারে।
বলিতেছি ক্ষণকাল স্থিতি করিবারে॥
নহে সে সামান্য, তাহা অতি চমৎকার।
বিবিধ কুসুম দ্বারা শোভিত অপার॥
পুষ্পের সুরভি লাভ তথায় করিবে।
তাহাতে সন্তোষ তব বর্দ্ধিত হইবে॥
আর অপরাহ্নকালে তরণী নিচয়।
পদ বিহারার্থে হয় তথায় উদয়॥

তাদের চরণদ্বয় অলক্তে রঞ্জিত।
তাহার চিহ্নেতে হয় সে স্থান চিহ্নিত॥
তাহাও বিশেষ শোভা কি বলিব আর।
দর্শন করিয়া প্রীত জন্মাবে তোমার॥ ৩৪।
ওহে মেঘ! সেই স্থানে থাকি কিছু ক্ষণ।
চণ্ডেশ্বর-ধামে তুমি যাইবে যখন॥
চণ্ডেশ্বর-পার্ষদেরা সাদরে তোমায়।
দর্শন করিবে নাহি সন্দেহ তাহায়॥
তাহার কারণ তব ছবি চমৎকার।
শঙ্করের নীলবর্ণ কণ্ঠের আকার॥
প্রভুর কণ্ঠের রূপ করি দরশন।
বিশেষ আনন্দে হবে তাহারা মগন॥
ওহে ভাই! তথা হোলে গমন তোমার।
ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার॥
উপকার উপলব্ধি নিশ্চয় হইবে।
একারণ চণ্ডেশ্বরে অবশ্য যাইবে॥
আর সেই স্থলে আছে নদী গন্ধবতী।
জলক্রীড়া করিবারে বিস্তর যুবতী॥
প্রতিদিন সেই জলে করয়ে গমন।
তাহাদের স্নানীয়াদি সৌগন্ধে রঞ্জন॥
সুরভি পবন তাহা হরণ করিয়া।
মৃদুভাব ধরি যায় উপবন দিয়া॥
মন্দ মন্দ কম্পান্বিত হয় তরঙ্গগণ।
সে শোভাও সেই স্থলে করিবে দর্শন॥
আর তথা গেলে হয় পাপ তিরোহিত।
যদ্যপি তোমার থাকে দুষ্কৃতি সঞ্চিত॥
তথায় সে পাপ তব হইবে খণ্ডন।
চণ্ডেশ্বরে অত্যাবশ্য করিবে গমন॥ ৩৫॥
ওহে মেঘ! আর ইহা রাখিবে অন্তরে।
অন্য সময়েতে যদি যাহ চণ্ডেশ্বরে॥
যদবধি নেত্রপথ ত্যজিয়া তপন।
বহির্ভূত নাহি হন, দেখিবে এমন॥
অর্থাৎ যাবৎ সন্ধ্যা না হবে উদয়।
তাবৎ তথায় তুমি রহিবে নিশ্চয়॥
সন্ধ্যাবধি তথা স্থিতি হইলে তোমার।
সায়াহ্নের পূজার যে বাদ্য উপহার॥

তাহার স্বরূপ ভাব ধরিবে তখন।
বিশেষ তোমার আছে গম্ভীর গর্জ্জন॥
গর্জ্জন করিলে তুমি সন্ধ্যার সময়।
পটহত্ব ভাব তাহা হইবে নিশ্চয়॥
অর্থাৎ ঢাকের বাদ্য সমান বাজিবে।
তোমার সে ধ্বনি ধরা সার্থক হইবে॥ ৩৬॥
ওহে মেঘ! আরো বলি তোমার সদনে।
সেই চণ্ডেশ্বর মহাকালের ভবনে॥
কিন্তর স্বরূপা বেশ্যা সমাগতা হয়।
নখাঘাত চিহ্ন ধরে তাদের হৃদয়॥
তব বিন্দু বিন্দু জল তাহার উপরি।
পড়িলে তাহারা সুখ অনুভব করি॥
ভ্রমর পংক্তির ন্যায় কটাক্ষ দ্বারায়।
সকলেই দরশন করিবে তোমায়॥
ওহে ঘন! আর সেই বারাঙ্গনাগণ।
চামর ধরিয়া করে শঙ্করে ব্যজন॥
যদিও তাদের হস্ত ক্লান্তযুক্ত হয়।
সঞ্চালন পদদ্বয় করে সে সময়॥
তাহাদের নিতম্বস্থ রসনা তখন।
সুমধুর শব্দ করে, করিলে শ্রবণ॥
সকলের অন্তর সরস হোয়ে থাকে।
তাহাতেও সন্তোষিত করিবে তোমাকে॥ ৩৭॥
হে মেঘ! তৎপর তুমি সন্ধ্যার সময়।
শিবের নর্ত্তনকাল হইলে উদয়॥
অভিনব জবাপুষ্প সমান বরণ।
সন্ধ্যায় যেরূপ তেজঃ ধরেন তপন॥
সেইরূপ রূপ তুমি ধারণ করিয়া।
পৃষ্ঠস্থোচ্চ ভুজবলে আশ্লিষ্ট হইয়া॥
শিবের সরস করিচর্ম্ম লবে হরি।
দর্শন করিয়া ভব-ভাবিনী শঙ্করী॥
সুস্থির ও শান্তনেত্র দ্বারায় তখন।
তোমার অচলা ভক্তি করিবে দর্শন॥ ৩৮॥
ওহে মেঘ! তুমি তথা হইলে উদয়।
উজ্জয়িনী নগরীর পথ সমুদয়॥
রাত্রিযোগে আবৃত হইবে অন্ধকারে।
তৎকালে করিবে দয়া অভিসারিকারে॥

প্রিয়তম স্থানে তারা করয়ে গমন।
দেখিতে পাবেনা পথ, তাহাতে তখন॥
বিদ্যুতের দ্বারা পথ করাবে দর্শন।
সে সময়ে করিও না গর্জ্জন বর্ষণ॥
গর্জ্জন বর্ষণে তুমি মুখর হইবে।
সহজে স্ত্রীজাতি তারা আশংকা গণিবে॥ ৩৯॥
ঐ নগরীর গৃহাদির উচ্চ ভীতে।
পারাবত সব যথা রহে নিদ্রান্বিতে॥
কোনমতে রাত্রি তথা করিয়া যাপন।
সূর্য্যোদয় হইলেই করিও গমন॥
বহুকাল বিহার করিয়া সে সময়।
তব ক্ষণপ্রভাপত্নী খিন্না যদি হয়॥
তথাচ আমার বোধ হোতেছে এমন।
গমনে হবেনা তব আলস্য কখন॥
তাহার কারণ এই মিত্রের নিকটে।
অঙ্গীকার করিলে বিরাম নাহি ঘটে॥ ৪০॥
ওহে বারিধর! তুমি আর সে সময়।
অর্থাৎ প্রভাৎকাল হইলে উদয়॥
প্রণয়ি কর্ত্তৃক খণ্ডিতার নেত্র জল।
নিবারণ করা তুমি ভাবিবে মঙ্গল॥
একারণ বলিতেছি তোমাকে এখন।
সত্বরে সূর্য্যের বর্ত্ম ত্যজিবে তখন॥
নলিনীর হিমরূপ নয়নের নীর।
মোচনার্থে রত হন তখন মিহির॥
তৎকালে কিরণ তাঁর যদি কর রোধ।
তা হোলে হইবে তাঁর অতিশয় ক্রোধ॥ ৪১॥
ওহে ভাই! গমন করিবে যে সময়।
নদীর নির্ম্মল নীর মধ্যে সে সময়॥
তব শুভ প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইবে।
গম্ভীরা হলেও নদী নিশ্চিত জানিবে॥
কুমুদ কুসুম সম বরণ ধবল।
স্বভাবতঃ সচঞ্চল সফরী সকল॥
ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া অনুক্ষণ।
প্রীতমনে তোমাকে করিবে নিরীক্ষণ॥
স্বভাবতঃ ধীর তুমি কি বলিব আর।
বিফল ভেবনা মনে তাদের ব্যভার॥ ৪২॥

ওহে ! সেই কামিনী স্বরূপা তটিনীর ।
নীলাম্বর যেন তাহে কৃষ্ণবর্ণ নীর ॥
তীর রূপ বিস্তৃত জঘন দেশাবধি ।
পতিত হইয়া রহিয়াছে নিরবধি ॥
জলরূপ বসন বেতস শাখা পেয়ে ।
তট রূপ নিতম্বকে দেখিবে না চেয়ে ॥
হইয়া জঘনারূঢ় দেখে সে ব্যাপার ।
তখন গমন করা হবে তব ভার ॥
কারণ তাহার রসগ্রহ আছে যার ।
তেমন জঘন আহা ! করি পরিহার ॥
কোন পুরুষেই তাহা পারেনা কখন ।
তাই বলি ভার হবে তোমার গমন ॥ ৪৩ ॥
ওহে মেঘ ! তথা হোতে তৎপরে যখন ।
দেবগিরি সমীপেতে করিবে গমন ॥
মন্দ মন্দ শীতল অনিল সে সময় ।
তোমার উদ্দেশে হবে বহন নিশ্চয় ॥
আর তব বৃষ্টি জল দ্বারায় নিশ্চিত ।
ক্ষিতি হোতে হইবে যে সদ্গন্ধ উত্থিত ॥
তাহাতেই সেই বায়ু সুগন্ধি হইবে ।
সহজেই করী কুল উৎসবে মাতিবে ॥
স্ব স্ব করচ্ছিদ্র দ্বারা ঘ্রাণ লবে তার ।
উড়ুম্বর বৃক্ষফল পক্ক হবে আর ॥ ৪৪ ॥
ওহে ভাই ! ইন্দ্রসেনা রক্ষার কারণ ।
শিবের প্রচণ্ড তেজঃ জিনিয়া তপন ॥
অগ্নি মুখে নিক্ষিপ্ত হইলে সে সময় ।
তাহাতেই কুমারের অবতার হয় ॥
সেই সুরসেনা কার্ত্তিকেয় মহামতি ।
পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে তিনি করেন বসতি ॥
আকাশ গঙ্গার নীরে তুমি সুশীতল ।
আর তুমি কুসুম সদৃশ সুকোমল ॥
অতএব নিজ দেহনিঃসৃত ধারায় ।
অত্যাবশ্য অভিষিক্ত করিবে তাঁহায় ॥ ৪৫ ।
ওহে মেঘ ! আর সেই পর্ব্বত উপরে ।
কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর বাস করে ॥
প্রথমে তুষিবে তাঁরে বর্ষণ দ্বারায় ।
পশ্চাৎ গর্জ্জনে নৃত্য করাইবে তায় ॥

সামান্য সে ময়ূরেরে ভাবিওনা মনে।
ভগবতী তনয়ের স্নেহের কারণে ॥
ময়ূরের পুচ্ছ কর্ণে করেন ধারণ।
কুবলয় সম তাহা হয় সুশোভন ॥ ৪৬ ॥
ওহে ঘন ! শরবনভব ষড়মুখে।
আরাধনা করি, তুমি নিজ মন সুখে ॥
তথা হোতে নানাস্থানে করিয়া ভ্রমণ।
গোমতী নদীর তীরে করিবে গমন ॥
সুপবিত্র গোমতীর সলিল নিশ্চয়।
করিল গোমেধ যজ্ঞ রন্তি যে সময় ॥
গোরক্তে হোয়েছে ঐ নদীর সৃজন।
সেই হেতু অদ্যাবধি যত জনগণ ॥
রন্তিরাজ কীর্ত্তি ঐ গোমতীকে বলে।
পবিত্র হইবে তুমি গোমতীর জলে ॥
ওহে মেঘ ! তথা তুমি যাইবে যখন।
করিবেনা পথ রোধ যত সিদ্ধগণ ॥
বরঞ্চ তোমার পাছে পড়ে জলধারা।
সেই ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া তাহারা ॥
বীণা হস্তে* লয়ে তারা সত্বরে তখন।
তোমাকে উত্তম পথ করাবে দর্শন ॥ ৪৭ ॥
ওহে বারিধর ! তব নীল কলেবর।
শ্রীকৃষ্ণের কান্তি সম কান্তি মনোহর ॥
আর গোমতীর নীর স্বচ্ছ অতিশয়।
দূরে হোতে সূক্ষ্ম মুক্তাহার বোধ হয় ॥
যখন নদীর জল করিতে গ্রহণ।
অবনত হবে তুমি ইচ্ছায় আপন ॥
দূরস্থিত সিদ্ধগণ বিস্তৃত নয়নে।
তোমাকে দর্শন করি ভাবিবেন মনে ॥
পৃথিবীর মুক্তাময় হারের সহিত।
নীলকান্ত মণি যেন হোয়েছে শোভিত ॥ ৪৮ ॥
ওহে ভাই ! গোমতী হইতে তার পর।
দশপুর নগরীতে যাইবে সত্বর ॥
তথাকার নারীদের সুন্দর নয়ন।

* (অর্থাৎ বীণায় রাগ আলাপন ছলে।
উড়াইবে মেঘে, এই ভাব এই স্থলে ॥)

ভ্রূভঙ্গ সংযুক্ত সদা শোভার সদন ॥
তাহাদের সেই নেত্র পংক্তিতে, তোমার।
প্রতিবিম্ব দেখাইবে বাসনা আমার ॥
বিস্মৃত হবেনা ইহা অন্তরে রাখিবে।
অতিশয় রমণীয়া তাহারা জানিবে ॥
তাহাদের নেত্র পক্ষ্ম ঊর্ধ্বক্ষেপ জন্য।
কৃষ্ণসার হরিণের প্রভাসম গণ্য ॥
কুন্দ পুষ্পে উপবিষ্ট যেন মধুকর।
সেইরূপ তাহাদের শোভা মনোহর ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে পরে উত্তরিবে গিয়া।
অধচ্ছায়া দ্বারা স্পর্শ সে দেশ করিয়া ॥
তথা হোতে কুরুক্ষেত্রে করিবে গমন।
প্রসিদ্ধ সে স্থান, ইহা বিখ্যাত ভুবন ॥
আর তাহা দর্শনের উপযুক্ত হয়।
তথায় গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয় ॥
তব জলধারাসম শত শত শরে।
বিদীর্ণ করেন রণে নৃপতি নিকরে ॥
বহুল ক্ষত্রিয় তথা হোতে হত প্রাণ।
অত্যন্ত পিশুন হোয়েছিল ঐ স্থান ॥ ৫০ ॥
ওহে ভাই! ভগবান রেবতী-রমণ।
কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে স্নেহের কারণ ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রণে বিমুখী হইয়া।
অভীষ্ট ও স্বাদযুক্তা সুরায় ত্যজিয়া ॥
করিলেন সরস্বতী নদীর সেবন।
অতএব তুমি তথা করিয়া গমন ॥
সারস্বত তোয় সেবা যতনে করিবে।
অবশ্য অন্তর তুষ্ট তাহাতে হইবে ॥ ৫১ ॥
কুরুক্ষেত্র হোতে তুমি করিয়া গমন।
সহজেই করিতে পারিবে দরশন ॥
কনকাচলের সমীপস্থ হিমালয়।
তথা হোতে হোতেছেন জাহ্নবী উদয় ॥
ত্রিলোকপাবনী তিনি তাঁহা হোতে আর।
সগরতনয়গণে লভিল উদ্ধার ॥
আর তিনি সাপত্ন রোষেতে আপনার।
বেলা দ্বারা বক্রস্থ ভ্রূকুটী অম্বিকার ॥
উপহাস করি, শঙ্করের শিরঃস্থিত।

মণিরূপে শশাঙ্ক যে রহে বিরাজিত ॥
তাহাতে তরঙ্গ রূপ হস্তার্পণ করি।
বিরাজ করেন সুখে শিবকেশ ধরি ॥ ৫২ ॥
ওহে জলধর ! সেই জাহ্নবীর জল।
স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ বিশেষ নির্ম্মল ॥
সে জল যখন তুমি দর্শন করিবে।
অবশ্য পানের ইচ্ছা অন্তরে হইবে ॥
আর যদি সে সময় গগণ উপরি।
শরীরের পূর্ব্ব অর্দ্ধ বক্রীভূত করি ॥
লম্ববান কর তাহা হইলে তখন।
তব প্রতিবিম্ব হবে সলিলে পতন ॥
যথায় যমুনা সঙ্গ কভু না সম্ভবে।
তথায় যমুনা সংগ সমবোধ হবে ॥
তাহাতে গংগার শোভা হবে অতিশয়।
ওহে বারিধর ! ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৫৩ ॥
ওহে ভ্রাতঃ ! যাইতে যাইতে সে সময়।
মনোমধ্যে যদি তব শ্রান্তিবোধ হয় ॥
হিমালয় শৃংগেতে করিবে অবস্থান।
সেই শৃংগ স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিক সমান ॥
নিকটস্থ বৃক্ষচ্ছায়াশ্রয়ে মৃগগণ।
নিঃশঙ্কেতে অবস্থিতি করে অনুক্ষণ ॥
তাহাদের নাভি দ্বারা সুরভি সে স্থান।
সুখী তুমি হবে তথা করি অবস্থান ॥
ওহে তুমি সেই শৃংগে যতক্ষণ রবে।
শঙ্করের বৃষ লগ্ন পঙ্ক সম হবে ॥
তাহাতে অত্যন্ত শোভা হইবে তোমার।
আর তব মনোতুষ্টি জন্মিবে অপার ॥ ৫৪ ॥
আর সেই হিমালয় পর্ব্বত উপর।
সরল পাদপ সব আছয়ে বিস্তর ॥
তব অবস্থিতি জন্য যদ্যাপি তখন।
প্রচণ্ড ভাবেতে করে পবন গমন ॥
তাহাতে যদ্যাপি সব বৃক্ষের ঘর্ষণে।
দাবানল সমুদ্ভব হয় সেইক্ষণে ॥
ওহে বারিধর ! তুমি কৃপা প্রকাশিবে।
বারিধারা দ্বারা নির্ব্বাণ করিবে ॥
সাধুদের সম্পত্তির ফল সেই সার।

বিপন্ন জনায় করা বিপদে উদ্ধার ॥ ৫৫ ॥
ওহে মেঘ ! আর সেই পর্ব্বত উপর।
সিংহ ব্যাঘ্র আদি পশু আছয়ে বিস্তর ॥
শরভ সকল স্বাঙ্গ ভঙ্গের কারণ।
কোপবশে করিবেক তোমাকে লঙ্ঘন ॥
করকা বর্ষণ করি তুমি সে সময়ে।
বিক্ষিপ্ত করিও সেই শরভ নিচয়ে ॥
কর্ম্মার্থে যাদের হয় উদ্যোগ নিষ্ফল।
তাহারাই প্রাপ্ত হয় পরাভব স্থল ॥ ৫৬ ॥
ওহে মেঘ ! তথা কোন শিলাতলে আর।
চন্দ্রার্দ্ধ মৌলির পাদচিহ্ন চমৎকার ॥
দর্শন হইবে, তাহা করিয়া দর্শন।
নম্র হোয়ে প্রদক্ষিণ করিবে তখন ॥
সিদ্ধগণ নানা উপহার আয়োজনে।
সেই পাদচিহ্ন পূজা করেন যতনে ॥
ওহে ভাই ! বলিতেছি ইহাও নিশ্চয়।
সেই যে চরণচিহ্ন সামান্য সে নয় ॥
শ্রদ্ধাবান পুরুষেরা করিলে দর্শন।
দেহত্যাগ পরে সেই ফলের কারণ ॥
প্রমথগণের যে শাশ্বত পুণ্যস্থান।
তথায় করয়ে বাস সেই ভাগ্যবান ॥ ৫৭ ॥
ওহে মেঘ ! বলিতেছি ইহাও তোমায়।
কীচক আখ্যান বংশ আছয়ে তথায় ॥
সরন্ধ্র অনিলে পূর্ণ হোয়ে অনুক্ষণ।
অতিশয় সুমধুর করয়ে নিঃস্বন ॥
কিন্নরীরা অনুরক্তা হইয়া তাহায়।
ত্রিপুরবিজয়গান করেন তথায় ॥
যদ্যপি নির্হ্রাদ তুমি কর সেই স্থলে।
মুরজ ধ্বনির সম ভাবিবে সকলে ॥
শঙ্করের সংগীত সামগ্রী সমুদায়।
প্রস্তুত হইবে নাহি সংশয় তাহায় ॥ ৫৮
ওহে ঘন ! হিমালয় পর্ব্বত উপর।
দ্রষ্টব্য পদার্থ সব দেখিয়া সত্বর ॥
"ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র" যাহা হংস সকলের দ্বার।
পুরুষ রামের যশঃ প্রবৃত্তির সার ॥
ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া কোরো উত্তরে গমন।

তুমি ওহে বক্র আর বিস্তৃত শোভন ॥
বলি দমনার্থ যেন হরির চরণ।
তদ্রূপ শ্যামাঙ্গ তব হইবে শোভন ॥ ৫৯ ॥
ক্রৌঞ্চবিল ত্যজি তুমি যাইবে যখন।
কিঞ্চিৎ উর্দ্ধেতে উঠি করিবে গমন ॥
কৈলাস পর্ব্বত তবে দেখিতে পাইবে।
রজতে নির্ম্মিত তাহা নিশ্চিত জানিবে ॥
দেবাঙ্গনাদের তাহা দর্পণের প্রায়।
অবশ্য অতিথি তুমি হইবে তথায় ॥
ওহে ভাই! তোমাকে বিশেষ কোরে বলি।
দশমুখ লঙ্কেশ্বর ছিল অতি বলী ॥
কৈলাসের সানুসন্ধি বাহুবলে তার।
শ্লথ হইয়াছে নহে অন্যথা তাহার ॥
কুমুদ বিশদ শৃঙ্গ আকাশ ব্যাপিয়া।
শঙ্করের অট্টহাস স্বরূপ হইয়া ॥
অবস্থিতি করিতেছে জানিবে এখন।
কহিলাম ইহা তব বোধের কারণ ॥ ৬০ ॥
দ্বিরদের সদ্য ছিন্ন বদন যেমন।
তদ্রূপ ধবল ঐ পর্বত শোভন ॥
ওহে মেঘ! স্নিগ্ধ ভিন্নাঞ্জন যে প্রকার।
তদ্রূপ তোমার আভা অতি চমৎকার ॥
কৈলাস পর্ব্বতে তুমি যাইবে যখন।
শ্যামবর্ণ বসনেতে রোহিণী নন্দন ॥
যে প্রকার শোভা তিনি করেন বিস্তার।
কৈলাস তদ্রূপ হবে শোভার আধার ॥ ৬১ ॥
শঙ্করের ক্রীড়া শৈল কৈলাস শোভন।
যদ্যপি তথায় তুমি করিয়া গমন ॥
শঙ্করীকে দেখ পদে বিহার করিতে।
পর্ব্ব রচনার দ্বারা অমনি ত্বরিতে ॥
কম্পিত শরীর তুমি ধরিবে তখন।
শঙ্করীর তট আরোহণের কারণ ॥
সোপান স্বরূপ তুমি ধরিবে আকার।
পদসুখ স্পর্শ হবে তা হলে তাঁহার ॥ ৬২ ॥
কৈলাসের সন্নিহিত হইবে যখন।
তোমাকে দর্শন করি সুরাঙ্গনাগণ ॥
স্বীয় স্বীয় কঙ্কণাস্ত্র প্রহার দ্বারায়।

নির্গত তোমার জল করিয়া ত্বরায় ॥
কাল্পনিক ধারাগৃহ তোমায় করিবে।
ওহে জলধর ! ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥
নিদাঘেতে তাহাদের হস্তগত হয়ে।
মুক্ত হোতে যদি নাহি পার সে সময়ে ॥
ক্রীড়ালোল সুরাঙ্গনাগণেরে তখন।
শ্রুতিকটু নাদ তব করায়ে শ্রবণ ॥
দেখাইবে ভয়, তাহে মঙ্গল হইবে।
ওহে বারিধর ! ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৬৩ ॥
ওহে মেঘ ! মানস বাপীর স্বচ্ছ জল।
প্রসব করিয়া থাকে সুবর্ণ কমল ॥
সেই জল যে সময়ে গ্রহণ করিবে।
ঐরাবত হস্তীদের প্রীতি বাড়াইবে ॥
পরে বায়ুযোগে তুমি বস্ত্রের সমান।
কল্পদ্রুম কিসলয় করি কম্পমান ॥
বিবিধ ক্রীড়ায় রত তখন হইবে।
পর্ব্বতের উপভোগ সম্ভোগ করিবে ॥ ৬৪ ॥
ওহে মেঘ ! কহিতেছি শুন সমাচার।
সেই পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে কটিদেশে আর ॥
আছয়ে অলকাপুরী শোভা তার অতি।
যক্ষরাজ কুবেরের তথায় বসতি ॥
অধিক তাহার কথা কি আর শুনিবে।
দেখিয়াই অনায়াসে জানিতে পারিবে ॥
ওহে মেঘ ! ভাগীরথী যেন অলকার।
বসনের সম শোভা পায় চমৎকার ॥
আর বলি মুক্তাবলি গ্রথিত যেমন।
চূর্ণ কেশ ধরি হয় শোভার সদন ॥
সেইরূপ সে অলকাপুরী বরষায়।
সমূহ মেঘের সহ সদা শোভা পায় ॥ ৬৫ ॥
তব সম ভাগ্যযুক্ত ওহে জলধর !।
অলকায় দেবালয় আছয়ে বিস্তর ॥
দেখিলে অবশ্য জ্ঞাতো হবে সমুদায়।
সকল প্রাসাদ কামিনীতে শোভা পায় ॥
চঞ্চল স্বভাব সেই সব অবলার।
সৌদামিনী সম সবে সুশোভিতা আর ॥
ইন্দ্রচাপ সম চিত্র সকল সদন।

আর তথা সদা সবে সংগীতে মগন ॥
স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ঘনঘোষ বোধ হয় ।
এমন মুরজ বাজে সঙ্গীত সময় ॥
গর্ভস্থ সলিল সহ তথা নবঘন ।
জ্যোতি যুক্ত চন্দ্রকান্ত মণিতে শোভন ॥
আর সেইরূপে রহে হোয়ে উচ্চতর ।
এমন অলকাপুরী ওহে জলধর ! ॥ ৬৬ ॥
ওহে ! যথা পুরাঙ্গনা যুবতী নিচয় ।
করপদ্মে লীলাপদ্ম ধরি সদা রয় ॥
কলিকা সংযুক্ত কুন্দ কুসুমেতে আর ।
অলকাবলীর কিবা শোভা চমৎকার ॥
তব আগমন জাত কদম্ব লইয়া ।
শোভাতীত শোভা ধরে সীমন্তে ধরিয়া ॥
কবরীর শোভা করে কুরুবক লয়ে ।
কোমল শিরীষ পুষ্প ধরে কর্ণদ্বয়ে ॥
লোধ্র পুষ্প রেণু দ্বারা যথা অবলায় ।
পাণ্ডুবর্ণ মুখশ্রী ধরিয়া শোভা পায় ॥
এমন যে স্থান তুমি দর্শন করিবে ।
অবশ্য অলকাপুরী তাহাকে ভাবিবে ॥ ৬৭ ॥
যে অলকাপুরী মধ্যে কুসুম সমান ।
চন্দ্রকান্তি যুক্ত অতি শুভ্র শোভমান ॥
মণিময় অট্টালিকা তাহে যক্ষগণ ।
রমণীয় কামিনীর সহ সর্ব্বক্ষণ ॥
বিলাস বন্ধক হোয়ে হরেন বিষাদ ।
কল্পবৃক্ষোদ্ভব মধু সুধার আস্বাদ ॥
সর্ব্বদা সুখেতে তাহা করেন সেবন ।
ওহে জলধর ! তথা করিয়া গমন ॥
সংশয় কিছুই আর মনে না ভাবিবে ।
তাহাই অলকাপুরী নিশ্চয় জানিবে ॥ ৬৮ ॥
ওহে মেঘ ! অলকার যুবতি নিচয় ।
সঙ্কেত স্থানেতে রাত্রে যায় যে সময় ॥
সভয় চঞ্চল গতি কারণে সবার ।
কবরী হইতে খসি পড়য়ে মন্দার ॥
অবশ্য ছেদীয়ছিন্ন লোমচ্যুত হয় ।
গমন কালীন কর্ণে কমল না রয় ॥
বহুমূল্য মুক্তা হারে বক্ষ শোভা করে ।

ছিন্ন হোয়ে পড়ে তাহা পথের উপরে ॥
ঘনাবৃত যামিনীতে কামিনী নিচয় ।
যে পথে গমন করে হোলে সূর্য্যোদয় ॥
পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি পথে হয় দরশন ।
জানা যায় সজ্জীভূতা হোয়ে নারীগণ ॥
সেই পথ দিয়া গেছে সঙ্কেত কাননে ।
ওহে জলধর ! বলি তোমায় এক্ষণে ॥
পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি তুমি যে পথে দেখিবে ।
অবশ্য অলকা বলি তাহাকে ভাবিবে ॥ ৬৯ ॥
ওহে মেঘ ! প্রিয়তমগণ অলকায় ।
স্বেচ্ছাধীন সচঞ্চল করের দ্বারায় ॥
যক্ষাঙ্গনাদের স্থূল নিতম্ব সংস্থিত ।
রতন মেখলা গ্রন্থি অতি সুশোভিত ॥
তথা হোতে শ্লথ বস্ত্র করিলে হরণ ।
দীপতুল্য দীপ্তি ধরে রত্নাদি তখন ॥
তদ্দর্শনে লজ্জার কারণে সে সময় ।
জ্ঞানহীনা বিবেকবিহীনা নারীচয় ॥
তাহাদের নির্ব্বাণার্থে প্রদীপ্ত রত্নেতে ।
কর্পূর প্রভৃতি মুষ্টি বিক্ষেপ মাত্রেতে ॥
বিফল হইয়া থাকে এমত নিশ্চয় ।
(অর্থাৎ তাহাতে নাহি আবরিত হয়) ॥ ৭০ ॥
ওহে মেঘ ! আর সেই অলকাপুরীতে ।
তব সম মেঘ সব পাইবে দেখিতে ॥
ঊর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা খণ্ডিত হইয়া ।
অট্টালিকাদির উচ্চ স্থানেতে থাকিয়া ॥
সদা বিন্দু বিন্দু জল পতন দ্বারায় ।
ভিত্তিস্থিত পট্টক যে চিত্রে শোভা পায় ॥
তাহাতে বিশেষ দোষ করিয়া সাধন ।
সন্ত্রাসে ধূমের তুল্য ধরিয়া বরণ ॥
নির্গত হোতেছে যত গবাক্ষ দ্বারায় ।
দেখিতে পাইবে তুমি থাকিয়া তথায় ॥ ৭১ ॥
ওহে জলধর ! বলি অপর তোমায় ।
তব অবস্থানাভাবে সেই অলকায় ॥
নির্ম্মল সুধাংশু করদ্বারা প্রকাশিত ।
সূত্রেতে দোদুল্যমান অতি সুশোভিত ॥
চন্দ্রকান্ত মণি সব অতি সুশোভন ।

সৰ্ব্বদা সলিল কণা করে বিতরণ ॥
নায়ক আপন বাহুলতার দ্বারায় ।
উত্থাপন করি আলিংগতা অবলায় ॥
বিলাসের অংগ ব্যথা করে নিবারণ ।
ওহে জলধর ! সেই অলকা এমন ॥ ৭২ ॥
আর সেই অলকায় ওহে জলধর ! ।
কুবেরের সখা স্মরহারী দিগম্বর ॥
বিরাজ করেন, স্মর বিদিত হইয়া ।
ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির সম সভয় হইয়া ॥
মধুকরময় তাঁর ফুল শরাসন ।
অলকায় তাহা নাহি করেন ধারণ ॥
কমনীয় কামিনীর বিলাস দ্বারায় ।
মন্মথের কার্য্য হয় সমাধা তথায় ॥
সেই যে বিলাস তাহা কি কব এখন ।
লক্ষ ২ স্মরশর পতন যেমন ॥
ভ্রূভংগ সংযুক্ত নেত্র বাণ ক্ষেপ আর ।
এমন বিলাস তথা হয় চমৎকার ॥ ৭৩ ॥
ওহে মেঘ ! শুন, সেই অলকাপুরেতে ।
কুবেরের ভবনের উত্তরদিগেতে ॥
ইন্দ্রচাপ সম বহির্দ্বার সুশোভন ।
আমার ভবন সেই করিবে দর্শন ॥
দূর হোতে হবে তাহা দর্শন তোমার ।
ভবন-উদ্যান মম শোভার আধার ॥
মদীয় কান্তার কৃত পুত্রের সমান ।
পারিজাত বৃক্ষ আছে অতি শোভমান ॥
নবীন পাদপ হস্ত লভ্য স্তবকেতে ।
নম্রীভূত হোয়ে আছে সেই উদ্যানেতে ॥ ৭৪ ॥
ওহে মেঘ ! মম সেই ভবন-কাননে ।
পুরস্থিতা নারীদের ক্রীড়ার কারণে ॥
সরোবর আছে তথা অতি সুশোভিত ।
মণিময় শিলা দ্বারা সোপান গ্রথিত ॥
কনক কমল আর কোরক নিকরে ।
মম সেই জলাশয় সদা শোভা ধরে ॥
পূৰ্ব্ব উক্ত কমল কলিকা বিসচয় ।
দীপ্তিযুক্ত সুস্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণিময় ॥
তন্নীর নিবাসী আছে যত হংসগণ ।

তোমার শ্যামলরূপ করিলে দর্শন ॥
নিকটে মানস বাপী ভাবিবে এমন।
মানস পুষ্করিণী বিনা ঘটে যে বেদন ॥
তাহাদের সে কষ্ট না হইবে উদয়।
ওহে জলধর! ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৭৫ ॥
নিকটস্থ স্ফুরিত বিদ্যুৎ সহকারে।
দেখিতেছি অতিশয় শোভিত তোমারে ॥
ইন্দ্র নীলমণি তুল্য শ্যামাঙ্গ তোমার।
দর্শন করিয়া ভাই! এখন আমার ॥
গৃহোদ্যান স্থিত সরোবরের অগ্রেতে।
ক্রীড়া শৈল আছে মম পড়িল মনেতে ॥
সেই পর্ব্বতের আছে শিখর শোভিত।
ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা হোয়েছে রচিত ॥
চারিদিকে কনক কদলী বৃক্ষ আছে।
যত্ন দ্বারা দর্শনীয় তাহে হইয়াছে ॥
আর মম চিরবিরহিতা বনিতার।
প্রিয়তম সম ভাব হোয়েছে তাহার ॥ ৭৬ ॥
ওহে! মম ভবনস্থ উদ্যান ভিতরে।
রক্তাশোক বৃক্ষ এক সদা শোভা করে ॥
মন্দ মন্দ বায়ু তথা বহে অবিরত।
সঞ্চালিত হয় তার কিশলয় যত ॥
এক্ষণেতে মম সহ সখির তোমার।
বাম পদাঘাত ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥
আর সেই উপবনে ওহে জলধর!।
উপভোগ যোগ্য গৃহ আছে মনোহর ॥
তন্নিকটে সুন্দর কেশর বৃক্ষ আছে।
রক্ত ঝিন্টী লতিকা তাহাকে বেষ্টিয়াছে ॥
প্রস্ফুটিত পুষ্পচ্ছলে সখির তোমার।
বদন মদিরা ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥ ৭৭ ॥
ওহে মেঘ! উল্লিখিত অশোক কেশর।
যুগল তরুর মধ্য স্থলে মনোহর ॥
হেমময় যষ্টি এক আছয়ে স্থাপিত।
অপক্ক বংশের প্রভা যেমত শোভিত ॥
তদ্রূপ প্রকাশশালী মণির দ্বারায়।
বর্দ্ধিত হোয়েছে তার মূল সমুদায় ॥
স্ফটিক দ্বারায় আর ফলক তাহার।

নির্ম্মিত হোয়েছে আহা অতি চমৎকার ।
ওহে মেঘ ! তোমার সুহৃদ শিখিগণ ।
দিবা অবসান কাল করিলে দর্শন ॥
উপরোক্ত যষ্টির নিকটে গিয়া রয় ।
আর ওহে ! সেই সব ময়ূর নিচয় ॥
আমার কান্তার হস্ত অতি সুশোভিত ।
চঞ্চল শব্দায়মান বলয়ে ভূষিত ॥
সেই হস্ত-বাদ্যেতে নর্ত্তিত হোয়ে থাকে ।
ওহে মেঘ ! বলিলাম ইহাও তোমাকে ॥ ৭৮ ॥
ওহে মেঘ ! বলিয়াছি যাহা বিবরিয়া ।
হৃদয় মধ্যেতে তাহা স্মরণ করিয়া ॥
সেই সব চিহ্ন দেখে তোমার তখন ।
অবশ্য হইবে জ্ঞান আমার ভবন ॥
আর মম গৃহ দ্বারে দেখিবে নিশ্চিত ।
সুচিত্রিত শংখপদ্ম অতি সুশোভিত ॥
আমার অভাবে সেই ভবন আমার ।
দর্শন করিবে ভাই ! শোভা নাহি তার ॥
যেমন কমল দেখ বিহনে তপন ।
শোভা নাহি ধরে, মম তদ্রূপ ভবন ॥ ৭৯ ॥
ওহে ! মম বনিতার ত্রাণের কারণ ।
পূর্ব্বোক্ত যে ক্রীড়া শৈল বিশেষ শোভন ॥
ক্ষুদ্র করী শিশু সম কৃশ কলেবরে ।
অবস্থিতি করি উক্ত পর্ব্বত উপরে ॥
মৃদু হাস্য প্রকাশিবে বিদ্যুৎ দ্বারায় ।
তাহাতে দেখিবে তুমি মম বনিতায় ॥
পতিতা হইয়া আছে গৃহের ভিতরে ।
আমার বিরহে শোভা নাহি কলেবরে ॥
হায় ! হায় ! রহিয়াছে মলিনা হইয়া ।
খদ্যোৎ শ্রেণীর দীপ্তি ধারণ করিয়া ॥ ৮০ ॥
ওহে জলধর ! শুন বলি সবিশেষ ।
ক্ষীণাঙ্গী আমার পত্নী সুরূপা বিশেষ ॥
শ্যামবর্ণ শীতকালে উষ্ণতা স্বভাব ।
গ্রীষ্মকালে শীতলাঙ্গী সদা স্বেদাভাব ॥
দন্ত পংক্তি সবিশেষ শোভন তাহার ।
মাণিক্য শ্রেণীর সম অতি চমৎকার ॥
ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব সমান শোভন ।

মধ্যক্ষীণা মৃগ সম চঞ্চল লোচন ॥
নাভি সুগভীর, আর নিতম্বের ভরে।
মৃদুগতি ধরিয়া বিশেষ শোভা ধরে ॥
স্থূলপয়োধর বক্ষে করিয়া বহন।
ঈষৎ নম্রতা ভাব কোরেছে ধারণ ॥
অধিক তোমাকে মেঘ! কি বলিব আর।
যুবতী বিষয়ে আদ্যা সৃষ্টি বিধাতার ॥
এমন বনিতা মম করিলে দর্শন।
অবশ্য বিদিত তুমি হইবে তখন ॥ ৮১ ॥
ওহে মেঘ! কুবেরের শাপেই নিশ্চিত।
অতি দূর পথে আমি হোয়েছি প্রেরিত ॥
মম সহবাস বিনা মম নিতম্বিনী।
চক্রবাকী সম আহা! আছে একাকিনী ॥
জীবন স্বরূপা মম, বচন তাহার।
পরমিত রূপ আহা! বালা সে যে আর ॥
বহু দিনাবধি মম দর্শন বিহনে।
উৎকণ্ঠিতা হোয়ে সদা আছে ম্লান মনে ॥
তাহাতে মলিনা সে হোয়েছে অতিশয়।
মনে মনে আমার এমত বোধ হয় ॥
তুষার পতন দ্বারা পদ্মিনী যেমন।
ম্লানা হয়, আহা! মম বনিতা এখন ॥
সেইরূপ অবস্থায় আছয়ে নিশ্চিত।
ওহে মেঘ! দেখিলেই হইবে বিদিত ॥ ৮২ ॥
ওহে মেঘ! মনে মনে কত ভাবিতেছি।
অনুভব দ্বারা এই বোধ করিতেছি ॥
তোমাতে আবৃত হোয়ে সুধাংশু যেমন।
প্রকাশিতে না পারিয়া নিৰ্ম্মল কিরণ ॥
ম্লানীভূত হোয়ে রহে, সমান তাহার।
হইয়াছে মুখচন্দ্র মম বনিতার ॥
বিরহে আবৃতা হোয়ে দীনদশা ধরি।
মলিনা হইয়া আছে আহা মরি মরি ॥
এলায়ে পড়েছে কেশ কবরী বিহনে।
একে অতি লম্বমান তাহে অযতনে ॥
বিভাব গমনে কেশ মুখ ঢাকিয়াছে।
অধিক রোদনে দুটী চক্ষু ফুলিয়াছে ॥
উষ্ণ নিশ্বাসের দ্বারা ওষ্ঠাধর তার।

বিম্বফল তুল্য তাহা হোয়েছে বিকার ॥
বিরহেতে সকাতরা হোয়ে অনুক্ষণ।
মুখচন্দ্রোপরে হস্ত করিছে অর্পণ ॥ ৮৩ ॥
ওহে মেঘ! এ প্রকার অবস্থা যাহার।
নিতান্ত জানিবে সেই বনিতা আমার ॥
অবশ্য তাহারে তুমি করিবে দর্শন।
মম প্রাণসম সেই প্রেয়সী এখন ॥
সত্বরে নির্ব্বিঘ্নে আমি কিরূপে তথায়।
গমন করিব তিনি সেই বাসনায় ॥
ইষ্টদেবে আরাধনা করিবে বলিয়া।
তাহাতেই রহিয়াছে ব্যাকুলা হইয়া ॥
অথবা বিরহ কষ্টে ক্ষীণদশা ধরি।
বিরলে বসিয়া মম রূপ চিন্তা করি ॥
চিত্রফলকেতে তাহা করিছে লিখন।
অথবা নিভৃত স্থানে বসিয়া এখন ॥
পিঞ্জর মধ্যেতে আছে সারিকা আমার।
মধুরবাদিনী নানা গুণ আছে আর ॥
জিজ্ঞাসা করিছে তারে এরূপ প্রকার।
তোমাতে আছয়ে প্রীত পতির আমার ॥
তাঁহার দর্শনাভাবে তুমি কি এখন।
মনে মনে কোরে থাক তাঁহাকে দর্শন ॥ ৮৪ ॥
ওহে মেঘ! অথবা এমত ভাবি মনে।
পতিব্রতা পত্নী মম বসিয়া নির্জ্জনে ॥
মম নামাঙ্কিত বিরচিত পদ ধরি।
গাইবে পঞ্চম স্বরে অভিলাষ করি ॥
ম্লানাম্বরা কক্ষে বীণা করি সংস্থাপন।
ভাবিছে কতই তাহে ভাসিছে নয়ন ॥
যে সকল গুণ আছে সংযোগ বীণায়।
আদ্রীভূত হইতেছে নেত্রাশ্রু দ্বারায় ॥
আহা! কত কষ্টে তাহা মার্জ্জনা করিয়া।
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছনাদি যাইছে ভুলিয়া ॥ ৮৫
ওহে মেঘ! আরো আমি বলিহে তোমায়।
যদবধি আসিয়াছি ত্যজি বনিতায় ॥
আমার প্রস্থান হেতু আমার গৃহিণী।
নিতান্ত সে বিরহেতে হোয়ে বিরহিণী ॥
পুষ্পমাল্য যাহা থাকে প্রাঙ্গণে শোভিত।

তাহা হোতে লইয়াছে পুষ্প কথঞ্চিত ॥
কয় মাস আসিয়াছি করিয়া গণন।
তটী পুষ্প করিতেছে ভূমিতে স্থাপন ॥
শাপান্তের অবশিষ্ট মাস আছে যত।
অপর দিকেতে পুষ্প রাখিতেছে তত ॥
তাহা যদি নাহি হয় তাহলে এখন।
হৃদয় মধ্যেতে লভি আমার দর্শন ॥
তাহাতেই মগ্ন হোয়ে আছে এ সময়।
পতিব্রতাদের হয় এ ভাব উদয় ॥ ৮৬ ॥
ওহে মেঘ ! এ প্রকার মনে মম হয়।
কামিনীদিগের পক্ষে যামিনী সময় ॥
বিরহ পাবক কষ্ট দ্যায় যে প্রকারে।
দিবাভাগে তত কষ্ট দিতে নাহি পারে ॥
যেহেতু দিবসকালে কুলবধূগণ।
গৃহোচিত কার্য্যে রহে হোয়ে অন্যমন ॥
অতএব তুমি সেই ভূতলশায়িতা।
ত্যক্তনিদ্রা পতিব্রতা বিনোদ রহিতা ॥
তব প্রিয়সখিকেহে রজনীকালীন।
গবাক্ষ দ্বারেতে নিজে হোয়ে অধ্যাসীন ॥
মম বার্ত্তা দ্বারা সুখী করণ কারণ।
দর্শন করিবে মম মানস এমন ॥ ৮৭ ॥
ওহে মেঘ ! কত যে হোতেছে মম মনে।
আপন ইচ্ছায় মম পত্নী মম সনে ॥
ক্ষণ সম রাত্রি সব কোরেছে যাপন।
আহা সেই পত্নী মম বিচ্ছেদে এখন ॥
ক্ষীণা চন্দ্রকলা সম মলিনা হইয়া।
বিরহ শয্যাতে এক পার্শ্বেতে শুইয়া ॥
বিরহ পাবক জাত উষ্ণ নেত্র নীরে।
মনোপীড়াগ্রস্তা হোয়ে ব্যথিত শরীরে ॥
যুগ সম সেই সব রজনী এখন।
বিশেষ কষ্টেতে আহা ! করিছে যাপন ॥ ৮৮
ওহে জলধর ! মম পত্নীর অধর।
কিশলয় সদৃশ বিশেষ শোভাকর ॥
সুদীর্ঘ নিশ্বাস তার অতি ক্লেশকর।
আর মম বনিতার গণ্ডের উপর ॥
লম্বিত কুণ্ডলাকৃত চিকুর শোভন।

তাহাও নিশ্বাসে আহা উড়িছে এখন ॥
আর বলি ওহে মেঘ ! আমার ললনা ।
স্বপ্ন মম সঙ্গ লাভ করিয়া বাসনা ॥
নিদ্রা ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু অনুক্ষণ ।
অশ্রু দ্বারা অবরুদ্ধ থাকাতে নয়ন ॥
প্রবেশিতে নাহি হয় ক্ষমতা নিদ্রার ।
এমত বিরহযুক্ত বনিতা আমার ॥
তাহার সমীপে তুমি গমন করিবে ।
ইহাই প্রার্থনা মম নিশ্চয় জানিবে ॥ ৮৯ ॥
শাপ অন্তে শোক শূন্যা যখন হইব ।
তখন এ বেণী পুনঃ বন্ধন করিব ॥
বিরহের প্রথম দিবসে এ প্রকার ।
মনে মনে চিন্তা করি বনিতা আমার ॥
এক বেণী বন্ধন করেন সে সময় ।
রোদন দ্বারায় ফুলিয়াছে গণ্ডদ্বয় ॥
ভূষা শূন্য নখযুক্ত করের দ্বারায় ।
সেই বেণী সর্বক্ষণ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় ॥
অচিক্কণা ও বিষমা হোয়েছে এখন ।
এ প্রকার যে নারীকে করিবে দর্শন ॥
সেই মম প্রণয়িনী নিশ্চয় জানিবে ।
তাহার সদনে তুমি সত্বরে যাইবে ॥ ৯০ ॥
ওহে মেঘ ! আরো মম হইতেছে মনে ।
শশধর সমুদিত হইলে গগণে ॥
গবাক্ষ দ্বারেতে পড়ে তাহার কিরণ ।
তাহে শশী ছিল পূর্বে প্রণয় ভাজন ॥
তাহাই ভাবিয়া মনে মম প্রাণাধিকে ।
গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখয়ে শশীকে ॥
এখন শশীর কর সহ্য নাহি হয় ।
আদ্র হইয়াছে তার নেত্র পক্ষ্মদ্বয় ॥
করিতেছে তদ্দ্বারায় নেত্র আচ্ছাদন ।
যাহে না দেখিতে হয় শশীর কিরণ ॥
এমন বনিতা মম তাহার সদনে ।
গমন করহ মেঘ ! আমার কারণে ॥
জাগ্রৎ ও নিদ্রা এই অবস্থা উভয় ।
ত্যজিয়াছে মম পত্নী জানিবে নিশ্চয় ॥
মেঘাচ্ছন্ন দিবসেতে হইলে যেমন ।

মার্ত্তণ্ড ও শশাঙ্কের বিহনে কিরণ ॥
মুদ্রিত কি প্রস্ফুটিত পদ্ম নাহি হয় ।
সেইরূপে আছে মম বনিতা নিশ্চয় ॥ ৯১ ॥
ওহে মেঘ ! আর সেই বনিতা আমার ।
পরিত্যাগ করি বলয়াদি অলংকার ॥
কমল দেহকে অতি দুঃখের কারণ ।
শয্যোপরে অর্পণ কোরেছে সর্ব্বক্ষণ ॥
তাঁহাকে দর্শন তুমি যখন করিবে ।
অবশ্য নেত্রাশ্রু তব পতন হইবে ॥
আর্দ্রচিত্ত ব্যক্তি পর দুঃখ সন্দর্শনে ।
করুণা বৃত্তির বশ হন সেইক্ষণে ॥ ৯২॥
ওহে মেঘ ! যিনি প্রিয়সখা আপনার ।
মম পত্নী, প্রাথমিক বিরহে তাহার ॥
হোয়েছে পূর্ব্বোক্ত দশা জানিতেছি মনে ।
যাহা আমি বলিয়াছি তোমার সদনে ॥
যে হেতু আমার প্রতি তাঁর স্নিগ্ধ মন ।
সমর্পিত হইয়াছে নিশ্চয় এমন ॥
যাহা মম অনুভব নিশ্চয় জানিবে ।
সত্বরে তোমার তাহা প্রত্যক্ষ হইবে ॥
বিরহে কাতর হোয়ে আমি যে এখন ।
বাচালতা করিতেছি ভেবনা এমন ॥ ৯৩ ॥
ওহে মেঘ ! আর বলি বোধার্থে তোমার ।
বালমৃগসম অক্ষি মম বনিতার ॥
তুমি তাঁর নিকটেতে যাইবে যখন ।
তোমাকে দেখিতে উর্দ্ধে মিলিবে নয়ন ॥
স্পন্দমান হইবেক নয়ন তাহার ।
তাহাতে বিশেষ শোভা হইবে বিস্তার ॥
যে রূপ বৃহৎ মৎস্য গমন করিলে ।
স্পন্দমান হয় নীল নলিন সলিলে ॥
সেইরূপ হইবেক শোভা সম্পাদন ।
আর মম অনুভব হোতেছে এমন ॥
নয়ন যুগল তার আলুলিত আহা ।
লম্বমান অলকাবলীর দ্বারা তাহা ॥
অপাঙ্গ হোয়েছে রুদ্ধ, কটাক্ষ তাহায় ।
হইয়াছে শূন্য ইহা বলিহে তোমায় ॥
অঞ্জন ও স্নেহ নাই তাহাতে এখন ।

ভ্রূভঙ্গি বিলাস আদি হবেনা দর্শন ॥ ৯৪ ॥
বিশেষ তোমাকে আর বলি জলধর ! ।
তুমি মম স্ত্রীর হোলে নয়ন গোচর ॥
কনক নির্ম্মিত রাম কদলী সমান ।
মম বনিতার উরু অতি শোভমান ॥
তখন বামোরু তার হইবে স্পন্দন ।
সে উরুর কথা আর কি কব এখন ॥
মম নখ চিহ্ন আর নাহিক তাহায় ।
বিলাসান্তে সেই উরু হায় হায় হায় ॥
সম্বাহিত হোতো মম কর সহ যোগে ।
সেই নিস্পন্দিত উরু তাহা দৈব ভোগে ॥
মম প্রাণসম প্রিয়া মুক্তা অভরণ ।
পরিত্যাগ করিয়াছে কি মনোবেদন ॥ ৯৫ ॥
ওহে জলধর ! বলি ইহাও তোমাকে ।
যখন দেখিবে তুমি মম বনিতাকে ॥
যদ্যপি থাকেন তিনি নিদ্রিতা হইয়া ।
গভীর গর্জ্জন দ্বারা নিদ্রা না ভাঙিয়া ॥
যদি তব কষ্ট হয় তাহাও সহিবে ।
প্রহরেক কাল স্থিতি তথায় করিবে ॥
যে হেতু তোমাকে বলি কারণ তাহার ।
দৈবপরবশে যদি প্রেয়সী আমার ॥
স্বপ্ন যোগে প্রাপ্ত হোয়ে থাকে মম সঙ্গ ।
তোমার গর্জ্জনে তার নিদ্রা হবে ভঙ্গ ॥
তার ভুজ দ্বারা মম কণ্ঠ আবদ্ধিত ।
মোচন হইবে তাহা হলে জাগরিত ॥
ইহাতে তাহার দুঃখ হবে অতিশয় ।
ওহে জলধর ! সে সামান্য দুঃখ নয় ॥ ৯৬ ॥
ওহে মেঘ ! দেখিয়া অস্থির সৌদামিনী ।
চঞ্চল লোচনা আর বিশেষ মানিনী ॥
সেই মম কামিনীকে করিয়া যতন ।
জলকণাবাহি যে শীতল সমীরণ ॥
তার মন্দ মন্দ শুভ গতির দ্বারায় ।
ধরাতল শয্যা হোতে তুলিয়া তাহায় ॥
ক্ষণকাল স্থিতি করি গবাক্ষের দ্বারে ।
গর্জ্জন স্বরূপ ধীর বাক্য সহকারে ॥
আলাপ করিবে মম বনিতার সনে ।

ওহে মেঘ ! এমন ভাবিবে তাঁরে মনে ॥
আরো আমি বলিতেছি শুন বাক্য মম ।
অভিনব মালতী কুসুম কলি সম ॥
মম বনিতাকে তুমি অন্তরে ভাবিবে ।
দেখিবে যখন তব প্রত্যয় হইবে ॥ ৯৭ ॥
হে মেঘ ! আমার সেই প্রিয়ার সদন ।
এইরূপ কহিবে করিয়া সম্বোধন ॥
হে বিধবে ! শুন তুমি বচন আমার ।
অকৃত্রিম বন্ধু আমি নাথের তোমার ॥
হৃদয় নিহিত তাঁর সংবাদ সহিত ।
তোমার সদনে হইয়াছি উপস্থিত ॥
"মেঘ" মম নাম, এই লহ পরিচয় ।
পতির বিরহে হোয়ে কাতর হৃদয় ॥
এক বেণী ধরিয়া যে রহে নারীগণ ।
তাহাদের সেই দুঃখ করিতে মোচন ॥
প্রোষিত জনেরা যবে গৃহমুখী হয় ।
তপন তাপেতে হোয়ে তাপিত হৃদয় ॥
বিশ্রামার্থে স্নিগ্ধ স্নানে বসিলে তখন ।
যে মেঘ করিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন ॥
প্রোষিত নিকরে অতি ত্বরা যুক্ত করে ।
সেই মেঘ আসিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ৯৮ ॥
ওহে জলধর ! নিজ মধুর বচনে ।
আমার বৃত্তান্ত তুমি বলিলে তৎক্ষণে ॥
উৎকণ্ঠিতা অন্যচিত্তা বনিতা আমার ।
অভ্যর্থনা বিধিমতে করি আপনার ॥
বিশেষ উন্মুখী তিনি হইয়া তখন ।
তুমি যা বলিবে তাহা করিবে শ্রবণ ॥
পবন-পুত্রের মুখে মৈথিলী যেমন ।
শ্রীরামচন্দ্রের বার্ত্তা করেন শ্রবণ ॥
তদ্রূপ তোমার মুখে মম সমাচার ।
শ্রবণ করিবে সেই বনিতা আমার ॥
মিত্র দ্বারানীত নিজ পতির মঙ্গল ।
বিরহিণীগণে লভে মিলনের ফল ॥
ওহে মেঘ ! তব বাক্য করিয়া যতন ।
মম প্রাণ সম পত্নী করিবে শ্রবণ ॥ ৯৯ ॥
ওহে মেঘ ! আরো আমি বলি আপনায় ।

পতি-বিরহিণী সেই মম বনিতায় ॥
মম উপকার জন্য কহিবে এমত।
রামগিরি নামেতে যে আছয়ে পর্ব্বত ॥
তথায় আশ্রম এক আছয়ে স্থাপিত।
তাহাতে তোমার পতি আছেন জীবিত ॥
প্রাণিদের ইন্দ্রিয় যদ্যপি ক্ষয় পায়।
জীবিত থাকিলে রহে আশ্বাস তাহায় ॥ ১০০ ॥
ইহাও বলিবে মেঘ! মম বনিতায়।
হে অবলে! শত্রুরূপী বিধির দ্বারায় ॥
বঞ্চিৎ ও আগমনে অক্ষম হইয়া।
তব দূরবর্ত্তী ভর্ত্তা ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
অত্যন্ত হোয়েছে ক্ষীণ সন্তাপিত আর।
অবিরত বহিতেছে নেত্রে অশ্রুধার ॥
বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত হোয়েছে এমন।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সদা করিয়া ক্ষেপণ ॥
মানস দ্বারায় সেই দেহ আপনার।
করিছেন নিবেশন দেহেতে তোমার ॥ ১০১ ॥
ওহে মেঘ! আর তুমি করহ শ্রবণ।
যেরূপ কহিবে মম পত্নীর সদন ॥
শ্রবণ ও নয়নের গোচর রহিত।
এমত তোমার সেই ভর্ত্তা দূরস্থিত ॥
তোমার বিরহে হোয়ে উৎকণ্ঠিত মন।
অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এখন ॥
যে সকল পদাবলী রচেন যতনে।
শ্রবণ করহ তাহা আমার আননে ॥
তব সেই পতি কোন মনের বিষয়।
তব কর্ণে বলিবেন করিয়া আশয় ॥
তব মুখপদ্ম স্পর্শ লোভের কারণ।
সখীগণ সমীপেতে সচঞ্চল হন ॥ ১০২ ॥
ওহে মেঘ! আর আমি বলি তব স্থানে।
এরূপ কহিবে মম প্রিয়া বিদ্যমানে ॥
ওহে কোপযুক্তে! তব সব অবয়ব।
এক স্থানে দরশন না হয় সম্ভব ॥
নানাস্থানে নানা অংগ সম শোভাকর।
শ্যামা স্ত্রীর অংগ সম তব কলেবর ॥
চঞ্চল হরিণী নেত্র সদৃশ নয়ন।

নির্ম্মল পূর্ণেন্দু সম গণ্ড সুশোভন ॥
কলাপীর কলাপ যেরূপ চমৎকার।
তাদৃশ তোমার শিরে শোভে কেশভার ॥
ক্ষীণা নদী তরঙ্গ যেমত সুশোভন।
তাদৃশ ভ্রূভঙ্গি তব হয় দরশন ॥ ১০৩ ॥
ওহে মেঘ! আর আমি বলিহে তোমায়।
এরূপ বলিবে তুমি মম বনিতায় ॥
হে বালে! নবীন বারি ধারায় যেমন।
মৃত্তিকা হইলে সিক্তা তাহাতে তখন ॥
সুগন্ধ উত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রকার।
সুগন্ধ প্রদান করে বদন তোমার ॥
তার দূরীভূত, আর বিরহ জ্বালায়।
কলেবর ক্ষীণ হইলেও স্মর তায় ॥
অনুক্ষণ করিতেছে শর নিক্ষেপণ।
গ্রীষ্মকাল যে সময়ে করিবে গমন ॥
দিক্ সব নবীন নীরদে আচ্ছাদিবে।
তপনের কর তাহে নিশ্চয় ঢাকিবে ॥
সেই বরষায় দিন কি রূপ প্রকারে।
যাপন করিব ইহা জিজ্ঞাসিবে তাঁরে ॥ ১০৪ ॥
ওহে মেঘ! আর আমি বলি তব স্থানে।
এরূপ বলিবে মম পত্নী বিদ্যমানে ॥
শিলাপট্টে গৈরিকাদি রাগের সহিত।
কোপযুক্ত তনু তাঁর করি আলিখিত ॥
পদতলে নিজ তনু করিব পতন।
এরূপ মানস আমি করি যেইক্ষণ ॥
সে সময়ে নেত্র হোতে অশ্রুপাত হয়।
সহজেই দৃষ্টিশক্তি কিছু নাহি রয় ॥
অতএব বোধ করি তাহাতে এমন।
দেহ প্রতিবিম্ব দ্বারা হয় যে মিলন ॥
নিষ্ঠুর কৃতান্ত দেব তাহা নাহি সয়।
আমাদের প্রতি তিনি এমত নিদয় ॥ ১০৫ ॥
হে মেঘ! তাহাকে আর বলিবে এমন।
স্বপনে তাঁহার রূপ করিয়া দর্শন ॥
বিশেষ দুঃখিত হই জাগ্রত হইয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন আশা অন্তরে করিয়া ॥
শূন্যদিকে বিস্তারিত করি ভুজম্বয়।

অসহ্য বিরহে মম বিদরে হৃদয় ॥
দয়ায় আর্দ্রিত বন দেব দেবী গণ।
আমার এ দুঃখ তারা করিয়া দর্শন ॥
তাহাদের নয়ন হইতে সে সময়।
স্থূল মুক্তাফল সম অশ্রু শোভাময় ॥
নবীন তরুর কিসলয়ের উপরে।
হয় না কি পাত ? দুঃখ সহেনা অন্তরে ॥ ১০৬ ॥
ওহে মেঘ ! আর আমি বলিহে তোমায়।
এরূপ কহিবে তুমি মম বনিতায় ॥
ওহে মেঘ ! তাহে তুমি করহ শ্রবণ।
যেরূপ কহিবে মম পত্নীর সদন ॥
ওহে গুণবতি ! তব চারু কলেবর।
অতি সুশোভিত আর অতি মনোহর ॥
তব সেই দেহ আহা অতি সুচিকণ।
হিমালয় বায়ু পূর্ব্বে করেছে দর্শন ॥
একারণ আমি সেই তুষার পবনে।
আলিঙ্গন করিতেছি পরম যতনে ॥
যে পবন দেবদার তরু কিশলয়ে।
ভেদ করি তার শ্রুতি ক্ষীর গন্ধ লয়ে ॥
দক্ষিণ প্রদেশ হোতে মন্দ মন্দ ভাবে।
গমন করিছে সদা আপন স্বভাবে ॥ ১০৭ ॥
ওহে মেঘ ! আর তুমি প্রিয়াকে আমার।
এরূপ প্রকারে গিয়া দিবে সমাচার ॥
হে চঞ্চলনেত্রে ! তব বিরহ কারণ।
উত্তপ্ত হইয়া মম অন্তর এখন ॥
ব্যথিত হোয়েছে, যাহা হইবার নয়।
প্রার্থনীয় হইতেছে তাহা এসময় ॥
দীর্ঘযামা ত্রিযামা হউন স্বল্পাকার।
প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল আর ॥
মন্দ মন্দ তাপযুক্ত হোক সর্ব্বক্ষণ।
মনেমনে করিতেছি প্রার্থনা এমন ॥ ১০৮ ॥
আরো মম স্ত্রীকে এই কবে জলধর ! ।
এ প্রকার চিন্তা আমি করিয়া বিস্তর ॥
আপনিই করিলাম ধৈর্য্যাবলম্বন।
হে কল্যাণি ! সুতরাং তুমিও এখন ॥
ধৈরজ ধরহ, নাহি কাতরা হইবে।

চিরকাল সুখ দুঃখ কেহ না ভুগিবে ॥
রথচক্রনেমী দেখ প্রমাণ তাহার।
নীচত্ব উচ্চত্ব দুই লভে যে প্রকার ॥
সেইরূপ সুখ দুঃখ দশা ভোগ হয়।
ইহা ভাবি ধীরা তুমি হইবে নিশ্চয় ॥ ১০৯ ॥
হে মেঘ কহিবে মম বনিতার স্থান।
বরষায় শ্রীকৃষ্ণের হইলে উত্থান ॥
নিশ্চয় শাপান্ত মম হইবে তখন।
চক্ষু বুঁজে চারি মাস করহ যাপন ॥
হে কল্যাণি ! শরত কালের পূর্ণিমায়।
রজনীতে একত্রিত হইয়া দোঁহায় ॥
যে সকল মনোরথ বিরহ সময়ে।
করিয়াছি মনে মনে গণনা উভয়ে ॥
সে সময়ে সেই সব পূরণ হইবে।
অন্যথা হইবে নাই নিশ্চয় জানিবে ॥ ১১০ ॥
হে মেঘ ! বলিবে এই মম বনিতায়·
হে কল্যাণি ! পূর্ব্বে গাঢ় বিলাস দ্বারায় ॥
মম কণ্ঠলগ্না হোয়ে পর্য্যঙ্ক উপরে।
শয়ন করিতে নিদ্রা আক্রমণ করে ॥
অনির্ব্বচনীয় কিছু করিয়া দর্শন।
কাঁদিয়া উঠিয়াছিলে তুমি সেই ক্ষণ ॥
তাহার কারণ আমি হইতে বিদিত।
পুনঃ পুনঃ তব প্রতি হই জিজ্ঞাসিত ॥
ঈষৎ হাসিয়া তুমি বলিলে তখন।
হে ধূর্ত্ত ! দেখেছি আমি এমন স্বপন ॥
অন্য কোন মনোমত নায়িকা সহিত।
বিলাস ভোগেতে তুমি হয়েছ মোহিত ॥ ১১১ ॥
ওহে মেঘ ! মম বিরহিণী বনিতায়।
ইহাও কহিবে হোয়ে সদয় আমায় ॥
হে অসিতনেত্রে ! গুহ্য পূর্ব্বোক্ত বচনে।
প্রত্যয় করিয়া, ভাবি কুশলী এজনে ॥
কুলীন স্বভাব তুমি করিয়া ধারণ।
অবিশ্বাস করিও না এই নিবেদন ॥
পণ্ডিতে বলেন স্নেহ পদার্থ যাহাকে।
তাহাও বিশেষ করি জানাই তোমাকে ॥
বিরহ বিপদ হয় এমন উদয়।

পরস্পর বাক্যালাপে ক্ষম নাহি হয় ॥
(যে প্রকার আমার এ হোয়েছে ঘটন ।
শুনিতে, বলিতে, নাহি ক্ষমতা এখন ॥
সেই বিরহেতে ভোগ রহিত হইয়া ।
পুনরায় সদর্শনে রসাল হইয়া ॥
প্রেমরাশি রূপে হয় বলিনু তোমাকে ।
পণ্ডিতে বলেন স্নেহ পদার্থ তাহাকে ॥ ১১২ ॥
ওহে মেঘ ! বলিতেছি তব বিদ্যমান ।
যদি না করিছ সৌম্য উত্তর প্রদান ॥
তথাচ বিতর্ক মম করিছে অন্তর ।
বন্ধুর কার্য্যেতে তুমি হোয়েছো সত্বর ॥
চাতক বিহঙ্গ দল তব জল পিয়ে ।
তোমাকেই ডাকে তারা তৃষিত হইয়ে ॥
তাহাদের বাক্যে না উত্তর করি দান ।
মনোমত বারি কর সহজে প্রদান ॥
সাধুদের মিত্রজনে বাঞ্ছনীয় দান ।
প্রত্যুত্তর বলি তাহা হোয়েছে বিধান ॥ ১১৩ ॥
হে মেঘ ! তোমাকে বলি বিনয় বচনে ।
মিত্রতা কারণে কিম্বা স্নেহের কারণে ॥
মম প্রতি তব কৃপা আছে বিলক্ষণ ।
প্রার্থিত মিত্রের কার্য্য করিয়া সাধন ॥
বরষায় শোভা যুত ধরি কলেবর ।
যথা ইচ্ছা হবে, যাবে তথায় সত্বর ॥
মম সম তোমার বিদ্যুৎপত্নী সহ ।
বিচ্ছেদ বিহীন হোয়ে সদা কাল রহ ॥ ১১৪ ॥

মেঘদূতকাব্য সমাপ্ত ॥

কলিকাতা চিৎপুর রোড ৺বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট ১৭।১ নং ভবনে
কবিতারত্নাকর যন্ত্রে শ্রীঅম্বিকাচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

THE MEGHADUTA

TRANSLATED INTO BENGALI VERSE.

BY

RAJ KRISHNA MOOKERJEE M. A., AND B. L.

মেঘদূত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্ কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত।

Calcutta:

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS J G. CHATTERJEA & CO.'S PRESS
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
148, BARANOSHI GHOSE'S STREET.

1882

মেঘ-দূত।

পূর্ব্ব-মেঘ।

১

কার্য্য ফেলি অন্যমনা যক্ষ একজন,
"কান্তা ছাড়ি দূরে গিয়া থাক সংবৎসর,"
এ দারুণ প্রভুশাপে (১) মহিমা আপন
হারাইয়া রহে গিয়া রামগিরি' পর, (২)
যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল,
বিস্তারে শীতল ছায়া যথা তরুদল।

২

সেই শৈলে কাটাইয়া মাস কতিপয়,
বনিতা-বিরহে কামী হেন ক্ষীণকায়,
করে শ্লথ স্থানচ্যুত কনক বলয় ;
আষাঢ়ের আদ্য দিনে দেখিতে সে পায়,
দন্তে বিদারিছে গিরি যেন গজবর,
সানুদেশ আক্রমিয়া শোভে জলধর।

৩

মদনদীপন সেই জলদ সম্মুখে
কুবেরের অনুচর তিষ্ঠি কোন ক্রমে

(১) প্রভুশাপে—যক্ষেশ্বর কুবেরের শাপে।

(২) রামগিরি—সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে এই পর্ব্বতের অপর নাম চিত্রকূট। রামায়ণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে চিত্রকূট পর্ব্বত ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে দশক্রোশ দূরে অবস্থিত ছিল। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে ভরদ্বাজের আশ্রম। সুতরাং চিত্রকূট প্রয়াগের অর্থাৎ এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বত হইবে। কিন্তু কালিদাস যে রামগিরির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে উত্তর মুখে গমন করিতে হইলে প্রথমে আম্রকূট পর্ব্বত ও পরে নর্ম্মদা নদী পার হইতে হয়। চিত্রকূট নর্ম্মদা নদীর উত্তরে বহুদূরে ও রামগিরি নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং এই দুই পর্ব্বত এক হইতে পারে না। নাগপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে রামটিক নামে একটি পর্ব্বত আছে। তথায় রামলক্ষ্মণাদির মন্দির আছে,এবং তথায় সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে। অধ্যাপক উইলসন সাহেব এই পর্ব্বতটিকে রামগিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই পর্ব্বতের যেরূপ অবস্থান তাহা কালিদাসের বর্ণনার সহিত মিলে।

লাগিল চিন্তিতে চির অন্তর্বাষ্প দুখে।
প্রিয়া সনে সুখী যারা, দেখি মেঘাগমে
তারাও বিকলচিত্ত ; কি বলিব তার,
কণ্ঠাসঙ্গলোলুপা ললনা দূরে যার।

৪

রক্ষিতে শ্রাবণাগমে প্রেয়সীর প্রাণ
মেঘযোগে স্বকুশল বার্ত্তা দিব তায়,
ভাবি যক্ষ সে মেঘের পূজার বিধান
করি নব-বিকশিত গিরি-মল্লিকায়,
পাই প্রীতি প্রীতিপূর্ণ বচন বিন্যাসে
সমাগত জলদের স্বাগত জিজ্ঞাসে।

৫

কোথা মেঘ ধূম-জ্যোতি-জল-বায়ুময় ?
যোগ্যেন্দ্রিয়-জীব-বাহ্য বার্ত্তা বা কোথায় ? (৩)
না বিচারি ব্যগ্রতার বশে এ বিষয়
মেঘের নিকটে যক্ষ প্রার্থনা জানায়।
চেতনাচেতনভেদবুদ্ধি যারে কয়
কামাতুর স্বভাবতঃ হীন তাহে হয়।

৬

সুবিদিতপুষ্করাবর্ত্তকবংশধর,
জানি তোমা ইন্দ্রামাত্য কামরূপধারী,
তাই দৈবে দূরবন্ধুবিরহে কাতর
প্রার্থনা করিতে আসি নিকটে তোমারি ;
মহতে যাচ্ঞা ভাল যদি বা বিফল,
অধমে তা নাহি শোভে হ'লেও সফল।

৭

সন্তপ্ত-শরণ তুমি ; তাই, জলধর,
এ দীনের বার্ত্তা বহ প্রিয়ার সকাশে,—
ধনপতি-কোপে জ্বলে বিরহে অন্তর ;
যথা যক্ষেশ্বরপুরী অলকা বিকাশে
বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকায়
ধৌতরম্যহর্ম্ম্যময়, যাইবে তথায়।

(৩) ...জড় পরমাণু পুঞ্জে নির্ম্মিত মেঘ ও উপযুক্ত ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবে যাহা বহন করিতে পারে এরূপ বার্ত্তা, এই উভয়ের মধ্যে কত অন্তর, অর্থাৎ জড় মেঘের পক্ষে বার্ত্তাবহন করা কত দূর অসম্ভব।

৮

আরূঢ় হইলে তুমি পবনবাহনে,
চাহিবে তোমার পানে অলকাস্ত ধরি,
পথিক-বনিতা যত সমাশ্বস্তমনে ;
উদিলে নয়নপথে তোমার লহরী,
আমার মতন যারা পরাধীন নয়,
কে আছে বিরহাতুরা জায়া উপেক্ষয় ?

৯

মন্দ মন্দ চালাইছে তোমায় যখন
অনুকূল সমীরণ, সুমধুর স্বরে
গাইছে চাতক বামে গরবে মগন ;
চিরাভ্যস্ত গর্ভাধান-উৎসবের তরে
সেবিবে সুন্দরমূর্ত্তি তোমায় গগনে
অবশ্য আবদ্ধমালা বকাঙ্গনাগণে। (৪)

১০

অবিরামগতি তুমি নিশ্চিত দেখিবে,
পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়া (৫) গণিতেছে দিন,
জীবন রয়েছে ভাবি মিলন হইবে ;
প্রায়শঃ বিরহ যবে করে বলহীন,
অবলার প্রেমময় কুসুম-হৃদয়
পড়িতে পড়িতে খসি আশাবৃন্তে রয়।

১১

ফুটায়ে কন্দলীফুল অবন্ধ্যা ধরায়
কর যেই গরজনে, শ্রবণমধুর
সেই গরজন শুনি মানস আশায় (৬)
কোমল মৃণাল-খণ্ড পাথেয় প্রচুর

(৪) তোমার যখন প্রথম দুইটী শুভসূচক লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন তুমি তৃতীয় ফলটীও পাইবে। এই শ্লোকে মেঘকে যাইবার নিমিত্ত প্রলোভন দেখান হইতেছে। এরূপ প্রবাদ আছে যে বর্ষাকালে বকাঙ্গনারা গর্ভ ধারণ করে।

(৫) ভ্রাতৃজায়া—এই শ্লোকে যক্ষ মেঘকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বর্ণনা করিতেছে। সুতরাং ভ্রাতৃজায়া শব্দের অর্থ যক্ষের স্ত্রী। অন্য কোন কোন শ্লোকে যক্ষ মেঘকে মিত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে ও আপন স্ত্রীকে মেঘের সখী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে।

(৬) এরূপ প্রবাদ আছে যে মেঘগর্জ্জনে কন্দলীফুল ফুটিলে পৃথিবী শস্য-শালিনী হয়। ইহাও আর একটি প্রসিদ্ধি যে শীতকালে শীত সহ্য করিতে না

করি সঙ্গে, শূন্য-পথে রাজহংসচয়
কৈলাস পর্য্যন্ত সাথী হইবে নিশ্চয়।

১২

ওই প্রিয় সখা তব উন্নত ভূধর,
লোক-বন্দ্য রাম-পদাঙ্কিত কটিদেশ ; (৭)
আলিঙ্গ উহায় প্রিয় সম্ভাষণ কর।
মিলি কালে তব সনে—জান সবিশেষ—
চিরবিরহজ উষ্ণ বাষ্পবারিধারে
উহার প্রণয় ব্যক্ত হয় যে প্রকারে।

১৩

গমনের পথ আগে শুন, জলধর,
শ্রোত্রপেয় বার্ত্তা পরে করিও শ্রবণ ;
যাইতে যাইতে যদি হও হে কাতর
করিও পর্ব্বতশৃঙ্গে শ্রমাপনোদন।
কৃশাঙ্গ যদ্যপি হও, করিও গমন
তটিনীর লঘু নীর করি আহরণ।

১৪

ভাবি বুঝি শৈলশৃঙ্গ হরিছে পবন
উর্দ্ধমুখে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা সচকিতে
তোমায় উদ্যোগী অতি করিলে দর্শন,
সরসনিচুলশোভি এস্থান হইতে
উঠহ উত্তরমুখে গগন বিচরি
দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তক্ষেপ পরিহরি। (৮)

পারিয়া হংসগণ মানসসরোবর পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং পুনর্ব্বার বর্ষাকালে তথায় ফিরিয়া আইসে।

(৭) রামগিরি পর্ব্বত, তাহার উপর শ্রীরামের পদচিহ্ন আছে। (২) চিহ্নিত টীকা দেখ।

(৮) নিচুল শব্দে বেতস গাছ ও দিঙ্‌নাগ শব্দে দিগ্‌গজ বুঝায়। মল্লিনাথ বলেন "এখানে এই অর্থান্তর ধ্বনি আছে। রসিক নিচুল নামা মহাকবি কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং কালিদাসের লেখায় বিপক্ষারোপিত দোষের পরিহর্ত্তা। রসিক নিচুল যে স্থানে আছেন, সেই স্থান হইতে নির্দোষত্ব হেতু উন্নতমুখ হইয়া সারস্বত ব্যাকরণ-নির্দ্দিষ্ট মার্গে প্রতিপক্ষ দিঙ্‌নাগাচার্য্যের হস্ত-বিন্যাস পূর্ব্বক দূষণ পরিহার করিয়া, অদ্রিকল্প দিঙ্‌নাগাচার্য্যের প্রাধান্য হরণ হইতেছে এই কারণে সিদ্ধ অর্থাৎ কবি ও অঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক উদ্যোগী দৃষ্ট হইয়া, উচ্চ (অর্থাৎ প্রধান) হও। ইহা কবি স্বপ্রবন্ধকে বা আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।"

১৫

নানামণিদ্যুতিমিশ্ররূপে বিরাজিত,
আবির্ভূত রামগিরি শৃঙ্গের আগায়,
এই ইন্দ্রধনুখণ্ড পুরোদেশস্থিত,
তোমার শ্যামল তনু এমনি সাজায়,
যেন রে উজ্জ্বলকান্তি শিখিপুচ্ছ ধরি
দাঁড়াইয়া শ্যামমূর্ত্তি গোপবেশী হরি।

১৬

আয়ত্ত তোমার জানি কৃষিকর্ম্মফল,
ভ্রূবিলাসশূন্য প্রীতি-প্রফুল্ল-নয়নে
সাদরে হেরিবে তোমা পল্লী-বধূদল ;
উঠি তবে সুরভিত হলকরষণে
মালক্ষেত্রে কর তুমি বারি বরিষণ ; (৯)
পরে উত্তরাস্যে দ্রুত করিও গমন।

১৭

পথশ্রমক্লান্ত তোমা করিবে ধারণ
শিরোদেশে সমাদরে আম্রকূটাচল, (১০)
দাবদাহ যার তুমি কর নিবারণ ;
আশ্রয়ার্থী যদি মিত্র হইয়া বিকল,
ক্ষুদ্রেও বিমুখ নহে স্মরি উপকার,
এমন যে উচ্চ দূরে থাক কথা তার।

১৮

পক্বাম্রকাননে তার প্রান্ত আচ্ছাদিত ;
আরূঢ় হইবে যবে সে গিরিশিখরে
তুমি অভিরাম-শ্যামবেণী-বিনিন্দিত,
সে অচল ব্যোমচর দম্পতী গোচরে
ধরিবে সুন্দর শোভা, যেন সে ধরার
পয়োধর মধ্যশ্যাম পাণ্ডুরবিস্তার।

(৯) মাল শব্দের অর্থ উন্নত ভূতল। রামগিরি হইতে কৈলাসাভিমুখে অর্থাৎ উত্তর-মুখে গমন-কালে আম্রকূট (অমরকণ্টক) পর্ব্বতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মেঘ মালক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সুতরাং ইহা ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত কোন কৃষি-যোগ্য উন্নত ভূমি হইবে।

(১০) বর্ত্তমান অমরকণ্টক পর্ব্বত কালিদাসের আম্রকূট পর্ব্বতের নামান্তর বলিয়া অনুমিত হয়।

১৯

বনচরবধূভুক্ত কুঞ্জে সে অদ্রিতে
থাকি ক্ষণ বর্ষি বারি দ্রুততরগতি
অতিক্রমি পথ পরে পাইবে দেখিতে
উপলবন্ধুর বিন্ধ্যপাদে শীর্ণ অতি
নর্ম্মদা ছড়ায় অঙ্গ, গজদেহে লেখা
শোভে যেন রঙ্গে ভঙ্গে রচনার রেখা।

২০

জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত প্রবাহ যাহার
মত্তবনগজমদসৌরভে বাসিত,
বর্ষণান্তে লবে সেই জল নর্ম্মদার ;*
অন্তঃসার বলি তবে তোমা বিচলিত
করিতে নারিবে বায়ু, অন্তঃসারহীন
লঘু সদা, সারবান্ গৌরবে প্রবীণ।

২১

অর্দ্ধোদিত-কেশরান্ত কদম্বে দেখিয়া
হরিতকপিশবর্ণ, সজল প্রান্তরে
নবমুকুলিতা ভূমিকদলী ভক্ষিয়া,
সুগন্ধি ধরার গন্ধ ঘ্রাণি বনান্তরে,
কুরঙ্গ দেখাবে, করি বৃষ্টি বরিষণ
কোন্ পথ দিয়া তুমি করেছ গমন।

২২

মৎপ্রিয়ার্থ যদি সখে যাইতেও চাও
দ্রুতগতি, দেখিতেছি পর্ব্বতে পর্ব্বতে
বিলম্ব, কুটজগন্ধ যথা যথা পাও ;
করিও উদ্যোগ যেতে শীঘ্র কোন মতে,
কেকারব করি শিখী সজলনয়ন
অতিথিসৎকার তব করিবে যখন।

২৩

আসন্ন হইলে তুমি, দশার্ণ প্রদেশে (১১)
করি উপবনবৃতি পাণ্ডুরবরণ
কেতকীমুকুলমুখ ফুটিবেক হেসে,

(১১) দশান নামক একটী নদী ভূপাল হইতে আসিয়া বেতোয়ার সহিত মিলিয়াছে। এই নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশ দশার্ণ বলিয়া তথায় প্রবাদ আছে।

নীড়ার্থে মাতাবে চৈত্য (ক) গ্রাম্য পক্ষিগণ,
জম্বুবন শ্যামবর্ণ হবে পক্ব ফলে,
রহিবে ক দিন মাত্র (খ) রাজহংসদলে।

২৪

খ্যাত তার রাজধানী বিদিশা নগরী, (১২)
যাই তথা বিলাসীর পাবে সব ফল ;
ভটোপান্তে শ্রুতিসুখ গরজন করি
তরঙ্গিত সুমধুর বেত্রবতীজল, (১৩)
দন্তাঘাতে সভ্রূভঙ্গ অধর সমান,
পাইবে তথায় তুমি করিবারে পান।

২৫

তথা বিশ্রামার্থে বৈস নীচনামাচলে, (১৪)
তব স্পর্শে হবে যার পুলকপ্রকাশ
পুষ্পিতকদম্বচয়ে ; রতিপরিমলে
সূচিত কন্দরে যার বেশ্যার বিলাস
এই কথা প্রচার করিছে প্রতিক্ষণে
নাগরিক জনগণ প্রমত্ত যৌবনে।

২৬

বিশ্রাম করিয়া পরে করিবে গমন,
বননদীতীরে সিঞ্চি নবজলকণে
যূথিকামুকুলকুল উদ্যান রতন ;
ছায়াদানে ক্ষণ তুষি সে যুবতীগণে,
কুসুমচয়নক্লান্তা যাদের কপোলে
ঘর্ম্মজলে কর্ণোৎপল ম্লান করি তোলে।

২৭

যদিও উত্তরে যেতে পথ বক্র হয়,

(ক) চৈত্য শব্দে রথ্যাবৃক্ষ অর্থাৎ পথপার্শ্বস্থবৃক্ষ বুঝায়।

(খ) রাজহংসগণ বর্ষাকালে মানস সরোবরে ফিরিয়া যায়, এই কবি-সময়-খ্যাতি অবলম্বন করিয়া এই কথা লিখিত হইয়াছে।

(১২) বিদিশা দশার্ণ প্রদেশের রাজধানী। বিদিশার বর্ত্তমান নাম ভিলশা।

(১৩) বেত্রবতী নদীর বর্ত্তমান নাম বেতোয়া। ভিলশা নগরী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

(১৪) বিদিশার নিকটবর্ত্তী কোন অনুচ্চ পর্ব্বত।

ভুলিও না উজ্জয়িনীসৌধোৎসঙ্গাসনে (১৫)
করিবারে পরিচয় ; পৌরাঙ্গনাচয়,
চপলাচমক দেখি চকিত নয়নে
চঞ্চল কটাক্ষমালা করি বরিষণ
না হেরিলে তোমা, তব বিফল জীবন।

২৮

কূজিত বিহগশ্রেণী চলিত তরঙ্গে
যার কাঞ্চীগুণ শোভা ; উপলস্খলনে
মনোহর গতি যার ; দেখায় যে রঙ্গে
আবর্ত্তস্বরূপ নাভি, সে নির্বিন্ধ্যা সনে (১৬)
পথে তুমি করো ভাব ; প্রিয়জনপাশ
স্ত্রীলোকের আদ্যপ্রেমবচন বিলাস।

২৯

বেণীভূত তনুবারি সিন্ধু তরঙ্গিণী (১৭)
তটতরু-জীর্ণ-পত্র-পতনে পাণ্ডুরা,
নির্বিন্ধ্যার পারগত তোমায় রঙ্গিণী
দেখায় সৌভাগ্য তব বিরহে আতুরা ;
কৃশতা উহার যাহে শীঘ্র করি যায়
যথাবিধি করো তুমি তাহার উপায়।

৩০

পাইয়া অবন্তী, যথা গ্রামবৃদ্ধগণ (১৮)
জানে উদয়ন কথা (১৯) পূর্ব্বাদেশমত

(১৫) বিদিশার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উজ্জয়িনী গমন করিতে হইলে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাইতে হয়।

(১৬) নির্বিন্ধ্যা—সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বত-জাত পার্ব্বতী নদী। ইহা চম্বল নদের সহিত মিলিয়াছে।

(১৭) সিন্ধু—ইহার বর্ত্তমান নাম কালী-সিন্ধু। ইহাও চম্বল নদে পড়িয়াছে।

(১৮) প্রদেশের নাম অবন্তী। ঐ প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর আর একটি নাম বিশালা। ২৭ শ্লোকে কবি মেঘকে উজ্জয়িনী যাইতে বলিয়াছেন।

(১৯) উদয়ন কথা—বৎসরাজ উদয়নের সহিত বাসবদত্তার ও রত্নাবলীর বিবাহের কথা। সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে এই কথা আছে। কালিদাসের সময়ে এ বিষয়ে কোন গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কালিদাসের বর্ণনার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় না। তিনি গ্রামবৃদ্ধগণ এই কথা জানে এই মাত্র বলিয়াছেন।

শ্রীবিশালা বিশালায় করিবে গমন ;
অল্পমাত্র থাকে যবে পুণ্যফল যত,
অবশিষ্ট পুণ্যে যেন ধরাগামী নর
আনিয়াছে স্বর্গখণ্ড এমন সুন্দর।

৩১

সারসের মদকল প্রস্ফুট কূজিত
তথায় প্রভাতকালে সুদীর্ঘ করিয়া,
বিকশিত কমলের গন্ধে সুরভিত
সুশীতল শিপ্রানিল (২০) দিক্ আমোদিয়া,
প্রিয় বল্লভের সম প্রার্থনাচতুর
রমণীগণের রতিক্লান্তি করে দূর।

৩২

করি পরিপুষ্ট কায়া গবাক্ষনির্গত
কেশসংস্কারের ধূপে, হই হরষিত
গৃহশিখিপ্রীতিনৃত্য-উপহারে কত,
সুন্দরীর পদাঙ্কিত কুসুমবাসিত
হর্ম্ম্যে উজ্জয়িনীশোভা করি দরশন,
পথ-শ্রম তথা তুমি করিও হরণ।

৩৩

জল-কেলি-রত-নারী-স্নানে সুরভিত
উৎপলপরাগগন্ধী গন্ধবতী-বাতে (২১)
উপবন-তরুলতা যেখানে কম্পিত,
যাও সেই পুণ্য-ধাম বিরাজিত যাতে
বিশ্বেশ্বর হর, তাঁর কণ্ঠচ্ছবিপ্রায়
সাদরে প্রমথদল হেরিবে তোমায়।

৩৪

মহাকাল নাম সেই মহেশ-ভবন
পাইলেও অন্য কালে রহিবে তথায়
যাবৎ না অস্তগত হয়েন তপন,
শঙ্করের শ্লাঘনীয় সন্ধ্যার পূজায়
করিয়া পটহকার্য্য পাবে অবিকল,
হে জলদ, সুগম্ভীর গর্জ্জনের ফল।

(২০) উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত।

(২১) মহাকাল-ভবনের উদ্যানের মধ্য দিয়া গন্ধবতী প্রবাহিত ছিল।

৩৫

নাচিতে যাদের কটিদেশে কাঞ্চী বাজে,
রত্ন-প্রভা-দীপ্ত-দণ্ড-চামর-লীলায়
দোলাইতে যাহাদের হস্ত ক্লান্ত কাজে,
বৃষ্টি-বিন্দু পড়িলে সে নটীদের গায়
নখক্ষতে সুখপ্রদ, তারা তব পানে
চাবে অলিপংক্তিতুল্য দীর্ঘ দৃষ্টিদানে।

৩৬

পরে শঙ্করের ঊর্ধ্ববাহুতরুবন
ব্যাপিয়া মণ্ডলাকারে, নবজবাপ্রায়
রক্তবর্ণ সান্ধ্যতেজ করিয়া ধারণ,
তাণ্ডবে শিবের আর্দ্র গজাজিনেচ্ছায়
হর তুমি, ভক্তি তব ভবানী সে ক্ষণে
দেখিবেন নিরুদ্বেগে নিশ্চলনয়নে। (২২)

৩৭

সে নগরে রাত্রিকালে রমণভবনে
দৃষ্টিরোধী সূচিভেদ্য-তিমিরে আবৃত
রাজ-পথে চলে কত বিলাসিনীগণে;
কনকনিকষস্নিগ্ধ দামিনী উদিত
করি তুমি তাহাদের পথ দেখাইও,
ভীত তারা, গরজন বৃষ্টি না করিও।

৩৮

চিরাবিলসনক্লান্ত বিদ্যুৎপত্নীসনে
সুপ্তপারাবত কোন সৌধের শিখরে
কাটাইয়া সেই রাত্রি, যখন তপনে
আবার হেরিবে তুমি, যাইবে সত্বর
বাহি যত থাকে অবশিষ্ট পথ আর;
বিলম্বে না কেহ লয়ে মিত্রকার্যভার।

৩৯

সূর্যোদয়ে খণ্ডিতার নয়নের নীর

(২২) গজাসুরকে বধ করিয়া ভগবান মহাদেব তদীয় শোণিতার্দ্র চর্ম্ম ভুজমণ্ডলে ধারণ করিয়া তাণ্ডব করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এ ভীষণ দৃশ্য শঙ্করীর প্রিয় নহে। সুতরাং মেঘ রক্তবর্ণ সান্ধ্য তেজ ধরিয়া শিবের বাহুমণ্ডল ব্যাপিয়া শোণিতার্দ্র গজচর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিলে, শঙ্করী তাহা সন্তুষ্টচিত্তে দেখিবেন।

হরেন বল্লভ আসি ; তাই শীঘ্র চল
ছাড়িয়া সূর্য্যের পথ ; তিনিও, হে ধীর,
প্রত্যাগত নলিনীর বদন-কমল-
হইতে হরিতে যত শিশিরাশ্রুবারি ;
কররোধী হলে তাঁর রাগ হবে ভারী।

৪০

নির্ম্মল চিত্তের সম গম্ভীরার জল, (২৩)
প্রবেশ লভিবে তাহে স্বভাবসুন্দর
তব প্রতিবিম্বদেহ ; কুমুদধবল
চটুল-সফরী-খেলাছলে নিরন্তর
দিলে প্রেমদৃষ্টি নদী, হবে না উচিত
ধৈর্য্য ধরি বিফলিতে তাহার বাঞ্ছিত।

৪১

সংলগ্ন বেতস-শাখে করধৃতপ্রায়
তার নীল বারিবাস করিলে হরণ
মুক্ত করি কটিতট, প্রস্থানবেলায়
লম্বমান সখে তব কষ্ট বিলক্ষণ
বুঝিতেছি হবে ; হেন রসজ্ঞ কোথায়
ছাড়িতে যে পারে মুক্তজঘনা বালায় ?

৪২

তব বৃষ্টিব্যক্ত ধরাগন্ধে সুরভিত,
মধুর ধ্বনিয়া শুণ্ডে গজের আঘ্রাত,
সুশীতল সমীরণ সুমন্দবাহিত,
পাকাইয়া বনে উদুম্বর ফলজাত,
দেবগিরি গমনেচ্ছু (২৪) জলদ, তোমায়
যাইবেক ধীরে ধীরে লইয়া তথায়।

৪৩

কার্ত্তিকেয় চিরকাল আছেন তথায়,
স্বর্গগঙ্গাজলসিক্ত কুসুম-আসারে
ধরি পুষ্পমেঘরূপ পূজহ তাহায় ;

(২৩) গম্ভীরা—উজ্জয়িনীর উত্তরবর্ত্তী মালব দেশান্তর্গত কোন ক্ষুদ্র নদী হইবে।

(২৪) মালব দেশের মধ্যে চম্বল নদীর দক্ষিণে দেবগড় নামে একটি পাহাড় আছে। ইহা উজ্জয়িনীর উত্তরদিক্‌বর্ত্তী। এই পাহাড়টিই কালিদাসের দেবগিরি বলিয়া অনুমান হয়।

দেবাধিপতির সেনা রক্ষা করিবারে
বহ্নি-মুখে এই তেজ দিবাকরাতীত
শশাঙ্ক-শেখর হর করেন সঞ্চিত।

৪৪

তাঁর ময়ূরের পুচ্ছ চন্দ্রকভূষিত
পুত্রস্নেহে ভবপ্রিয়া পরেন শ্রবণে,
কুবলয়-দল যেথা চির বিরাজিত ;
গিরিগুহাসংক্রমণবর্দ্ধিত গর্জ্জনে
নাচাইও অতঃপর ময়ূরে তাঁহার,
হরশিরশ্চন্দ্রিকায় ধৌত নেত্র যার।

৪৫

শরবণভব সেই দেবে আরাধিয়া
চল কিছু দূরে তুমি, পথ ছাড়ি দিলে
বীণাপাণি সিদ্ধদ্বন্দ্বে বৃষ্টিভীতিহিয়া ;
পথিমধ্যে চর্ম্মণ্বতী নদীরে দেখিলে
নামি সম্ভাষিবে তায়, স্রোতোমূর্ত্তি ধরি
রন্তিদেব কীর্ত্তিধ্বজা ধরার উপরি। (২৫)

৪৬

কৃষ্ণবর্ণ তুমি জল লইতে নামিলে,
স্থূলকায়া তরঙ্গিণী দূরত্ব কারণ
ক্ষীণকলেবরা বলি লক্ষিত হইলে,
ব্যোমচরে দৃষ্টি ক্ষেপি দেখিবে তখন,
একছড়া মুক্তামালা ধরার গলায়,
স্থূলাকার ইন্দ্রনীল মধ্যমণি তায়।

৪৭

সে নদী হইয়া পার যাবে অনন্তর
সতৃষ্ণনয়নে তোমা দেখিবে যথায়
দশপুর-নিবাসিনী রমণী নিকর ; (২৬)

(২৫) চর্ম্মণ্বতী নদীর বর্ত্তমান নাম চম্বল। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে দশপুরপতি রন্তিদেব গোমেধ যজ্ঞ করেন, এবং যজ্ঞে যে সকল গো নিহত হয়, তাহাদের শোণিতাক্ত চর্ম্মরাশির মধ্য হইতে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি হয়। মহাভারতের দ্রোণ পর্ব্বের ৬৫ অধ্যায় দেখ।

(২৬) উজ্জয়িনী হইতে কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাইবার পথে চম্বল নদীর কিঞ্চিৎ উত্তরে রন্তিপুর নামে একটি নগর আছে। ইহা রন্তিদেবের পুর "দশপুর" হইবার সম্ভাবনা।

ভ্রূবিলাস জানে তারা, পক্ষ্মের খেলায়
কৃষ্ণশারপ্রভা কত বিস্তারিত করে,
কটাক্ষে কুন্দানুসারি ভৃঙ্গ শোভা ধরে ।

৪৮

ছায়ারূপে পশি পরে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে
যাও কুরুক্ষেত্র ক্ষত্ররণচিহ্নময় ;
ধরিয়া গাণ্ডীব যেথা পার্থ যুদ্ধাবেশে
বরষিলা সুশাণিত সায়কনিচয়
ভূপকুল-শিরোপরি, তুমিও যেমন
করহ কমলপুঞ্জে বৃষ্টি বরিষণ ।

৪৯

বন্ধুপ্রেমে সমরবিমুখ হলধর (২৭)
রেবতীলোচনাঙ্কিত সুরস সুরায়
ত্যজিয়া যাহার জল সেবিলা বিস্তর,
হে সুভগ, সেই সরস্বতীর সেবায় (২৮)
অন্তরাত্মা শুদ্ধ তব হবে, জলধর,
বাহিরে রহিবে মাত্র কৃষ্ণবর্ণধর ।

৫০

কনখল পার্শ্বে পরে করিও গমন, (২৯)
অবতীর্ণা হিমাচল হইতে যথায়
জাহ্ণবী সগরসুত-স্বর্গের সাধন ;
ফেনহাসে গৌরীর ভ্রূকুটীরচনায়
উপহাসি শিরশ্চন্দ্রলগ্ন ঊর্ম্মিকরে
ধরিলেন যিনি শিব-কেশ দর্পভরে ।

(২৭) হলধর অর্থাৎ বলরাম কুরু ও পাণ্ডব উভয়েই আত্মীয় বলিয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি সুরাপান করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম রেবতী। রেবতী লোচনাঙ্কিত শব্দের অর্থ রেবতীর নয়নের প্রতিবিম্ব যাহাতে পড়িয়াছে।

(২৮) সরস্বতী নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কুরুক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমে মরুভূমিতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্যাসাসনে উপবিষ্ট সুত বলরামকে দেখিয়া গাত্রোত্থান না করায় বলরাম তাহাকে বধ করেন। তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তিনি সরস্বতী তীর্থে ভ্রমণ করেন।

(২৯) হরিদ্বারে যে স্থানে মেলা হয়, সেই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গংগার পশ্চিম তটে কনখল নামে একটি গ্রাম আছে।

৫১

সুরগজ সম ব্যোমে পশ্চার্দ্ধলম্বিত
গেলে তুমি বক্রভাবে পান করিবারে
স্ফটিক নির্ম্মল গঙ্গা-সলিল, ত্বরিত
পড়ি তব প্রতিবিম্ব প্রবাহ মাঝারে
হইবে অপূর্ব্ব শোভা মানসমোহন,
গঙ্গা যমুনায় যেন সে স্থানে মিলন।

৫২

কস্তুরিকা মৃগদের নাভিগন্ধে যাঁর
শিলাচয় সুরভিত, তুষারধবল
পাই সেই হিমাচল প্রভব গঙ্গার,
শ্রমহারি শৃঙ্গে তার বসিয়া সবল
শুভ্রশিববৃষোৎখাতপঙ্কের মতন
অপরূপ শোভা তুমি করিবে ধারণ।

৫৩

বায়ুবলে দেবদারুস্কন্ধসংঘর্ষণে
জন্মি যদি দাবানল জ্বালায় অচল,
দহে চমরীর কেশ স্ফুলিঙ্গবর্ষণে ;
সহস্র ধারায় বর্ষি নিবাও অনলে।
মহতের যত কিছু সমৃদ্ধিধারণ
বিপন্নের বিপজ্জাল করিতে হরণ।

৫৪

সেই হিমাচলোপরি শরভ সকল, (৩০)
তোমায় অলংঘ্য পথে চাহি লংঘিবারে
রোষে লম্ফ দিয়া, পায় অঙ্গভঙ্গ ফল ;
তাহাদেরে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিধারে
আকীর্ণ করিয়া ফেল ; কে না শাস্তি পায়
নিষ্ফল করমে যত্ন করিয়া ধরায় ?

৫৫

তথা শিবপদচিহ্ন শোভিত শিলায়,
সতত করেন তার পূজা যোগিগণ,
প্রদক্ষিণ করো তুমি ভক্তিভাবে তায় ;
শ্রদ্ধাশীল করি সেই চিহ্ন দরশন
হইয়া বিগতপাপ ত্যজি কলেবর

(৩০) শরভ—কবিকল্পিত অষ্টপদ মৃগ বিশেষ।

শাশ্বত প্রমথগণ গায় অনন্তর।.

৫৬

কীচক অনিলে পূর্ণ সুমধুর বাজে,
মিলিয়া ত্রিপুরজয় কিন্নরীরা গায় ;
মৃদঙ্গধ্বনির সম গম্ভীর আবাজে
তোমার নির্ঘোষ যদি সে গিরির গায়
কন্দরে কন্দরে পশি করে গরজন,
পূর্ণ হবে মহেশের সঙ্গীত তখন।

৫৭

হিমাদ্রিসমীপে দেখি দ্রষ্টব্য সকল,
জামদগ্ন্যযশোবর্ত্ম হংসগণদ্বার
ক্রৌঞ্চশৈলরন্ধ্র দিয়া উত্তরাস্যে চল, (৩১)
করিয়া তির্য্যগ্ ভাবে শ্যামাঙ্গ বিস্তার,
বিস্তারিলা শ্যামপদ যথা সনাতন
বলির শাসন-কার্য্যে প্রবৃত্ত যখন।

৫৮

বিশ্লিষ্ট রাবণ-বলে সানুসন্ধি যার, (৩২)
যাই ঊর্দ্ধমুখে তুমি দেখিবে কৈলাস,
ত্রিদশবনিতাকুল-দর্পণআকার ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ আছে তার ব্যাপিয়া আকাশ
কুমুদধবলবর্ণে, দিনে দিনে রাশি
করা যেন শংকরের অট্ট অট্ট হাসি।

৫৯

সদ্যঃ কাটা গজদন্ত সমান ধবল

(৩১) ভগবান্ মহাদেবের নিকট যৎকালে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ধনুর্বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তৎকালে কার্ত্তিকেয়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি তীক্ষ্ন শরে অবলীলাক্রমে ক্রৌঞ্চ-শৈল ভেদ করেন। ক্রৌঞ্চ-শৈলের সেই রন্ধ্রপথে মানস সরোবর প্রস্থায়ী হংসগণ সঞ্চরণ করে বলিয়া উক্ত রন্ধ্রকে হংসদ্বার বলা হইয়াছে।

(৩২) একদা রাবণ অগ্রজ কুবেরকে জয় করিয়া তদীয় পুষ্পক বিমান হরণ পূর্ব্বক কৈলাস পর্ব্বতের যথায় হর গৌরী বিহার করিতেছিলেন সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। নন্দী উপস্থিত হইয়া রাবণের পথরোধ পূর্ব্বক তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। রাবণ নন্দী বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া ক্রোধে কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলন করিলেন। মহাদেব পাদাঙ্গুষ্ঠে চাপিয়া পর্ব্বতকে পুনঃস্থাপিত করিলেন। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১৬ সর্গ দেখ। রাবণ পর্ব্বত উত্তোলন করায় তাহার সন্ধিসকল বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল।

কৈলাসের সানুদেশে আরোহিলে তুমি
উজ্জ্বলকজ্জলপ্রভ, হইবে অচল
নিশ্চলনয়নপ্রেক্ষণীয়শোভাভূমি,
স্কন্ধদেশে ধরি যেন শ্যামল বসন
দাঁড়াইয়া হলধর রেবতীরমণ।

৬০

ভুজগবলয়ভ্রষ্ট শঙ্করের কর
সেই ক্রীড়াশৈলে যদি ধরিয়া শংকরী
বিচরেন পাদচার করি, জলধর,
অগ্রসরি স্বশরীর ভঙ্গীকৃত করি,
অন্তর্জলস্রোতঃস্তম্ভ সাধিয়া, ধীমান্,
মণিতটারোহণের হইও সোপান।

৬১

অমরযুবতীদের কঙ্কণের ঘায়
নিঃসৃত হইলে বারি, তুমি বিরাজিবে
তাদের কৃত্রিম-ধারাগৃহরূপে প্রায় ;
শ্রুতিকটু গরজনে ভয় দেখাইবে
তাপকালে পাই তোমা যদি, বন্ধুবর,
নাহি ছাড়ে ক্রীড়াসক্তা যুবতীনিকর।

৬২

কনককমলপ্রসূ সলিল লইয়া
মানস সরস হ'তে জলদানকালে
ঐরাবতমুখপটপ্রীতি সম্পাদিয়া,
কাঁপাইয়া কল্পতরুকিশলয়জালে
অংশুকের প্রায় বাতে ; বিবিধ লীলায়
ভুঞ্জিও কৈলাসে তুমি আপন ইচ্ছায়।

৬৩

প্রিয়বক্ষে কান্তা যেন, কৈলাস উপরে
গলিতগঙ্গাদুকূলা দেখি অলকায়
চিনিবে হে কামচারী ; মেঘকালে ধরে
উন্নতবিমানা সেই নগরী হেলায় (৩৩)
বারিস্রাবী অভ্রবৃন্দ, কামিনী যেমন
করে মুক্তাজালগাঁথা অলক ধারণ।

(৩৩) উন্নতবিমান—উচ্চ সপ্তভূমিক ভবনবিশিষ্ট। কামিনী পক্ষে বিমানা শব্দের অর্থ মানিনী নহে।

উত্তর-মেঘ।

১

চপলা ললিত বালা, ইন্দ্রচাপ চিত্র,
মধুর গম্ভীর ঘোষ মৃদঙ্গসঙ্গীত,
অন্তস্তোয় মণিময় ভূমি যেন, মিত্র,
এইরূপে পদে পদে তোমার সহিত
দেখিতেছি তুলনীয় বিবিধ প্রকারে
প্রাসাদ গগনস্পর্শী অলকা মাঝারে।

২

তথা কামিনীর করে লীলার কমল,
অলকে নবীনকুন্দনিকর গ্রথিত,
মুখে পাণ্ডুকান্তি লোধ্রপুষ্পরজঃফল,
চূড়াপাশে কুরবক নব-বিকশিত,
শ্রবণে শিরীষ চারু, সীমন্তে শোভিত
কদম্ব, আগমে তব যাহা প্রস্ফুটিত। (৩৪)

২ ক

তথা নিত্যপুষ্পময় মহীরুহদল
নিয়ত ধ্বনিত মত্ত অলির ঝঙ্কারে ;
হংসকাঞ্চী নিত্যপদ্মা নলিনী সকল ;
গৃহশিখী কেকারবে নিত্যই বিস্তারে
উজ্জ্বল কলাপভার, প্রদোষ তথায়
তমোহর চন্দ্রিকায় নিত্য শোভা পায়।

২ খ

হর্ষ বিনা তথা নাহি ঝরে অশ্রুজল ;
জনমে কেবল তথা কুসুমের শরে
প্রিয়সমাগমশাম্য সন্তাপ-অনল ;
প্রণয় কলহ ভিন্ন কিছুতে না করে
বিরহঘটন তথা ; বিত্তেশনিকর
না জানে যৌবনভিন্ন অবস্থা অপর।

(৩৪) এই শ্লোকের অর্থ অলকায় এককালে ছয় ঋতু বিরাজমান ; কারণ কমল শরতে, কুন্দ হেমন্তে, লোধ্র শিশিরে, কুরবক বসন্তে, শিরীষ গ্রীষ্মে ও কদম্ব বর্ষাকালে ফুটে।

৩

সুন্দরী রমণী সনে যক্ষেরা তথায়
তারাপ্রতিবিম্ব-রূপ কুসুমে রচিত
সিতমণিময় হর্ম্ম্য পাইয়া হেলায়,
করে পান রতিফল নামে অভিহিত
কল্পবৃক্ষজাত মধু, মন্দাহত বাজে
যবে বাদ্য তব তুল্য গম্ভীর আবাজে।

৪

অমরপ্রার্থিতা কত কুমারী তথায়
সেবি বায়ু মন্দাকিনীসলিলে শীতল,
হরি তাপ তীরজাত-মন্দার-ছায়ায়,
করে গুপ্তমণি খেলা হইয়া বিহ্বল,
কনক বালুকামুষ্টি নিক্ষেপি কখন
ঢাকে মণি, পুনঃ তার করে অন্বেষণ।

৫

নীবীবন্ধ-মোচনেতে শিথিল বসন
টানিলে চপল করে বল্লভ সকল
তথা অনুরাগভরে, বিম্বাধরাগণ
লাজভরে অতিশয় হইয়া বিকল,
তুঙ্গশিখ রত্নদীপ সম্মুখে পাইয়া
নিবাইতে যায় বৃথা চূর্ণ নিক্ষেপিয়া।

৬

তথায় তোমার সম জলদপটল
সদাগতি সনে সৌধশিখরেতে নীত,
নবজলকণ বর্ষি আলেখ্য সকল
দূষিত করিয়া যেন হইয়া শঙ্কিত,
ধূমোদ্গার অনুকৃতি করিতে তৎপর
পলায় গবাক্ষপথে শীর্ণকলেবর!

৭

চন্দ্রাতপ-সূত্রে গাঁথা চন্দ্রকান্তমণি
তথা মেঘমুক্ত নিরমল চন্দ্রকরে
স্ফুট-জলকণস্রাবী হইয়া অমনি
নিশীথে কান্তার রতিজাত গ্লানি হরে,
যখন কান্তের কোলে গাঢ় আলিঙ্গনে
ক্লান্ত হয় অতিশয় কুলাঙ্গনাগণে।

৮

অক্ষয় যাদের ঘরে ধনের ভাণ্ডার,
প্রতিদিন তথা হেন কামী সমুদায়
বৈভ্রাজাখ্য বাহ্যোদ্যানে করয়ে বিহার
অপ্সরাগণের সনে আলাপচ্ছটায় ;
কলকণ্ঠ কিন্নরেরা ধরি উচ্চ তান
করে যবে অলকাপতির যশোগান।

৯

চলিতে অলকচ্যুত মন্দারের ফুলে,
পত্রচ্ছেদে, কর্ণভ্রষ্ট কনক কমলে,
শিরোদেশ নিপতিত মুক্তার কুলে,
স্তনভারে ছিন্নসূত্র হারে সেই স্থলে
কামিনীগণের নৈশপথ ব্যক্ত করে,
যখন আসিয়া সূর্য্য অন্ধকার হরে।

১০

কুবেরের সখা বলি স্বরূপে তথায়
থাকেন মহেশ জানি, সভয়ে মদন
অলিগুণ শরাসন নাহি ধরে প্রায় ;
ভ্রূভঙ্গে অমোঘ দৃষ্টি করি বরিষণ
বিলাসিগণের প্রতি, কামকার্য্য সাধে
বিলাসে চতুররামানিকর অবাধে।

১১

চিত্র বস্ত্র, মধু নেত্রবিভ্রমসাধন,
কিসলয় কুসুমাদি বিভূষণ যত,
চরণ কমলে যাহা করিলে অর্পণ
সাজে ভাল এইরূপ লাক্ষারাগ কত,
রমণীগণের চাই যে সব মণ্ডন
তথা এক কল্পবৃক্ষ করে বিতরণ।

১২

অলকায় কুবেরের গৃহের উত্তরে
সুরপতি-ধনুসম সুন্দর তোরণে
আমাদের গৃহ দূর হ'তে দৃষ্টি হরে ;
দেখিবে সে গৃহপার্শ্বে পালিত যতনে
কান্তার কৃত্রিমপুত্র তরুণ মন্দারে,
নমিত যে হস্তপ্রাপ্য স্তবকের ভারে।

১৩

মম গৃহে আছে বাপী ; মরকতময়
তাহার সোপানাবলী ; কনক কমল
স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যের নালে ফুটে তথা রয় ;
তথা করিতেছে বাস যে হংস সকল,
দেখিলেও তোমা করি শোক পরিহার
নিকটে মানস সরঃ স্মরিবে না আর।

১৪

সেই সরোবরতীরে ক্রীড়াশৈল রাজে,
সুকোমল ইন্দ্রনীলে রচিত শিখর,
কনককদলীকুল বেড়ি তাহা সাজে ;
স্ফুরিততড়িদুপান্ত তোমা, বন্ধুবর,
দেখিয়া প্রিয়ার প্রিয় সেই শৈলবরে
স্মরিতেছি অতিশয় কাতর অন্তরে।

১৫

তথা কুরুবকে ঘেরা মাধবীমণ্ডপ,
তাহার সমীপে শোভে চঞ্চলপল্লব
রক্তাশোক, মনোহর বকুল-পাদপ ;
দোহদের ছলে চায় মোর মত তব
সখীর চরণপদ্ম এক তরুবর,
বদনকমলসুধা বিটপী অপর। (৩৫)

১৬

সে দুই তরুর মাঝে কাঞ্চনীনির্ম্মিত
স্ফটিকফলকযুক্ত বাসদণ্ড রাজে,
মূল বালবেণুপ্রভ মণিতে গঠিত ;
কান্তাকরতালীসনে বালা যবে বাজে,
নাচি তব সখা শিখী দিবসবিলয়ে
সেইদণ্ড অবলম্বে প্রফুল্ল হৃদয়ে।

১৭

রাখি মনে, হে নিপুণ, এসব লক্ষণ,
দ্বারপার্শ্বে শংখপদ্ম আকার দেখিয়া,

(৩৫) 'দোহদ' অর্থাৎ গর্ভিণীর মনোরথ, চলিত কথায় ইহাকে 'সাধ' বলে। গর্ভিণী স্ত্রীদিগের ন্যায় বৃক্ষাদিগকে পুষ্পপ্রসবের পূর্ব্বে সাধ দেওয়া কবি-সময়-খ্যাত। অশোক মূলে রমণীরা নূপুর সহিত পদাঘাত ও বকুলমূলে মুখমধু-সেক করিলে তাহাদিগের সাধ দেওয়া হয়।

চিনিতে পারিবে তুমি আমার ভবন ;
ক্ষীণকান্তি এবে তাহা মোরে হারাইয়া,
কে না জানে প্রভাকর গেলে অস্তাচলে
আপন কোমল কান্তি না থাকে কমলে ?

১৮

ধরি করিশিশুতুল্য ক্ষুদ্র কলেবর
শীঘ্র প্রবেশের হেতু, প্রথমকথিত
রম্যসানু ক্রীড়া শেলে বসি, জলধর,
খদ্যোতের দ্যুতিসম অল্পবিভাসিত
তড়িতবিকাশ-দৃষ্টি বিক্ষেপ করিয়া
সেই ভবনের মাঝে দেখিবে চাহিয়া।

১৯

কৃশাঙ্গী, যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণী তুল্য ললিতলোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনতকলেবরা,
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে
বিধাতার আদ্যসৃষ্টি যুবতীসমাজে ;

২০

সহচরবিরহিত চক্রবাকী প্রায়
আমার বিরহে একা অলপভাষিণী,
দ্বিতীয় জীবিত মম জানিবে তাহায় ;
এতকাল গাঢ়োৎকণ্ঠাভোগে বিরহিণী
বোধ হয় হইয়াছে বিকৃতরূপিণী,
নির্দয়শিশিরাহতা যেমতি পদ্মিনী।

২১

প্রবল রোদনে স্ফীত নয়ন যুগল,
বিবর্ণ অধরওষ্ঠ অত্যুষ্ণ নিশ্বাসে,
হস্তন্যস্ত প্রেয়সীর বদন-কমল
পূর্ণব্যক্তিহীন লম্বি অলক-উচ্ছ্বাসে,
তব অবরোধে ক্ষীণকান্তি চন্দ্রমার
দৈন্যদশা নিঃসন্দেহ করিছে বিস্তার।

২২

দেখিবে, করিছে প্রিয়া দেব আরাধনা,
অথবা বিরহকৃশ আমার মুরতি
লিখিতেছে মনে মনে করিয়া কল্পনা,

পিঞ্জরের সুভাষিণী সারিরে বা সতী
জিজ্ঞাসিছে "প্রিয়তমে স্মর কি রঙ্গিণি ?
তোমায় বড়ই ভাল বাসিতেন তিনি !"

২৩

মলিন-বসন যুক্ত উৎসঙ্গ-প্রদেশে
অথবা রাখিয়া বীণা মৎসম্বন্ধি গীত
গান করিবার জন্য ঔৎসুক্যবিশেষে,
নয়নসলিলসিক্ত তন্ত্রীটি মার্জ্জিত
করি কোন ক্রমে ধনী, আপনার কৃত
মূর্চ্ছনাও পুনঃ পুনঃ হতেছে বিস্মৃত।

২৪

কিম্বা দ্বারদেশদত্ত কুসুম ধরিয়া
গণিছে ভূমিতে বাকী বিরহের দিন,
অথবা আপন মনে কল্পনা করিয়া
আস্বাদিছে মম সঙ্গ বাহ্যজ্ঞানহীন।
রমণবিরহে প্রায় রমণীনিকরে
এইরূপ নির্জ্জচিত্ত বিনোদন করে।

২৫

বুঝি হেন নানা কার্য্যে ব্যাপৃতা প্রিয়ায়
দিবসে বিরহ মম তত না পীড়য়ে,
রাত্রে কার্য্যাভাবে তার শোক বৃদ্ধি পায় ;
যবে জাগরিতা সাধ্বী নিশীথ সময়ে
অবনিশয্যায়, বসি সৌধবাতায়নে
তুষিবে সম্বাদে মম সে রামারতনে।

২৬

যেন কলামাত্রশেষ সুধাংশুমূরতি
পূর্ব্বদিক্ প্রান্তে, প্রিয়া দেখিবে শায়িনী
একপার্শ্বে বিরহশয়নে শীর্ণা অতি ;
ক্ষণপ্রায় মম সনে যেত যে যামিনী
ইচ্ছামত সুখে, এবে বিরহে মহতী
সে যামিনী যাপে উষ্ণ অশ্রুধারে সতী।

২৭

গবাক্ষপ্রবিষ্ট সুধাকর-কর-পানে
পূর্ব্ব প্রেমে যেতে যেতে নিবৃত্ত নয়ন
খেদে অশ্রুজলসিক্ত পক্ষ্মের বিতানে
দেখিবে ঢাকিছে বালা ; জলদে যখন

দিবালোক ঢাকি রাখে, স্থলকমলিনী
নাহি জাগে, না ঘুমায়, যেমতি ভাবিনী !

২৮

অধর-পল্লব-ক্লেশি নিশ্বাসে দুলিছে
রুক্ষস্নানে অতিশয় কর্কশপরশ
অলক আগণ্ডলম্বী ; কত আরাধিছে
নিদ্রায় দেখিবে ধনী, স্বপ্নভোগরস
ভুঞ্জিতে আমার সনে ; কিন্তু অশ্রুভারে
পথরুদ্ধ নেত্রে নিদ্রা আসিতে না পারে।

২৯

প্রথম বিরহ দিনে তেয়াগিয়া মালা
যে শিখা হয়েছে বাঁধা, শাপান্ত হইলে
খুলিব যে শিখা আমি ভুলি শোকজ্বালা,
একবেণী সেই শিখা কপোল ক্লেশিলে
কঠিন বিষম বলি, মুহুর্মুহুঃ তায়
অসংস্কৃতকরে কান্তা দেখিবে সরায়।

৩০

ত্যজিয়া অবলা বালা সব আভরণ,
বহুদুখে শয্যাগত থাকি কোন মতে
করিতেছে সে কোমল শরীর ধারণ ;
অবশ্য তাহার দুখ দেখি, ঘনপতে,
নবজলময় অশ্রু ঝরিবে তোমার,
আর্দ্রান্তর হয় প্রায় দয়ার আধার।

৩১

মোর প্রতি কত প্রীতি তোমার সখীর
জানি আমি, তাই তারে প্রথম বিরহে
ভাবিতেছি এইরূপ ; ভেব না, সুধীর,
আত্মগরিমায় মোর এইরূপ বহে
বাচালতা-স্রোত ; আমি যাহা কিছু বলি
অচিরে প্রত্যক্ষ তুমি করিবে সকলি।

৩২

অলকসংরুদ্ধাপাঙ্গ সে নয়নে আর
নাহিক কজ্জল-লেখা, মধুর বিহনে
নাহিক তথায় আর ভ্রূভঙ্গ-বিহার,
মৃগাক্ষীর সে নেত্রের উপরি স্পন্দনে
তব আগমন হেতু, মীন-বিক্ষোভিত

চঞ্চল-কমল-শোভা হইবে উদিত।

৩৩

মদীয়-নখাঙ্ক-শূন্য রম্য উরু তার
দৈববশে ত্যজিয়াছে চির-পরিচিত
কটিদেশ-বিলম্বিত মুকুতার হার ;
সম্ভোগান্তে মম হস্ত-বিমর্দ্দনোচিত
সরস-কদলীস্তম্ভ-সমান-পান্ডুর
সে উরুতে হইবেক স্পন্দন প্রচুর।

৩৪

সে কালে যদ্যপি তুমি দেখ, জলধর,
নিদ্রাসুখে আছে বালা, শব্দ না করিয়া
প্রতীক্ষ বসিয়া কাছে একটি প্রহর ;
কোনমতে স্বপ্নযোগে আমায় পাইয়া
করে গাঢ় আলিঙ্গন, ভুজের বন্ধন
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত তার করোনা তখন।

৩৫

স্বজলশীতলানিল-যোগে জাগাইয়া
অভিনব মালতীর কুসুমের সনে
সমাশ্বস্ত করি তায়, গবাক্ষে বসিয়া
চপলায় লুকাইয়া গর্জ্জন-বচনে
নিশ্চল-নয়না সেই মানিনী সম্ভাষি
ধীরে আরম্ভিবে কথা কহিতে, সুভাষি।

৩৬

"অবিধবে, জান মোরে তোমার ভর্ত্তার
প্রিয়মিত্র অম্বুবাহ, হৃদয়ে ধরিয়া
তাঁর কথা সমাগত সমীপে তোমার।
অবলার বেণীবন্ধ খুলিবে বলিয়া
উৎসুক যে শ্রান্ত পান্থ, করি ত্বরা তার
গম্ভীর মেদুর ধ্বনি করিয়া বিস্তার।"

৩৭

এরূপ কহিলে তুমি, পবন তনয়ে
উন্মুখী হইয়া যথা দেখিলেন সীতা,
চাহি তব পানে প্রিয়া উৎসুক-হৃদয়ে
করিয়া সম্মান তব, হ'য়ে অবহিতা
শুনিবে তোমার কথা ; মিত্রমুখাগত
কান্তবার্ত্তা কামিনীর প্রায় সঙ্গ-মত।

৩৮

মোর আর আপনার উপকার তরে
দীর্ঘায়ু, এরূপে কহ মম বাক্য তারে,
"প্রাণে প্রাণে তব কান্ত রামগিরি'পরে
থাকিয়া বিরহাকুল জিজ্ঞাসে তোমারে
কুশল অবলে তব, বিঘ্নময় ভবে
প্রথম জিজ্ঞাস্য বলি ভাবে ইহা সবে।

৩৯

"প্রতিকূল-দৈববশে পথরুদ্ধ এবে
দূরে থাকি গাঢ়তপ্ত ক্ষীণকলেবর
অশ্রুপ্লুত উৎকণ্ঠিত দীর্ঘশ্বাসী ভেবে
বুঝিছে কৃশাঙ্গ তব সন্তাপে কাতর
অশ্রুক্লিষ্ট অবিরত উৎকণ্ঠার ভূমি,
উষ্ণ শ্বাস যে প্রকার ছাড়িতেছ তুমি।

৪০

"বলিলে যা সখীদের আগে বলা যায়
আনন-পরশ-লোভে তাহা কাণে কাণে
বলিতে লালসা যার, এখন সে, হায়,
শ্রবণনয়নাতীত বিধির বিধানে,
মম মুখে পাঠাইল নিকটে তোমার
উৎকণ্ঠায় বিরচিত এপদ-সম্ভার।

৪১

"প্রিয়ঙ্গুলতায় অঙ্গ, লোল বিলোকন
চকিত-হরিণী-নেত্রে, মুখকান্তি চাঁদে,
শিখীর কলাপ-ভারে কুন্তল শোভন,
ভ্রূবিলাস স্বল্প নদীতরঙ্গের ছাঁদে,
ভাবি বটে, কিন্তু. চণ্ডি, কোন এক স্থলে
তোমার সাদৃশ্য নাহি এজগতীতলে।

৪২

"প্রণয়-কুপিতা মূর্ত্তি লিখিয়া তোমারে
শিলাপট্টে ধাতুরাগে, তোমার চরণে
পতিত আমার মূর্ত্তি চাই লিখিবারে,
অমনি আমার দৃষ্টি আবরে সেক্ষণে

বারম্বার অশ্রুভারে ; দুর্দৈব না সহে
আলেখ্যেও আমাদের মিলন বিরহে।

৪৩

"বহুযত্নে পাই তোমা দেখিতে স্বপনে
গাঢ় আলিঙ্গন হেতু আকাশে প্রসারি
ভুজদ্বয়, মম দশা দেখিয়া নয়নে
স্থলীয় দেবতাগণ কত অশ্রুবারি
না জানি বর্ষেন তথা, তরু-কিশলয়ে
মুক্তাফল-রূপে তাহা শোভা বিস্তারয়ে।

৪৪

"দেবদারু-পত্র-পুট ভেদি তার রসে
সুরভিত হিমালয়-সঞ্জাত-সমীর
বহিলে দক্ষিণ মুখে, তোমার পরশে
যদি তা হইয়া থাকে সার্থক-শরীর,
এই ভাবি মনে মনে পুলকিত অতি
তার সহ আলিঙ্গন করি, গুণবতি।

৪৫

"দীর্ঘযামা ত্রিযামায় করিব কেমনে
ক্ষণমত, সর্ব্বকাল স্বল্পতাপ কিসে
করিব দিবায়, এই দুর্লভ প্রার্থনে
আসক্ত আমার চিত্ত জ্বলি যেন বিষে
তোমার বিচ্ছেদ-জাত তীব্র বেদনায়
কেমন অনাথ যেন করেছে আমায়।

৪৬

"শাপান্তে কতই সুখ করিব ভাবিয়া
ধরিতেছি প্রাণ আমি ; হও না কাতর
তুমিও কল্যাণি এবে। ভাসে কার হিয়া
নিত্যসুখে ? নিত্যদুখে কে বা জরজর ?
চক্রনেমি সম দশা নিয়ত ঘুরিছে,
কখন উপরে কভু নীচেতে যাইছে।

৪৭

"হরি-শয়নের শেষে শাপান্ত আমার,
অবশিষ্ট চারিমাস নয়ন মুদিয়া

থাক কোনরূপে ধনি ; বিরহে দোঁহার
যে যে অভিলাষ মনে উঠেছে জাগিয়া,
পরিণত-শরচ্চন্দ্র-কিরণে উজ্জ্বল
নিশায় পূরিব পরে দোঁহে সে সকল।

৪৮

বলেছেন তব কান্ত এ কথা আবার ঃ—
"পূর্ব্বে একদিন তুমি ছিলে ঘুমাইয়া
মম কণ্ঠে দিয়া কর, সহসা চীৎকার
করিয়া কি জন্য কাঁদি উঠিলে জাগিয়া,
হাসি জিজ্ঞাসিলে বহু, কহিলে স্বপনে
দেখেছি বিহার তব, ধূর্ত্ত, অন্যসনে।

৪৯

"এই অভিজ্ঞানে জানি আমার কুশলে,
মৎসম্বন্ধি জনরবে, অসিতনয়নে,
করো না বিশ্বাস কিছু ; বিরহে কে বলে
লোপ পায় অনুরাগ ? ভোগের বিহনে
ইষ্টবস্তুতরে তৃষ্ণা হইয়া বর্দ্ধিত
অনুরাগ হয় যেন প্রেম রাশীকৃত।

৫০

প্রথম-বিরহাকুলা তোমার সখীরে
আশ্বাসিয়া এইরূপে, যাহার শিখর
শিববৃষোৎখাত সেই কৈলাস গিরিরে
ছাড়িয়া ফিরিয়া শীঘ্র, সঞ্জীবিত কর
প্রাতঃকুন্দ-সম ক্ষীণ আমার জীবন
অভিজ্ঞান সহ দিয়া কুশল-বচন।

৫১

তুমি কি এ বন্ধুকার্য্য করিবে সাধন ?
উত্তর না দিলে বলি ভাবি না তোমায়
অসম্মত মম কার্য্যে ; জলবিতরণ
নিঃশব্দেই কর যবে চাতকেরা চায় ;
যাচকগণের বাঞ্ছা-পূরণ-ক্রিয়ায়
সাধুদের প্রত্যুত্তর পরকাশ পায়।

৫২

অনুচিত হইলেও প্রার্থনা আমার,
বন্ধুভাবে, কিম্বা মোরে বিরহী দেখিয়া
দয়াবশে, মম প্রিয় সাধি অনিবার,
বর্ষায় বর্দ্ধিতকান্তি ধারণ করিয়া,
যথা ইচ্ছা ভ্রম, মেঘ ; বিচ্ছেদ এমন
তোমায় বিদ্যুতে যেন নাহি ঘটে ক্ষণ ।

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতৌ মেঘদূতে কাব্যে
উত্তরমেঘঃ ।

মহাকবি কালিদাস কৃত

মেঘদূত।



পূর্ব্বমেঘ।

শ্রীকিশোরী মোহন সেন কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

ও

প্রকাশিত।



২১ নং ওল্‌ড বৈটকখানা রোড পোষ্ট ডিস্প্যাচ্‌ প্রেসে
মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

সন ১২৯১ সাল।

মেঘদূত।

পূর্ব্বমেঘ।

উজলি' ভারত-হিয়া করিছে বিরাজ
রামগিরি-নামধারী খ্যাত নগ-রাজ,
মন্দির-মাঝারে শোভা করয়ে ধারণ
যতনে গঠিত উচ্চ নৈবেদ্য যেমন।

বিভাবরী অবসান হইলে তথায়
বিহঙ্গ সদলে মিলি' কুরঙ্গে জাগায়,
নৃপতি-নিলয়ে যথা বন্দীসুত-কুল
শ্রুতি-পুটে সুধা-রস ঢালিয়া অতুল।

কানন কুসুম-দাম শোভায় হারায়
তারাকীর্ণ আকাশেরে অমা'র নিশায় ;
শলভ শতেক উড়ে অপরূপ-রূপ,
সমীর সুধীর বহে, গুঞ্জরে মধুপ।

উর্দ্ধ-দেশে অর্দ্ধ-পথে উঠিলে তপন
হরিণ-তনয় নানা লীলায় মগন ;
সুন্দর সলিলে কেহ উৎস-তলে রয়,
কম রাম-ধনু-রঙ কেহবা হেরয়।

কেন্দ্র-দেশ অধিকার করি' গগনের,
যখন মিহির হানে শর অনলের,
নমেরু শীতল ছায়া-আসন বিছায়ে
জীবে বিরামিতে ডাকে পাপিয়ার রায়ে।

চৌদিকে প্রদোষে করে কল্লোলিনী কুল
সুমধুর কলকল-স্বননে আকুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সব সুখে করে স্নান,
কোন ফুল মুদে কোন বিকাশে বয়ান।

একবার মুনি-বর নারদ তথায়
গোলোক-ভ্রমেতে ভুলি' ভ্রমিয়া বেড়ায় ;
শুনিলা সে সমাচার দেব নারায়ণ,
অমনি প্রেয়সী-সনে দর্শন কারণ,

বসুন্ধরা-ধামে রাম-সীতা-রূপে পশি'
কতবর্ষ ধরি' তথা থাকে সুখে ভাসি' ;

সে ভূমি বিলাসময় না হেরিয়া নরে
'বন-বাসে তা'রা ছিল' বলি' খেদ করে।

একদা চতুর-মতি যক্ষ-অধিপতি
কুপিত হইল এক অনুচর-প্রতি,
নিয়োগে ছিল না তা'র তিলেক যতন,
প্রণয়িনী-পাশে সদা থাকিবারে মন।

শাপ দিয়া যক্ষ-পতি পাঠাইল তা'রে
সে কানন-মাঝে এক বৎসরের তরে,
নিমেষ প্রেয়সী-ছাড়া কখন যে নয়
হেন ভূমে বার মাস কেমনে সে রয় ?

মুহূর্ত্ত মোহিত করে রূপেতে প্রকৃতি,
কানন সুখের ভাবে যক্ষ স্বল্প-মতি ;
সহসা সে ভাব কিন্তু কোথায় লুকো'ল,
স্বপনের মায়া ঘোর অবসান হ'ল।

স্থাবর-জঙ্গম যেন করিয়া মিলন
বিরহ-অনল তা'র করে উদ্দীপন ;
স্বর্গ-সুখ যেবা ঠাঁই মিলনে বিতরে,
বিরহে তাহাই পুনঃ গরল উগরে।

অভিশাপে দৈব-শক্তি লুপ্ত হ'ল তা'র,
মায়া-দেহ ধরি' নারে পলাইতে আর,
নব নব ঠাঁই তথা শান্তি লভিবারে
চল-চিত অহরহঃ বিফল বিচরে।

অবসান কম কান্তি মাধুরী রূপের,
হতাদর হ'ল দেহ কত যতনের ;
শোভিত যে ভুজ-দেশে কনক-বলয়
অচল, অলক্ষ্য কবে ত্যজিল তাহায়।

বিরহ-বিকারে ঘোর অভিভূত হ'য়ে,
অশেষ ক্লেশেতে মাস কয়েক কাটা'য়ে,
দুঃখী যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
নবীন নীরদ এক হেরে পুরোদেশে,

ভূধরের সানু-দেশ করে অধিকার,
যেন এক ভীম-ধূম্র-বিশাল-আকার
গজ-রাজ শৈল-সনে মাতিয়া লীলায়
বিশাল দশনে শিলা উপাড়িতে যায়।

অমনি বিরহানল দ্বিগুণ জ্বলিল,
ক্ষণিকে সে ক্ষিপ্ত-প্রায় অধীর হইল ;
প্রেমী-মনে কি যে সাধ জলদ জনয়
প্রেমিক ব্যতীত তা'র কে করে নির্ণয় ?

কাতরে মেঘের পানে চাহি' দীন-প্রায়
বহুক্ষণ রহে যক্ষ মগন চিন্তায়,
গণ্ড তা'র ভাসিল না নীরে নয়নের,
কোথা বাষ্প পরিচয় অসীম দুখের ?

হত-ভাগ্য হায় যক্ষ, কি দোষ তাহার,
সেই জন, শোভে অঙ্কে রমণী যাহার ?
মেঘ দেখি' থাকিতে না পারে স্থির-মনে,
প্রবাসী প্রেমিক তবে থাকিবে কেমনে ?

প্রথম আবেগ যেই কিছু মন্দ হয়,
অমনি প্রেয়সী-দুখ হৃদয়ে উদয় ;
সহিষ্ণু পুরুষে যদি কাতর এ হেন,
অবলা কি বারষায় ধরিবে জীবন ?

মেঘ-মুখে অতএব আশ্বাসিতে তা'য়,
পাঠাইয়া সমাচার কুশল-কথায়,
অর্ঘ্য রচি' কুর্চি ফুল তুলিয়া যতনে,
সাদরে সম্ভাষে তা'রে উল্লাসিত-মনে।

(দেহ যা'র ধূমময় সলিলে গঠিত,
গতি যা'র প্রভঞ্জন-রুচি-বশীভূত,
কোথা বা সে জড় মেঘ, সংবাদ কোথায়,
অবিকল-দেহ প্রাণী শুধু যাহে বয়,

বিষম ঔৎসুক্যে পূর্ণ হৃদয় তাহার
যাচিঞা করিল তাহে না করি' বিচার ;
যুক্তাযুক্ত-জীবাজীব-জ্ঞান কি কখন
সম্ভবে আতুর করে যবে রিপুগণ ?)

"ত্রিলোক-জানিত কুলে জন্ম জলধর,
উর্জালিলা যেই কুলে আবর্ত পুষ্কর,
তোমার অগম্য নাহি হেরি কোন স্থান,
তুমি প্রিয় সহচর যশের নিদান

ত্রিদিব-পতির, আমি জানি বিলক্ষণ,
তেঁই অর্থী-ভাবে ওহে জীমূত-রতন,

লইনু শরণ তব, হায় বিধি-বশে,
যাইতে অক্ষম এবে প্রেয়সী-সকাশে।

সাধু গুণ-নিধি গণ্য দেখি মহাজন
যাচিঞা করিলে যদি বিফল কখন,
অপমান নাহি তাহে, হইলে সফল
নীচ-জন-কাছে, করে মনেরে সমল।

আতপ-তাপিত জনে প্রদানি' জীবন,
বিরহ-তাপিত জনে করিয়া প্রেরণ
নিজ-গেহে সততই তুমি ধারাধর,
তাপীর সন্তাপ-নাশে রহেছ তৎপর।

অতএব কুবেরের কোপে বিযোজিত
মম প্রেয়সীর কাছে, হে সখে জীমূত,
সাধু-বর, সমাচার করিয়া বহন
হৃদয়ের তাপ-রাশি কর নিবারণ।

সে আমার রহিয়াছে যক্ষ-পতি-ধামে,
সে নগরী অভিহিত 'অলকা' এ নামে,
নগরীর সন্নিধানে অতুল কানন,
তাহার প্রথম-পতি দেব ত্রিলোচন

প্রতিষ্ঠিত, যাঁর শিরঃ-দেশ-শোভী শশী
সুরম্য সৌধের রাশি দ্বিগুণ বিকাশি',
আঁধারের, সেই পুরী হেরিবারে আশ
নিশি-যোগে পুরিতে না দেয় সৌত মাস।

ধারাধর-বর তুমি মম তরে যবে
আকাশের পথে তব রথ চালাইবে,
ঊর্দ্ধ-মুখে প্রবাসীর নারী শত শত
অলকের দামে ধরি', করি' উন্নমিত,

বাহুলতা প্রসারিয়া নির্নিমেষ-আঁখি,
বাধা-হীন দরশনে তোমায় নিরখি,
মনে ধ্রুব জানি', বঁধু আসিবে স্বদেশ
সত্বর, পাইবে আশা উৎসাহ অশেষ।

কৈলে তুমি আবরণ গগন-মণ্ডলে,
বল কেবা বিরহিণী-জায়া অবহেলে,
কেহ না কেহ না, শুধু কেবল সে জন,
পরের অধীন যেবা আমার মতন।

সূচনা করিছে শুভ কত সুলক্ষণ,
যাত্রা করিবার ঠিক সময় এখন,
অনুকূল সমীরণ সুধীর বহিছে,
ক্রিয়া-সিদ্ধি হ'বে ইথে সংশয় কি আছে ?

দেখহ চাতক অই তব বাম পাশে
থাকি' গরবের ভরে অশেষ উল্লাসে,
সুতান ধরিয়া কিবা মনোহর সুরে,
ছড়াইছে সুধা-রাশি শ্রবণ-বিবরে।

আসিয়া হে ঝাঁকে ঝাঁকে বলাকার দল
তোমার চৌদিকে ছা'বে অন্তরীক্ষ-তল,
আঁখি ভরি' তব শ্যাম বপু নিরখিবে,
মাতি' কি উৎসবে সবে সুখেতে ভাসিবে !

পতি-ব্রত হ'তে চ্যুতি কিম্বা প্রাণ-নাশ
সে সতীর অনুমানি' তড়িত-প্রকাশ,
ভেবো না প্রয়াস তব হ'বে নিরর্থক,
গতি তব অবহিত করুন ত্র্যম্বক।

যাইও হে সমীপেতে ভা'জ সে তোমার,
বারিধর নিরখিও নিঃশঙ্ক-অন্তর,
দিন-গণনায় তা'র নিরতা হেরিবে,
আশায়, শাপান্তে কান্ত অমনি ফিরিবে।

অবলার প্রেমময় কোমল হৃদয়
দিনেক বিরহে সত্য হয় বটে লয়,
কিন্তু বৃন্তে যেই রূপ ফুল্ল ফুলে ধরে,
সেই রূপ আশা তা'য় বাঁচাইতে পারে।

জীমূত-রতন সখে শ্রবণ-মধুর
নির্ঘোষ প্রকাশি' তব দরশন কর,
ছত্রক নিকর শির করি' উত্তোলন
'শস্যবতী হ'বে ধরা' করিবে ঘোষণ।

প্রবেশ করিলে শ্রুতি-পুটে সে স্বনন
হইবে উৎসুক অতি রাজ হংসগণ
মানস-সরস নীরে ভুঞ্জিবারে সুখ,
অনুপম বরিষার অশেষ কৌতুক।

অমনি অনন্য-মনে সদলে সাজিয়া
কচি কচি মৃণালেরে পাথেয় লইয়া

ঠোঁটে করি', নভোদেশে তা'রা জলধর,
কৈলাস-গমনে তব হ'বে সহচর।

মহাকায় মহাশয় বিমল-হৃদয়,
সুউচ্চ শিখর যা'র নভ পরশয়,
মেদিনীজ নীচ জীব হইতে সুদূর,
সুরারাধনীয় পদ ইক্ষ্বাকু-সূনুর

যাহার কটক-দেশে রহেছে অঙ্কিত,
তব সে সুহৃদ্ অই সম্মুখে পর্বত,
ঘন আলিঙ্গন দান করহ উহায়,
বৎসর-অন্তর তা'র যবে বরিষায়

সংমিলন হয় মেঘ তোমার সহিত,
কত উষ্ণ বাষ্প চির-বিরহ-জনিত
সে যে বিমোচন করি' স্নেহ প্রকাশয়,
'আসি সখে' বলি' লও উহার বিদায়।

গমনের অনুকূল পথ এবে বলি,
অবধান-সহকারে শুন হে সলিলি,
মদীয় সন্দেশ তব বহনীয় তবে
শ্রবণে শ্রবণে সুধা-ধারা বরষিবে।

কলেবর হীনবল ক্লান্ত যবে হ'বে
অমনি শিখরি-শিরে আরাম লভিবে;
আত্মায় ক্লেশতে তব বন্ধু নিষেধয়,
কৃশ হ'লে পিবে লঘু তটিনীর পয়।

সরস-বেতসময় এই স্থান হ'তে
উত্থান করিলে শূন্যে উত্তর মুখেতে,
মুগ্ধ-মতি উন্মুখিনী যত সিদ্ধ-নারী,
চকিত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপণ করি,

বলিবে, 'ভাঙিয়া কি লো রামগিরি-শির
যাইছে উড়ায়ে লই' প্রভঞ্জন-বীর' ?
দিঙ্নাগের দল ফিরে পথে দর্প-ভরে,
দেখো যেন নাহি ধরে প্রসারিয়া করে।

দশ দিক উজলিয়া বরণে বিভায়
আখণ্ডল ধনু-খণ্ড অই প্রকাশয়,
প্রভাশালী-পদ্মরাগ-আদি-মণিময়
মালা গাঁথি' যেন তব হৃদয়ে পরায়।

ও রূপ হেরিয়া জ্ঞান হইতেছে হেন,
শিখণ্ডীর প্রস্ফুরিত-রুচি-পুচ্ছে যেন
শোভিছে দেবকী-সুত নন্দের নিবাসে
ঘন-শ্যাম-কলেবর রাখালের বেশে !

সখে শোভিছে যে অই তুঙ্গ মালভূম
গমনের পথ হ'তে ঈষৎ পশ্চিম,
কর্ষিয়াছে আজি তাহা, কিন্তু কৃষি-ফল
জানি' তব অনুকম্পা-বিহনে বিফল,

সদলে যতেক তথা পল্লী-সীমন্তিনী,
প্রীতি-রস-সিক্ত-আঁখি হ'য়ে উল্লাসিনী,
করিতেছে নিরীক্ষণ সরল-অন্তরে
গগন-মণ্ডলে তব উদয় সাদরে।

আহা যেন সখে সবে হতাশ না হয়,
উঠি' অভিনব বারি বর্ষিয়া তথায়,
সোঁদা গন্ধে চারিদিক আকুল করিয়া,
লঘু-গতি চলো পুনঃ পথেতে ফিরিয়া।

আম্রকূট নামে গিরি হেরিবে তৎপরে,
দাবানল সদা দহে যাহার দেহেরে,
ত্বরিত-গতিতে তা'রে ধারা-বরষণে
শীতল করিয়া, ল'বে আতিথ্য সেখানে।

সদনে সুহৃদ্ যবে করে আগমন,
পূর্ব্ব-কৃত উপকার করিয়া স্মরণ
ক্ষুদ্র যেবা, সেও কভু বিমুখ না হয়,
চলনে কাতর হ'য়ে লইতে আশ্রয়

যবে উপনীত হ'বে তুমি ধারাধর,
অশেষ শুশ্রূষা কত উচ্চ সে ভূধর
করিয়া শিরেতে ধরি' রাখিবে সাদরে,
পথি মধ্যে সখ্য সিদ্ধি সূচনা হে করে।

আহা মরি সেই স্থান কমন কেমন,
আষাঢ়েতে পরিণত রসাল যখন
কনক-বরণে ঢাকে গিরির কায়ায়,
পবন যোজন পথ সৌরভে মাতায়।

করিলে সুকেশ-বর্ণ তুমি আরোহণ
শিখর সে অচলের হরিণ-বরণ,

আকাশে কৌতুকে যত সঙ্গীক অমর
ভাবিবে ভূধরে বসুধার পয়োধর।

চৌদিক আতপে পূর্ণ হইলে তথায়
শীতল লতিকা কুঞ্জে সুখে বিরাময়
বনচর-বধূগণ; জুড়ায়ে নয়ন
তথা, পুনঃ শূন্যে উঠি' করিও গমন।

ঘটিকা কিয়ৎ পরে যাইয়া সত্বরে,
রেবা-তটিনীরে হেরো উপল-উপরে
বিন্ধ্য-পাদে লুটাইছে কুটিল-গমনা,
বারণ-রাজের দেহে যেমন রচনা।

কলেবর বিশোধিয়া করিয়া বমন,
পান করি' পরে শ্লেষ্মা-শোষণ-কারণ,
মানব, কষায় তিক্ত সুলঘু সলিল,
লব্ধ-বল, করে জয় কুপিত অনিল।

তেমনি তুমিও দেহ করি' শূন্য-নীর,
জম্বু-কুঞ্জ-বিহারিণী সেই তটিনীর,
যাহে জল কেলি করে মিলিয়া সদলে
করী-কুল, পিবে মদ-বাসিত সলিলে।

দেহ তব সারময় তখন হইবে,
অনিলের সাধ্য আর তুলিতে না রবে;
সবাকার কাছে হয়ে রিক্তের লাঘব,
পূর্ণতা নহিলে কোথা হয় হে গৌরব?

সারঙ্গ স্বপনাবেশে বঞ্চি' সারা নিশা,
ঘ্রাণে তব-বারি-সিক্ত-ভূ-গন্ধ সহসা
উন্নায়, উদ্দেশে তব অমনি ধাইবে,
বড় সাধ নব-মেঘ-জলেতে ভিজিবে।

যত কদম্বের কলি বিগত দিবস
মুড়া-মাতা ছিল, এবে কেশরের বেশ
হরিত-কপিশ-বর্ণ, ধরি' আধ-শিরে,
তব প্রস্থানের পথ দেখাইবে তা'রে।

তবে এই লোভে পড়ি' ভুলে যদি যায়,—
সুকুমারী ছিল নিম্ন শুষ্ক মৃত্তিকায়
ভূ-কদলী, এবে কিন্তু তব বৃষ্ট জলে
নব কুসুমিত দেহ হেরিছে সকলে!

ভুলো না ভুলো না সখে দুখিনী আমার
প্রিয়ারে, জীবন হায় হাতে তব তা'র,
থাকিলেও ইচ্ছা, সদা সন্দেহ হে মনে,
ঘটিবে অশেষ বাধা ত্বরিত-গমনে।

সুরভি কুরচি ফুল পথ আলো করি'
কাঁধি কাঁধি, অচলের মালা সারি সারি
রাখিয়াছে ; শিখাবল কাতারে কাতার
সুগোল কলাপ তাহে করিয়া প্রসার,
(উভ আঁখি ভাসমান হরিষের নীরে)
কেকা রবে সম্ভাষিবে তোমায় সাদরে ;
আতিথ্য গ্রহণ তথা অবিলম্বে করে,
ব্যবস্থা করিও আশু প্রস্থানের তরে।

সমাগত হ'লে মেঘ তোমাদের কাল,
উপবনে সমাকীর্ণ দশার্ণ-অঞ্চল
ধারণ করিবে কিবা লোচনের লোভা
সলিল-হৃদয়ে-দ্বীপ-পুঞ্জ-সম শোভা।

ফুটনে উন্মুখ যত কেতকীর কলি
ছাইবে হরিণ বর্ণে বেষ্টন সকলি,
বায়সাদি পাখী-কুল করিবে আকুল
কুলায়-নির্ম্মাণে যত তরুবর-কুল।

পরিণত-ফল-ভরে পড়িবে ভাঙ্গিয়া
শ্যাম-জাম-বন বপু-শোভায় তোমার,
মানস-উৎসুক হংস সলিলে সুন্দর
কতিপয় দিন তথা যা'বে বা রহিয়া।

বিদিশা-নগরী রাজ-ধানী সেই স্থানে,
(দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে যা'র যশ,)
পঁহুছিয়া, বেত্রবতী-তটিনীর রস,
(ছাড়িয়া সমুদ্র রব সৈকত পুলিনে,)

তরঙ্গে চঞ্চল পান করি' সুখকর,
ভুঞ্জিবে হে অনুপম প্রীতি জলধর,
ভ্রূভঙ্গিত রমণীর অধর-সুধায়
পিয়া পরিতোষ যথা বিলাসী লভয়।

নগরী-সমীপে আছে নীচ-নামে গিরি,
দিবস-যামিনী যেই কুমতি জনেরে-

করয়ে আশ্রয় দান শতেক কন্দরে,
বিরামের তরে সেই স্থানে গতি করি'

ছাড়িলে হুংকার ভীম দেখিতে পাইবে,
সহসা শংকায় সবে শিহরি' উঠিবে,
বিকচ-কদম্ব ফুলে-পূর্ণ-তরুময়
শৈল সেও পুলকিত হ'বে পেয়ে ভয়।

শৈবলিনী কত তথা সংখ্যা কেবা করে,
উভ কূলে উপবন চারু শোভা ধরে ;
বার মাসে কুসুমের তের সাজ যা'য়
প্রকৃতি-রূপসী অতি যতনে পরায়।

বিরাম লভিয়া, স্বচ্ছ সলিলে তোমার
বিনাইয়া বিনা-সূত্র মুক্তার হার,
উপবনে উপহার দিয়া তুমি কেন
হ'ওনা জীমূত-বর প্রকৃত-রমণ ?

কামিনীর কুল ফুল তুলিতে তথায়
আসিয়া, প্রখর-কর-তপন-পীড়ায়
গণ্ডদেশ হ'তে যবে ঘরমের বারি
কর-যোগে অনিবার অপনীত করি',

লম্বিত শ্রবণ-যুগে কিবা শোভাময়
কুবলয়ে ম্লান-বিভা করে যদি হায়,
চন্দ্রাতপ-রূপ তদা ধীর-ভাবে ধরি'
করিও আরাম দান আতপ নিবারি'।

যদিও উত্তর দিকে পথ হে তোমার
রহিয়াছে বিস্তারিত সোজা বরাবর,
উজ্জয়িনী-পুরী পড়ে পূরবে প্রচুর,
তবু করি' বক্র পথ শরণ সুদূর,

গিয়া তথা প্রাসাদের ছাদের সহিত
গোপনে সুধীর-ভাবে হ'বে পরিচিত,
রঙ্গ-রসে অবসর সে ছাদে কাটায়
আলোকরি' অবরোধ-বাসিনী নিচয়।

তড়িত-লতার তব তথায় স্ফুরণে
চঞ্চল-অপাঙ্গ কিবা চকিত লোচনে
সে সবার সখে যদি না হেরিতে পার,
বিফল জীবন, আঁখি বৃথা হে তোমার।

পাইবে পথের মাঝে যাইতে সে ধাম
নির্বিন্ধ্যা নামেতে সেই তটিনী-রূপসী
উপল উভয় তীরে মাঝে মাঝে খসি',
যা'র প্রবাহেরে করে আঁখি-মনঃ-রাম ;

দুলিয়া সলিল-সনে লহরী-তাড়নে,
শ্রুতি-সুখ সুমধুর রব কিবা করি',
রাজহংস-কুল কেলি করে সারি সারি,
সুশোভিয়া তা'য় যেন মেখলা-ভূষণে

ঘুরুলে কোথাও বেগে অবিরাম ঘুরে
পয়োরাশি সরিতের নাভির আকারে,
সখে সুখে রস তা'র করিও গ্রহণ,
সে তোমার তুমি তা'র আছ চিরদিন।

কিন্তু কত কাল হ'তে প্রবাস তোমার
দেখো কি দুর্দশা এবে করেছে তাহার,
তোমার সৌভাগ্য ইথে প্রকাশে নিশ্চয়,
বিরহের সাজ কিন্তু বিদরে হৃদয়।

বিগত সে হৃষ্ট পুষ্ট কম কলেবর,
গত সেই গজরাজ-গমন সুন্দর,
অবশেষ আছে মাত্র কংকাল কেবল,
ভূমি-শয্যা ত্যজিবারে অশক্ত দুর্ব্বল ;

একে একে গণো তা'র হৃদি অস্থি যত,
আছে কি না আছে দেহে জীবনের স্রোত,
(তট-জাত-তরু হ'তে পড়ি পাকা পাতা)
বরণ-বিলোপে এবে হয়েছে পাণ্ডুতা।

ত্বরিত-কৃশতা যা'তে হয় অবসান
মাথা খাও ওহে সখে করো সে বিধান
শিপ্রা-বিভূষিত দেশ অবন্তী তৎপরে
হেরিবারে যেও যথা প্রতিগৃহ-দ্বারে

চারিদিকে অস্তমিত হইলে তপন,
নাতিনী নাতির দল লয়ে বৃদ্ধগণ
উপকথা-ছলে বলে বৎস-বিবরণ,
বাসবদত্তায় করে কেমনে হরণ।

আছে হে তথায় সেই বিশালা-নগরী,
সুষমা-সম্পত্তি রাশি সমৃদ্ধি যাহারি

উজ্জ্বলিছে দশদিক্ মর্ত্ত্যে সর্ব্ব পুরী
কিবা নিশি কিবা দিন অতিক্রম করি'।

আছে দেশে দেশে রাষ্ট্র প্রতীতি এ হেন
যে সুকৃতি-ফলে হয় স্বর্গে নিবসন,
থাকে যবে অবশেষ স্বল্প মাত্র তা'র,
তদা নর তীর-বাসী আকাশ-গঙ্গার,

সেই ভোগ অবশিষ্ট সুচরিত-বলে
(বিধি-বিষ্ণু খণ্ডিবারে নারে কর্ম্ম ফলে)
ত্রিদিবের সারবান এক কান্তিমান
খণ্ড আনি' সুখে বাস করেন এ স্থান।

শতদল-সহযোগে হ'য়ে সুরভিত,
শিপ্রা-অম্বু-কণা-রাশি-বহনে নিরত,
কিবা অঙ্গ-অনুকূল ঊষা-সমীরণ
হিল্লোলে হিল্লোলে ঢালি' হংসের কূজন,

আরামে পতির পাশে সুষুপ্তা তথায়
শয্যা পরিহরিবারে সাধে অঙ্গনায় ;
হেন কালে সুরসিক হ'লে উপনীত,
ছাড়িয়া সহসা ভীম গভীর স্তনিত

কম্পমান-কলেবরা. দেখিও হে সবে
প্রিয় সহচরে ভয়ে জড়া'য়ে ধরিবে
বাহুর বন্ধনে দৃঢ়, পুরুষে তখন
মানিবে তোমায় বলি' সুখের কারণ।

গঠন-বরণ-শোভা-সৌরভে-অতুল-
কুসুম রতনময় চৌদিকে কানন,
মধ্যে হর্ম্ম্য-শ্রেণী শোভে সমৃদ্ধি-সঙ্কুল
পদে পদে হয় ভ্রম নৃপতি-ভবন।

ললিত-বনিতা-পাদ-রাগ-বিভূষিত
ছাদোপরি পথ-খেদ করি' অপনীত,
দুখ-শোক-লেশ নাহি, রঙ্গ নৃত্য গীত
দেখিবে অপার সুখ কৌতুক যে কত।

গন্ধ-ধূম সিক্ত কেশ নারীর শুষিয়া
নিষ্ক্রান্ত গবাক্ষ-মার্গ শরণ করিয়া,
কলেবর পরিপুষ্ট করিবে তোমার,
গৃহ-শিখীগণ দিবে নৃত্য উপহার।

গমন করিবে পরে দরশন-তরে
বিশাল পাবন সেই মন্দির অদূরে,
মহাদেব মহাকাল নামে পরিচিত
যেই স্থানে বর্ত্তমান থাকিয়া সতত,

মরণ-ধরমশীল মর্ত্ত্য-বাসী নরে
মোক্ষ অর্থ ধর্ম্ম কাম বিতরণ করে ;
নীল-কণ্ঠ-কণ্ঠ-সম-বরণ তোমারে
ভক্তগণ তথা কত হেরিবে আদরে।

বিলাস-ভ্রমণ-যোগ্য রম্য ঠাঁই সে হে,
রঙ্গে ভঙ্গে গন্ধবতী-প্রবাহিণী বহে,
তাহার বিমল জলে পরাগে পূরিত
কোটি কোটি কমলের নব বিকসিত,

যুবতী রমণী কুল লীলায় নিরত
স্নানীয় চন্দনে কিবা করে সুরভিত,
সে সুগন্ধ গন্ধবহ বহন করিয়া
খেলে বন-তরু-পুঞ্জে কম কাঁপাইয়া।

জলধর সেই শিব-ধাম উপনীত
অন্য কালে যদি হও তথাপি যাবত
অস্তাচল-চূড়া ভানু না করে আশ্রয়,
বিরাম করিবে সুখে তাবত তথায়।

সান্ধ্য উপাসনা মহা সমারোহময়
মন্দিরে সে ত্রিশূলীর যেই কালে হয়,
কোটি দীপময় হার ঝলসে নয়নে,
ফলিত শতেক গুণে রতনে রতনে।

চারিদিক হয় লোকে লোকারণ্য তথা,
সুপটু সমাধা তদা করি' পটহতা
মধুর গম্ভীর তালে তালে বাদ্য-সনে,
করিও ধার্ম্মিক-বর সার্থক গর্জ্জনে।

প্রাঙ্গণে সগণে পরে সুবেশ-ভূষায়
যবে বার-বিলাসিনী নৃত্য আরম্ভয়,
নিতম্বে রসনা ঝুন ঝুন ঝুন স্বনে
ফুলিয়া দুলিয়া বাজে পাদ-ক্ষেপ-সনে।

ভঙ্গিমান চামর কি শোভা করে করে
কম্পিত বিলাস-ভরে অশেষ প্রকারে,

কঙ্কণ-মণির কান্তি দণ্ডেতে খচিত
চমকি' চমকি' উঠে যেমন তড়িত।

ক্রমে কলেবর ক্লান্ত হইয়া যখন
খেলিবে না ভুজ নাহি নড়িবে চরণ,
করিও আরাম দান ফোঁটা ফোঁটা বারি
নখের মুড়িতে তুমি বরষণ করি'।

সজীব সতেজ হ'য়ে অমনি সকল
অযাচিত উপকার সুখের কারণ
তোমায় করিয়া দীর্ঘ অপাঙ্গ-ঈক্ষণ
দিবে তথা হাতে হাতে উপাসনা-ফল।

ত্রিপুরারি গজাসুরে করিয়া নিধন,
বিশাল অজিন তা'র করিয়া ধারণ
ভুজ প্রসারিয়া জয়-উল্লাসে মাতিলা,
মেদিনী টলা'য়ে ঘোর তাণ্ডব করিলা।

কিন্তু সে ভীষণ মূর্ত্তি, সে ভাব বিকট,
সশোণিত সহমাংস সে চর্ম্ম বিরাট,
বিষম উদ্বেগে হেরি' তাঁহার গৃহিণী
কাঁপিলেন থর থর শরীরে ভবানী

বন-শিরে বিছাইয়া তব কলেবরে,
হস্ত পদ করি' যত উন্নত পাদপে
অভিনব জবা-সম-বরণ-আতপে
দিবস-মণির স্থিত লোক-অগোচরে

করহ হরণ তুমি যদি ভক্তি-ভাবে,
তোমায় লইয়া নৃত্য শঙ্কর করিবে,
হেরিয়া স্তিমিত-আঁখি প্রফুল্লিত-মন
করিবেন আশীর্বাদ শিবানী তখন।

অভিসারিকারা সবে সহায়ে নিশার
গমনের কালে তথা রমণ-আগার,
নরপতি-পথে সূচি-ভেদ্য অন্ধকারে
রুদ্ধ-দৃষ্টি পড়ে যবে ঘোর আতান্তরে,

সৌদামিনী সখী তব সকরুণ-চিত
কনকের দীপ মুহু জ্বালিয়া ত্বরিত,
সে ঘোর বিপদ-জালে হইবে সহায়,
গুণহীন রূপ-রাশি হেরেছ কোথায় ?

সে দীপ নিবায় কিন্তু বিপক্ষ পবন,
দিওনা আবার যোগ তুমি তা'য় যেন,
বারি বরষণ করি' সুবেশে নাশিয়া,
প্রচণ্ড গর্জ্জনে ভয়ে আকুলা করিয়া।

স্বপনের ঘোর-মায়া-বশে অভিভূত
বিশাল নগরে সেই যত পারাবত
নিশীথ সময়ে যবে ত্যজয়ে চেতন,
ভবন-বলভী 'পরি করি' আরোহণ,

চির-বিলসনে-খিন্ন-অবশ-শরীর
চপলা কলত্রে কোলে ল'য়ে বারিধর
করিয়া যাপন কত সুখে ক্ষণদায়,
যাইবে হইলে পুনঃ অরুণ-উদয়।

অঙ্গীকার করি' সুহৃদ-ক্রিয়া,
ভোল না কখন সুখে মাতিয়া
উদার-চরিত করুণ-মন,
সাধন করিতে সদা যতন।

নায়কের দল তদা ফিরিছে
যাপি' নিশি অন্যা-রমণী-কাছে,
সাধিতে যোষিৎ ভাসে যথায়।
ঈর্ষা-কোপ-খেদ-আঁখি-ধারায়।

নলিনীর কমল-বদন
হিম-অশ্রু করেছে বর্ষণ,
মুছাইতে করেতে আপন
উপনীত হইলে তপন,

পড়িওনা কোপে, সাবধান,
বর্ত্ম-মাঝে হ'য়ে ব্যবধান,
সোমার্কের যেবা অন্তরায়
ইষ্ট-নাশ তা'র সবে কয়।

তব শ্যাম রূপ, ধারাধর,
নিরখিলে, ছায়ায় তোমার
হৃদে ধরি' গম্ভীরা তটিনী
প্রকাশিবে অনুরাগ ধনী।

যে বলে বলুক সফরী-রাশি
পয়োপৃষ্ঠে খেলে চটিয়া ভাসি,

হেলা-ফুল-জিনি-বিশদ চখে
ধ্রুব জেন সে তোমায় দেখে।

সে ভাবে করো না বিফল
ধূর্ত্তের ধীরিতা ধরিয়া,
অরণ্য সেবে সে কেবল,
সতীরে না হেরে ফিরিয়া।

প্রবাস-সাগরে ভীম প্রবাহিত
বিরহের খর স্রোত শত শত,
সদা ডুবু ডুবু, গতি অতি ধীর,
প্রেম-ভরা মন-তরি প্রণয়ীর

না চলে পড়িয়া যখন তাহায়,
কার্য্য-বুদ্ধি-মাঝি করে হায় হায়,
তখন হেরিলে প্রেয়সী-বসন,
পা'ল করি করে বিপদ দমন।

নদী-তট-কটি হ'তে একারণ
সলিল-বসন করিও হরণ,
তায় ছাড়িবারে না চলে চরণ,
কাঁদে যদি মন ঝরে হে নয়ন।

দেব-গিরি যা'বার পথে দুসারে
পাকা ডুমুরের কানন-মাঝারে,
ঝুরু ঝুরু বহি', শীতল পবন
পিছু পিছু যাবে ব্যজন-কারণ।

দেখিবে, করিণী-করী-নিকরে
শব্দ কিবা করি' কর-কুহরে,
তব অভিষেকে-ফুল্ল-বাসিত-
ধরা-দেহ-ঘ্রাণ লইছে কত।

কালান্ত-প্রতিম-ভীম অগণন
অসুর লইয়া তারক যখন
ত্রিজগৎ জুড়ি' জ্বালিল সমর,
মহা শঙ্কাকুল দেবতা নিকর।

হুলস্থুল শান্তি নাহি পায়,
কল্পনা না বলে উপায়,
অনিদ্রা-মলিন-বদন
সবে শেষে ধরে ত্রিনয়ন।

ত্রিলোকের সে বিপদ করিতে দমন
সুর-সেনাপতি-পদে করিতে বরণ,
দশশত-কর-দিবা-কর-তেজ জিনি',
যাহায় অনল-মুখে রাখিলেন তিনি,

জননী-জনক-সনে সেই মহাসেন
নিয়ত তথায় সুখে বসতি করেন।
ওহে কামরূপ, ফুল-মেঘ-রূপ ধরি',
সরিতের সুরপতি-দেশ-শোভাকরী

অমিয় সলিলে সিক্ত প্রসূন-আসারে
স্বীয় করে আরাধনা করিবে কুমারে,
লভিবে অতুল ফল, কোথা ভৃত্য-করে
বিলাসীর উপাসনা দেবে প্রীত করে ?

চারিদিক উজলিয়া বিবিধ বরণ
অনুপম পুচ্ছ সাজে জ্যোতি-পিণ্ডময়
ময়ূর তাঁহার তথা করে বিচরণ,
হৃষ্ট-চিত পুষ্ট-কায় নির্ভীক-হৃদয়।

গলিত হইলে এক কলাপ তাহার,
তনয়-বৎসলা উমা অমনি তুলিয়া
আদরে রাখেন কত কর্ণে ঝুলাইয়া,
কুবলয়-দলে করি দূরে অপসার।

ধপ্ ধপ্ ধবল অপাঙ্গ নিশাকালে
হর-ভালে-শশী করে ধক্ ধক্ জ্বলে,
সে শিখীরে নাচাইলে তুমি নাদ করি,
প্রতিস্বনে যোগ দিবে দরী-মুখ গিরি।

শর-বণ-ভব ভব-সুতে সে সেবিয়ে
বাহিরিলে, বীণা-করে সেই পথে হেরি',
রঙ্গ-রসে আলাপনে মত্ত সারি সারি
কিন্নরী-কিন্নর-দলে তুমিও হৃদয়ে।

পড়িলে তা'দের আঁখি কিন্তু তোমা-পানে
ঘুচি রঙ্গ হুলস্থূল বাঁধিবে তুমুল,
ধারাধর, বর্ষি' পাছে সলিল বিপুল
ক্বণনের কর নাশ করি শঙ্কা মনে।

শ্রোণি-ভারে অঙ্গনায় না পেয়ে উপায়
ব্যস্ত সস্ত আবরিবে বসনে বীণায়,

পুরুষে দউড় দিবে, হেরি ধূম্র-সর,
হাসি-হাসি পথ ছাড়ি হবে অগ্রসর।

পুরাকালে রন্তিদেব নামে নরপতি
করিয়া গণনাতীত গোধনে নিধন
সম্বাদিত মহাযজ্ঞে মাতিলা যখন,
স্তূপীকৃত চর্ম্ম-রাশি ধরে শৈলাকৃতি।

প্রবাহিল ভীম রঙ্গে শোণিতের স্রোত,
অধুনা হে চর্ম্মণ্বতী কহে সবে যা'রে,
পবিত্র-সলিলা সেই তটিনী বিখ্যাত,
বারিধি-রতন, তথা বিরাজে অদূরে।

মুহূর্ত্ত কিয়ৎ ত্বরা করি' গতি করি,
শুচিভাবে যথাবিধি তাহায় সৎকারি',
প্রবাহে পরম সুখে ঢালিয়া হে দেহ
অনায়াসে গিরি হ'তে করো অবরোহ।

গগন-বিহারী সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব কিন্নর
ছাইয়া আকাশ-দেশ পেলে সে খবর,
এক দৃষ্টে সবে মিলে উল্লাসে মাতিবে,
অধোমুখে সে অপূর্ব্ব শোভায় হেরিবে।

বিশালা তটিনী সেই সুদূর অম্বরে
বিরাজিবে তনু মুক্তা-হারের আকারে
ধরণী-রমণী বক্ষে, তুমি হে তাহায়
নীল ইন্দ্রনীল মধ্য-মণির শোভায়!

রন্তিদেব-রাজধানী তথা দশ-পুরী
দেখিতে দেখিতে সেই তটিনী উত্তরি',
যাইবে যখন, কত রমণীর দল
বিলাসের ভরে ভাঙি' ভুরুর যুগল,

সুভগ হে শ্যাম-রূপ-মাধুরী তোমার
সাভিলাষ অনিমেষ নিরখিবে কত;
মরি কি সে সবাকার আঁখির বাহার,
পাতা তোলা হেতু আধা কাল আধা সিত

পবন-হিল্লোলে যেন দোলে ঘন ঘন
বিকসিত কুন্দ ফুল ধবল বরণ,
অর্ঘ্য-পানে মত্ত, পুনঃ মধুর আশায়
উড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম ভৃঙ্গ-রায়!

ব্রহ্মাবর্ত জনপদ বিরাজে তথায়,
দেব-নদী-দ্বয়-মাঝে দেব গঠে যায় ;
প্রবেশ করিতে তায় অতি সন্তর্পণে
ওহে সখে জলধর থাকে যেন মনে।

মহাভারতীয় সেই ভুবন-বিদিত
মহাসমরের ক্ষেত্র রহেছে তথায়,
অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে শত শত
নিদর্শন মানবের মুণ্ড-অস্থিময়।

কমল-উপরি তব ধারা-বরষণ-
অনুরূপ নরপতি-শিরে অগণন
শাণিত শায়ক যথা বীর ধনঞ্জয়
বরষিলা ক্ষিপ্রকরে গাণ্ডীব-সহায়।

কুরু-পাণ্ডু-সুতে সম-সখ্যতা-কারণে
বলদেব নাহি দিয়া যোগ সেই রণে
নিষ্কলঙ্ক-দেহ, শুদ্ধ করিলা আত্মায়
সুত-বধ-জাত-পাপ খণ্ডিয়া যাহায়,

(অবাধে সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,
ছিঁড়িয়া সে প্রেম-পাশ প্রেয়সীর সনে,
ভুলিয়া সে হালা মদ যাহার সেবনে
অপার আনন্দে দোঁহে থাকিত ভাসিয়া,)

সেই সরস্বতী-নদী বিরাজে তথায়,
সেবনে তাহার তুমি সুপবিত্র পয়
নির্ম্মল করিও সদ্য অন্তর-আত্মায়,
দেহের বরণে বল কিবা আসে যায়।

কাঁদাইয়া ষোল-ধারে কমণ্ডলু-করে
স্থবির-বয়সে চারি-মুখ যোগীবরে,
ভক্ত-মনোরথ পূর্ণ করিবার তরে
সগর-সুতের স্বর্গ-সোপান-আকারে

ভূধর-অধীপ-পাদ সত্বর ত্যজিয়া
বসুন্ধরা-ধাম যথা জাহ্নবী পশিয়া,
কনখল-জনপদে ঢালে পুণ্য স্রোত,
হইবে তথায় তা'র পরে উপনীত।

সে কানন-নিবাসিনী প্রকৃতি-রমণী
অশেষ কৌতুকে হেরে দিবস-যামিনী

গৌরী-গংগা-সপত্নীর বিষম কলহ,
ভাঙেতে বিভোর সেই শিবের নিগ্রহ।
"পতির মাথায় উঠে এত অহংকার ?"
উমা-মুখ ভ্রূকুটি-কুটিল এই রোষে
হেরি' অপহাস করি' যেন ফেন-হাসে,
দেখাতে সোহাগ স্বীয় সতিনী তাঁহার,
পতি-কেশ দৃঢ় ধরে করে ঊর্মিময়,
তাহে স্থিত শশী-কলা ক্ষীণ সুকোমল
সদাই যে পিষ্ট-দেহে ব্যথিত বিকল
আঁখি-নীরে ভাসে, তাহা ভুলি' না হেরয়।
উৎসবে সঁপিল তা'রে মৃত্যুঞ্জয়-করে,
সে আবার শিরোমণি করিয়া রাখিল,
আশা-উৎস সুখ-নদী কিন্তু শুষ্ক করে,
স্বজন-প্রয়াসে পণ্ড, অদৃষ্ট-অনল।
রাখিয়া আকাশ-দেশে অর্দ্ধ কলেবর,
সখে, মুখ অবনত করিয়া যখন,
সুরগজ-সম বারি করিতে হরণ,
নিরমল অবদাত অম্ভোরাশি-'পর।
(রসায়নে সুপণ্ডিতা প্রকৃতি মহিলা
স্ফটিক-রতন যাহা হতে নিরমিলা,)
দেহ-ছায়া আধ প্রস্থ দিবে ভাসাইয়া,
সুচতুর স্থির দীর্ঘে যোজন জুড়িয়া,
সন্দিহান হবে নব সন্ন্যাসীর দল,
গংগোত্রী দর্শন তরে তীর্থ কনখল,
ছিল আদি সাধ, হ'য়ে ভ্রমে কি পতিত
যমুনা-সংগমে তবে হনু উপনীত ?
সেই ভাগীরথী নদী উদ্ভূতা যাহায়
কস্তুরিকা মৃগচয় যাহার শিলায়
আমোদিত করে কিবা হৃদয়-মোহন
নাভিজাত পরিমলে, করিয়া শয়ন,
পুরোদেশে সেই তব সখা হিমালয়,
বিশ্রাম লইতে তুমি হ'য়ে ক্লান্তকায়,
হে কাল-বরণ, তা'র সাজিবে চূড়ায়
ধবল ষাঁড়ের শিঙে পাঁকের শোভায় !

দুর্জ্জয় বিষম হেন হিমের নিলয়
দশশত-কর ভানু প্রতিহত যায়,
লইল চমরী-কুল উল্লাসে আশ্রয়
দূর জনপদ হতে পেয়ে বহ্নি-ভয়।

পাইয়া কুটিল-মতি বিধি সমাচার,
সরলা-শাখিনী-গর্ভে গেলা সংগোপনে
থুই' দাবানল-বীজ, প্রবল পবনে
প্রলয়-মূরতি যাহা ধরে দুর্নিবার।

সম্মুখে হইলে তব হেন দুর্ঘটন,
বারিময় শত শরে করো প্রশমন ;
সার্থক সম্পদ সেই সে ধনী মহত,
আপনের আর্ত্তি নাশে যেবা রয় রত।

তোমায় তথায় গিরি-মালা আরোহণে
চতুর, অবোধ সোনা-বরণ হরিণে
ভূধরের এক নব জাত ভাগ ভেবে
কুতূহলে লাফাইতে প্রয়াস পাইবে।

সুদূর গগনে তুমি, চতুরতা ছার,
শরীর হইবে চূর্ণ সে সাধে তাহার ;
তাড়াইও ছুঁড়ি', তা'র পিঠে করকায়,
বসুধা সে চারু জীব নৈলে যে হারায়।

অনুকম্পা-পরবশ শঙ্কর তথায়
করেছেন পাদ-ন্যাস একটি শিলায়,
নব নব উপচারে যোগীবর-গণ
যাহায় করেন প্রতি-দিবস পূজন।

হে সখে জান কি তুমি কেমন করিয়া
অনায়াসে এ নশ্বর শরীর ত্যজিয়া,
অক্ষয় প্রথম-পদ লভি', ত্রিজগত
সুখে বিচরণ করে মহাজন শত ?

বিশ্বাসের পূত নীরে শোধিয়া নয়ন
চরণ-চিহ্নেরে সেই করি দরশন,
পাপ-রাশি নাশি তাঁরা ভাগ্যবান হেন,
ভকতি-ভাবেতে তা'য় করো প্রদক্ষিণ।

গৃহ-কর্ম্ম সমাপন করিয়া ত্বরিত,
কিন্নর-বধূর দল মিলিয়া তথায়,

ত্রিপুর-বিজয়-বার্ত্তা শঙ্কর-চরিত
গীত ধরি চারিদিক উল্লাসে মাতায়।

গিরি-রাজ করি যেন বেণু-বাঁশে বাঁশী
শিব-গুণ-গানে যোগ দেয় তাহে মিশি',
তুমি কেন প্রিয় সখে অলস রহিবে,
কন্দরে মুরজ-সম নিনাদ করিবে।

অচল-রাজের দেশে বিশেষ সকল,
জলধর, একে একে অতিক্রম করি,
মানস-সরসে ধায় যে পথে মরাল,
উত্তরে যাইবে সেই পথ অনুসরি'।

ধনুপনিষদ্ পাঠে ধূর্জ্জটির কাছে
ত্রিজগতে ভুজ-বল-পরিচয় দিতে,
ভৃগু-মুনি-সুত সেই পথে সৃজিয়াছে
হেলায় বিদারি ক্রৌঞ্চ শিখরি শরেতে।

সে নাতি-প্রশস্ত পথে পশো অনায়াসে!
সুতনু সুদীর্ঘ করি' শ্যাম কলেবরে,
নাভি-দেশ হ'তে জাত নব-পাদ-বেশে
বামন-দেবের, বলি-রাজে ছলিবারে।

একদা কারণে কোন ভবের উপরি
গিরি-সুতা কথা নাহি ক'ন রাগ-করি,
রাবণ শুনিয়া তাহা ফিকির আঁটিল,
মিলাইয়া আশুতোষে তুষিতে চলিল।

ধরিয়া অতুল বল-দীপ্ত কর দলে
নাড়া দিল ভীম বেগে কৈলাস-অচলে,
ভবানী পাইয়া ভয় টল-মল-কায়
শিব-দেহ জড়াইয়া ধরে নিরুপায়।

বাহির হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করিলে,
ভগ্ন-সন্ধি বিকলাঙ্গ সেই সে অচলে
লোচন-কৌতুক-কর হেরিবে, জীমূত,
গঠিত স্ফটিক রত্নে দ্রব-ঘনীভূত,

বিশাল মুকুর-রূপে করিছে বিরাজ;
শেষ করি' কেশ-বেশ অঙ্গ-রাগ সাজ
উল্লাসে অপ্সরা-কুল আসিয়া যথায়
রূপ-রাশি হেরি' হাসি' ইন্দ্র-সভা যায়!

কুমুদিনী-সম শুভ্র বাসে বিমণ্ডিত
তাহার শিখর শূন্য করিছে আবৃত,
প্রতিদিন যেন পঞ্চ-আনন-নিঃসৃত
সংলগ্ন রহেছে অট্ট-হাস রাশীভূত।

গালে মাখামাখি যেমন কাজল
শোভে রূপসীর, সে রূপ কাল
তুমি সানু-দেশ কৈলে আরোহণ
নব-কৃত্ত-করী-দশন-বরণ,

শোভিবে কৈলাস সাজে মনোহর,
চিন্তা-সনে হেরি আঁখির উপর,
বলদেব যেন করিয়া ধারণ
কটি-দেশে নীল-বরণ-বসন।

পাইচারে যদি শিব তা'য়,
(তাঁর ক্রীড়া-তরে তা'য় গঠে সুরে,)
উমা-কর ধরে, নিজ বাম করে,
পরিহরি' ভুজগ-বলয়,

জল-ভরে করি' ঘনীভূত
সিঁড়ি-রূপে বপু বিরচিও,
বিছাইও হ'য়ে পুরোগত,
পদ-তলে স্পর্শ-সুখ দিও।

বলয়-আঘাতে করিয়া বিক্ষত
তোমায় তথায় সুর-নারী যত,
সলিল-প্রদায়ী যন্ত্র-ধারাগার
করি' কৈবে ভোগ আনন্দে অপার।

হেন গ্রীষ্মে যদি তোমায় পাইয়া
সহজে তাহারা না দেয় ছাড়িয়া,
ক্রীড়ায় নিরতা, আচম্বিত সবে
ভীম নাদ করি' কাঁপাইয়া দিবে।

গিরি তব সখা, তাহার নিলয়
করো সুখে ভোগ বিবিধ লীলায় ;
করিয়া আস্বাদ মানসের জল
যাহে করে শোভা কনক-কমল ;

মহাদেব-সেবা-তরে-উপনীত-
ইন্দ্র-গজবরে পরিতোষ কত

বৃষ্টির সময় করিয়া প্রদান,
মুখে ধরি' চারু বাস এক খান ;

কল্প-পারিজাত-সন্তান-মন্দার
শৈল-কলেবরে কি বাহার করে,
সব কিশলয় বাতাসে তোমার
উলটি' পালটি' বসন-আকারে।

প্রণয়ীর অঙ্কে যথা সাজে প্রণয়িনী,
শোভিছে অলকা সেই অচল-উপরে,
বিশদ-সলিলা-গঙ্গা-গলিত-বসনী,
দৃষ্টি মাত্র, কামচর, চিনিবে হে তা'রে।

তথা মেঘ-কুলে বরিষার কালে
বারি বর্ষি'' বসি' প্রাসাদ-উপরে,
সাজায় নগরী মনোমুগ্ধকরী,
মুক্তা-জালে কেশ যথা সুকেশীরে।"

পূর্ব্বমেঘ সমাপ্ত।

মেঘদূত।



[পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘ।]

(সটীক বঙ্গানুবাদ।)

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত বি এল
অনুবাদিত।



শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার দ্বারা
কলিকাতা, ৩১ নং সাঁকারিটোলা হইতে
প্রকাশিত।



কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
৫৫ নং চিৎপুর রোড।



শ্রাবণ ১২৯২ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা।

মেঘদূত।

পূর্ব্ব মেঘ।

(১)

সুশীতল রামগিরি ১ আশ্রম-কাননে,
(মহাপুণ্যধাম তীর্থ সীতাবগাহনে,)
শাপ ভ্রষ্ট যক্ষ এক করিল বসতি
কান্তার বিরহ তাপে সন্তাপিত অতি।
বর্ষব্যাপী মহাশাপ কুবের আজ্ঞায়,
বিগত সৌভাগ্য যক্ষ ভাবি শীর্ণ কায়।

(২)

বিষাদে বিয়োগী তথা মাস কতিপয়
কাটাইল বিরলে সে আকুল হৃদয় ;
প্রথম আষাঢ় মাসে নব মেঘ মালা
ঢাকিল ক্রমেতে যবে পর্ব্বত মেখলা ;
দেখিল অপূর্ব্ব দৃশ্য অতি মনোহারী
তটাঘাতে আস্ফালিছে যেন মত্তকরী !

(৩)

নবীন নীরদ হেরি যক্ষের তনয়
স্মরিয়া কান্তার মুখ আকুল হৃদয় ;
অন্তরের শোক বাষ্পে কণ্ঠ নিরোধিল
অগ্রসরি নীরবে সে ভাবিতে লাগিল।
সংযোগীও চল চিত্ত ঘন দরশনে
প্রবাসী প্রণয়ী ধৈর্য্য ধরিবে কেমনে ?

---

১ টীকাকার মল্লিনাথের মতে চিত্রকূট পর্ব্বতের নামান্তর। আধুনিক বুন্দেল খণ্ডস্থ কামতা পর্ব্বতই পৌরাণিক চিত্রকূট। কিন্তু অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব বলেন যে নাগপুরস্থ কৈমোর পর্ব্বত শ্রেণীর অন্যতম একটী পর্ব্বতই কালিদাস বর্ণিত এই রামগিরি বলিয়া অধিক সংগত বোধ হয়। এই গিরিকে তদ্দেশবাসীগণ রামটিক্ বা রামটেক্ কহে এবং তাহা মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় রামগিরির সহিত একার্থ বোধক। এই পর্ব্বত সাগর হইতে নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। বঙ্গদর্শনে কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ত্ব নামক প্রস্তাবেও এই মত অনুমোদিত হইয়াছে। (১২৮৪ সালের কার্ত্তিক মাসের বঙ্গদর্শন দেখ।)

(৪)

"বিরহ প্রবল কাল, বরষা সময় ;
নিরাশে জায়ার পাছে অত্যাহিত হয় !
শুনিলে কুশল মম জলদের মুখে
ধরিতে পারিবে প্রাণ মিলনাশা সুখে" ।
এত ভাবি কুসুমার্ঘ করি দুই করে
সম্বোধিল যক্ষ মেঘে সুমধুর স্বরে ।

(৫)

দারুণ বিকল চিত্ত মদন দহনে,
ভেদ জ্ঞান নাহি দেখে চেতনাচেতনে
"কল্পনা"-সম্ভূত সুখে মুগ্ধ নিরন্তর,
তদ্বেষয়ে শান্তি সুখ অসম্ভবপর
এই হেতু ধূমময় অচেতন মেঘে,
নিবেদিল প্রিয় বার্ত্তা গুহ্যক কৌতুকে ।

(৬)

"পুষ্করাদি খ্যাত বংশে জনম তোমার !
শক্রের পরম সখা সর্ব্বত্র সঞ্চার !
স্বজন বিযুক্ত হ'য়ে পড়েছি সঙ্কটে
তাই ভিক্ষা মাগি মেঘ তোমার নিকটে !
মহতে নিষ্ফল যাচঞা বরঞ্চ শ্রেয়,
অধমে কামনা সিদ্ধি তথাপিও হেয় ।

(৭)

"তাপিত শরণ তুমি বিদিত ভুবনে,
কর দয়া, রাখো চির নির্ব্বাসিত জনে ।
জুড়াও বারতা দিয়া প্রিয়ারে আমার,
যাও যক্ষধাম নাম অলকা বিস্তার ।
প্রমোদ কাননে তথা দেখিবে সুন্দর,
২ হর-শিরচন্দ্রোদয়ে বিধৌত নগর ।

(৮)

"নিঃশঙ্কে দেখিও মম পতিব্রতা নারী,
আজকাল করি দিন গণিছে সুন্দরী ;
প্রাণ মাত্র আছে সুধু আশার শাসনে
নহিলে বিদীর্ণ হতো এসেছি যে দিনে ;

---

২ অধ্যাপক উইলসন সাহেবের অনুবর্ত্তী হইয়া এই শ্লোক এখানে সন্নিবেশিত করিলাম । মূলে ইহার সংখ্যা দশম ।

সুকুমার কুসুম-সদৃশ সুখময়
আশা বৃন্তে বাঁধা থাকে অবলা হৃদয়।

(৯)

গগন মার্গে'তে যবে করিবে গমন,
পুলকে আলোকি তোমা পান্থবধূজন
সমাগম সুখাশায় আশ্বাসিবে মনে ;
ঘুচিবে বিরহ জ্বালা তব দরশনে।
আমা হতে আর কে বা আছে পরাধীন !
বরষায় জায়া ছাড়ি রবে ভাগ্যহীন।

(১০)

"বিমান গমনে তব পবন সহায়,
তুষিবে মধুর গানে চাতকিনী তায়,
গর্ভাধান ৩ সুখ লাগি বলাকার শ্রেণী
ঘেরিবে তোমায় আসি হাসি কুতকিনী ;
পাইবে পরম প্রীতি প্রণয়ে তাহার ;
হইবে অপূর্ব্ব শোভা তখন তোমার।

(১১)

"কন্দলিকাময়ী মহী যে মহাগর্জ্জনে,
সমুর্ব্বরা হয় ধরা যার নির্ঘোষণে,
সে নিনাদ শুনি তব রাজ হংসগণ,
মানস সরসে যেতে উৎকণ্ঠিত মন।
ধবল মৃণাল-খণ্ড তুণ্ড 'পরে ধরি,
কৈলাস পর্য্যন্ত তব হবে সহচারী।

(১২)

"প্রিয়সখা এই তব তুঙ্গ গিরিবর,
রঘুপতি-পদ-চিহ্নে অঙ্কিত শেখর,
আলিঙ্গন করি মাগ বিদায় গমন,
কালে কালে সম্মিলনে করহ যেমন।
প্রেম মত্ত শৈলরাজ তব পরশনে
কাঁদিবে বিরহজাত বাষ্প বিসর্জ্জনে।

(১৩)

"অনুকূল বর্ত্মতব বলিব সংপ্রতি
তারপর হে জলদ কর অবগতি,—
প্রণয়-সন্দেশ মম পীযূষ সমান

৩ প্রবাদ আছে যে মেঘ সমাগমে বকস্ত্রী সকল গর্ভবতী হয়।

শ্রবণ অঞ্জলি পুট পূরি কর পান।
পর্ব্বত ভ্রমণে পথে হইলে দুর্ব্বল
পানে পুষ্ট হবে স্রোতস্বতী লঘু জল।

(১৪)

"উত্তরাস্যে ৪ যাও তবে উঠহ আকাশে।
বেতস কানন এই ছাড়ি অনায়াসে ;
সিদ্ধাঙ্গনা ঊর্দ্ধ-মুখে নিরখি তোমায়
আশঙ্কিবে অদ্রি শৃঙ্গ বায়ুবা উড়ায় ?
অন্তরীক্ষে দিঙ্নাগের প্রমত্তাহঙ্কার
দূরে যাবে দেখি তব বিপুল-আকার।

(১৫)

"নানা রত্ন প্রভারাজি করিয়া বিন্যাস,
কে যেন রেখেছে নভে নয়ন বিলাস !
পুরঃস্থিত শক্রধনু বল্মীক উপরি,
রাজিবে মস্তকে তব মাধুরী বিস্তারি ;
হইবে উজ্জ্বল-কান্তি শ্যামলশরীরে,
শিখিপুচ্ছগুচ্ছ যথা শ্রীকৃষ্ণের শিরে।

(১৬)

"সমুন্নত মালের কর্ষিত ক্ষেত্রো পরি ৫,
আরোহি, বিচর সুখে আকাশ বিহারী ;
শস্য প্রসবিতা তুমি মনে অনুমানি,
আগ্রহে দেখিবে তোমা পল্লী নিতম্বিনী ;
কুটিল কটাক্ষ তারা জানেনা কখন,
সরলতা প্রেম পরিপূর্ণ দু'নয়ন।

(১৭)

"উত্তরাস্যে যাও পুন ক্ষিপ্রতর গতি,
আম্রকূট ৬ গিরি-শিরে কর অবস্থিতি :

৪ এইখান হইতে কাব্যের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত আরম্ভ। রামগিরি হইতে কৈলাস পর্য্যন্ত মেঘের পথ নির্দ্দেশচ্ছলে কবি, পর্ব্বত, নদী ও তৎসাময়িক প্রধান প্রধান নগরের বর্ণনা করিয়াছেন।

৫ বর্ত্তমান নাগপুর রাজ্যের ছত্রিশ গড় বিভাগস্থিত উন্নত ক্ষেত্র বিশেষ। এই প্রদেশের প্রধান নগর রত্নপুর।

৬ বর্ত্তমান অমরকণ্টক। সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অন্তঃপাতী বৃটিশাধিকৃত রাম গড় বিভাগে রত্নপুরের ২৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। (১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শন ২৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।)

দাবদাহ-জ্বালা তার নাশিও আসারে।
সাদরে রাখিবে গিরি মস্তকে তোমারে।
উপকারে কৃতজ্ঞতা নীচেও সম্ভবে ;
মহোচ্চের উচ্চভাব কেন নাহি হবে ?

(১৮)

"কাননাম্র-বেষ্টিত সে ভূধর শিখরে,
বিহরিবে যবে তুমি স্বচ্ছন্দ শরীরে ;
স্বচ্ছ-কেশ-গুচ্ছ সম মূরতি তোমার,
অচল সংযোগে শোভা ধরিবে অপার।
নিরখি, অমরবৃন্দ করিবে মনন
ধরণীর কুচ 'পরে শ্যামতা যেমন।

(১৯)

"পরে অবতরি চিত্রকূটদরীমুখে ৭,
পথশ্রম হে জলদ ! বিনাশিও সুখে ;
সুশীতল জলধারে তোষ অদ্রিপতি
দারুণ নিদাঘানলে সন্তাপিত অতি।
মহতে প্রণয় দান হবেনা বিফল ;
করিবে পরম যত্ন পাবে নব বল।
ক্ষণকাল লতাকুঞ্জে বিহরি তথায়
দ্রুতগতি যাবে পুনে হ'য়ে লঘু কায় ;
কিছু দূরে দেখিবে রজত-রেখাঙ্কিতা,
বিন্ধ্যপাদ মূলে নদী নর্ম্মদা বিস্তৃতা।
উপল বন্ধুর গিরি দেখিতে সুন্দর
ধবল রচনা যুক্ত যেন করীবর।

(২০)

"কেলিরত গজ যূথ নর্ম্মদা জীবনে,
সুরভিছে জলরাশি মদ-বিগলনে ;
জম্বু কুঞ্জধৌত নীর মধুরাস্বাদন,
উদর পূরিয়া পান করিবে যখন,
নারিবে উড়াতে তোমা প্রবল পবন ;
সারবান্ বস্তু মাত্রে গৌরব কারণ।

(২১)

"যথায় যথায় তুমি করিবে প্রয়াণ
কলকণ্ঠে সারঙ্গ ধরিবে তথা তান ;

---

৭ অমর কণ্টকের শিখরান্তর—উইলসন মেঘদূত ১৯ শ্লোক দেখ।

হরিত কপিশ বর্ণ কদম্বকেশর,
মুকুলিতা কদলী কলাপ মনোহর,
বনজ সুরভি আদি প্রকৃতির শোভা
ভাতিবে চৌদিকে তব বিকাশি প্রতিভা।

(২২)

"চতুর চাতক চয় আকাশ মণ্ডলে,
বিচরিবে জলবিন্দু আস্বাদনচ্ছলে ;
বিলোকি বলাকা বিকশিতা কোলে তব,
অঙ্গুলি সঙ্কেতে নির্দ্দেশিবে সিদ্ধ সব,
আকীর্ণ গর্জ্জনে তব, সংভ্রম কম্পনে,
আলিঙ্গিবে প্রেমা-বেশে প্রিয়-পরিজনে।

(২৩)

"মম হিত তরে তব ত্বরিত গমন,
বুঝিবা বিলম্ব সখে! হ'বে প্রতিক্ষণ ?
পর্ব্বত কুসুম জাত সুরভি নিচয়,
মোহিবে মানস যবে আকর্ষি-হৃদয় ;
সজল নয়নে সম্ভাষিলে শিখিরাজি,
পারিবে কি যে'তে সেই উপরোধ ত্যজি ?

(২৪)

"দশার্ণের ৮ জনস্থানে হয়ে উপনীত,
দেখিবে কানন, নানা বরণে রঞ্জিত,
কোথায় কেতকী ফুল বিকচমুকুল,
কোথা বা সুনীল কুঞ্জ জম্বু-ফলাকুল
গ্রামে চৈত্য ৯ শিরে দোলে বিহঙ্গ কুলায়,
বাপী জলে কুতূহলে হংসাদি বেড়ায়।

(২৫)

সুবিদিতা ১ বিদিশা দশার্ণ রাজধানী,

---

৮ অধ্যাপক উইলসন দশ (দশ সংখ্যক) ঋণ (দুর্গ) এই ব্যুৎপত্তি ধরিয়া দশার্ণ জনপদ বর্ত্তমান ছত্রিশগড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন। ডাক্তার হলের মতে দশার্ণ চান্দেরি বিভাগের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। দশান নামে একটী নদী চিত্রকূট হইতে বহির্গত হইয়া ভূপাল দেশ দিয়া বেতোয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের প্রস্তাব লেখক কহেন, ঐ নদীর তীরবর্ত্তী স্থানই কালিদাসের বর্ণিত দশার্ণ জনপদ।

৯ প্রাচীন এবং বন্দনীয় গ্রাম্য বৃক্ষ।

১। বর্ত্তমান ভিলসা। এই নগর গোয়ালিয়র রাজ্যে বেতোয়া নদীর পূর্ব্ব

বিবিধ বিলাসশালিনগরী ঈদানী
প্রবেশি, পরম সুখ লভিবে সেখানে,
বেগবতী বেত্রবতী ২ মধুরাম্বুপানে।
তদুর গর্জ্জন তব শুনি প্রবাহিণী
তরঙ্গ ভঙ্গিমা তুলি নাচিবে ভাবিনী।

(২৬)

নীচগিরি মনোহারী বিদিশাপ্রান্তরে
নির্বাসিও সুখে শ্রম নাশিবার তরে;
প্রভূত কদম্ব-কেশ কণ্টকিত করি
পুলকিত যেন গিরি তবোদয় হেরি;
লম্পট নাগর যার নিভৃত-কন্দরে
গোপনে গণিকা সহ প্রেমালাপ করে।

(২৭)

পশিও পয়োদ! পরে প্রমোদ কাননে
বন ১ প্রবাহিণী যথা বহে কলস্বনে;
যূথিকা জালক নবজলে সিক্ত করি,
দেখিও তুলিছে ফুল ফুল-লাব-নারী।
মলিন মুখপ্রতিমা স্বেদাম্বুগলনে,
তুষিও ত্বরিতে, তব অনাতপ দানে।

(২৮)

উত্তরের পথ হ'তে পুরী উজ্জয়িনী, ২
যদিও থাকিবে সখে! সুদূরবর্ত্তিনী;
তথাপি বারেক তথা করিও গমন,
দেখিও কামিনীকুল প্রফুল্লআনন;
চপলাচকিতহেতু চঞ্চল লোচন
না দেখিলে যদি,—তব বিফল জীবন।

তটে অবস্থিত ও উজ্জয়িনী হইতে পূর্ব্ব দিকে ১৩৪ মাইল অন্তর। এখানে উৎকৃষ্ট তামাক প্রস্তুত হয়; অস্মদ্দেশে তাহাকে ভ্যালসা তামাক কহে।

২। বর্ত্তমান বেতোয়া নদী। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে ৩৪০ মাইল গমনের পর কাল্পীর নিকট যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১। মল্লিনাথ বননদী পাঠ স্থির রাখিয়া বনমধ্যস্থনদী সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অধ্যাপক উইলসন 'নগনদী' পাঠ ধরিয়া বর্ত্তমান মালব প্রদেশস্থ 'পার্ব্বতী' নদীকে কালিদাস বর্ণিত নগনদীর সহিত এক মনে করেন।

২। বর্ত্তমান সিন্দিয়া রাজ্যের রাজধানী।

(২৯)

কল নিনাদিনী নদী নির্বিন্ধ্যাসুন্দরী *
প্রবাহিতা পথেতব তরঙ্গ বিস্তারি ;
ধবলবিহগশ্রেণি রসনাভূষিতা,
ঘূর্ণনীরনাভিশোভা লগ্ন প্রকটিতা।
বিবিধ বিলাস-রাশি প্রকাশি যুবতী
রসাস্বাদ তরে, তব করিবে আরতি।

(৩০)

আছিল তটিনী তপ্ত বিরহে তোমার,
কেশ বাঁধা বেণী যথা মলিন-আকার ;
তটতরু নিপতিত পত্র বিকীরণে,
হরিণবরণা, তন্বী তোয়াপসরণে ;
বলদেখি হে সুভগ ! এবে কৃশোদরী
বিপুলতা লাভ কেন করিছে সুন্দরী ?

(৩১)

অবতরি অবন্তী বিখ্যাতজনস্থান,
কোবিদগ্রথিত বৎসাধিপ ১ উপাখ্যান
শুনি, অনুসর পুরী বিশালা২ লক্ষণা ;
শ্রীশালিনী, সৌধমালা ললিতশোভনা।
উজ্জ্বল ত্রিদিবখণ্ড অবনীমাঝারে,
কে যেন রেখেছে পুণ্যবান বাসতরে।

(৩২)

সারস-কলকূজিত বহিতে বহিতে,
বিবচ কমলকুল সুরভি সহিতে,

* মল্লিনাথের মতে এই শ্লোকের সিন্ধু শব্দ নদীমাত্র বোধক এবং তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিন্ধ্যা অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বত বহির্গতা কোন অনির্দ্দিষ্ট নদকে বুঝাইতেছে। কিন্তু অধ্যাপক উইলসন সাহেব কহেন যে পূর্ব্ববর্ত্তী নির্ব্বিন্ধ্যা এবং এই শ্লোকের সিন্ধু দুইটী পৃথক্ নদী। তাঁহার মতে বর্ত্তমান সাগরমতী নদীই কালিদাস বর্ণিত সিন্ধু। বঙ্গদর্শনে প্রস্তাব লেখক আর একরূপ ব্যাখ্যা করেন। তিনি কহেন যে বর্ত্তমান "কালী সিন্ধু" নদীই কালিদাসের সিন্ধু এবং তাহা বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা নামান্তরে অভিহিত হইয়াছে। প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথের মতই এই অনুবাদে গৃহীত হইল। তদনুসারে সিন্ধুর অর্থাৎ নদীর নামান্তর তটিনী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি।

১। উদয়ন কর্তৃক বাসবদত্তাহরণ বৃত্তান্ত।

২। উজ্জয়িনীর নামান্তর বিশালাও অবন্তী।

শিপ্রাজলধৌত স্নিগ্ধপ্রভাতসমীর—১
যথায় প্রত্যূষে সদা বহিছে সুধীর।
নৈশ-অঙ্গগ্লানি নাশ করি বারম্বার
তুষিছে রমণীগণে যেন চাটুকার।

(৩৩)

পথক্রমে ক্লান্তকায় হয়ে অবিরাম,
নগরীর সৌধ শিরে করিও আরাম।
জালমুক্ত গন্ধধূপে হবে বলাধান ;
গৃহ শিখি, নৃত্য দেখি জুড়াবে পরাণ ;
রমণী-চরণ রাগ সুরঞ্জিতঅতি
নিরখি নহিবে তব গমনে শকতি।

(৩৪)

ক্লম ত্যজি যাবে যথা, ত্রিলোক পূজিত—
ত্রিলোচন ধাম, পুণ্যময় বিরাজিত ;
নীলকণ্ঠদ্যুতিভ্রমে নিরখি তোমায়,
সম্ভ্রমে প্রমথগণ কণ্টকিতকায়।
কুবলয়রজমাখা গন্ধবতীজলে,
যুবতী করিছে জলকেলি কুতূহলে ;
স্নানীয় সুরভিবাহী মন্দসমীরণ,
করিতেছে মৃদু বিকম্পিত উপবন।

(৩৫)

মহাকালে সখে ! যবে হবে উপনীত,
দেখ যদি তপন না হয় অস্তমিত,
অপেক্ষিও ভক্তিভাবে, ভানু যতক্ষণ
নয়ন-বিষয় ছাড়ি না করে গমন।
প্রভুর প্রদোষারতি পটহ সম্বাদে,
সফল করিও তব বিপুল নিনাদে। ১

(৩৬)

চরণচালনে রত্নরশনানাদিনী,
রতনখচিত চারুচামর-ধারিণী
লীলাবিকম্পনে ক্লান্তানর্ত্তকী তখন,
তব-অম্বুবিন্দুপাতে জুড়াবে চরণ ;
মধুকরশ্রেণীদীর্ঘঅপাঙ্গ বিস্তারি

১। বর্ত্তমান শিপ্রা। এই নদীর তীরে উজ্জয়িনী অবস্থিত।
১। পূর্ব্বোক্ত মহাদেবের স্থান।

সপ্রেমে তোমারে সম্ভাষিবে বারনারী।

(৩৭)

সান্ধ্য-তেজে তনু তব হলে অরুণিত,
বন তরুগুলি তায় সুদূরে মিলিত ;
রুধিররঞ্জিতগজাজিন অনুমানি,
তাণ্ডবে প্রমত্ত প্রভু হবে শূলপাণি ;
ভবানীর ভীতিশান্তস্তিমিত নয়ন,
প্রশংসিবে ভক্তি তব সাদরে তখন।

(৩৮)

নিবিড় তিমির-ময়ী রজনী যখন,
উজ্জয়িনীরাজপথে নিতম্বিনীগণ,
বাহিরিবে অভিসারে ; তব সুভীষণ,
অম্বুপাত ঘোরনাদ রোধিও তখন ;
শান্তসৌদামিনীতেজে পথ প্রদর্শিবে,
নিকষে কনককান্তি যেন বিকশিবে।

(৩৯)

ভবন বলভীপরে কপোত দম্পতি,
বিরলে সুষুপ্তি যথা অনুভবে অতি ;
তুমিও সস্ত্রীক তথা যাপিও যামিনী
অধিক স্ফুরণে ক্লান্তা তব সৌদামিনী ;
ভানূদয়ে পথশেষ বাহিবে সত্বরে
মিত্র কার্য্যে অবহেলা কে কোথায় করে ?

(৪০)

প্রভাতে খণ্ডিতা-নেত্রসলিলমোচন,
করিবে প্রণয়িগণে ; তুমি সে কারণ,
ত্যজিও তপন পথ ত্বরিতে তখন।
নলিনীকমলমুখে হিমাশ্রু পতন
নিবারিতে ভানূদয় ; আবরিলে গতি,
মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড কোপ হবে তব প্রতি।

(৪১)

যুবতী অমল হৃদে যথা অবিকৃত,
প্রেমের মুরতি হয় সহজে অংকিত,
তেমতি সুমতি তব প্রতিবিম্ব খানি,
গম্ভীরার স্বচ্ছ জলে পশিবে আপনি ; ১

১। মহাকাল নাথের মন্দির সমীপস্থ গম্ভীরা এবং ৩৪ শ্লোক লিখিত গন্ধবতী উভয়েই অনির্দ্দিষ্ট নদী বিশেষের পরিচায়ক।

চটুলশফরলম্ফ কটাক্ষ বিলাস
পারিবেনা সম্বরিতে করিতে নিরাশ।

(৪২)

সুনীল জল-নিচোল সঙ্কীরণ করি,
কটিতটপ্রকটিত করিলে সুন্দরী;
প্রসারি বেতস শাখা দিলে আলিঙ্গন,
গমনে প্রবৃত্তি সখে! নহিবে কখন।
কামিনী কোমল রস করিলে আস্বাদ
ছেড়ে যেতে কা'র কভু হয়ে থাকে সাধ?

(৪৩)

সরস বসুধাগন্ধ করি আহরণ,
গজনাশা-রন্ধ্রে ধ্বনি করি বিকীরণ,
কাননের জন্তু ফল্গ করি পরিপাক
শীত বায়ু তব সহ বাহিবে অনাক।
মৃদু সঞ্চালনে অংগ দোলাতে দোলাতে,
দেবগিরিশিরে তোমা ল'বে নিমিষেতে।১

(৪৪)

বাসবীয়সেনাত্রাস নাশিবার তরে,
যে তেজ রাখিলা শূলী অনল ভিতরে,
সেই সে কুমার রূপ স্থাপিত তথায়।
ব্যোম গঙ্গাজল ধারে সেবিও তাঁহায়;
কামনায় ফুল কায় লভি তার পরে,
পুষ্পাসারে, পুন তাঁরে বন্দিও সাদরে।

(৪৫)

অতঃপর গিরিগুহা প্রতিরবকারী
শ্রবণ ভৈরব তব গর্জ্জন বিস্তারি,
নাচাইও শিখিবরে; শশিকর মালা
ভাতিছে নয়নে যার, বিকাশিছে জ্বালা;
জ্যোতিঃবলয়িত যার গলিত বর্হণে
পুত্রপ্রেমে ভবানীর শোভিছে শ্রবণে।

(৪৬)

শরবন ভবদেবে আরাধি তৎপর,

১। অধ্যাপক উইলসন কহেন যে, মালব প্রদেশের মধ্যে চম্বল নদীর দক্ষিণে যে দেওগড় নামক স্থান মানচিত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাই কালিদাসের দেবগিরি। এখানে কার্ত্তিকেয়ের একটী মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে।

১ রন্তিদেব কীর্ত্তিমুখে সুখে অবতর ;
সুরভি তনয়াবধূতবধ সম্ভবিতা,
ভূলোকে তরঙ্গময়ীরূপে প্রবাহিতা।
অম্বর মিথুন তব পথ না রোধিবে
ভয় পাছে বারিধারে বীণাবিশ্লেষিবে।

(৪৭)

কালরূপ তব, যবে জল পান তরে
পশিবে স্রোতিনীতনু প্রবাহভিতরে ;
দূরাকাশ হতে তোমা খেচর সকলে,
নয়ন নোয়ায়ে নিরখিবে কুতূহলে ;
ভাবিবে অবনীকণ্ঠে ভাতিছে মহান্
মুক্তাহার মাঝে যথা নীলমণি খান।

(৪৮)

পরিহরি নদী, তব মোহন মূরতি
১ দশপুর বধূ নেত্রে বিতরিবে প্রীতি .
পক্ষ্ম সঞ্চালনে আর ভ্রূলতা কম্পনে,
কৃষ্ণসারপ্রভা প্রকাশিছে প্রতিক্ষণে।
যথা কুন্দফুলদল আন্দোলন কালে,
কেলিমত্তমধুকর ধায় তালে তালে।

(৪৯)

অনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্তে ১ ছায়াবৃত করি,
উপনীত হবে ঘোর কুরুক্ষেত্রোপরি ; ২
ভীষণ সমরভূমি ক্ষত্রিয়নিধনে ;
সুশাণিত শর পাতে গাণ্ডিবী যেখানে

১। কথিত আছে যে দশপুরপতি রন্তিদেব একদা গোমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে এত গো বধ হইয়াছিল যে সে রক্তে চর্ম্মণ্বতী নামে নদী উৎপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসনের মতে চন্দ্রবংশীয় অষ্টাদশ রাজা রন্তিনাভই কালিদাসবর্ণিত রন্তিদেব এবং বর্ত্তমান চম্বল নদী চর্ম্মণ্বতীর অপভ্রংশ মাত্র।

১। রন্তিদেবের প্রধান নগর। অধ্যাপক উইলসন কহেন যে চম্বল নদীর কিঞ্চিৎ উত্তরে স্থিত বর্ত্তমান রন্তমপুর বা রিন্তিমপুর কালিদাস বর্ণিত দশপুর হইতে পারে। ইহা উজ্জয়িনী হইতে থানেশ্বর যাইবার পথে এক সরল রেখায় অবস্থিত।

১। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত বা দেবভূমি।

২। বর্ত্তমান থানেশ্বর নগরের পূর্ব্বদক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং পানিপথেরও সমীপবর্ত্তী।

নিপাতিলা নরপতি মুখ কত শত ;
তবধারা পাতে যথা কমল নিহত।

(৫০)

রেবতীনয়নে যাহা থাকিত অঙ্কিত,
প্রিয়তম সুরারস করি দূরকৃত,
স্বজনস্নেহের হেতু সমরবিরাগী
যে রস সেবিলা হলী হয়ে মহাযোগী,
পবিত্র সে সারস্বতী ১ সলিলসেবনে,
অন্তরশোধন তব করিও যতনে।

(৫১)

কুরুক্ষেত্র ছাড়ি যাবে কনখল ২ স্থানে,
তারিতে সগরবংশে জাহ্নবী যেখানে
হিমাচল হতে অবতারিতা ধরায়,
ফেন রাশিচারুহাস, উচ্ছ্বসিত কায়
উমার মুখভ্রূকুটি উপহাস করি
শম্ভুজটাজুটে কোল করিলা সুন্দরী।

(৫২)

শেষকায়াকাশে রাখি হয়ে লম্বমান
সুরগজ সম স্বচ্ছগঙ্গাজলপান
করিবে যখন ; তব ছায়ারূপখানি
স্ফটিকবিশদস্রোতে ভাসিবে আপনি ;
রমণীয় শোভা গঙ্গা ধরিবে তখন,
যমুনাসঙ্গম হেরি প্রয়াগে যেমন।

(৫৩)

তুষারমণ্ডিত শুভ্রহিমাচলশিরে,
আরোহি, হেরিবে গঙ্গা বাহিরেছে ধীরে ;
কস্তুরিকা মৃগ ফিরিতেছে দলে দলে,
মৃগনাভি নিঃসারিছে প্রতি শিলাতলে।
শোভিবে অচল তুমি বসিলে তথায়,

১। হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ হইতে নির্গত হইয়া কুরুক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ উত্তর পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

২। কে এমন খল আছে যে এস্থানে স্নান করিলে মুক্ত না হয় ? এই অর্থে মুনিগণ এই স্থানের নাম কনখল রাখিয়াছেন। ঐ নাম এক্ষণেও বর্ত্তমান আছে। লেফটেনাণ্ট ওয়েফ্ সাহেব বলেন যে হরিদ্বার মেলার ২ মাইল অন্তরে গঙ্গার পশ্চিম পারে কনখল নামে গ্রাম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ধবল বৃষভবর পঙ্কাবৃত প্রায়।

(৫৪)

দ্রুমে দ্রুম ঘরষণে দাবাগ্নি যখন,
উপজি, অনিল যোগে জ্বলিবে ভীষণ ;
চমরী অলক নাশি দাহিবে অচল ;
তব বারি ধারা সেবে ঢালি অনর্গল
নিবারিও দাবদাহ গিরিকলেবরে ;
মহতের ধন শুধু বিপন্নের তরে।

(৫৫)

তব গতি লঙ্ঘিবারে শরভ ১ সকল,
নাপারি, সে পরিশ্রম মানিবে বিফল
তুমুল করকাপাত করি বরিষণ,
আকুল করিও তা'সবারে সেইক্ষণ।
যেমন বিফল হলে করম প্রয়াস,
কোন্ জনে লোকে নাহি করে উপহাস।

(৫৬)

অর্দ্ধেন্দু শেখর পদচিহ্ন যে পাষাণে,
যোগীজন আরাধনা করিছে যেখানে
সদাকাল, পূজা বিধি করি অনুষ্ঠান ;
ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করিও সেস্থান।
শ্রদ্ধায় হেরিলে হয় কলুষ বিনাশ,
চরমে শাশ্বতগণধামে পায় বাস।

(৫৭)

কীচক অনিলযোগে মধুর বাজিছে
ত্রিপুরবিজয়গান কিন্নরী গাহিছে ;
মুরজ স্বনন সম তব গরজন,
অচল কন্দর মাঝে বাজিবে যখন,
মিলিয়া উভয় ধ্বনি হবে একতান ;
তখন সম্পূর্ণ হবে পশুপতি গান।

(৫৮)

হিমাদ্রির তট শোভা করি নিরীক্ষণ,
সুবিখ্যাত ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে ১ করিও গমন ;

১। দ্রুতগতি পৌরাণিক অষ্টাপদ মৃগ বিশেষ।

১। মহাভারতে মৈনাক পর্ব্বতের পুত্র ক্রৌঞ্চ নামক একটী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে এবং উইল ফোর্ড সাহেবের তালিকাতেও ক্রৌঞ্চ মেরু আখ্যাত একটী

ভৃগুপতি যশঃ যাহা করিছে ঘোষিত,
যে পথে মরাল কুল মানসে ধাবিত ;
সঙ্কোচ স্বরূপ তব পালে তথায়
শোভিবে বলিবন্ধনে বিষ্ণুপদ প্রায়।

(৫৯)

অতিক্রমি বিল, পরে উঠিও আকাশে
অতিথি সৎকার সেবা লভিও কৈলাসে ;
দশানন ভুজ যাহা করিল কম্পিত,
সুরনারী মুকুর, সদৃশ অবস্থিত ;
কুমুদ বিশদ চূড়া উঠেছে গগনে ;
বিকাশিছে অট্ট হাসি যেন শিবাননে।

(৬০)

নূতন বিচ্ছিন্ন যথা দ্বিরদ-দশন,
তেমতি সে গিরিতট ধবল বরণ ;
অঞ্জন সমান তব আভা সমুজ্জ্বল,
পড়িলে তথায়, শোভা হবে নিরমল।
হলধর অংসোপরে সুনীল বসন
প্রকাশিলে হয় যথা নয়ন রঞ্জন।

(৬১)

প্রমোদ ভূধরে সেই, বিহার কারণে
দেখিবারে পাও যদি হর, গৌরীসনে
অহিভূষা পরিহরি করিতে ভ্রমণ ;
অন্তরপয়প্রবাহ করিও স্তম্ভন ;
পুরোভাগে তনু তব করি লম্বমান
মণিতটে উঠিবারে রচিও সোপান।

(৬২)

কঙ্কণকুলিশাঘাতে, ১ সুররামাগণ,

পর্ব্বতের নাম দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক উইলসন অনুমান করেন যে ইহা অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের কোন অনুচ্চ শৃঙ্গ বোধক হইতে পারে। যখন ভৃগুনন্দন পরশুরাম কৈলাসে মহাদেবের নিকট শস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি এক শাণিত শরাঘাতে এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া প্রাগুক্ত রন্ধ্র পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া হংস সকল বর্ষে বর্ষে মানস সরোবরে যাইয়া থাকে।

১। বজ্র শব্দের অর্থ অশনি ও হীরক ; যেমন অশনির সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রী কঙ্কণস্থিত কুলিশ (হীরক) ঘর্ষণে বারি নিঃসারণ হইবে।

করিবে তথায় তব বারি নিঃসারণ ;
কেলিযন্ত্র ২ করি তোমা খেলিবে সুন্দরী ;
নিদাঘেও যদি সখে নাহি দেয় ছাড়ি,
শ্রবণ পরুষ তব ভীষণ গর্জ্জনে,
ভয় দেখাইও তবে সেই রামাগণে।

(৬৩)

হেমাব্জ প্রসবি মানসের জল পানে,
ঐরাবত মুখে, প্রীতি আবরণ ৩ দানে,
বসন সমান কল্পতরু কিশলয়ে,
শীতল বাতাস দানে ঈষৎ কাঁপয়ে,
এইরূপে নানাবিধ কৌতুক ক্রীড়ায়,
নির্বাসিও সুখে সেই নগেন্দ্র চূড়ায়।

(৬৪)

কৈলাস উপরে, দেখ অলকানগরী,
প্রণয়ীর কোলে যেন শোভিছে সুন্দরী ;
স্খলিত জাহ্নবী তায় দুকূল সমান,
মেঘ মালা অলক স্বরূপে অনুমান ;
মুক্তা জালক বেড়া জলবিন্দু যত,
বিমান হাসিছে কত শত সমুন্নত।

ইতি পূর্ব মেঘ সমাপ্ত।

২। গোলাবপাশ সদৃশ যন্ত্র বিশেষ।
৩। ক্রীড়াচ্ছলে মেঘ কর্তৃক ঐরাবতের মুখ আবৃত হইবে।

উত্তর মেঘ।

(১)

প্রাসাদ শিখর, যথা তোমার মতন
উঠিছে আকাশে যেন চুম্বিতে গগন ;
চপলা তুলনা তায়, ললিত রমণী,
আলেখ্যসজ্জায়, ইন্দ্রচাপ অনুমানি,
মুরজ স্বনন, তব নিনাদ সমান,
মণিময়ভূমি, জলসহ উপমান।

(২)

যথায় কেলিকমল শোভে নারীকরে,
বালকুন্দমালা গাঁথা অলক উপরে,
লোধপুষ্পরজ মাখি পাণ্ডুমুখশোভা,
কেশপাশে কুরুবক বিকাশিছে আভা,
শ্রবণে শিরীষ চারু দুলিছে ললিত,
বরষা সম্ভব নীপ সীমন্তে নিহিত।

(৩)

১ পাদপ সকল যথা চির কুসুমিত,
প্রমত্ত ভ্রমর তায় সদা মুখরিত ;
নলিনী প্রসবে পদ্ম নাহি কালাকাল,
রশনা সমান তায় ঘেরা হংস জাল ;
কেলিশিখী নাচে নিত্য কলাপ প্রসারি
কৌমুদী উদয় হেরি চির বিভাবরী।

(৪)

যেখানে বিত্তেশগণ অনন্তযৌবন,
শোক, পরিতাপ, জরা, জানেনা কখন ;
আনন্দ কল্লোল-স্রোত নিয়ত বাহিত ;
প্রণয় কলহ বিনা নাহি অত্যাহিত ;
কুসুমশরজ ভিন্ন অন্য মনস্তাপ
নাহিপায় স্থান যেথা—সামান্য বিলাপ।

(৫)

স্ফটিক-নির্ম্মিত যথা চারুহর্ম্ম্যতলে,
রমণীয় রামাসহ যক্ষ কুতূহলে

১। মল্লিনাথ বলেন যে এই দুই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কল্পতরুজাত মধু সেবনে নিরত ;
উঠিছে সংগীত ধ্বনি মৃদংগ তাড়িত ;
সুবিমল তারকা আলোকে ভাসমান,
জ্যোতিনীরে সন্তরিছে যেন পুরীখান।

(৬)

অমরবাঞ্ছিত যথা কুমারী সকলে,
মন্দাকিনীতটজাত মন্দারের তলে
কনক সিকত মাঝে, খেলিছে সুন্দরী,
গুপ্তমণি অন্বেষিছে, ফেলিছে আছাড়ি
শীতল পাদপ ছায়া, স্নিগ্ধ সমীরণ
করিতেছে শ্রমজাত তাপ নিবারণ।

(৭)

অনুরাগে প্রিয় সেথা চপল গ্রহণে,
আহরিলে প্রেয়সীর জঘন বসনে,
লজ্জানত মুখে, করে চূর্ণমুষ্টিধরি ১
মণিময়দীপমুখে ফেলিছে সুন্দরী ;
রতন প্রসূত তেজ হয়ে উদ্দীপন
করিতেছে যুবতীর বিফল যতন।

(৮)

তৎসম ঘনরাজি পবন তাড়নে,
বিমান চূড়ায় সদা উদিত যেখানে ;
নবজলধারে যদি আলেখ্য রচনা
বিগলিল, ভয়ে যেন সঙ্কুচিতমনা ;
ধূমরূপে পরিণত করি কলেবর,
জাল-পথে নিষ্ক্রমিছে শতধা জর্জর।

(৯)

নিশীথে যথায় চারু চন্দ্রকান্তমণি
বিতান-লম্বিত জালে, দুলিছে আপনি :
বিমল শশাঙ্ককর সংযোগ কারণে
স্ফুট জলবিন্দু নিঃসরিছে প্রতিক্ষণে ;
কেলিক্লান্ত কামিনীর কোমল শরীরে
অঙ্গগ্লানি নাশিবারে পড়িতেছে ধীরে।

---

১ অঙ্গরাগার্থ সুগন্ধ দ্রব্যের চূর্ণ। (Powder)

(১০)

প্রতিদিন যেথা চৈত্ররথউপবনে ১
যুবতী অপ্সরাসহ কিন্নর যতনে,
ধনপতি যশোগান গায়িছে সুন্দর
গান্ধার গ্রামেতে তুলি কলকণ্ঠস্বর ;
বিলাসী নগরবাসী, সুখসেবাতরে,
বিচরিছে, যথেচ্ছ-আলাপে পরস্পরে।

(১১)

অলকপতিত পারিজাতফুলদল,
কর্ণ সুশোভনকারী কনক কমল,
পীনকুচ পীড়নেতে ছিন্নসূত্রতার
নিপতিত পথে—মণিমুক্তার হার,
সবিতা উদয়কালে করিছে প্রচার
কামিনীকুলের যেথা নৈশ অভিসার।

(১২)

'ধনপতি সখা দেব শশাঙ্কশেখর
বিরাজিত পুরে' ভাবি ত্রাসিত অন্তর,
ভ্রমর-খচিত-ফুল-ধনু দুর্নিবার
নাহি ধরে যথায় মন্মথ পুনর্ব্বার।
চতুর রমণীচারুনয়নবিলাসে,
বিজয়সাধন কিন্তু হয় অনায়াসে।

(১৩)

নানাবর্ণে সুরঞ্জিত বাস মনোরম,
নয়নরঞ্জনকারী মধু অনুপম,
সপল্লব পুষ্পগুলি—সুন্দর ভূষণ,
মনোহর লাক্ষারস চরণরঞ্জন,
ইত্যাদি সকল বিধ অবলামণ্ডন
একাকল্পতরু যেথা করে উৎপাদন।

(১৪)

সেই সে নগরে মম প্রিয়তম বাস,
কুবের ভবনোত্তরে আছে সুপ্রকাশ।
দূর হ'তে দেখি সখে! পারিবে চিনিতে,
ইন্দ্রধনু সুশোভিত তোরণ দু'ভিতে ;
তরুণ মন্দারতরু-স্তবকে নমিত

১ মূলে ইহার নামান্তর "বৈভ্রাজ" শব্দপ্রযুক্ত হইয়াছে।

পুত্রস্নেহে কান্তা মম করেছে পালিত।

(১৫)

দেখিবে সেখানে বাপী আছে বিরাজিত,
মরকত শিলাখণ্ডে সোপান রচিত ;
বিকচ সোণার পদ্ম জলে ভাসমান,
প্রবাল গঠিত নাল' পরে অবস্থান,
তব আগমনে হংসগণ কুতূহলে
করিবে না যে'তে সাধ মানসের জলে।

(১৬)

তার তটে ক্রীড়াশৈল শোভিছে সুন্দর,
ইন্দ্রনীলমণি দিয়া রচিত শিখর ;
কনক কদলী তারে করিছে বেষ্টন ;
মরমে বেদনাহয় করিলে স্মরণ !
তব শ্যামকলেবরে চপলা হাসিলে
মনে পড়ে প্রিয়ার সে ক্রীড়াচল বলে।

(১৭)

শৈল মাঝে মাধবীমণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত,
কুরুবক কুসুমে আমূল আবরিত ;
নিকটে পল্লবভরে অশোক দুলিছে,
কোমল বকুলকুল মৃদু বিচলিছে,
১ *প্রিয়াপদ চুম্বিবারে চাহে একজন,*
মুখসুধা চাহে অন্যে—আমারি মতন !

(১৮)

মরকতমণিগাঁথা-বেদিকা উপরে,
হেমস্তম্ভ শোভিছে সে কানন ভিতরে :
দিবা অবসানে যার স্ফটিক ফলকে
তব সখা নীলকণ্ঠ নিবসিত সুখে ;
করতালি দিত মম প্রেয়সী যখন,
বলয়-শিঞ্জন-তালে নাচিত তখন।

(১৯)

এ সকল অভিজ্ঞান করিলে স্মরণ,
অনায়াসে সখে ! মম চিনিবে ভবন ;
শঙ্খ পদ্মাকৃতি লেখা দুয়ার দুপাশে

১ প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদিগের পাদতাড়নে অশোক এবং মুখামৃতসেকে বকুল মুঞ্জরিত ও বিকসিত হয়।

শোভাহীন হ'য়ে আছে আমার প্রবাসে।
দিনমণি অবসানে কমল যেমন,
আপন উজ্জ্বল কান্তি ধরে না কখন।

(২০)

গজশিশু সম তনু করি সঙ্কুচিত,
রম্যলীলাচলে সেই হ'য়ো উপনীত ;
তথা হ'তে অন্তঃপুর দেখিতে পাইবে,
চপলা-উন্মেষ নেত্রে মৃদু নিরখিবে ;
যেমতি তমসাবৃত প্রদোষ সময়ে,
খদ্যোত উদয় হেরি পাদপ নিচয়ে।

(২১)

দেখিবে তথায় এক ললিত ললনা,
চকিতা হরিণী সম চপল নয়না,
শিখরিদশনা, শ্যামা, শ্রোণি-ভারান্বিতা,
কুচভারে তনু-যষ্টি ঈষত আনতা।
প্রথম সৃজন কালে নিপুণ যতনে,
গড়িল বিধাতা বুঝি রমণী রতনে।

(২২)

সেই সে যুবতী মম জীবনসঙ্গিনী,
চক্রবাকবধূ সম আছে একাকিনী ;
যে হ'তে কুবের শাপে এসেছি ধরায়,
প্রবল বিরহ দাহ, দাহিছে বালায়।
যেরূপে শিশিরে হয় মথিতা নলিনী,
অনুমানি মলিনা সেরূপে প্রণয়িনী।

(২৩)

অবিরত রোদনে নয়ন উচ্ছ্বসিত,
নীরস নিশ্বাসে ওষ্ঠাধর বিবর্ণিত ;
করতলে মুখ রাখি ভাবিছে সুন্দরী ;
আলম্বিত কেশপাশে ঢেকেছে মাধুরী।
মেঘ-আবরণে যথা শশাঙ্ক কিরণ
শোচনীয়, শোভাহীন করি দরশন।

(২৪)

দেবতা সেবায় কভু কাটিছে সময়,
কখন বা মমভাবে মোহিত হৃদয় !
মধুরভাষিণী কভু সারিকার প্রতি
প্রিয়ের বারতা তার, জিজ্ঞাসিছে সতী ;

ব্যাকুলে যদিও প্রিয়া যাপিছে জীবন ;
তব দরশনে দুখ হইবে নূতন।

(২৫)

মম নাম বিরচিত গীত সুমধুর,
গায়িছে কখন সখে ! মিলাইয়ে সুর ;
মলিন বসনা সতী, বীণা করে ধরি,
নেত্র জলে কভু তন্ত্রী বাঁধিছে সুন্দরী ;
পুনঃ পুনঃ আপনি মূর্চ্ছনা গ্রাম তুলি
তখনি আবার হায় যাইতেছে ভুলি।

(২৬)

কখন বা পূর্ব্ব ভাব স্মরি অকস্মাৎ
মনে মনে কত সুখ করিছে আস্বাদ ;
দেহলীপ্রদত্ত পুষ্প গুলি, কভুপাড়ি,
শাপান্তের বাকিদিন গণিছে কিশোরী ;
প্রিয়তম ছাড়া হ'লে নিতম্বিনীগণ
এইরূপে ক'রে থাকে চিত্ত বিনোদন।

(২৭)

এরূপ নিয়মে কথঞ্চিত দিন গত,
দারুণ যন্ত্রণা আসি নিশাতে উদিত !
অবনী-শয্যায় সতী করিছে লুণ্ঠন ;
অনিদ্রায় অরুণ হ'য়েছে দু'নয়ন ;
সৌধ বাতায়নে সখে ! হ'য়ে অধিষ্ঠান
বারতা তখন মম করিও প্রদান।

(২৮)

কলামাত্র অবশেষে হিমাংশুরেখা,
যেমন উদয় মূলে যায় ক্ষীণ দেখা ;
পল্লব শয়নে প্রিয়া তেমতি মলিন,
মনোদুখে হয় তনু কৃশ দিন দিন।
যে নিশা চকিত সম হ'য়েছে প্রভাত,
যুগান্তের মত এবে হয় প্রতিভাত।

(২৯)

অধর পল্লব খানি নিশ্বাস জ্বালায়,
হ'য়েছে জলদ ! ক্লিষ্ট বিবর্ণিতপ্রায় ;
আগণ্ড লম্বিত রুক্ষ্ম অলক কুন্তল
ইতস্তত চারিদিকে হ'তেছে চঞ্চল।
স্বপনে মূরতি মম হেরিবার তরে,

সুষুপ্তির আরাধনা করিছে সাদরে।

(৩০)

মোহন মুক্তামালা করি পরিহার,
প্রথম বিরহ দিনে প্রেয়সী আমার,
যে শিখা বেঁধেছে শিরে করি একবেণী,
কঠিন জটারূপিণী, কপোল লম্বিনী ;
শাপান্তে কৌতুকে পুন নিজহাতে ধরি
ভাঙ্গিয়া সে শিখা, দিব বাঁধিয়া কবরী।

(৩১)

অমৃতশিশিরময় শশাঙ্ক কিরণ
গবাক্ষের পথে কক্ষে উদিত যখন,
সুখকর বোধে রামা চাহি একবার
অমনি ফিরায় আঁখি, অশ্রু জলে ভার।
মেঘাবৃত দিনে যথা স্থল কমলিনী,
নহে উন্মোচিতা, না মুদিতা—বিষাদিনী।

(৩২)

শয্যাপরে নিপতিত তনু সুকোমল
আভরণ বিরহিত, নিতান্ত দুর্ব্বল
দেখিলে নয়নে তব, নবজলময়
বাষ্পবারি অবিরত ঝরিবে নিশ্চয়।
অন্তরে করুণা যার নিয়ত বাহিত.
পর দুখে কবে নাহি হয় বিগলিত?

(৩৩)

মম অনুগত প্রিয়া জানি চিরদিন,
হৃদয়ে প্রণয় মম সদা সমাসীন ;
প্রথম বিরহে তাই করিয়ে স্মরণ,
যত কিছু বলিলাম নহে অকারণ ;
প্রণয় গৌরবে নাহি বাচালতা করি,
দেখিবে স্বচক্ষে সখে পশিলে নগরী।

(৩৪)

অপাঙ্গ বিস্তার দুটী ঢেকেছে কুন্তলে,
অঞ্জন-বিহীন নেত্রে কটাক্ষ না চলে ;
তবাগমে মৃগাক্ষীর বাম বিলোচন,
অনুমানি ঊর্ধ্বভাগে হইবে স্পন্দন।
চলিলে চঞ্চল মীন জলের ভিতরে,
কুবলয় কাঁপে যথা কৌতুকে উপরে।

(৩৫)

সরস কদলী স্তম্ভ সমান সুন্দর
উরুদেশ প্রেয়সীর বড় প্রীতিকর !
মুক্তা মালায় সদা থাকিত ভূষিত !
দৈববশে এখন সে সকলে বঞ্চিত ।
তবোদয়ে বামভাগ নাচিয়া উঠিবে,
সুনিমিত্ত সমাচার সুখে প্রচারিবে ।

(৩৬)

দেখ যদি আছে সতী অলস বিহ্বলে
নিদ্রাসুখে অচেতন সুষুপ্তির কোলে ;
মম সহ আলিঙ্গন করিছে স্বপনে,
ভুজলতাপাশে কণ্ঠ বাঁধি মনে মনে ;
স্তনিত স্তম্ভন করি, প্রতীক্ষা করিবে
যতক্ষণ হে জলদ ! নিদ্রা নাভাঙ্গিবে ।

(৩৭)

স্বজলকণিকাসিক্ত শীতল পবনে
অভিনব মালতীর কলিকা প্রসূনে
ফুটায়ে প্রিয়ারে তবে করিও সান্ত্বনা
পাছে হয় তবোদয়ে বিস্ময়ে মগনা ?
বিদ্যুত বিমুখি তব স্তনিত বচনে
সম্ভাষিও ধীরে ধীরে সাদরে সম্মানে ;—

(৩৮)

"তব স্বামিসখা আমি, নাম জলদেশ,
অয়ি অবিধবে ! তব প্রণয় সন্দেশ
প্রিয়ের নিকটে হ'তে এনেছি যতনে,
শঙ্কা নাহি কর কিছু উদাসীন জ্ঞানে ।
গভীর সুস্নিগ্ধ মম শুনিলে গর্জ্জন,
উল্লাসে প্রবাসী যায় নিজ নিকেতন ।"

(৩৯)

পবন তনয় প্রতি বিস্ময় নয়নে
হেরিল মৈথিলী যথা প্রফুল্ল আননে ;
তেমতি নিরখি তোমা বনিতা আমার
অবহিতে শুনিবে সকল সমাচার ;
মিত্র মুখে কান্তকথা করিলে শ্রবণ
মিলন সদৃশ সুখ পায় রামাগণ ।

(৪০)

ওহে আয়ুষ্মন্ ! মমকাতর বচনে
কহিও প্রিয়ারে—"তব বিরহ দহনে
মরে নাই চিত্রকূটে তব হৃদয়েশ,
জিজ্ঞাসিছে হে অবলে ! কুশল সন্দেশ !
বিপদ সঙ্কুল জানি প্রাণীর জীবন,
উচিত প্রথমে করা শুভ সম্ভাষণ।

(৪১)

"তোমাসম কৃশ প্রিয় তাপিতহৃদয়,
গাঢ়তর উৎকণ্ঠায় কাটিছে সময় ;
নিরবধি অশ্রুধারা ঝরিছে নয়নে,
খরতর বহিছে নিশ্বাস প্রতিক্ষণে ;
যদিও সুদূরগত বিধির বিপাকে,
কল্পনায় দেখিতেছে নিকটে তোমাকে।

(৪২)

"সখীগণ সমক্ষে যে প্রিয় সহচর,
বলিতে বাসিত ভাল কথা সুখকর ;
আনন পরশ সুখ লভিবার তরে,
মৃদু কথা বলিত যে শ্রবণ বিবরে ;
ইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া, এবে সেইজন
মম মুখে এই কথা করিল প্রেরণ ;—

(৪৩)

'অঙ্গের তুলনা তব, প্রিয়ঙ্গুলতায় ;
চকিতনয়নক্ষেপ, হরিণবালায় ;
মুখকান্তি নিরখি, চন্দ্রমা দরশনে ;
কেশগুচ্ছ অনুমানি শিখিপুচ্ছ সনে ;—
ভ্রূবিলাস মানি ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালায় ;
একত্রে এসব কিন্তু না হেরি কোথায় !

(৪৪)

'ধাতুরাগ দিয়া যবে প্রথম পাষাণে
প্রণয়প্রতিমা তব আঁকি সুযতনে,
চরণে পড়িতে যাই অনুরাগ ভরে,
মুহূর্ত্তেকে অশ্রু আসি দৃষ্টিরোধ করে ;
দারুণ নিষ্ঠুর বিধি কৃতান্ত সমান
এসুখেও বাধাদেয়—হয় অনুমান।

(৪৫)

'বদন দর্শনে তব বঞ্চিত যে জন
তারে কেন পঞ্চবাণ করিছে পীড়ন ?
দুরন্ত নিদাঘ দিনে মেঘমুক্ত ভানু
প্রচণ্ড উত্তাপে যবে সন্তাপে এ তনু ;
শীতল সুরভিবাহী সে মুখ স্মরণে
কত কষ্ট হয় প্রিয়ে ! ভাব দেখি মনে ?

(৪৬)

'স্বপ্ন সন্দর্শনে তব প্রতিমা যখন
নিরখি করিতে যাই গাঢ় আলিঙ্গন
আকাশে প্রসারি বাহু ; বনদেবী সবে
কাতরতা হেরি মম কাঁদে সুনীরবে ।
মুক্তা সমান অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন
করে প্রিয়ে ! তরুকিসলয়ে সেইক্ষণ ।

(৪৭)

দেবদারু-ক্ষীর-গন্ধে করি আমোদিত
কিসলয়পুটভেদ করি প্রধাবিত
হিমাদ্রির স্নিগ্ধানিল, দক্ষিণ প্রবাহে
অমিয় বিতরি যবে মৃদু মৃদু বহে ;
সমাদরে আলিঙ্গন করে, ভাবি মনে
তবাঙ্গ পরশি বুঝি এসেছে এখানে ।

(৪৮)

'কি আর কহিব মম দুঃখের কাহিনী ?
যে রূপে যে'তেছে দীর্ঘ দিবস যামিনী ?
বিয়োগীর নিশা ক'বে হয় অবসান ?
রবিকর কবে হয় সুখকর জ্ঞান ?
বিয়োগ-ব্যথায় একে প্রাণবাহিরিছে
বিলাস কামনা তাতে আকুল করিছে ।

(৪৯)

'অনেক ভাবিয়া শেষে পেয়েছি সান্ত্বনা,
প্রবোধ দিয়েছি মনে আপনি আপনা ।
তুমিও কল্যাণি ! কর আত্মাবলম্বন,
বিষাদে হৃদয় যা'তে না হয় মগন ।
সুখ দুঃখ চিরকাল সমান না যায় ;
দশাচক্র নেমি ঊর্দ্ধ্ব নীচে ক্রমে ধায় ।

(৫০)

'শাপান্ত আমার দোষ ! জানিবে তখন
পরিহরি শার্ঙ্গপাণি ভুজগশয়ন
উঠিবেন যবে ; আর মাস চতুষ্টয়
কোন মতে মীলিত নয়নে কর ক্ষয় ।
শরচ্চন্দ্র শোভিত নিশায় অনন্তর,
উপভোগ করিব বাসনা পরস্পর ।

(৫১)

'অনেক দিনের কথা হইল স্মরণ,
একদা নিদ্রায় তুমি ছিলে অচেতন,
অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিলে উচ্চরবে ;
কারণ বলিতে কত সাধিলাম যবে,
উত্তরিলে হাসি মুখে—'দেখিনু স্বপন
আর কারে যেন নাথ ! দিলে আলিঙ্গন' ।

(৫২)

'শুনিলে এ অভিজ্ঞান বুঝিবে নিশ্চয়
কুশলে আছি ভাবিনি ! নাহি কিছু ভয় ।
লোকবাদে কখন না করিও বিশ্বাস,
বিরহে প্রণয় যেন না হয় বিনাশ ।
বিয়োগেও অকৃত্রিম প্রেম সুবিমল,
উপচিত বেগে হয় অতীব প্রবল ।'

(৫৩)

মিত্রকার্য্যে সখে ! কি করিলে অঙ্গীকার ?
অথবা উত্তর কেন জিজ্ঞাসি আমার ?
তৃষিত চাতক যবে চাহে তোয় দান,
নীরবে বিতরি বারি তোষ তার প্রাণ ।
সাধুর উত্তর সদা যাচকের প্রতি
উপকার ক্রিয়াতেই হয় অবগতি ।

(৫৪)

এরূপে আশ্বাসি মম তাপিত জায়ায়
আরোহিবে পুনঃ আসি কৈলাস চূড়ায় ;
ত্রিনয়ন বৃষ-বিদারিত ঋজুপথে
আনিও সন্দেশ তাঁর কুশল সহিতে ।
প্রভাতে কুন্দের কলি শিথিল যেমন

এই এবং পরবর্ত্তী দুই শ্লোক মেঘ উদ্দেশে প্রযুক্ত ।

তেমতি নির্জীব প্রাণ—কর উদ্দীপন

(৫৫)

এমতে জলদ ! মম করি উপকার,
সুখেতে বিচর যথা বাসনা তোমার।
কাতরে করুণাকর মিত্রতা কারণে
অসময়ে রাখ চির অনুগত জনে ;
আশীর্ব্বাদ করি যেন আমার মতন
বিয়োগ, চপলা সহ না হয় কখন !

(৫৬)

জলদের মুখে শুনি এসব সংবাদ
অস্তমিত কুবেরের কোপ বিসম্বাদ।
সদয় হৃদয়ে দেব করিলা বিধান,
যক্ষের হইল তবে শাপ অবসান ;
বিগলিত শোক দুঃখ, মিলিল দম্পতি
নিরন্তর সুখভোগে আনন্দিত অতি।

উত্তর মেঘ সমাপ্ত।

মেঘদূত

মহাকবি কালিদাস রচিত কাব্যের পদ্যানুবাদ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃত

মেঘদূত।

—পূর্ব্বমেঘ—

(১)=

কোন যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে কর্ম্মদোষে।
মহিমা বিগত একবর্ষ প্রভু রোষে॥
বিরহের গুরুভারে দয়িতের সনে।
মুহ্যমান হয়ে রয় রামগিরি বনে॥
হেথা তরুগণ তোষে স্নিগ্ধ ছায়া দানে।
জলধারা পুণ্যময়ী জানকীর স্নানে॥

(২)=

কাটিল কয়েক মাস তনুক্ষীণ হয়।
মণিবন্ধ হতে খসে সুবর্ণ বলয়॥
আষাঢ়ের প্রথম দিবস সমাগতে।
হেরে যক্ষ মেঘ আসি উদয় পর্ব্বতে॥
সমাচ্ছন্ন সানুদেশ পয়োদ পটলে।
যেন বপ্রক্রীড়া মত্ত মাতঙ্গের দলে॥

(৩)=

রাজরাজ অনুচর যক্ষ বহুক্ষণ।
চাপিয়া অন্তরবাষ্প করে নিরীক্ষণ॥
কৌতুক-আধান মেঘ করে অন্যমন।
মিলন সুখেতে যারা থাকে অনুক্ষণ॥
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনী দূরে থাকে যার।
মেঘাগমে মনোব্যথা কি বর্ণিব তার॥

(৪)=

আসন্ন শ্রাবণ মাস, দয়িতা জীবন।
কেমনে বাঁচাবে, তাই, করিল মনন॥
দূত করি পয়োমুচে দয়িতা সদন।
স্বকীয় কুশল বার্ত্তা করিবে প্রেরণ॥
কুটজ কুসুমে অর্ঘ্য সাজাইয়া ক্ষণে।
মেঘেরে স্বাগত দেয় বিনম্র বচনে॥

(৫)=

ধূমজ্যোতি জল আর মিশিয়া পবন।
সঞ্জাত যে পুরোবর্ত্তী মেঘ অচেতন॥

না করি বিচার তার প্রার্থনা জানায় ।
কামাতুর যক্ষ মেঘে মনের জ্বালায় ॥
সচেতন প্রাণী বিনা বার্ত্তা কেবা বয় ।
কামীজনে সেই জ্ঞান অবলুপ্ত হয় ॥

(৬) =

পুষ্কর আবর্ত বংশ বিদিত ভুবন ।
তুমি তার বংশধর, ওহে মহাত্মন্ !
প্রকৃতি পুরুষ মেঘ কামরূপ-ধর ।
ভাগ্য দোষে প্রিয়া মোর অতি দূরান্তর ॥
ভিক্ষার্থী আজিকে তাই তোমার সকাশে ।
প্রার্থনা উচিত সদা গুণীজন পাশে ॥
মহতের বিমুখতা তবু সহনীয় ।
অধমেতে লব্ধকাম নহে বরণীয় ॥

(৭) =

তাপিত শরণ তুমি হে পয়োদ বর !
ধনপতি কোপে পাই দুর্দশা বিস্তর ॥
সমাচার লয়ে মোর প্রিয়া পাশে যাও ।
মরম যাতনা হতে তাহারে বাঁচাও ॥
ধনবান যক্ষগণ বাস করে যথা ।
অলকা নগরী নাম যাইবে হে তথা ॥
পুরীর বাহিরে এক আছয়ে উদ্যান ।
চন্দ্রমৌলি মহাদেব তথা রত-ধ্যান ॥
ললাট চন্দ্রিকা হতে জ্যোৎস্না ধারা ক্ষরে ।
সৌধ কিরীটিনী পুরী তাহে স্নান করে ॥

(৮) =

নিত্যপুষ্প তরু সেথা, উন্মাদ ভ্রমর ।
কুসুমের মধুপানে নিয়ত মুখর ॥
সরোবর নিত্য পদ্মা মরাল-মেখলা ।
ভবন-কলাপী-নিত্য কলাপ-উজ্জ্বলা ॥
কেকারবে তারা সদা উৎকণ্ঠিত রয় ।
নিত্য জ্যোৎস্না তমোনাশে প্রদোষ সময় ॥

(৯) =

পবন সরণী ধরি চলিবে যখন ।
পথিক বনিতা সবে করিবে ঈক্ষণ ॥
সরায়ে অলকাবলী হতে পদ্মানন ।
লভিবে আশ্বাস তারা প্রিয় আগমন ॥

মম হেন পরাধীন ভিন্ন কোন্ জন।
করয়ে উপেক্ষা বল প্রিয়া হেন ধন ॥

(১০) =

তব অনুকূলে বায়ু মন্দ মন্দ ধায়।
বামেতে চাতক অই সুমধুর গায় ॥
গর্ভাধান অভিলাষী বলাকার দল।
আকাশে রচনা করে সুচারু শৃঙ্খল ॥

(১১) =

শ্রুতি সুখকর তব নিনাদ সময়।
উঠিবে মহীরচ্ছত্র উচ্ছিলীন্ধ্র চয় ॥
সে রবে মরালদল হবে মোদমান।
মানস সরসী জলে করিবে পয়ান ॥
পাথেয় মৃণালখণ্ড লয়ে মুখে সবে।
তব সঙ্গে কৈলাস অবধি যাবে নভে ॥

(১২)

ওহে মেঘ পুরোবর্ত্তী এই উচ্চ নগ।
বন্দ্যনীয় রঘুপতি পদাঙ্কে সুভগ ॥
ইনি তব প্রিয় বন্ধু দিয়ে আলিঙ্গন।
যথা সমাদরে কর প্রিয় সম্ভাষণ ॥
কালে কালে সংযোগে বন্ধুতা বাড়ে ভারি।
বিরহান্তে তাই ত্যাগ করে বাষ্প করি ॥

(১৩) =

একমাত্র পত্নী মোর তব ভ্রাতৃপ্রিয়া।
হরিয়েছে এবে কাল দিবস গণিয়া ॥
দেখিতে তাহারে মেঘ পাইবে নিশ্চয়।
মোর আশে বেঁচে আছে বাঁধিয়ে হৃদয় ॥
কুসুমের মত মৃদু নারীদের হিয়া।
বিরহ ব্যথায় পড়ে অচিরে ভাঙ্গিয়া ॥
অবাধ গতিতে মেঘ যাত্রা কর ত্বরা।
ভাবিয়া সে অবলায় নিতান্ত কাতরা ॥

(১৪) =

শুনহে জলদ ! এবে বলি বিবরণ।
যে মার্গ তোমার যোগ্য যাত্রার কারণ ॥
তারপর প্রেরণীয় মম সমাচার।
পান করি শ্রুতিপথে হবে আগুসার ॥
পথশ্রমে ক্লান্ত পদ হয়ে জলধর।

বিশ্রাম লইবে বসি শিখর উপর ॥
বারি বরিষণে যদি তনু ক্ষীণ হয় ।
সেবিবে নির্ঝর হতে পরিলঘু পয় ॥

(১৫) =

সরস বেতস কুঞ্জে শোভিত অঞ্চল ।
তেয়াগি উত্তর মুখে যাইবে চঞ্চল ॥
পথি মাঝে দিকনাগে উর্দ্ধে শুঁড় তুলি ।
ধরিতে তোমায় মেঘ হইবে ব্যাকুলি ॥
এড়াইবে সে সংঘাত নিজ বুদ্ধি বলে ।
তোমার উৎসাহ হেরি সিদ্ধাঙ্গনা দলে ॥
মুগ্ধনেত্রে ভাবিবেক সচকিত মনে ।
হরিতেছে গিরিশৃঙ্গ বুঝি বা পবনে ॥

(১৬) =

অই হের পুরোভাগে বল্মীকের পরে ।
তোমার গমন বার্ত্তা ঘোষণার তরে ॥
রত্নরাজি প্রভাময় হাসে ইন্দ্রধনু ।
সাজাইতে জলধর তব শ্যাম-তনু ॥
ধরিবে অপূর্ব্ব রূপ যথা শ্যামরায় ।
চূড়াতে কলাপ পরি ব্রজে শোভা পায় ॥

(১৭) =

তোমার আয়ত্তাধীন কৃষি কাজ যত ।
জনপদ বধূগণ জানে রীতিমত ॥
জানেনা ভ্রূলীলা ছলা, প্রীতি স্নিগ্ধ মনে ।
তোমারে করিবে পান নয়নের কোণে ॥
মালভূমি ব্যাপী যত আছে ক্ষেত্র চয় ।
সদ্য হল-কর্ষণেতে সোঁদাগন্ধ ময় ॥
সেখানে পশ্চিম মুখে কিছুদূরে গিয়া ।
লঘুগতি যাবে পুনঃ উত্তর হইয়া ॥

(১৮) =

আম্রকূটে বসি করো পথশ্রম দূর ।
সে অদ্রি তোমার পাশে কৃতজ্ঞ প্রচুর ॥
সেখানেতে দাবানল করিলে দমন ।
বরষিয়া জলধারা ওহে মহামন্ !
মহতের কাছে বন্ধু কত বরণীয় ।
সে কথা ভাষায় কভু নহে বর্ণনীয় ॥
হইলেও ক্ষুদ্রজন স্মরি উপকার ।

বন্ধুরে আশ্রয়দানে না করে বিচার ॥

(১৯) =

প্রান্তদেশ সমাচ্ছন্ন আম্রের কাননে।
শোভে বৃক্ষ পক্ব ফলে পাণ্ডুর বরণে ॥
বসিবে শিখরে যবে স্নিগ্ধ বেণী প্রায়।
অমর মিথুনে সবে নিরখিবে তায় ॥
যেন ধরা সুন্দরীর শ্যামল চুচুক।
পাণ্ডুর বিস্তার সহ রয়েছে উন্মুখ ॥

(২০) =

বনচর বধূদের ভুক্তকুঞ্জ বনে।
ক্ষণেক বর্ষিবে বারি মৃদুমন্দ স্বনে ॥
তারপর দ্রুতবেগে করিবে হে গতি।
বিন্ধ্যাগিরি পাদদেশে যথা রেবা সতী ॥
বিস্তর উপল মাঝে শীর্ণভাব গত।
ভক্তিভরে বিচিত্রিত গজঅঙ্গ মত ॥

(২১) =

বমন করিয়া বৃষ্টি, ওহে নব ঘন !
অন্তঃসার শূন্য যদি হও সেইক্ষণ ॥
পবন তোমারে লঘু তুলার মতন।
উড়াইয়া লয়ে যাবে যেথা চায় মন ॥
অঙ্গপুষ্টি লাগি কিছু পান করি লবে।
রেবার সুপেয় নীর বাসিত সৌরভে ॥
বনগজ মদস্রাব সে স্রোতে গলিত।
জম্বু কুঞ্জ পরিস্রুত হেতু দেহ-হিত ॥
পূর্ণতায় বৃদ্ধি করি গুরুত্ব প্রথমে।
উপক্রমী হয়ো মেঘ পথ অতিক্রমে ॥

(২২) =

কচ্ছভূমে কন্দলীর প্রথম মুকুল।
সুখেতে চর্বণরত সারঙ্গের কুল ॥
হেরিবে অদূরে নব অর্ধ বিকশিত।
কদম্ব-কেশর বর্ণ কপিশ-হরিত ॥
অরণ্যের সোঁদাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া।
ছুটিবে তোমার আগে মাতাল হইয়া ॥

(২৩) =

জলবিন্দু গ্রহণেতে চাতক চতুর।
হেরিয়া তোমায় লভে আনন্দ প্রচুর ॥

অতৃপ্ত নয়নে তারা দেখিবে তোমায় ।
বলাকা চলিবে নভে কিবা শৃঙ্খলায় ॥
শ্রেণীবন্ধ তার সংখ্যা গুণিতে গুণিতে ।
চলিবে সুরঙ্গে মেঘ গম্ভীর ধ্বনিতে ॥
শঙ্কিতা তোমার রবে সিদ্ধাঙ্গনা যত ।
বেপথু বাহুতে বাঁধে প্রিয়ে দৃঢ় মত ॥
প্রিয়া আলিঙ্গনে হৃষ্ট সেই সিদ্ধগণ ।
কৃতজ্ঞতা মানিবেক তোমার সদন ॥

(২৪) =

যদিও উদ্‌গ্রীব সখে প্রিয় কার্য্যে মম ।
দ্রুতগতি চলিবার করিছ উদ্যম ॥
পর্বতে-পর্বতে তবু কালক্ষেপ হবে ।
প্রস্ফুটিত ককুভের মোদিত সৌরভে ॥
স্বাগত করিবে মেঘ ! কলাপীরা সবে ।
শুক্লাপাঙ্গ সজল নয়নে কেকারবে ॥
সে সবার অনুরোধ অবহেলা করি ।
কেমনে চলিবে বলো স্বীয় মার্গ ধরি ॥

(২৫) =

দশার্ণ দেশেতে যবে হবে উপনীত ।
সঙ্গী তব হংসগুলি তোমার সহিত ॥
করিবে বিশ্রাম সেথা দিন কতিপয় ।
ওদিকে পাকিবে বনে শ্যাম জম্বুচয় ॥
কণ্টকী কেতকী ফুল বেড়া প্রান্ত ভরি ।
ফুটিবে গৌরবে সুখে পাণ্ডুরাগ ধরি ॥
গ্রাম্য চৈত্যে গৃহবলীভুক পক্ষী সব ।
নীড় রচনায় মাতি করে কলরব ॥

(২৬) =

সেই সব দৃশ্য মেঘ দেখিতে দেখিতে ।
আসিবে বিখ্যাত পুরী বিদিশা চকিতে ॥
রাজধানী গিয়া পাবে সদ্য সদ্য ফল ।
কামুকের কাম্য যত লব্ধ অবিকল ॥
প্রান্ত দিয়ে কুলুকুলু বেত্রবতী ধায় ।
সুস্বাদু সে জলধারা পান করো তায় ॥
সে চলোর্ম্মি স্রোতস্বিনী মুখপদ্মে তারি ।
ভ্রূভঙ্গী বিলাস খেলে অতি চমৎকারী ॥

(২৭) =

নীচে নামে গিরি এক আছয়ে তথায় ।
বিশ্রাম লইবে বসি তাহার মাথায় ॥
তব আগে প্রস্ফুটিত প্রৌঢ় নীপদল ।
তোমার পরশে হবে পুলক চঞ্চল ॥
শিলা কাটি গুহা তথা হয়েছে রচনা ।
উদ্দাম নাগর যায় সহ বারাংগনা ॥
গুহাতল পরিলিপ্ত রতি পরিমলে ।
যৌবন সম্ভোগ কথা ব্যক্ত সেই ছলে ॥

(২৮) =

বিশ্রামান্তে যাইবে হে বননদী তীরে ।
উদ্যানে যুথিকাজালে জল দিবে ধীরে ॥
সে মালঞ্চে কমলের কুণ্ডল-ধারিণী ।
স্বেদসিক্ত গণ্ডস্থল অনেক মালিনী ॥
যুথিকা চয়ন করি পরিশ্রান্ত হয় ।
তাহাদের প্রতি তুমি হইবে সদয় ॥
ছায়াপাত অছিলায় পুষ্পলাবী মুখে ।
ক্ষণ পরিচিত হয়ে চলি যাবে সুখে ॥

(২৯) =

যদিও উত্তর থেকে যেতে হবে ঘুরে ।
তথাপিও যেও মেঘ উজ্জয়িনী পুরে ॥
সৌধের উৎসংগ প্রেমে হয়োনা বিমুখ ।
পুরাংগনা পাশে পাবে লোলাপাংগ সুখ ॥
বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত সে চাহনি চকিত ।
না হেরি নয়নে যেন করোনা বঞ্চিত ॥

(৩০) =

হেরিবে নির্বিন্ধ্যা নদী বীচিমালা পরে ।
মুখর বিহগ সারি অঙ্গবাস ধরে ॥
স্রোতবেগে আলুথালু সে চারু বসন ।
স্খলিত হয়েছে তার নাভি আবরণ ॥
বিভ্রমেতে যেন বালা জানায় প্রণয় ।
নামিও তাহার জলে হবে রসময় ॥

(৩১) =

বেণীর আকারে ক্ষীণ বহে জলধার ।
তট তরু জীর্ণপত্র পড়ি অনিবার ॥
মনোহর অংগ তার পাণ্ডু রাগ ধরে ।

তোমার বিরহ চিহ্ন প্রকাশিত করে ॥
তটিনীর কৃশদেহে আনিবে জীবন।
ভাগ্যবান পয়োধর ! তব দরশন ॥

(৩২)=

অনন্তর অবন্তীতে করিবে হে গতি।
যেই পুরী কবিকৃত যশে ঋদ্ধিমতী ॥
উদয়ন কথা লয়ে গরিমার ধাম।
বিশালা শ্রীশালী বলি কি বিশালা নাম ॥
নিজ পুণ্যবলে যারা দিব্যলোকে যায়।
পুণ্যশেষে আর তথা থাকিতে না পায় ॥
তাই বুঝি খণ্ড চারু করি তার চুরি।
ধরাধামে বসাইলা উজ্জয়িনী পুরী ॥

(৩৩)=

বিকচ কমল গন্ধ অঙ্গময় মেখে।
উঠেছে শীতল বায়ু শিপ্রানদী থেকে ॥
প্রভাত সময়ে কিবা ধীরে ধীরে ধায়।
সারসের মদকল দূরে লয়ে যায় ॥
সুরতান্তে চাটুকার নায়ক যেমন।
কামিনীর শ্রম হরে করিয়া ব্যজন ॥
সেইরূপ প্রাতে বায়ু করি ঝুর ঝুর।
করিতেছে নারীদের রতিখেদ দূর ॥

(৩৪)

পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ওহে জলধর।
পোষণ করিতে যদি চাহ কলেবর ॥
নবীন ললনাগণ উজ্জয়িনী পুরে।
নানা গন্ধ ধূপদেয় চিকণ চিকুরে ॥
গবাক্ষে করিয়া গতি সে ধূম সেবিবে।
ললিত-বনিতা-পদ-চিহ্ন নিরখিবে ॥
কুসুম সুরভিযুত হর্ম্য সৌধোপর।
গৃহশিখি প্রীতিভরে হবে নৃত্য পর ॥

(৩৫)

চণ্ডেশ্বর নিকেতনে করিলে গমন।
তব পুণ্যদেহ নিরখিবে শিবগণ ॥
নীলতনু তব, নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-প্রায়।
প্রভু প্রভা সমাদরে দেখিবে হে তায় ॥
কুবলয় গন্ধে আমোদিত গন্ধবতী।

জলকেলি করে তথা যতেক যুবতী ॥
সেই সুরভিতে বায়ু একে বিমোহন ।
আরো তাহে গন্ধ গন্ধে কাঁপে কুঞ্জবন ॥

(৩৬)

মহাকাল মন্দিরেতে হয়ে উপনীত ।
প্রদোষ অবধি তথা হবে অবস্থিত ॥
প্রদোষে প্রমথপতি আরতির ক্ষণে ।
অতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত পট স্বনে ॥
তোমার গম্ভীর স্বরে হবে অবিকল ।
পাইবে তাহার ফল গর্জ্জন সফল ॥

(৩৭)=

নৃত্যতাল পদন্যাসে দেবদাসীগণ ।
নিতম্বের চন্দ্রহারে তুলিবে নিক্কণ ॥
রতন মণ্ডিত দণ্ড চামর সুন্দর ।
ঢুলাইয়া সাবলীলে হবে ক্লান্ত-কর ॥
অবশ হাতের নখ-ক্ষত বেদনাতে ।
নব বরষার তব জলবিন্দুপাতে ॥
হইবে পরম তুষ্ট দিবে উপহার ।
মধুকর-শ্রেণী দীর্ঘ কটাক্ষ-সম্ভার ॥

(৩৮)=

সান্ধ্যতেজে নবজবা রক্তরাগ শোভা ।
ধরিবে হে কলেবরে অতি মনোলোভা ॥
অনন্তর পশুপতি নৃত্যকালে যবে ।
শত শত বাহু মেলি অভিলাষী হবে ॥
পাইবারে প্রিয় তাঁর আর্দ্র নাগাজিন ।
নিজ দেহ করো মেঘ শিব-বাহুলীন ·
ভব প্রতি ভক্তি ভঙ্গীযুক্ত তব কায়া ।
হেরিবেন স্তিমিত নয়নে ভবজায়া ॥

(৩৯)

যেখানে সঙ্কেত স্থানে রজনী সময় ।
নরপতি পথে যায় ভাবিনী নিচয় ॥
দেখিতে না পায় পথ তিমির ঘটায় ।
দেখাইও দামিনীর কনক ছটায় ॥
বর্ষিয়ে বারিধারা গুরু গরজনে ।
কাতর করোনা সেই বিলাসিনী গণে ॥

(৪০)

সৌধোপরি কপোত বড়ভী শোভা পায়।
সুপ্ত পারাবত সহ নিদ্রা গিয়ে তায়॥
প্রভাত সময়ে শীঘ্র করিবে গমন।
তোমার বিরহে খিন্ন সৌদামিনী গণ॥
তুমি থাক নানা রসে ব্যস্ত নানা স্থানে।
হেন রীতি কেমনেতে সবে তারা প্রাণে॥
বিশেষতঃ বন্ধু কার্য্য করিয়া গ্রহণ।
বল কেবা অন্যমত করে সুভাজন॥

(৪১)

উপায় গৃহেতে ফিরি প্রণয়ির দল।
মুছাবে খণ্ডিতাননে নয়নের জল॥
কমলের দল হতে শিশিরের দাগে।
তুলিবেন ত্বরা আসি তপন সোহাগে॥
সে সময় রবি তেজে করোনা আটক।
ওহে মেঘ! কিবা কাজ দ্বেষে অনর্থক॥

(৪২) =

তোয় সুধা গম্ভীরার করে ঢল ঢল।
প্রসন্ন হৃদয় যেন স্বচ্ছ সুবিমল॥
অভিলাষী ধরিবারে বক্ষে আপনার।
স্বভাব সুন্দর ছায়া পয়োদ তোমার॥
তার জলে খেলা করে শফরী চঞ্চল।
মনোহর কান্তি যেন কুমুদ ধবল॥
আঁখি ভরি সেই রূপ লয়ে প্রবাহিনী।
হানিবে কটাক্ষশর মরম দাহিনী॥
আর কি সংযম সাজে ওহে জলধর!
ধরা দিয়ে জয় করো কোমল অন্তর॥

(৪৩) =

বেতসের শাখা ঝুলে দুই তট ভরি।
সুনীল বসনা নদী দুই হাতে ধরি॥
নিতম্ব ঢাকিতে করে মৃদু আকর্ষণ।
বৃথাই প্রয়াস তার থাকে না বসন॥
বিবসনা জঘনার সে মোহিনী টান।
পারিবে কি উপেক্ষিতে মেঘ লম্বমান?

(৪৪) =

যাইবে যখন তুমি দেবগিরি ধাম।

মন্দ মন্দ সমীরণে পাইবে আরাম ॥
বসুধায় গন্ধ জাগে বারি বরিষণে ।
মাতঙ্গে অনিল পান করে গুরু স্বনে ॥
কাননেতে উদুম্বর পরিণত হয় ।
শীতল বাতাসে পাকে কিবা রসময় ॥

(৪৫) =

সদা তথা বিরাজিত স্কন্দদেব রন ।
পুষ্পমেঘী হইবেক করিয়া যতন ॥
আকাশ গঙ্গায় স্নান করি সমাপন ।
পুষ্পবৃষ্টি সহ তাঁরে করিবে ভজন ॥
বাসব বাহিনী রক্ষা কারণে শঙ্কর ।
সূর্য্য সম জ্যোতির্ম্ময় তেজ ভয়ঙ্কর ॥
হুতাশনে অর্ঘ্যরূপে করি সমর্পণ ।
সৃজিলেন স্কন্দদেবে সন্তান আপন ॥

(৪৬) =

তারপর গুরু গুরু স্বনন করিবে ।
অদ্রিগণ শুনি যাহে প্রতিধ্বনি দিবে ॥
পাবকী কলাপী রঙ্গে হবে নৃত্যপর ।
হর-শির-চন্দ্রালোক-ধৌত-দৃষ্টি-ধর ॥
স্খলিত কলাপ যার শ্রবণ কমলে ।
ধরেন ভবানী যত্নে পুত্রস্নেহে গলে ॥

(৪৭) =

শরবন-ভব দেবে আরাধনা সারি ।
চলিবে আকাশ পথে যবে তাড়াতাড়ি ॥
সিদ্ধ মিথুনের দল জলকণা ভয়ে ।
বীণাসহ পলাইবে ত্রস্ত-পদ হয়ে ॥
চর্ম্মণ্বতী নদী হেরি জলস্পর্শ আশে ।
নামিয়া আসিবে মেঘ সেই অবকাশে ॥
রন্তিদেব কীর্ত্তি সেই করিবে প্রণতি ।
সুরভি-তনয়া লহু-মূর্ত্ত-স্রোতস্বতী ॥

(৪৮) =

শার্ঙ্গপাণি শ্রীবিষ্ণুর ওহে বর্ণ চোর !
নামিবে জলেতে যবে হয়ে ভক্তিভোর ॥
দূর হতে ব্যোমচারী সে পৃথু সরিতে ।
হেরিবে মুকুতা মালা বসুধার চিতে ॥
সেই সূক্ষ্ম হার মাঝে তব অবস্থান ।

ইন্দ্রনীল মণিসম হবে দৃশ্যমান ॥

(৪৯)=

নদী ত্যাগি দশপুরে যবে উত্তরিবে।
মুগ্ধ নেত্রে বধূগণ তোমারে হেরিবে ॥
জনে জনে পরিচিতা ভ্রূলতা লীলায়।
চটুল নয়ন পক্ষ্ম তোলে বার বার ॥
শ্বেতক্ষেত্র মাঝে কৃষ্ণ তারকার শোভা।
কুন্দ কুসুমেতে যেন মুগ্ধ মধুলোভা ॥
কটাক্ষের শরভরা সে ভ্রমর দলে।
হানিলে উম্মত্তে ছোটে অতি কুতূহলে ॥
দশপুর বধূকুলে হবে দর্শনীয়।
দর্শক হয়োনা কভু ওহে রমণীয় !

(৫০)=

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে মেঘ করি ছায়াদান।
রণভূমি কুরুক্ষেত্রে করিবে পয়ান ॥
সেখানে কৌরব সনে পাণ্ডবের রণ।
ক্ষত্রকুল অন্তঃকারী ঘটেছে ভীষণ ॥
প্রফুল্ল কমলদলে বারিধারা প্রায়।
অর্জ্জুন গাণ্ডীবধন্বা রাজন্যের গায় ॥
শত শত শরক্ষেপে করিল জর্জ্জর।
হেরিবে সেখানে তার চিহ্ন বহুতর ॥

(৫১)

যদিও অসিত বর্ণ তুমি বারিধর।
সরস্বতী * জলে হবে বিমল অন্তর ॥
যার তীরে বান্ধব প্রণয়ে হলধর।
তপ আচরিল ঘোর ত্যজিয়ে সমর ॥
রেবতীর আঁখি বিভাসিত কাদম্বরী।
এক চসকেতে পান পরিহার করি ॥
অঞ্জলি ফলকে সেই সরস্বতী নীর।
পানে কুতূহলী হইলেন হলী বীর ॥

* [ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে এইক্ষণে সরস্বতী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ ব্রহ্মাবর্ত্তের আধুনিক সময়ের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রকৃত সরস্বতী বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম পানিপথ অর্থাৎ পানীয় পতিত ; ইহাতেই সরস্বতীর এক সময়ে আবির্ভাব ছিল—এমন প্রমাণ প্রাপ্তি হইতেছে।]

(৫২)

পরিহরি ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ অনন্তর।

কনখল * দেশে গঙ্গা পাবে পয়োধর ॥
শৈলরাজ অবতীর্ণা জাহ্নবীর বেণী।
সগর বংশের স্বর্গ সোপানের শ্রেণী ॥
ফেনছলে হাসি হর জটা আকর্ষণে।
ভ্রূকুটি রচেন সতী সতিনী বদনে ॥
আর নিজ তরল তরঙ্গ রূপ করে।
পরশেন শিব শির শোভী শশধরে ॥

* [বর্ত্তমানে কনখল হরিদ্বারের একক্রোশ পূর্ব্বে গংগা ও নীলধারার সংযোগ স্থলে একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এক সময়ে কনখলের পরিসর বহু বিস্তৃত ছিল। পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের এই স্থানে অনুষ্ঠান হয়। লিংগ পুরাণের মতে কনখল গংগা ধারার সমীপবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত।]

(৫৩)

জাহ্নবীর নীর যেন স্ফটিক বিমল।
এই মনে করি পান হেতু সেই জল ॥
নামিয়া পড়িলে তুমি ত্যজিয়া আকাশ।
সুরেশের গজ সম পাইবে প্রকাশ ॥
অথবা যেখানে নাই যমুনা সংগম।
সেখানে হইবে সেই শোভা মনোরম ॥

(৫৪)

জাহ্নবী জনম স্থান সেই হিমালয়।
শ্রম দূরে যাবে তথা পাইলে উদয় ॥
উপবিষ্ট হেতু তথা কুরংগ নিচয়।
সুরভিত শিলাতল মৃগমদ ময় ॥
তুষারে তুষার গিরি ধবল উজ্জ্বল।
তার শৃংগে হবে তব শোভা সুবিমল ॥
যেন বৃষেশের বৃষ বিষাণে খুঁড়িয়ে।
ধরিয়াছে পঙ্ক রাশি মস্তক জুড়িয়ে ॥

(৫৫)

প্রচণ্ড পবনে ঘরষিত শাখী দল।
তাহাতে সরল বৃক্ষে * উদিত অনল ॥
লাগিয়ে সে হুতাশন চামরী চামরে।
বিশাল মশাল হেন দিগ্‌দাহ করে ॥
সেই দাবদাহে যদি গিরি হিমালয়।
ঘোরতর তপ্ত তাপে তপ্ত তনু হয় ॥
সহস্র সহস্র ধারা বরষি তখন।
নির্ব্বাণ করিও সেই বিষম দহন ॥

সাধুদের সম্পদের এই ত উদ্দেশ।
হরণ করণে যত বিপন্নের ক্লেশ॥

[* সরল বৃক্ষ অতি ঋজুভাবে তুষারাবৃত প্রোচ্চ পর্ব্বত শিখরে জন্মে। ইহার উদ্ভিদ তত্ত্ব ঘটিত নাম Pinus Longifolia. কোন অনভিজ্ঞ বাঙ্গালা কোষকার সরল শব্দে শালবৃক্ষ লিখিয়াছেন। শালবৃক্ষের সহিত সরল বৃক্ষের কোন বিষয়ে ঐক্য নাই। শাল এবং সরল যে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ তাহা বাল্মীকি রচিত গঙ্গাস্তোত্রে প্রকাশ পাইতেছে।]

(৫৬)

তবোদয়ে হিমালয়ে হবে ঘোর রব।
সে রবে শরভে * হবে মদ সমুদ্ভব।
বলদর্পে তোমার লঙ্ঘন অভিলাষ।
করকা বরষি তুমি প্রকাশিবে হাস॥
গর্ব্ব খর্ব্ব আর অঙ্গ ভঙ্গ হবে তায়।
বৃথা আকুঞ্চনে কেবা পরাভব পায়॥

[* মৃগজাতি ভেদ।]

(৫৭)

চন্দ্রচূড় চারু চরণের চিহ্ন রেখা।
হে নীরদ ! সেই শিলাতলে আছে লেখা॥
যেই চিহ্ন উপহারে পূজে সিদ্ধগণে।
প্রদক্ষিণ করো তারে ভক্তি নম্র মনে॥
যে পদাঙ্ক দরশনে পাপ পারিগত।
কল্পান্তে শিবত্ব লাভ করে ভক্ত যত॥

(৫৮)

মুরজ * মৃদঙ্গ রবে কিন্নর নিকর।
ত্রিপুর বিজয় গীতি গায় নিরন্তর॥
কন্দরে যখন তব প্রতিধ্বনি হবে।
কীচকে পূরিলে বায়ু সুমধুর রবে॥
সঙ্গীত হইবে যেন ত্রিপুর সম্বাদ।
বাজাবে মুরজ বাদ্য তোমার নিনাদ॥

[* মুরজ—মৃদঙ্গ ভেদ হইতে পারে। যেহেতু মুরজ ফলা পনসবৃক্ষের নাম। কাঁটালের আকৃতি মৃদঙ্গ তুল্য।]

(৫৯)

হিমালয় উপতটে গিরি নদীগণ।
অতিক্রম করি পরে কারতে গমন॥
ভৃগুরাম কীর্ত্তি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র * শোভা করে।
সেই রন্ধ্র দিয়া তুমি যাইবে উত্তরে॥

পরশু আঘাতে হলো সে পথ প্রকাশ।
সেই পথ হয়ে যায় মরাল সঙ্কাশ ॥
বলি দমনার্থ যথা বামনের পদ।
সেরূপ সে পথে তুমি শুভিবে বিশদ ॥

[* ক্রৌঞ্চরন্ধ্র—ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইবার অন্যতম পথ। **এই গিরি** বর্ত্ম অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।]

(৬০)

যার মূলে শ্লথীভূত দশমুখ করে।*
উদয় হইবে হেন কৈলাস শিখরে ॥
ত্রিদশ বনিতা বৃন্দ মোহন দর্পণে।
অতিথি হইও নিরছায়া সমর্পণে ॥
কুমুদ সদৃশ শুভ্র প্রকাশে কৈলাস।
যেন দশদিশি ভরি শম্ভু অট্টহাস ॥

[* Quotation from the Ramayana]

(৬১)

দ্বিরদ রদন নিভ কৈলাস শিখর।
তুমি তাহে প্রকাশ পাইলে অম্বুধর ॥
তব দেহ যেন স্নিগ্ধ দলিত অঞ্জন।
একচক্ষে নিরখিবে যতজন গণ ॥
এই মনে করি যেন নীল পট্ট বাস।
হলধর স্কন্ধে শোভা করিল প্রকাশ ॥

(৬২)

ভুজঙ্গ বলয় শূন্য পতিকর ধরি।
ক্রীড়া শৈলোপরে যদি ভ্রমেন শঙ্করী ॥
তাঁর পদ স্পর্শ সুখ প্রাপণ কারণ।
দেহস্থিত বারিবেগ করিয়ে স্তম্ভন ॥
বাঁকাইয়ে নিজ তনু ভক্তি ভঙ্গি ছলে।
পড়িবে সোপান হয়ে গৌরী পদতলে ॥

(৬৩)

সুরবালা বালা বিজড়িত হীরাহারে।
বমন করিবে বারি তাহার প্রহারে ॥
তাহাতে ঘটিবে তব অপরূপ রূপ।
হবে সে ললনাদলে জলযন্ত্র রূপ ॥
অঙ্গ সঙ্গ হেতু যদি গ্রীষ্ম বোধ হয়।
গরজিয়ে বালা বৃন্দে দেখাইও ভয় ॥

(৬৪)

স্বর্ণ শতদল যুত মানসের জল।
পান করি বহিবে হে সমীর শীতল ॥
উড়াইয়ে দিও কল্পতরু স্থিত কেতু।
অনন্তর ঐরাবত প্রীতি বৃদ্ধি হেতু ॥
নীলচেলি সম সৌম্য শরীর তোমার।
ক্ষণকাল তার মুখে করিও বিস্তার ॥
ছায়া শূন্য স্ফটিক সদৃশ গিরিবরে।
হে পয়োদ ! প্রবেশ করিও তার পরে ॥

—উত্তর মেঘ—

(৬৫)

কামুক কৈলাস কোলে অলকা সুন্দরী।
জানিতে পারিবে তারে নিরীক্ষণ করি ॥
নিতম্বে স্খলিত তার গঙ্গারূপ শাটী।
হইয়াছে তাহে কিবা শোভা পরিপাটি ॥
অম্বুদ অলকাজাল অলকার ভালে।
কামিনী-কবরী যেন বেড়া মুক্তাজালে ॥

(৬৬)

দেখিবে হে মেঘ সেই অলকা নগরে।
তব সম যথা সুরপুর পরিকরে ॥
বিরাজিত সুরূপসী সুরবালা গণ।
তব প্রিয়া সৌদামিনী স্বরূপ লক্ষণ ॥
আর তব ইন্দ্রধনু ভূষণ সমান।
সুবিচিত্র নানা চিত্র তথা বিদ্যমান ॥
আর যথা তব অঙ্গে নানা রঙ্গ সাজে।
সেরূপ বিবিধ নিধি তথায় বিরাজে ॥
আর তব দৃশ স্নিগ্ধ গম্ভীর নিস্বনে।
হতেছে সংগীত বাদ্য অমর ভবনে ॥

(৬৭)

করকমলেতে শোভা লীলা শতদল।
নবকুন্দ কলিগাথা অলক কুন্তল ॥
লোধ্র কুসুমের রজে ভূষিত আনন।
করবী কলিত কুরুবকে বিমোহন ॥
কোমল শিরীষ যুগ শ্রুতিমূলে দোলে।
সুশোভিত নব নীপ সীমন্তের কোলে ॥*

[* এই কবিতায় মহাকবি ষড়ঋতু জাত ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ঃ—পদ্ম, কুন্দ, লোধ্র, কুরুবক, শিরীষ এবং নীপ। পদ্ম শারদীয় ; কুন্দ হৈমন্তিক ; লোধ্র শিশির সাময়িক ; কুরুবক বাসন্তীয় ; শিরীষ নৈদাঘ কালীয় এবং নীপ প্রাবৃষেণ্য। ইহাতে নিসর্গের বিরোধ উৎপত্তি হইতে পারে ; এক ঋতু প্রভাব সময়ে ছয় ঋতু জাত বিভিন্ন কুসুম কলাপ সম্ভবে না, কিন্তু অলকাপুরী মনুষ্যলোক নহে। মনুষ্য লোকের নিসর্গ সহ অলকা প্রভৃতি দিব্য লোকের নিসর্গের একতা হইতে পারে না। মহাকবি মিলটন প্যারাডিসু বর্ণনায় এইরূপ নিসর্গ-বিরোধ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ—"The rose without thorn" etc ফলতঃ মহাকবিগণ নিসর্গ প্রেমিক হইলেও কখন তাহার অসম্ভাব স্থলে সম্ভাব সংস্থান করিয়া দেন। সুন্দরী স্ত্রী বর্ণনায় তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ করিয়া থাকেন কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্ত্রী কোথায় ?]

(৬৮)

যথা সিত মণিময় * রম্য হর্ম্ম্যচয়।
নক্ষত্র স্বরূপ নানা কুসুম উদয়॥
যক্ষগণ সঙ্গে লয়ে সুচারু তরুণী।
পান করে কল্পতরু প্রসূত বারুণী॥
রতিরস বৃদ্ধি তাহে গীতবাদ্য সহ।
গুরু গরজন যেন করে বারিবহ॥

[* এ স্থলে সিতমণি যে শ্বেত মার্ব্বেলের উদ্দেশ্য তাহার আর সন্দেহ নাই। হোরেস হেমান উলসন মহোদয় এরূপ নিষ্পন্ন করিয়াছেন মার্ব্বেলের সংস্কৃত নাম —রত্নশিলা। মার্ব্বেল প্রস্তরে যে পূর্ব্বে প্রাসাদাদি প্রস্তুত হইত ; ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; বিশেষতঃ উক্ত বহু মূল্য শিলা মধ্যদেশের বিস্তর পর্ব্বতে পাওয়া যায়।]

(৬৯)

যথা ভানূদয়ে প্রকাশিত সেই পথ।
যে পথে নিশায় নারী সাধে মনোরথ॥
করিতে চঞ্চল পদে তথা গতায়াত।
পতিত কবরী হতে পুষ্প পারিজাত॥
কর্ণ থেকে পড়িয়াছে কনক কমল।
স্তনভরে হার ছিঁড়ে ভ্রষ্ট মুক্তাফল॥
কোথা বা পতিত কেশগুচ্ছ ছিন্ন হয়ে।
জানিবে অলকাপুরী এই চিহ্নচয়ে॥

(৭০)

যথা যক্ষ স্বেচ্ছাধীন আনিভৃত করে।
নীবিবন্ধ শ্লথ করি প্রিয়াবাস হরে॥
নিবিড় নিতম্বাধরা ললনা নিচয়।

লজ্জা ভয়ে কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান শূন্য হয় ॥
পুরোভাগে রত্নদীপ জ্বলে ধক্ ধক্ ।
তাহে চূর্ণ মুষ্টিক্ষেপ করে অনর্থক ॥

(৭১)

তোমার সদৃশ যথা জলধর কত ।
ঊর্দ্ধগামী সমীরণে হয়ে সমুদ্গত ॥
অট্টালিকা উপরেতে করি আরোহণ ।
খণ্ড খণ্ড হয়ে করে বিন্দু বরিষণ ॥
ভিত্তিস্থিত চিত্রচয়ে দোষ ঘটে তায় ।
ধূম প্রায় তাই ভয়ে গবাক্ষে পলায় ॥

(৭২)

যথা প্রিয়তম ভুজে হয়ে উত্থাপিতা ।
আলিঙ্গিতা বরমালা বিনোদে ব্যথিতা ॥
তোমার অভাবে স্নিগ্ধ সুধাকর করে ।
সুরত জনিত সেই গ্লানি দূর করে ॥
শান্ত হয় চন্দ্র কান্ত * রস পরশিয়া ।
অথবা বেদনা হরে দোলায় বসিয়া ॥

[* চন্দ্রকান্ত মণির বর্ত্তমান নাম নির্ণয় করা কঠিন। ডাক্তার কেরী স্বীয় কোষ মধ্যে সন্দেহ ক্রমে লিখিয়াছেন ইহা জাস্‌পার (gasper) হইতে পারে। জাস্পরকে পারস্য প্রভৃতি দেশে য়াস্পিন কহে। কবির লিখন ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে ; তাহাতে রস নির্গত হইত। মণি জাতি মধ্যে এবম্প্রকার কোন রত্ন আছে কিনা মণিবেত্তাগণের অনুসন্ধেয়।]

(৭৩)

যথা ধনেশের সখা মহেশের ডরে ।
ভৃঙ্গ শ্রেণী গুণ ধনু অতনু না ধরে ॥
কেবল কামিনী কুল বিলাস বিভ্রমে ।
মদনের মনোরথ সিদ্ধ যথাক্রমে ॥
ভ্রূচাপ কটাক্ষে কামের খরশর ।
কেমনে পাইবে ত্রাণ কামুক নিকর ॥

(৭৪)

ধনপতি পুরোত্তরে আমার আগার ।
ইন্দ্র ধনু প্রায় চারু তোরণ * তাহার ॥
দূর থেকে দেখিতে পাইবে সেই দ্বার ।
পুরোদ্যানে আছে এক কুমার মন্দার ॥
কৃত্রিম তনয় সম পালিলেন প্রিয়া ।
করলভ্য গুচ্ছ তার পড়েছে নামিয়া ॥

[* ভারতবর্ষে পুরোকালীন অট্টালিকা নিকরে যে অর্দ্ধ অর্কাকার খিলান গ্রথিত হইত ; উপরি উক্ত কবিতায় তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে।]

(৭৫)

উপবনে আছে এক বাপী বিদ্যমান।
মরকত মণি বাঁধা তাহার সোপান ॥
তাহে মুকুলিত কত কনক কমল।
বৈদূর্য্য মৃণালে কিবা করে ঢল ঢল ॥
তার নীরে বাস করে রাজহংসচয়।
হে নীরদ ! নিরখিয়ে তোমার উদয় ॥
অদূরেতে মানস সরসী সুপ্রকাশ।
আর কি করিবে তথা যেতে অভিলাষ ॥

(৭৬)

তার তীরে চিত্র গৃহ শোভে মনোহর।
* ইন্দ্রনীল রত্নে যার রচিত শিখর ॥
চারি ধারে চারু তরু কনক কদলী।
মম প্রেয়সীর সেই অতি প্রিয়স্থলী ॥
তোমার স্বরূপ সেই ক্রীড়া শৈলবর। †
সৌদামিনী শোভা ধরে কদলী নিকর ॥

[* কোন বঙ্গাভিধানে ইন্দ্রনীলের অর্থে পান্না লিখিত আছে। ফলতঃ ইন্দ্রনীল মণি পান্না নহে। মণিকারেরা ইহাকে ফিরোজা কহে। ইহা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় নীল বর্ণধর। পান্নার সংস্কৃত নাম মরকত এবং বৈদূর্য্য।

† ক্রীড়াশৈল পর্য্যায়ে হড্ডচন্দ্র লেখেন,—

"ক্রীড়া শৈলশ্চিত্র গৃহে সুরালিপ্ত গৃহান্তর" ইহাতেই এবম্প্রকার স্থলের প্রয়োজনীয়তা এবং রমণীয়তা অনুভূত হইবে। আধুনিক ইউরোপীয় দিগের ন্যায় পূর্ব্বতন কালে ভারতবর্ষীয় ধনীদিগের প্রমোদ বনে এইরূপ কৃত্রিম শৈল সকল ক্রীড়ার্থ সংস্থাপিত হইত, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।]

(৭৭)

লোহিত অশোক * সুচঞ্চল নবদলে।
আর আছে কেশর † শোভিত সেইস্থলে ॥
নিকটে বিলাস গৃহ মাধবী মণ্ডিত।
কুরুবক † ঝাড়ে ঘেরা তার চারি ভিত ॥
মম সহ প্রিয়া বাম পদ † একে আশা।
অপরেতে তাঁর মুখ মদিরা পিপাসা ॥

[* বৃক্ষ রাজ্য মধ্যে শোভাকল্পে অশোকের প্রতিযোগী আর নাই। মহাত্মা স্যর উইলিয়ম জোন্স ইহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কুসুমিত অশোকের সদৃশ শ্রী আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না ; যেন বনস্থল আলোকময় করিয়া দেয়। জোন্স

সাহেবের নামেই এইক্ষণে ইহা বিখ্যাত হইয়াছে।

* কেশর শব্দে তিন ভিন্ন পুষ্প বৃক্ষকে বুঝায়। যথা :—নাগকেশর, বকুল এবং পুন্নাগ। কবি কোন্ বৃক্ষকে লক্ষ্য করেন, স্থিরীকরণ করা দুরূহ। উক্ত তিন কুসুমই কবিজন মনোহর।

* রক্তঝিণ্টি বা ঝাঁটি বৃক্ষের নাম। ইহা দ্বারা সুন্দর রূপ বৃত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

* সংস্কৃত কাব্যকলা বিলাসিত মহাশয়দিগের নিকটে অশোক বৃক্ষে সুন্দরী নারীর বাম চরণাঘাত-রূপ দোহদ ক্রিয়ার টিপ্পনী করণের প্রয়োজন নাই। তদ্‌ভিন্ন অপর সম্প্রদায় কাব্যামোদ-পরায়ণ যুবক গণের প্রতি বিজ্ঞাপ্য এই যে, অশোক বৃক্ষ শীঘ্র মঞ্জরিত না হইলে তৎপ্রতি বর-বর্ণিনীদিগের বামপদ স্পর্শ রূপ মিষ্ট তিরস্কারের প্রয়োজন হইত।]

(৭৮)

হেমদণ্ড আছে সেই তরুযুগ মাঝে।
কাঁচা বাঁশ সম মণি মূলে তার সাজে॥
স্ফাটিক ফলক তার অতি শোভাকর।
তব প্রিয় নীলকণ্ঠ কলাপী নিকর॥
তদুপরি নৃত্য করে দিবা অবসানে।
মম প্রিয়া রণৎকারী বলয়ের তানে॥

(৭৯)

ওহে সাধু! নিরখিয়া এই চিহ্নচয়।
নিশ্চয় জানিবে তুমি আমার আলয়॥
দ্বার পাশে লেখা আছে শঙ্খ শতদল।
আমার বিরহে শোভা শূন্য গৃহস্থল॥
স্বীয় প্রিয় মিত্র মিত্র অভা ব যেমন।
কমলিনী শোভা কভু না করে ধারণ॥

(৮০)

প্রিয়াত্রাণ হেতু সেই রম্য সানুপরি।
বসিও হে ক্ষুদ্র করি শিশুরূপ ধরি॥
তড়িৎ প্রকাশে মৃদু মেলিত নয়নে।
নিরখিবে অঙ্গনারে পতিত অংগনে॥
নাহিক সে রূপ প্রভা বিরহে আমার।
জ্যোতিরিঙ্গণের শ্রেণী স্বরূপ আকার॥

(৮১)

হীরকদশনা তন্বী পক্কবিম্বাধরা।
শ্যামা * মধ্যক্ষামা নিম্ননাভি মনোহরা॥
চকিত হরিণী প্রায় চঞ্চল নয়না।

নিবিড় নিতম্ব ভরে মন্থর গমনা ॥
স্তনভরে আছে দেহ স্তোক নম্র হয়ে।
বিধিআদ্য সৃষ্টি তিনি যুবতী বিষয়ে ॥

[* এই "শ্যামা" পদে কবি এস্থলে কৃষ্ণবর্ণা লক্ষ্য করেন এমন বোধ হয় না। যেহেতু যক্ষাঙ্গনাকে গৌরবর্ণ-রূপে অন্যত্র বিন্যাস করিয়াছেন। "শ্যামা" পদে এস্থলে সুলক্ষণাক্রান্তা নায়িকা ভেদ—

তথাহি ত্রিকাণ্ডে ঃ—
"শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা।
নারী লক্ষণ সম্পন্না শ্যামা সা স্বেদ বর্জ্জিতা ॥"
বিশেষতঃ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে শ্যামবর্ণা স্ত্রী নাই।]

(৮২)

জানিতে পারিবে সেই মিত ভাষিণীরে।
দ্বিতীয় জীবন প্রিয় আমার শরীরে ॥
চির বিরহেতে বালা বিশেষ বিকলা।
নাথহীনা চক্রবাকী যেরূপ চঞ্চলা ॥
শিশির পতনে শীর্ণা যেরূপ নলিনী।
এখন প্রেয়সী মম সেরূপ মলিনী ॥

(৮৩)

অনুমানে এই বুঝি ওহে কামচর।
দুর্দ্দিনেতে দীন যথা হন নিশাকর ॥
সেইরূপ ম্লান তাঁর মুখ শশধর।
আলুয়িত সুদীর্ঘ অলক তদুপর ॥
রোদনে রোদনে স্থূল নয়ন যুগল।
চন্দ্রাননে সদা সমর্পিত করতল ॥
অশীতল নিঃশ্বাসে নীরস বিম্বাধর।
হইয়াছে এমন বিভিন্ন বর্ণধর ॥

(৮৪)

এইরূপ অবস্থায় দেখিবে তাহারে।
অথবা ব্যাকুলা বালা পূজার আগারে ॥
অথবা বিরহে মম তনু তনুতর।
লিখিছেন প্রতিকৃতি ফলক উপর ॥
অথবা পিঞ্জর স্থিতা সারিকার প্রতি।
করিছেন এই প্রশ্ন প্রিয়ম্বদা সতী ॥
তুমি লো তাঁহার প্রিয়া ছিলে বিলক্ষণ।
নিভৃতে বসিয়ে তাঁরে স্মর কি এখন ?

(৮৫)

ওহে সৌম্য ! আর এই করি অনুমান ।
বিরচিত করি মম নামাঙ্কিত গান ॥
বীণা লয়ে কোলে, প্রিয়া, মদন বিহ্বলে ।
মাজিয়ে তাহার তার নয়নের জলে ॥
ব্যাকুলা বনিতা বসি মলিন দুকূলে ।
বার বার স্বকৃত মূর্চ্ছনা যায় ভুলে ॥

(৮৬)

অথবা দেহলী* মুক্ত কুসুম দর্শনে ।
শাপান্তের শেষ মাস দিন দিন গণে ॥
ঝরিলে কুসুম এক করে অনুমান ।
এই একমাস কাল হলো অবসান ॥
এই ফিরে আইলেন মম প্রাণ পতি ।
এই সংমিলন হলো তাহার সংহতি ॥
এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া কল্পনা ।
বিরহে বিনোদ লভে ললিত ললনা ॥

[* এই 'দেহলী' শব্দ হইতে হিন্দী "দেহড়ী" এবং তাহার বাঙ্গালা অপভ্রংশ "দেউড়" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। দেহলীর উপর পুষ্প রচনা করা সকল সুসভ্য জাতির মধ্যেই রীতি আছে। ফলতঃ গৃহ প্রবেশে তাহা শুভদ শকুন এবং নয়নের প্রসন্নতা প্রদ বটে। পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি এরূপ পুষ্প রচনার প্রথা প্রসিদ্ধ আছে ; বিশেষতঃ বিবাহ বাসরে পাত্রকে দেহলীর ঊর্দ্ধে সজ্জিত পুষ্প রচিত যন্ত্রভেদ করিয়া ভাবী শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিতে হয়—ইহাকে "তোরণ-তোড়না" কহে। তোরণ-তোড়নের সময়ে মহা কৌতুক হয়—পাত্রীর সহচরী বরবালাগণ কন্দর্প সেনাবৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন—তোরণ-তোড়নে পাত্র যাহাতে পরাভূত হন, তদুদ্দেশ্যে কৈতব শর প্রভৃতি শর সন্ধানে ত্রুটি করেন না।]

(৮৭)

গৃহ কার্য্যে কুলবধূ দিনগত করে ।
ক্ষণদা যাতনা প্রদা অতি তার তরে ॥
অতএব বাতায়নে অবস্থিত হয়ে ।
মম বার্তা আলাপিয়া নিশীথ সময়ে ॥
প্রবোধিবে সেই তব ভ্রাতৃ বনিতায় ।
ধরাসন শেতা সাধ্বী নিদ্রা নাহি যায় ॥

(৮৮)

এবে কৃশ তনু কান্তা বিষম বিয়োগে ।
পূর্ব্বে মম সহ ইচ্ছা সুরত সম্ভোগে ॥
ক্ষণপ্রায় ক্ষণদায় করিতেন বোধ ।

এবে উষ্ণ অশ্রুজলে নেত্রপথ রোধ ॥
বিরহ শয্যার এক পাশে নিপতিতা।
শেষ শশীকলা যথা প্রাচীতে উদিতা ॥

(৮৯)

দুঃখে দীর্ঘশ্বাস বহে তাম্রাধর দলে।
উড়াইয়া দেয় তায় অলক কুন্তলে ॥
রুক্ষ স্নানে কেশজাল হয়ে অচিক্কণ।
যুগল কপোলে প্রলম্বিত অনুক্ষণ ॥
স্বপ্নে মম সহ সংমিলন ইচ্ছা করি।
নিদ্রা যেতে অভিলাষ করেন সুন্দরী ॥
কেমনে প্রবেশ নিদ্রা করিবে নয়নে।
সদা অবরুদ্ধ আঁখি অশ্রু বিসর্জ্জনে ॥

(৯০)

বেঁধে দিব পুনঃ কেশ শাপ অবসরে।
ইথে শোকগতা আদ্য বিরহ বাসরে ॥
একবেণী বদ্ধ করি রেখেছেন প্রিয়া।
আছে সেই বেণী গণ্ডস্থল সমাশ্রিয়া ॥
নিরলক্ত নখরে উৎক্ষিপ্ত অনিবার।
চিকুরের চারু চিকণতা নাহি আর ॥

(৯১)

গবাক্ষে শীতল শশী কিরণ সংকাশ।
পূর্ব্ব প্রীতি হেতু দেখিবার অভিলায ॥
নিরখিতে নয়নে শোকাশ্রু ধারা বয়।
অমনি মুদেন গুরু আর্দ্র পক্ষ্মদ্বয় ॥
ওহে সখে ! দেখ গিয়ে প্রিয়া সন্নিধান।
মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থল নলিনী সমান ॥
নহেন জাগ্রত প্রিয়া নহেন নিদ্রিত।
যথা সে নলিনী নহে ফুল্ল কি মুদ্রিত ॥

(৯২)

নাহিক সুন্দর দেহে কোন অলঙ্কার।
শয্যাতলে অস্থির শরীর অনিবার ॥
দারুণ বিরহ ব্যথা সে দেহে কি সয় ?
শয়নেতে যাতনা কখন গত হয় ॥
দেখি অশ্রুপাত তব হবে ঘন ঘন।
করুণায় আর্দ্র সদা হন সাধুগণ ॥

(৯৩)

ওহে সখা ! এমন করোনা তুমি মনে ।
বাচালতা করিতেছি তোমার সদনে ॥
প্রথম বিরহে বালা বিধুরা হইয়া ।
আমাতে আছেন স্নেহে চিত্ত সমর্পিয়া ॥
করিলাম যেইরূপে অবস্থা বর্ণন ।
সেইরূপ অবিকল করিবে দর্শন ॥

(৯৪)

তাঁহার সমীপে তুমি হইলে উদয় ।
মীন উদ্ঘাটনে যথা কাঁপে কুবলয় ॥
সেইরূপে মম দারা নয়ন যুগল ।
পুনঃপুনঃ স্পন্দমান হবে অনর্গল ॥
আলুয়িত লম্বিত চিকুরে সে নয়ন ।
অপাঙ্গের রঙ্গহীন হয়েছে এখন ॥
অঞ্জন বিরহে এবে পাইবে প্রকাশ ।
অধুনা নাহিক তাহে ভ্রূভঙ্গ বিলাস ॥

(৯৫)

হে নীরদ ! তোমারে করিয়ে নিরীক্ষণ ।
চারু বাম উরু তাঁর করিবে স্পন্দন ॥
কনক কদলীসম গুরু গৌরতর ।
মুক্তামালে শোভিত থাকিত নিরন্তর ॥
এখন অঙ্কিত নহে আমার নখরে ।
সুরতান্তে সম্বাহিত নহে মম করে ॥

(৯৬)

নিদ্রিতা থাকেন যদি এমন সময়ে ।
এক যাম থাকিও হে রবশূন্য হয়ে ॥
তোমার নিনাদে নিদ্রা হইবে বিগত ।
তাহে প্রিয়া পাইবেন মনোদুঃখ কত ।
মম ভুজে বাঁধা যদি থাকেন স্বপনে ।
সে বন্ধনচ্যুত হবে তোমার গর্জ্জনে ॥

(৯৭)

বরষিয়ে বারিবিন্দু শীতল সমীরে ।
তারপর উঠাইয়ে দিও প্রেয়সীরে ॥
বাতায়নে বসি ধীর ধীর বিঘোষণে ।
তুষিও তাঁহারে তুমি সুখ সম্ভাষণে ॥
চঞ্চলা দর্শনে তাঁর নয়ন চঞ্চল ।

আশ্বাসের স্থল নব মালতী কেবল ॥

(৯৮)

কবে—"ওহে অবিধবে ! করি নিবেদন।
আমি মেঘ, আসিয়াছি তোমার সদন ॥
যেই মেঘ প্রবাসী পুরুষে দেয় ত্বরা।
বাঁধিবারে বনিতার বেণী মনোহরা ॥
পরিশ্রমে যদি কোথা করে অবস্থান।
স্নিগ্ধ মন্দ্রস্বরে করি উপদেশ দান ॥

(৯৯)

শুনিয়ে তোমার কথা অতি সাবধানে।
সম্ভাষণা করিবেন বিহিত বিধানে ॥
মারুতির কথা যথা শুনিলেন সীতা।
সেইরূপ হইবেন অতি ব্যগ্র চিতা ॥
পতিবার্ত্তা শুনি সতী পতিবন্ধু মুখে।
মুগ্ধ হয় কথঞ্চিৎ সংমিলন সুখে ॥

(১০০)

ওহে আয়ুষ্মন্ ! মম মঙ্গল উদ্দেশে।
বলিও হে এই সমাচার সবিশেষে ॥
হে অবলে, রামগিরি আশ্রম উপর।
জীবিত আছেন তব জীবিত-ঈশ্বর ॥
মৃত্যুমুখে পতিত যদিচ জীবগণ !
তথাপিও এই বাক্য আশ্বাস বন্ধন ॥

(১০১)

বলিবে হে—"তব নাথ ক্ষীণ কলেবর।
গাঢ় তাপে তপ্ত উৎকণ্ঠিত নিরন্তর ॥
দরদর ধারা বরষিছে দু'নয়ন।
সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রবাহিত অনুক্ষণ ॥
বৈরী বিধিকৃত হয়ে বঞ্চিত বিশেষ।
মানসে তোমার দেহে করিছে প্রবেশ ॥*

[* যেরূপ ধাতুরত্ন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে জন্মিলেও তাহাদের বিভিন্ন প্রকৃতি হয় না ; মহাকবি জাতিও তদ্রূপ প্রতীয়মান হন। তাঁহাদিগের হৃদয়রাজীবস্থ ভাবমধু একই রূপ হয়। মহাকবি সেক্সপীয়র বিরহ বর্ণনে উপরিউক্ত কবিতার ভাব একস্থানে এইরূপ প্রকটন করিয়াছেন। যথা :—

If the dull substance of my flesh were thought,
Injurious distance should not stop my way ;
For then despite of space I would be brought

From limits for remote where thou dost stay.

অস্য ভাবার্থ :—

যদি ভাবরূপী হতো মম জড় কায়।
তবে কি দূরতা দুষ্ট রাখিত আমায়॥
আসিতাম ছার মানি ব্যবধান ভূমি।
মিলিতাম যথায় বিরাজ কর তুমি॥]

(১০২)

পরশিতে তোমার ও বদন কমল।
একদা সঙ্গিনী মাঝে হইয়ে বিকল॥
তব কাণে কাণে কথা কহিল যে জন।
শ্রবণ নয়ন পথ অন্তরে এখন॥
প্রবাসে যে সব পদ করিল রচনা।
মম মুখে সে সকল শুন সুলোচনা॥

(১০৩)

হে মানিনি! কেমনে সে ভুলিবে তোমারে।
যথা তথা তব রূপ স্বরূপ নেহারে॥
অঙ্গের বলনী তব, শ্যামা লতিকায়।
চঞ্চল অপাঙ্গ ভঙ্গী কুরঙ্গী দেখায়॥
কপোলের প্রভা শশী কিরণে প্রকাশ।
কলাপী কলাপে হেরে তব কেশপাশ॥
তটিনীর মৃদুতর তরঙ্গ উচ্ছ্বাস।
তাহাতে নিরখে তব ভুরুর বিলাস॥

(১০৪)

ধারাসিক্ত ভূমি প্রায় পরিমল যুত।
তব মুখ অন্তরে এখন দূরীভূত॥
বিরহ অনলে তনু একে তনুতর।
তাহে আরো ক্ষীণ করে পঞ্চশর শর॥
নিদাঘ অত্যয়ে নব নীরদ নিকর।
দশদিক আঁধার করিবে ঘোরতর॥
দিনকর কর তাহে হইলে বিলীন।
কেমনে কাটিবে সেই বরষার দিন॥

(১০৫)

কোপভরে অরুণিত তব কলেবর।
গিরি মৃত্তিকায় লিখি শিলার উপর॥
পদতলে পড়িবারে যবে ইচ্ছা করে।

দৃষ্টিপথ রোধ হয় অশ্রুজল ভরে ॥
হায় কাল কৃতান্ত কি নিদয় হৃদয় ।
প্রতিকৃতি সহ সংগ, তাও সহ্য নয় ॥

(১০৬)

স্বপনে তোমার রূপ করি দরশন ।
গাঢ় আলিংগন হেতু করি আকুঞ্চন ॥
অম্বরে ওঠাই যবে বাহুলতাদ্বয় ।
দেখি দশা বনদেবতার দয়া হয় ॥
হিমবিন্দুছলে তরু কিশলয়োপরে ।
মুক্তাফল সমস্থূল অশ্রুপাত করে ॥

(১০৭)

দেবদারু * পত্রচারু করিয়ে ভঞ্জন ।
মোদিত তাহার ক্ষীর গন্ধে প্রভঞ্জন ॥
হিমালয় পরিহরি বহিলে দক্ষিণে ।
আলিংগন করে তারে এই আশাধীনে ॥
যদি কভু প্রেয়সীর রুচির শরীর ।
পরশিয়ে থাকে সেই শীতল সমীর ॥

[* মহাকবি কালিদাস যে ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উদ্ভিদ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি মধ্য-দেশীয় পর্ব্বতশ্রেণীতে বেতস ; কুন্দ, নীপ, ককুভ প্রভৃতি বৃক্ষের সংস্থাপন করেন এবং হিমালয়ে ধবল, দেবদারু এবং অপর আর আর হিম প্রধান দেশজ তরুলতা বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রকৃতিতত্ত্ব আধুনিক ইউরোপীয় ভ্রমণ কর্ত্তাদিগের লিপিতে সপ্রমাণ হইতেছে।]

(১০৮)

তোমার বিরহে ওহে চঞ্চল নয়নে ।
নিয়ত ব্যথিত চিত্ত দহে অনুক্ষণে ॥
নিরুপায়ে করে কত দুর্লভ কামনা ।
দীর্ঘযামা ত্রিযামা হউক স্বল্পক্ষণা ॥
পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন আর সায়াহ্ন সময় ।
মন্দ মন্দ তাপযুক্ত যেন তারা হয় ॥

(১০৯)

আর তাঁরে এ কথা বলিও জলধর ।
এইরূপ চিন্তা আমি করি নিরন্তর ॥
ধৈর্য্য ধরিলাম শেষে আপনা আপনি ।
অতএব কাতর না হন যেন ধনী ॥
চিরদিন সুখ দুঃখ না থাকে কাহার ।

রথচক্র সম উচনীচ বারম্বার ॥

(১১০)

শেষ শয্যা হরি * হরি করিলে উত্থান।
আমার এ অভিশাপ হবে অন্তর্ধান ॥
কোনরূপে বরাননে মুদিয়া নয়ন।
এই চারিমাস কাল করহে ক্ষেপণ ॥
অনন্তর শারদীয় শশাঙ্ক কিরণে।
বিরহ বাসনা যত পুরাব দুজনে ॥

[কার্ত্তিকেয়ী শুক্লাচতুর্দ্দশী রজনী অতি মনোহারিণী সন্দেহ নাই। পশ্চিমাঞ্চলে অদ্যাপি উক্ত রজনীতে মহা সমারোহ হয়। এই পর্ব্বাহের নাম জল-যাত্রা। অম্বুৎসব এবং নৌকারোহণে জলক্রীড়া ইহার প্রধান অংগ। ফলতঃ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী হইতে উক্ত দিবস পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য নির্ণয়ের মূলীভূত কারণ জলদজালে প্রায় সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন, সুতরাং তাহা নারায়ণের শয়নউক্ত করা উপযুক্ত বটে। হরিপদে যেরূপ বিষ্ণুকে বুঝায়; সেইরূপ সূর্য্যের প্রতিও তাহা আদিষ্ট হয়। বস্তুতঃ বিষ্ণু এবং সূর্য্য অভেদ দেবতা। অনেক দূরদর্শী ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন।]

(১১১)

একদা আমার কোলে দেখিয়ে স্বপন।
জাগিয়া উঠিলে তুমি করিয়ে রোদন ॥
কেন কেন বলি আমি জিজ্ঞাসিলে পরে।
বলেছিলে মৃদু মৃদু সহাস্য অধরে ॥
ওহে ধূর্ত্ত! করিলাম স্বপনে দর্শন।
রমিলে রমণ পর রমণীর মন ॥

(১১২)

বলো—"হে অসিত নেত্রে! কুলমান ভরে।
অবিশ্বাস করিও না এই জলধরে ॥
কহিলাম যেই গুপ্ত কথা রসময়।
ইথে আমি হিতকারী জানিহ নিশ্চয় ॥
যেহেতু বিরহ ঘোরে শুধু স্নেহবশে।
বচনীয় নহে হেন কোন ভুক্ত রসে ॥
পুনরায় নয়নগোচর যদি করে।
প্রণয় প্রবাহ বহে প্রেমিক অন্তরে ॥

(১১৩)

ওহে সৌম্য! তোমারে নিরখি নিরন্তর।
আশ্বাসিত হইতেছে আমার অন্তর ॥
যাচক চাতকে দেহ নীরবেতে জল।

সেরূপ বাসনা মম করিবে সফল ॥
বন্ধু প্রতি সাধুদের এই ব্যবহার।
প্রত্যুত্তর দান করে করি উপকার ॥

(১১৪)

স্নেহ হেতু বন্ধুকার্য্য করি সমাধান।
কিম্বা মম দুঃখ দেখি করি কৃপাদান ॥
পরে বরষার শোভা ধরি বিমোহন।
বাঞ্ছনীয় দেশে তুমি করিও গমন ॥
নিরন্তর সুখে থাক সৌদামিনীসহ।
আমার স্বরূপ যেন না হয় বিরহ ॥

সমাপ্ত

THE

MEGHA DUTA

OR

CLOUD MESSENGER.

WHERE *Rámagiri's* the lowly woods extend,
And those pure streams where Sítá bathed, descend:

कश्चित्कान्ताविरहगुरुणास्वाधिकारप्रमत्त·
शापेन स्तंगमितमहिमावर्षभोग्येनभर्तुः ॥

Annotations.

Verse 1. *Rámagiri*.] Is a compound term signifying *the mountain of* Ráma, and may be applied to any of those hills in which the hero resided during his exile, or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain *Chitracúta* in *Bundelcund*, now known by the name of *Comptah*, and still a place of sanctity, and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the *Kimoor* range, the honor of affording him, and his companions, Sita and Lacshmana, a temporary asylum upon his progress to the south, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers: see Capt. Blunt's journey from *Chunarghur* to *Yertnagoodum*, Asiatic Researches, v. 60. An account of a journey from *Mirzapore* to *Nagpore*, however, in the Asiatic Annual

THE

MEGHA DÚTA,

OR

CLOUD MESSENGER;

A Poem,

IN THE SANSCRIT LANGUAGE:

BY KÁLIDÁSA.

TRANSLATED INTO ENGLISH VERSE, WITH
NOTES AND ILLUSTRATIONS:

BY HORACE HAYMAN WILSON,
Assistant Surgeon in the Service of the Honourable East India Company,
and Secretary to the Asiatic Society.

PUBLISHED UNDER THE SANCTION OF THE COLLEGE
OF FORT WILLIAM.

CALCUTTA PRINTED:
LONDON: REPRINTED FOR BLACK, PARRY, AND CO., BOOKSELLERS TO THE HONOURABLE EAST-INDIA COMPANY,
LEADENHALL STREET.

1814.

THE

MEGHA DUTA,

OR

CLOUD MESSENGER.

WHERE *Rámagiri's*[1] shadowy woods extend,
And those pure streams where SITA[2] bathed, descend;
Spoiled of his glories,[3] severed from his wife,
A banished *Yaksha*[4] passed his lonely life; 4
Doomed by CUVERA'S[5] anger to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain.
To these drear hills through circling days confined,
In dull unvaried grief, the GOD repined; 8
And sorrow, withering every youthful charm,
Had slipped the golden bracelet from his arm,[6]
When with *Ásharha's* glooms[7] the air was hung,
And one dark *Cloud* around the mountain clung; 12

MEGHA DUTA

OR

CLOUD MESSENGER:

A Poem

IN THE SANSKRIT LANGUAGE.

BY

KÁLIDÁSA.

TRANSLATED INTO ENGLISH VERSE,

WITH

NOTES AND ILLUSTRATIONS.

BY H. H. WILSON, M.A. F.R.S. &c. &c.

BODEN PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

SECOND EDITION

LONDON

PRINTED BY RICHARD WATTS,

PRINTER TO THE EAST-INDIA COLLEGE

MDCCCXLIII

MEGHA DUTA,

or

CLOUD MESSENGER.

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারাৎপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ ॥

Where Ramagiri's cool, dark woods extend,
And those pure streams, where Sita bathed, descend;

ANNOTATIONS.

Verse 1. Rámagiri] Is a compound term signifying The mountain of Ráma, and may be applied to any of those hills in which the hero resided, during his exile or peregrinations. His first and most celebrated residence was the mountain Chitrakúta in Bundelkhand, now known by the name of Comptah, and still a place of sanctity and pilgrimage. We find that tradition has assigned to another mountain, a part of the Ramgur range, the honour of affording him, and his companions, Sítá and Lakshmana, a temporary asylum, upon his progress to the south, and it is consequently held in veneration by the neighbouring villagers: see Capt. Blunt's journey from Chunar-ghur to Yertnagoodum, Asiatic Researches, vol. 60. An account of a journey from Mirzapore to Nagpore, however, in the Asiatic Annual Register for 1806, has determined the situation of the scene of the present poem to be in the vicinity of the latter city. The modern name of the mountain is there stated to be Ramtek: it is marked in the maps, Ramagur; but I understand the proper word is Rámtenki, which, in the Marhatta language, has possibly the same import as Rámagiri, The hill of Ráma. It is situated but a short distance to the north of Nagpore, and is covered with buildings consecrated to Ráma and his associates, which receive the periodical visits of numerous and devout pilgrims.

Verse 2. Where Sita bathed.] In his exile Ráma was accompanied by his younger brother, Lakshmana, and his faithful consort Sítá, or, as she is called in the original, the daughter of Janaka.

মূল।

এতৎকৃত্বা প্রিয়মনুচিতং প্রার্থনং চেতসো মে সৌহার্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা। ইষ্টান্ দেশান্ বিচর জলদ প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রীর্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ১১৪ ॥

টীকা।

হে জলদ হে মেঘ এতৎপ্রিয়মনুচিতং প্রিয়মপ্যনুচিতং কার্য্যং কৃত্বা ইষ্টান্ দেশান্ বিচর গচ্ছ প্রার্থনাচেতসো মে মম প্রার্থনায়াং চেতোযস্য। সৌহার্দাৎ স্নেহাৎ বা ময়ি অনুক্রোশ বুদ্ধ্যা বা অনুকম্পা বুদ্ধ্যা বা বিধুরঃ দুঃখিতঃ / কৃপাদয়ানুকম্পাস্যাদনুক্রোশোপ্যথোহস ইত্যমরঃ। কুতঃ কাদৃশঃ প্রাবৃষা বর্ষাকালেন সংভৃতশ্রীঃ সংভৃতাপুষ্টা শ্রীঃ শোভা যেন সঃ তেতব ক্ষণমপি এবং যথা মমপ্রিয়াবিয়োগঃ তথা বিদ্যুতা বিপ্রয়োগো বিচ্ছেদঃ মাভূৎ ন ভবতু। ১১৪

ইতি শ্রীকবিরত্ন চক্রবর্ত্তি কৃত মেঘদূত টীকা। সমাপ্তা।

ভাষা।

হে মেঘ মিত্রতা বা স্নেহপ্রযুক্ত আমাতে কৃপাবুদ্ধি হেতুক প্রার্থনাচিত্ত মিত্রের উচিতকার্য্য করিয়া বর্ষাকালীন পরম শোভাযুক্ত হইয়া অভিলষিত দেশে গমন কর। আমারন্যায় তোমার নিজ কামিনী সৌদামিনীর সহিত ক্ষণকালও বিচ্ছেদ না হউক। ১১৪। সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

মূল।

এতৎকৃত্বা প্রিয়সমুচিতং প্রার্থনং চেতসো মে সৌহার্দ্দাৎ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা। ইষ্টান্ দেশান্ বিচর জলদ প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রীর্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রযোগঃ॥ ১১৪॥

টীকা।

হে জলদ হে মেঘ এতৎপ্রিয় সমুচিতং প্রিয়স্য উচিতং কার্য্যং কৃত্বা ইষ্টান্ দেশান্ বিচর গচ্ছ প্রার্থনাচেতসো মে মম প্রার্থনায়াং চেতো যস্য। সৌহার্দ্দাৎ স্নেহাৎ বা ময়ি অনুক্রোশ বুদ্ধ্যা বা অনুকম্পা বুদ্ধ্যা বা বিধুরঃ দুঃখিতঃ কৃপাদয়ানুকম্পাস্যাদনুক্রোশোপ্যথোহসম্ভৃতায়রঃ। তুং কাদৃশঃ প্রাবৃষা বর্ষাকালেন সম্ভৃতশ্রীঃ সম্ভৃতাপ্রাপ্তা শ্রীঃ শোভা যেন সঃ তেতব ক্ষণমপি এবং যথা মমপ্রিয়াবিয়োগঃ তথা বিদ্যুতা বিপ্রযোগো বিচ্ছেদঃ মাভূৎ ন ভবতু। ১১৪

ইতি শ্রীকবিরত্ন চক্রবর্ত্তি কৃত মেঘদূত টীকা। সমাপ্তা।

ভাষা।

হে মেঘ মিত্রতা বা স্নেহপ্রযুক্ত আমাতে কৃপাবুদ্ধি হেতুক প্রার্থনাচিত্ত মিত্রের উচিতকার্য্য করিয়া বর্ষাকালীন পরম শোভাযুক্ত হইয়া অভিলষিতদেশে গমন কর, আমারন্যায় তোমার নিজ কামিনী সৌদামিনীর সহিত ক্ষণকালও বিচ্ছেদ না হউক। ১১৪। সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

মেঘদূত।

পূর্ব্বঃ মেঘ।

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ।
কান্তাসনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কাজ।
ক্রোধ ভরে ধনপতি দিল তারে শাপ।
বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ।
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ।
ভাবে কিন্তু যায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি।
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।
রবি তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে।
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে। (১)
ভাবনায় শুষে তার অঙ্গ সমুদয়।
হস্ত হতে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়।

(১) এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎকাল বসতি করিয়াছিলেন।

মহাকবি কালীদাস প্রণীত

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিনী দাসীর এই পুস্তক

মেঘদূত।

সংস্কৃত হইতে পদ্যে

অনুবাদিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা সুচারু যন্ত্রে

শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং দ্বারা বাহির মৃজাপুর,
চাপাধোবা পাড়া ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

[সম্বৎ ১৯১৭। মূল্য তিন আনা মাত্র]

মেঘদূত।

পূর্ব্বমেঘ।

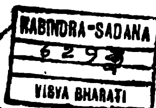
কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ।
কান্তাসনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কায ॥
ক্রোধ ভরে ধনপতি দিল তারে শাপ।
বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ ॥
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তার খেদ।
ভাবে কিন্তু হায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ ॥
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি।
রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি ॥
রবি তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে।
পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে ॥ (১)-
ভাবনায় শুষ্কে তার অঙ্গ সমুদয়।
হস্ত হতে খসি পড়ে স্বর্ণের বলয় ॥

(১) এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিয়ৎ-কাল বসতি করিয়াছিলেন।

মেঘদূত।

সংস্কৃত হইতে পদ্যে অনুবাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।



কলিকাতা,
৯০/৯ নং বৃন্দাবন বসুর লেন,
সাহিত্য যন্ত্রে
শ্রীব্রজেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
বৈশাখ; ১৩০৩ সাল।
R.S.

নিরুত্তর আছে যোলে, মোরে যে বিমুখ হলে,
এ কথা কভু না আমি মানি; (১)-
চাতকে চাহিলে জল, কর তারে সুশীতল,
নাও কোন শব্দ মুখে আনি।
চাহিনু যা তব ঠাঁই, এমন চাহিতে নাই,
কি করিব মারা যাই প্রাণে।
ঘুচাইতে কারো দুখ, নহে তুমি পরাঙ্মুখ, (২)-
তোমার সকল লোকে জানে।
সম্পাদিয়া মোর কাজ, পরে ওহে জলরাজ,
যথা ইচ্ছা তথা বিচরহ;
বরষার শুভ যোগে, থাক চপলার ভোগে,
ক্ষণেক না জানিয়া বিরহ। (৩)-

উত্তরমেঘ সমাপ্ত।

নব-রত্নমালা

বা

আত্মীয় প্রবচন, কাব্য ও বিবিধ কবিতা,

এবং

মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত কবি তুকারামের

জীবনী ও অভঙ্গ-

সংগ্রহ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ।

সংসার যে বিষবৃক্ষ, দুটি ফল তার সুধাময়,
কাব্যামৃতপান এক, আর এক সজ্জন-সঙ্গম।

কলিকাতা

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরূপগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৮ শাক

মেঘদূত।

(অন্ত অনুবাদ।)

পূর্ব্বমেঘ।

কুবেরের-অনুচর কোন যক্ষরায়
কামা মনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম্ম কাজ।
ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ—
"বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ!"
প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তার খেদ,
তাবে কিন্তু যায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।
সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকৃতি,
রামাচলে গিয়া যক্ষ হয়ে অবস্থিতি।
রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিনবিতানে,
পবিত্র হয়েছে জল জানকীর স্নানে। (১)
ভাবনায় ভবে তার অঙ্গ সমুদায়,
হস্ত হ'তে খসে পড়ে স্বর্ণের বলয়।
আষাঢ়ের আগমনে দেখা দিল পরে
দিব্য এক মেঘ উঠি পর্ব্বত উপরে;

(১) এই পর্ব্বতোপরি জানকীর সহিত রামচন্দ্র কিছুকাল বসতি করিয়া-ছিলেন।

কাব্য-মালা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৪০—১৯২৬)
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩২৭

প্রকাশক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমনি খেলায় মত্ত দেবাঙ্গনা যত
অসঙ্গত পেয়ে ভয় হ'বে যত-মত ।
ত্রিভুবনে নাহি স্থান কৈলাস সমান,
নানা লীলা সহকারে কোরো অধিষ্ঠান ।
মানস সরসী হতে কভু লবে জল,
ফুটিয়া আছয়ে যেথা সোণার কমল ।
ঐরাবত মুখে কভু হবে পট্টবাস,
কল্পতরু পরে কভু দিবেক বাতাস ।
কৈলাস গিরির কোলে প্রণয়িনী সমা
শোভয়ে অলকাপুরী, নাহিক উপমা ;
গঙ্গা তার পরুন-শাড়ীর শোভা ধরে,
খসিয়া পোড়েছে যেন সুখ-রস ভরে ।
তোমাসম জলধর কতই সেথায়
অপরূপ শোভাকরে হর্ম্ম্যের মাথায় ।
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে জল পলকে পলকে
মুকুতা ঝলকে যেন কামিনী-অলকে ।

মূল ।

[illegible] সরসি কিলমেঘঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
হার্দ্দং সোমঃ কথয়িতুমহন্ [illegible] স্পর্শলোভাৎ ।
জ্যোতিশ্ছায়া. শ্রবণবিষয়ঃ লোচনাভ্যাং যদুক্তা
দুষ্কর্তুং বিরচিতপদং মন্মুখে মেঘ মাত্র ॥ ১০১ ॥

চিত্রকাব্য ।

পদ্য ।

(ভু) লাবে কান্তারে তুমি হয়ে সমা.গ (ত)।
অ (ন) লা সরলা বালা সদা ক্ষুন্ন (চি) ত॥
বিভব (ন) বিধাতার তোমার তাহা (ব্র)। ৩
তেকারণে (হ) ল ক্ষীণা বি (বি) ধ বিকার॥
অশ্রুধারা অ (মা) রা (ক) রিয়ে মাত্র সার।

সুতপ্ত তুমি (সা) অ (ক) রণ অনিবার॥
তোমারে কি(ব)লি ভর্ত্তা (বি) দেহ ভার।
সদাই (ন) বীন ভাব বিকা (র) আকার॥
উঠে (ব) সে হায় হায় শব্দ অনু (চি) ত।
(ভু) গিছে যন্ত্রণা কত ভাবি অবির (ত)॥
।১০২।

THE

MEGHADUTA,

BY

KALIDASA

WITH

THE COMMENTARY OF MALLINATHA.

EDITED BY

ISWARACHANDRA VIDYASAGARA

CALCUTTA :
PRINTED BY [illegible] AT
THE SANSKRIT PRESS
[illegible], CORNWALLIS STREET
1869

मेघदूतम्

महाकविकालिदासप्रणीतम्

श्रीमल्लिनाथसूरिविरचितया सञ्जीवनीसमाख्यया

व्याख्ययानुगतम्

श्रीईश्वरचन्द्रविद्यासागरेण

संस्कृतम्

कलिकाताराजधान्याम्

संस्कृतयन्त्रे मुद्रितम्

संवत् [illegible]

एतत् कृत्वा प्रियसमुचितं प्रार्थनं चेतसो मे। परवक्त्र- कोविदो।

प्रियसमुचितं प्रणयियोग्यम्। भरत।

एतत् ज्ञात्वा प्रियसमुचितं प्रार्थनाचेतसो मे।

प्रार्थनाचेतसः अभ्यर्थनाविषयहृदयस्य। समानम्।

जलद विचर—

विचर जलद। यथान्तरम्।

·क्षणमपि च—

क्वचिदपि च। कस्मिन्नपि काले स्थाने च। परगोविन्दः।

तत्सन्देशं जलधरवरो दिव्यवाचाचचक्षे
प्राणांस्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्वाः।
प्राप्योदन्तं प्रमुदितमनाः सापि तस्थौ स्वभर्त्तुः
केषां न स्यादवितथफला प्रार्थना ह्युन्नतेषु॥

श्रुत्वा वार्त्तां जलदकथितां तां धनेशोऽपि सद्यः
शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः।
संयोज्यैतौ विगलितशुचौ दम्पती हृष्टचित्तौ
भोगानिष्टानभिमतसुखान् प्रापयामास शश्वत्॥

प्रक्षिप्तमिदं श्लोकद्वयम्। अस्मिन्मतु कल्याणमल्लेन व्याख्यातः।

THE

MEGHADUTA,

BY

KALIDASA

WITH

THE COMMENTARY OF MALLINATHA

EDITED BY

PRANA NATHA PANDITA

WITH NUMEROUS PARALLEL PASSAGES [illegible] READINGS AND [illegible] READINGS, TOGETHER WITH A BENGALI METRICAL TRANSLATION.

Calcutta:

PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI, VALMIKI PRESS

NO. 55 AMHERST STREET

1871

मेघदूतम्।

श्री महाकविकालिदासविरचितम्।

मल्लिनाथसूरिविरचितसञ्जीवनीटीकासमेतम्।

[illegible] पाठान्तरैश्च

कश्मीरीय द्विज श्रीप्राणनाथपण्डितेन

प्रकाशितम्।

कलिकाता

वाल्मीकि यन्त्रे

श्रीकालीकिङ्कर चक्रवर्त्तिना मुद्रितम्।

सन् १८९४

मूल्यमेकटङ्का।

मेघदूतम्

पूर्व्वमेघः।

कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः।
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु
स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्य्याश्रमेषु ॥ १ ॥

मातापितृभ्यां जगतो नमो वामार्द्धजानये।
सद्यो दक्षिणदृक्पातसङ्कुचद्वामदृष्टये ॥ १ ॥
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम्।
तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः ॥ २ ॥
शरणं करवाणि शर्मदं ते चरणं वाणि चराचरोपजीव्यम्
करुणामसृणैः कटाक्षपातैः कुरु मामम्ब कृतार्थसार्थवाहम् ॥ ३ ॥
इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया।
नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नानपेक्षितमुच्यते ॥ ४ ॥
भारतीमस्त्रिका यद्यपि तथापि तन्त्रविर्यात [illegible]

তথাপি তথায় তুমি করহে গমন
প্রণয় বিমুখ নাহি করো কদাচন,
চপলার মালা হেরি চকিত নয়ন
হইবে সতত তোর পুর-বধূগণ,
তা হেরি না হয় যদি সুখ উপার্জন
বিফল নয়ন তব বিফল জীবন ॥ ২৮
স্খলিত সুতন গামিনী, দৃষ্ট-জল-নাভি বাহিনী
তরঙ্গ চঞ্চল রঙ্গিণী মরাল মেখল ধারিনী *
নির্বিন্ধ্যা কামিনী-রস করিও সেবন
নারীর বিভ্রম আদ্য প্রণয় বচন ॥ ২৯
পরিত্যক্ত বারিচয়ে বেণীভূত কায়
পাণ্ডুবর্ণ তট বৃক্ষ পতিত পাতায়,
বিরহ অবস্থা স্পষ্ট আছে প্রকটন
তাহার সে বেশ যাহে করিও যতন ॥ ৩০

---

* तरङ्ग-भ्रूभङ्गा क्षुभित-विहग-श्रेणि-रशना
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भ-शिथिलम्।
यथा विद्धं याति स्खलितमभि-सन्धाय बहुशो
नदी-भावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता ॥
विक्रमोर्वशी। ४ अङ्कः।

(৪০

ধর্ম্ম যথা, মিত্র বাঞ্ছা পূর্ণকৃত জানি
উত্তর স্বরূপ। অথ বিধুর অত্যন্ত
আমি হে! তবে সাধিয়ে এতৎ কার্য্য প্রিয়
সমুচিত, সৌহার্দ্দাৎ বা মম প্রতি হয়ে
অনুক্রোশ বুদ্ধি সহে! [illegible] জলদ!
তুমি মনমত দেশে, ধরিয়ে প্রাবৃব
নবশ্রী। বিচ্ছেদ কভু [illegible] হয় যে
ক্ষণ, আ[illegible] সদৃশ. প্রিয়তমা তব
সৌদামিনী সনে. এই প্রার্থনা আমার।

সমাপ্তমিদং।

সন ১২৭০ [illegible] চুঁচুড়া [illegible]
২রা ফাল্গুন।

মূল

কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপে নাস্তং গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনক তনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ১॥

মূল

তাবা। কুবেরানুচর কোন যক্ষের নন্দন। আপন প্রভুর আজ্ঞা
করিয়া লঙ্ঘন॥ বরিষেক বিরহ শাপ তাহাতে লভিল। আর সে
সময়ে তার মাহাত্ম্য ঘুচিল॥ জানকীর স্নান যার। পবিত্র সে জল
আর নানা বৃক্ষাদির ছায়া সুশীতল॥ এমত আশ্রম যাহা অতি
শোভমান। রামগিরি পর্ব্বত বলিয়া অভিধান॥ এক বর্ষকাল
নিজ শাপের কারণ। অবস্থিতি করে তথা যক্ষের নন্দন॥ ১॥

মূল

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ সকামী নীত্বা-
মাসান্ কনক বলয় ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠঃ। আষাঢ়স্য
প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়াপরি-
ণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥২॥

মূল

ভাবা। রমণীর বিরহেতে শীর্ণ দেহ হয়। প্রকোষ্ঠ হইতে খসি
পড়য়ে বলয়॥ ইন্দ্রিয় নিরত যক্ষ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে। কিছুকাল
বাস করি রহে কোনমতে॥ আষাঢ়ের প্রথম দিন হইলে উদয়।
বরষার উপক্রম সে সময়ে হয়। পর্ব্বতের উচ্চ ভাগে দেখে
ধারাধর। ক্রীড়া জন্য নতোভূত যেন করিবর॥ ২॥

মেঘ-দূত।

পূর্ব্ব-মেঘ।

১

কোন [illegible] যক্ষ একজন,
"ক্রান্তা ছাড়ি দূরে গিয়া থাক সংবৎসর,
এ দারুণ প্রভুশাপে (১) সহিয়া আপন
হারাইয়া রহে গিয়া রামগিরি পর, (২)
যথা জানকীর স্নানে পুণ্যময় জল,
বিতারে শীতল ছায়া যথা তরুদল।

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ১॥

(১) [illegible] প্রভুর শাপে।

(২) রামগিরি—[illegible] এই পর্ব্বতের অপর নাম চিত্রকূট। [illegible] চিত্রকূট পর্ব্বত [illegible] আশ্রম হইতে [illegible] দূরে [illegible] ছিল। [illegible] সুতরাং চিত্রকূট [illegible] নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বত হইবে। কিন্তু [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে উত্তর মুখ গমন করিতে হইলে [illegible] পর্ব্বত ও [illegible] নদী পার হইতে হয়। চিত্রকূট [illegible] নদীর উত্তরে [illegible] দিকে [illegible] অবস্থিত। সুতরাং এই দুই পর্ব্বত এক হইতে পারে না। [illegible] নামে একটী পর্ব্বত আছে। [illegible]

যে বলে বলুক শফরী-রাশি
পয়োপৃষ্ঠে খেলে চিতিয়া ভাসি,
হেলা-ফুল-জিনি-বিশদ চখে
প্রেম জেন সে তোমায় দেখে।

সে ভাবে করো না বিফল
ধূর্ত্তের ধীরতা ধরিয়া,
অরক্তা সেজে সে কেবল,
গভীরে না হেরে ফিরিয়া।

প্রবাল-সাগরে তীব্র প্রবাহিত
বিরহের খর স্রোত শত শত,
মলা ডুবু ডুবু, প্রজ্ঞি জতি ধীর,
প্রেম-ভরা মন-তরি প্রণয়ীর

না চলে পড়িয়া যখন তাহায়,
কার্য্য-বুদ্ধি-আঁখি করে হায় হায়,
তখন হেরিলে প্রেয়সী-বসন,
গাল করি করে বিপদ হরন।

শাপ ভ্রষ্ট যক্ষ এক করিল বসতি
কান্তায় বিরহ তাপে সন্তাপিত অতি।
বর্ষব্যাপী মহাশাপ কুবের আজ্ঞায়,
বিগত সৌভাগ্য যক্ষ ভাবি শীর্ণ কায়।

(২)

বিষাদে বিয়োগী তথা মাস কতিপয়
কাটাইল বিরলে সে আকুল হৃদয়;
... আষাঢ় মাসে নব মেঘ মালা
ঢাকিল ক্রমেতে যবে পর্ব্বত মেখলা;
দেখিল অপূর্ব্ব দৃশ্য অতি মনোহারী
তটাঘাতে আস্ফালিছে যেন মত্তকরী।

(৩)

নবীন নীরদ হেরি যক্ষের তনয়
স্মরিয়া কান্তার মুখ আকুল হৃদয়;
অন্তরের শোক বাষ্পে কণ্ঠ নিরোধিল
অশ্রুবারি নীরবে সে ভাবিতে লাগিল;
সংযোগী ও চল চিত্ত ঘন দরশনে
প্রবাসী প্রণয়ী ধৈর্য্য ধরিবে কেমনে

মেঘদূত
—পূর্ব্বমেঘ—

কোন যক্ষ খণ্ডিতশ্রু হয়ে কর্ম্মদোষে।
মহিমা বিগত একবর্ষ প্রভু রোষে।
বিরহের গুরুভারে দয়িতের সনে।
দুঃখমান হয়ে রয় রামগিরি বনে।
যেথা তরুগণ ক্রোড়ে স্নিগ্ধ ছায়া দানে।
জলধারা পুণ্যময়ী জানকীর স্নানে।

কাটিল কয়েক মাস তনুক্ষীণ হয়।
মণিবন্ধ হতে খসে সুবর্ণ বলয়।
আষাঢ়ের প্রথম দিবস সমাগতে।
হেরে যক্ষ মেঘ আসি উদয় পর্ব্বতে।
সমাচ্ছন্ন সানুদেশ পয়োদ পটলে।
যেন বপ্রক্রীড়া মত্ত মাতঙ্গের দলে।

রাজরাজ অনুচর যক্ষ বহুক্ষণ।
চাপিয়া অন্তরবাষ্প করে নিরীক্ষণ।
কৌতুক-আধান মেঘ স্মরে অনুক্ষণ।
মিলন সুখেতে যারা থাকে অনুক্ষণ।
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনী দূরে থাকে যার।
মেঘাগমে মনোবাধা কি বর্ণিব তার।

আলোকচিত্র-পরিচিতি

১ The Me'gha Du'ta or Cloud Messenger (1813)-এর প্রথম পৃষ্ঠা
২ The Me'gha Du'ta or Cloud Messenger (1814)-এর নামপত্র
৩ The Me'gha Du'ta or Cloud Messenger (1814)-এর প্রথম পৃষ্ঠা
৪ The Me'gha Du'ta or Cloud Messenger (1843)-এর নামপত্র
৫ The Me'gha Du'ta or Cloud Messenger (1843)-এর প্রথম পৃষ্ঠা
৬ আনন্দচন্দ্র শিরোমণির মেঘদূতের (১৮৫০) শেষ পৃষ্ঠা
৭ লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের মেঘদূতের (১৮৫০) শেষ পৃষ্ঠা
৮ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (১৮৫৯) প্রথম পৃষ্ঠা
৯ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (১৮৬০) নামপত্র
১০ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (১৮৬০) প্রথম পৃষ্ঠা
১১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (১৮৯৬) নামপত্র
১২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (১৮৯৬) শেষ পৃষ্ঠা
১৩ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব-রত্নমালার (১৯০৭) নামপত্র
১৪ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (নব-রত্নমালাতে অন্তর্ভুক্ত) প্রথম পৃষ্ঠা
১৫ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য-মালার (১৯২০) নামপত্র
১৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের (কাব্য-মালাতে অন্তর্ভুক্ত) একটি পৃষ্ঠা
১৭ ভুবনচন্দ্র বসাকের মেঘদূতের (১৮৬১) একটি পৃষ্ঠা
১৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৬৯) ইংরেজি নামপত্র
১৯ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৬৯) সংস্কৃত নামপত্র
২০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৬৯) শেষ পৃষ্ঠা
২১ প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৭১) ইংরেজি নামপত্র
২২ প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৭১) সংস্কৃত নামপত্র
২৩ প্রাণনাথ পণ্ডিত সম্পাদিত মেঘদূতের (১৮৭১) প্রথম পৃষ্ঠা
২৪ প্রাণনাথ পণ্ডিতের মেঘদূতের (১৮৭২) একটি পৃষ্ঠা
২৫ নীলমণি নন্দীর মেঘদূতের (১৮৭২) শেষ পৃষ্ঠা
২৬ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের মেঘদূতের (১৮৭৬) প্রথম পৃষ্ঠা
২৭ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মেঘদূতের (১৮৮২) প্রথম পৃষ্ঠা
২৮ কিশোরী মোহন সেনের মেঘদূতের (১৮৮৪) একটি পৃষ্ঠা
২৯ জগদীশ্বর গুপ্তের মেঘদূতের (১৮৮৫) একটি পৃষ্ঠা
৩০ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেঘদূতের (১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) প্রথম পৃষ্ঠা

অনুবাদক ও অনুবাদ-প্রসঙ্গে

হোরেস হেম্যান উইলসন : ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তাঁর মৃত্যু হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় আসেন। রসায়ন শাস্ত্রে এবং ধাতুর গুণাগুণ নির্ণয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী থাকায় কলকাতার টাঁকশালের কাজে নিযুক্ত হন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা টাঁকশালে কর্মরত ছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে একাধিকবার এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদক মনোনীত হন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের 'বোডেন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর পরিচালক নির্বাচিত হন।

উইলসন সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সমর্থক ছিলেন কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের সম্পাদক এবং হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধায়করূপে এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়।

উইলসন রচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে (১৮৬২-৭১ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'দি মেঘদূত অর ক্লাউড মেসেঞ্জার', 'সিলেক্ট স্পেসিমেন্স অব দি থিয়েটার অব দি হিন্দুজ', 'বিষ্ণুপুরাণ : এ সিস্টেম অব হিন্দু মিথোলজি অ্যাণ্ড ট্রাডিসন,' 'গ্রামার অব স্যানস্ক্রিট ল্যাঙ্গুয়েজ,' 'গ্লসারি অব ইণ্ডিয়ান টার্মস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : H. H. Wilson : Essays—Edited by Reinhold Rost.]

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলসনের কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ 'দি মেঘদূত অর ক্লাউড মেসেঞ্জার' প্রথম প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২৮×২৩·৫ সেমি। মূল নাগরী। অনুবাদ ও টীকা ইংরেজিতে রচিত। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ নেই। মূল পাইকা বোল্ড। অনুবাদ পাইকা। টীকা স্মলপাইকা। টানা শ্লোক সংখ্যা ১১৬।

প্রাক-নামপত্র পৃষ্ঠা ১+বিপরীত পৃষ্ঠা × +নামপত্র ১+বিপরীত পৃষ্ঠা × +উৎসর্গপত্র পৃষ্ঠা ২+ভূমিকা পৃষ্ঠা ৭+বিপরীত পৃষ্ঠা × [উৎসর্গপত্র +ও ভূমিকার টানা পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদত্ত] রচনাসার পৃষ্ঠা ২+বই পৃষ্ঠা ১১৯ +বিপরীত পৃষ্ঠা × +অশুদ্ধি সংশোধন পৃষ্ঠা ২+বিভিন্ন গ্রন্থের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা ৩+বিপরীত পৃষ্ঠা ×

[··· × ···সেমি = দৈর্ঘ্য × প্রস্থে সেণ্টিমিটারে বইয়ের মাপ। পাইকা, স্মল-পাইকা ইত্যাদি বইতে ব্যবহৃত টাইপ। × = কিছু লিখিত নেই]

প্রাক-নামপত্র : *THE* | MEˊGHA DUˊTA; | OR, | *CLOUD MESSENGER* : | A POEM.

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গপত্র : DEDICATION

TO THE RIGHT HONORABLE

THE EARL OF MINTO,

GOVERNOR GENERAL OF INDIA.

&c. &c. &c.

My Lord,

I HAVE taken the liberty of giving to the following little work the sanction of your Lordship's name not with the idea, that so humble a tribute can add any thing to it's lustre; but with the hope, that it may reflect some credit upon the pages to which it is prefixed.

New to public criticism, and reasonably ambitions of public approval, I am naturally anxious to introduce this first production of my literary labors, under the most eligible auspices, to the notice of the world; and I am confident that the countenance of one who has always professed himself an encourager of letters, and who is known to merit the palm which he bestows, will ensure me, in the first instance at least, a favorable reception.

It must be a matter of indifference to Society, and still more so to your Lordship, that an unimportant individual should express his admiration of the firmness and energy which *India* has witnessed in your Lordship's political career, and which have been so successfully exerted in suppressing internal commotion, and prosecuting foreign conquest: I am unwilling however to pass over the present opportunity of joining in the voice of an English public, and applauding the justice that has crowned your Lordship's administration of the East, with the dignities of *Great Britain*.

Wishing that the country to which your Lordship's services

are about to be transferred, may long continue to benefit by them,

I HAVE THE HONOR TO BE,
YOUR LORDSHIP'S
MOST OBEDIENT SERVANT
H. H WILSON.

Calcutta,
11th Sept, 1813.

ভূমিকা : PREFACE.

THE antiquity and excellence of the sacred language of the *Hindus*, have naturally attracted attention, and excited curiosity : possessing considerable claims to be regarded as the most ancient form of speech with which mankind is acquainted, it appeals strongly to the interest that invests the early ages of the world ; and constructed upon perhaps the most perfect plan, which human ingenuity has devised, it tempts us to an enquiry whether it's perfection be limited by it's structure, or whether the merits of *Hindu* compositions partake, or not, of the beauty of the language, in which they are composed.

It has fallen to the lot of the *English* nation especially, to prosecute these enquiries, and the result has been conformable to the patriotic wish of Sir WM. Jones, that as the continental nations of *Europe* had been the most diligent cultivators of the other oriental tongues, the merit of *Sanscrit* research might chiefly belong to his own countrymen : influenced by his advice and example, his countrymen have labored with no contemptible success, in this interesting pursuit, and have rendered the language and literature of this division of the east accessible to the world. The efforts of *Sanscrit* Scholars have hitherto however been directed rather to the useful, than the pleasing, rather to works of science than imagination. The complicated grammar of the *Hindus* has been most successfully investigated, their mythology amply illustrated, and much of their philosophy satisfactorily explained ; their astronomical works have been exhibited to the philosophers whose modern attainments have rendered ancient science an object rather of curiosity than information, and their laws are no longer concealed behind the veil of an unknowu tongue, from the knowledge of those who

are charged with the administration of justice in *Hindoostan.* It only remains, to explore the field of their lighter literature, and transfer some of it's most elegant flowers to a European soil.

The Drama of *Sacontala*, and the songs of JAYADE'VA have prepared the readers of the west, for the character of *Sanscrit* Poetry. To those who know how much poetical beauty depends upon poetical expression, it is needless to observe, that these works have been much injured by a translation into prose, although that prose proceeded from the elegant pen of Sir WM. JONES : even in this state however they have received the admiration of the Scholars of *Europe* ;[1] even in their present dress it is impossible to avoid discovering, that they teem with fanciful imagery and natural feeling, and that beyond the pale of mythological allusion they offer little to offend the most fastidious taste.

It has been observed by Mr. COLEBROOKE,[2] and higher authority cannot be desired, that the profane Poetry of the *Hindus* affords better specimens of style and taste, than are to be found in the poems which are considered by them as sacred : such are the *Pura'n'as*, the *Mahab'ha'rat*, and the *Ra'ma'yana* : the portions of these works therefore, which on various occasions have appeared before the public, cannot be allowed to detract from the general merits of *Sanscrit* composition, even though it should appear that they have more charms in the eye of literary curiosity, than of public taste : they are recommended to the *Hindus* themselves, not by their beauty, or sublimity, the conduct of the story, or the elegance of the style ; but they owe their celebrity to their traditionary divineness, to the force of habit, and the power of religious faith : the stories related in them, the followers of BRAHMA' have been accustomed to venerate, and the excellence of the compositions it would be sacrilege in them to deny : at the same time, there are few

1 See the Appendix to ROBERTSON'S Disquisition on *India*.

2 Essay on *Sanscrit* and *Pracrit* Prosody, Asiatic Researches, *Vol* 10.

Pandits of real learning who would not rather peruse the *Me'gha Du'ta* than the *Ra ma'yana*; there are few, who in the sincerity of unbiassed delight, do not transfer the palm of poetical pre-eminence from VALMI'CI[3] to CA'LIDA's.

Of the latter of these eminent Bards little is ascertained by history, though much is detailed by tradition : he is the real or supposed author of a number of poetical works, each of which is of the highest merit. The Drama of SACONTALA is attributed to him, and the text of another of his works, the *Ritu Sanha'ra* or *Assemblage of the Seasons*, has been printed under the inspection of Sir WM. JONES. The present poem is believed to be the offspring of his fertile imagination, and to the same source are ascribed the *Raghu Van sa* or Race of RAGHU, an epic poem ; *Cum'ara Samb'hava*, the birth of the deity CUMA'RA, a poem chiefly mythological ; a regular Drama entitled URVASI' the name of one of the courtezans of *Swerga* ; and a farce called *Ha'sya'rn'ava*, or the Sea of laughter ; the *Sringa'ra Tilaca* and *Pras'no'ttara Ma la*, two short amatory poems, and a small treatise in verse upon poetical metre, called *Sruta Bo'd'ha*. Several other works are said to be the compositions of CA'LIDA's, many of which it has been conjectured are attributed to him, merely in consequence of the reputation derived from those of which he was really the author.

The aera of CA'LIDA's is generally asserted to be that of VICRAMA'DITYA, in whose court he formed one of the nine illustrious writers, characterised by the epithet of the *Nine Gems* ; as the name VICRAMA'DITYA however has been undoubtedly applied to more than to one monarch, the establishment of this fact leads us no satisfactory result, with respect to the age of the poet. Sir WM. JONES[4] conceiving the VICRAMA'DITYA mentioned, to be the same as the sovereign from whom the present *Hindu* year, 1870, is dated, places the poet in the century preceding the *Christian* aera : Mr. BENTLEY,[5] trusting

3 Author of the *Ra'ma'yana.*

4 Preface to *Sacontala.*

5 Essay on *Hindu* Chronology, Asiatic Researches, Vol. 8.

the *Bhoja Prabandha* and *Ayeen Acbery*, conceives VICRAMA'-DITYA to have been the same as *Raja* VICRAMA, successor to *Raja* BHOJA, and places the *Nine Gems* in the court of this monarch, in the end of the 11th, or the beginning of the 12th century after CHRIST; and Mr. COLEBROOKE,[6] relying chiefly upon the testimony of an inscription found at *Bud'dha Gayá* is inclined to consider the age of AMERA SINHA author of the *Amera Co'sha*, to be at least 900 years; and AMERA SINHA was also one of the *Nine Gems*, and consequently a contemporary of CA'LIDA'S: this last opinion seems entitled to the preference.

To whatever name or period the *Cloud Messenger* may be assigned, it is the production of a poet: the circumstances of eastern society and climate, tend in a great measure to exclude sublimity, either moral or physical from their literary compositions, but the same circumstances are favorable to the less awful graces of poetry, to the elegantly minute observation of nature, and the tender expression of natural sensibility: the frowning rock, or foaming cataract, the furious tyrant, or undaunted patriot are not to be traced in *Sanscrit* verse, but we shall frequently meet with the impassioned lover, or affectionate husband, with the unobtrusive blossoms of the flower, and the evanescent tints of the sky: in point of language *Sanscrit* writers are certainly unsurpassed, and perhaps uneqalled, and their style in general is as full as it is sweet, as majestic as it is harmonious; the exceeding copiousness of the language sometimes leads them into those tricks of composition, which formerly exercised the misdirected ingenuity of *Europe*, and puns, and quibbles and endless alliteration constitute the stanza; their attention also to minute objects sometimes terminates in quaintness, and affectation, but from the faults of either style, or fancy, the subject of our present enquiry is entirely exempt: there are also a copiousness and consistency in it, which are not often paralelled in oriental writings; a quick succession of thought and description, which the title of the work does not

6 Preface to the *Amera Co'sha* with Translation.

lead us to expect, and a successful avoiding of inconsistency or absurdity, which so protracted an apostrophe as forms the theme of the poem might have induced us to apprehend; the style of the work is also exceedingly simple, while at the same time, it is exquisitely polished; the merits of the work are so highly appreciated by the *Hindus*, that notwithstanding its shortness, it is classed amongst their *Maha' Ca'vyas* or *Great* poems, and notwithstanding its perspicuity, it is the object of much critical acumen, and learned elucidation: the manuscript from which the text of the following pages is printed, and for which the translator is indebted to the kindness of Mr. COLEBROOKE, unites with the original, no fewer than six Commentaries, the respective works of MALLI NA'T'H, CALYANA MALLA, SANA'TANA GO'SWA'MI, BHARATA MALLICA, RA'MANA'TH TERCA' LANCA'RA and HARA GO'VINDA VA'CHESPATI.

In the conversion of the *Me'gha Du'ta* into *English* the translator has in general endeavored to avoid being licentious, without attempting to be literal; the idioms of the languages are too different to admit of a very precise transfusion of the one into the other, and it has been more the object of the following translation, to render thoughts, than words: with a few exceptions however, most of which are specified in the notes, it is believed that the ideas of CA'LIDA'S, will be found conveyed with tolerable fidelity: to the *English* reader, whose critical sagacity may discover, that the number of lines in the translation is nearly double the amount of those of the original, it may be sufficient to observe, that this excess is balanced by the number of syllables, of which one line of *Sanscrit* contains nearly double the syllables of which one line of *English* consists, and that the little connective particles which take up much space in the translation, are in a great measure unknown to the readily compounded language of the original text.

The translator believes that some apology may he requisite for the length, and nature of many of the notes accompanying the translation: some of them were indispensible; it was absol-

utely necessary to explain the allusions to customs, or notions, to domestie manners, or religious belief, to render the text intelligible in many places, and in others, to enable the *European* reader to judge of the beauty or propriety of the thoughts. The notes to the geographical part of the poem, it is hoped will not be regarded as useless or irrelevant, as they may perhaps throw some light upon the ancient geography of central *Hindoostan.* Illustrating passages in the poem, by extracts from other *Sanscrit* authors, as well as a few verbal and etymological remarks, may possibly be serviceable or interesting, to the few and meritorious students of the beautiful though intricate language of the original. Tracing the analogies between *Greek*, and *Hindu Mythology*, furnished an amusement to the translator, which he thinks communicable to others ; and the analogies between the poetry of the east, and west, are given especially for the benefit of those liberal critics, who admire upon the strength of prescription, the beauties of classical and modern writings, and deny all merit to the same or similar ideas, when they occur in the works of oriental writers. It is also entertaining to observe, how much men resemble each other, in spite of the accidental varieties of complexion or education of place, or time.

There are perhaps other subjects in the following pages which require explanation, or apology ; as however this preface has already exceeded reasonable limits, they must be consigned to the forbearance of the reader, or they may be attributed to the inexperience of the translator, and the occupation of his time and attention in more serious pursuits.

রচনাসার :

THE

ME'GHA DU TA ;

OR,

CLOUD MESSENGER :

ARGUMENT.

A *YACSHA*, or Demigod so called, and a servant of the *Hindu* God of wealth, CUVE'RA, had incurred the displeasure of

his lord, by neglecting a garden entrusted to his charge, and allowing it to be injured by the entrance of AIRA'VATA, the elephant of INDRA, Deity of the firmament : as a punishment for his offence, he was condemned to twelve months banishment from *Alacá*, the city of the *Yacshas*, and consequent separation from his home and wife. The seat of his exile is the mountain *Ra'magiri*, and upon the opening of the poem, he is supposed to have passed a period of eight months in solitary seclusion : the poem opens at the commencement of the rainy season, when heavy clouds are gathering in the south, and proceeding in a northerly course, or towards the *Himálaya* mountains, and the fictitious position of the residence of the *Yacshas*. To one of these, the distressed Demigod addresses himself, and desires the Cloud to waft his sorrows to a beloved and regretted wife. For this purpose he first describes the route which the messenger is to pursue, and this gives the Poet an opportunity of alluding to the principal mountains, rivers, temples, &c. that are to be met with on the road from *Ra'magiri* to *Oujein*, and thence, nearly due north, to the *Hima'laya* or snowy mountains : the fabulous mountain *Caila'sa*, and the city of CUVE'RA, *Alacá*, which are supposed to be in the central part of the snowy range, are next described, and we then come to the personal description of the *Yacsha's* wife. The Cloud is next instructed how to express the feelings and situation of the exile, and he is then dismissed from the presence of the Deity, and the Poem of CALIDA'SA.

NOTE.

It may be necessary to observe that in reading the *Sanscrit* names which occur in the following work the consonants are to be pronounced as in *English* with the exception of C which is uniformly used for K agreeably to Sir WM. JONES's system. The vowels have their natural pronounciation, and the accent above a vowel makes its being long. The vowels may be thus pronounced :

A	as	in	*America.*	A'	as	in	*Far.*
I	as	in	*City.*	I'	as	in	Italian or like our ee.

U as in *Full.* U do ——or like oo.
E as in Italian or like *a* in *made.*
O as in English.

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 174. E. 66, 180.Nb/81.2, 180.Nb/81.3, 180.Nb/81.4 ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী 279.6. M. 1., 279. 8. M. 15 এসিয়াটিক সোসাইটী R. D. Q. 891.21/k 14m ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী Pis 705.2/069, কেরী লাইব্রেরী G. 24.3.

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২০ × ১৩ সেমি। মূল নেই। অনুবাদ পাইকা। টীকা স্মল পাইকা। অনুবাদ শেষে টীকা (ANNOTATIONS) প্রদত্ত। প্রথম সংস্করণে প্রথমে অনুবাদ, পরে মূল ও টীকা ছিল।

প্রাক-নামপত্র১ + বিপরীত × + নামপত্র১ + বিপরীত পৃষ্ঠাতে আছে—Printed by Cox and Baylis, Great Queen Street, / Lincoln's-Inn Fields. + বিজ্ঞপ্তি ১ + বিপরীত × + উৎসর্গ ২ + ভূমিকা ১২ + রচনাসার ২ + বই ২৩-১৭৫ [অনুবাদ ২৩-৬৫ + ৬৫ পৃষ্ঠার বিপরীত × + টীকা ৬৭-১৭৫]। প্রাক-নামপত্র থেকে টীকা সমাপ্তি পর্যন্ত টানা পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রদত্ত।

প্রাক-নামপত্র : পূর্ব-সংস্করণবৎ।

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞপ্তি : ADVERTISEMENT

The very high panegyric bestowed on MR. HORACE WILSON's Translation of the "*ME'GHA DU'TA*, or Cloud Messenger", in the Discourse delivered by the Right Honourable LORD MINTO, to the students of the college of Fort William in Bengal, on the 20th September 1813, has induced the Publishers to reprint the English translation, that the Public may be acquainted with this ancient Sanscrit Poem by CA'LIDA'SA.

উৎসর্গ : পূর্ব-সংস্করণবৎ।

ভূমিকা : পূর্ব-সংস্করণবৎ। রচনাসার : পূর্ব-সংস্করণবৎ।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী 279.22. BB. 10 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ র. ৮৮ (মুদ্রিত তালিকা)—বর্তমান প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা র. দ. / সং ৮৯১.২২৪ / কালিদাস, ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে 'দি মেঘদূত অর ক্লাউড মেসেঞ্জার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উইলসনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থে মূল যুক্ত ছিল না। কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থে মূল পুনরায় সংযোজিত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের মতো প্রথমে অনুবাদ,

পরে মূল ও টীকা রাখা হয়নি। এই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথমে নাগরীতে মূল ও পরে অনুবাদ এবং তারপর টীকা রাখা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের পাঠ এই সংস্করণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২৬·৫ × ১৭ সেমি। মূল নাগরী। পাইকা বোল্ড। অনুবাদ পাইকা ও টীকা স্মল পাইকা। দ্বিতীয় সংস্করণে প্রাক-নামপত্র পৃষ্ঠা নেই।

নামপত্র ১+বিপরীত× +ভূমিকা ৬+বই ১৫১ (মূল+অনুবাদ+টীকা ১-১০০)+[A VOCABULARY (SANSKRIT AND ENGLISH) OF THE WORDS WHICH OCCUR IN THE FOREGOING PAGES ১০১-১৫০]

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

PREFACE.

The advantages that have been found to result from the publication of the First Book of the Hitopadesa, and the Selections from the Maha'bha'rata, as Class-books for the East-India College, have induced Professor Johnson to prepare an edition of the Megha Du'ta, or Cloud Messenger, for the same purpose, on a similar plan.

The Text of the Megha Du'ta was printed in the year 1813, at Calcatta. It has the faults of most of the early-printed Sanskrit books ;—the words are altogether unseparated, and the Text is not always accurate. In the present edition, these defects have been remedied ; the faulty passages have been corrected ; and the words have been detached wherever their separation was consistent with an observance of the laws that regulate euphonic combination. A Glossary, intendend to serve at once as a Lexicon and a Grammar to the Text, compiled by Professor Johnson, it added to the publication.

As the style of the poem is more difficult than that of the preceding Class-books, Professor Johnson has considered it desirable to reprint the Translation in English Verse, which was the principal object of the original publication in Calcutta ; for, as considerable freedom, or, it may sometimes be thought, license, was taken in that Translation, its use will not, it is to be expected, preclude the necessity of mental effort on the part of the Student, in order to develope the sense of the Sanskrit Text, whilst it may not unallowably lighten his labour, by

furnishing him with a general notion of its purport. I have acquiesced in the republication, in the hope that it will afford no greater help than it is designed to render; for experience has satisfied me that the aid of Translations in the study of any lauguage, except for a short time, perhaps, in the earliest stage of it, is exceedingly mischievous and deceptive. It induces carelessness, encourages indolence, exercises no faculty but the memory, and employs that faculty with so little energy of application, that the impressions received are faint and superficial, and fade and are effaced almost as soon as they are made. The progress effected with such assistance is a mere waste of even the scant expenditure of time and trouble with which it has been attained; for it is unreal—a mere mockery—as the learner will soon discover, to his surprise, and, if he feel rightly, to his mortification, when he tries his strength upon passages unprovided with such illusory aid, and finds that he is as little able to understand them as if his studies were yet to be begun. It has been with some reluctance, therefore, that I have assented to the proposition; and have done so only in the trust that the verse translation will by no means obviate the necessity of independent exertion.

The Translation of the Megha Du'ta was the first attempt made by me to interest European readers in the results of my Sanskrit studies. It has the imperfections of a juvenile work; and the Translator has no doubt sometimes not only departed from his original further than was necessary, but further than was justifiable; and has occasionally mistaken its meaning. Some of the mistakes I have corrected; and in some instances have altered the arrangement of the lines, so as to adhere more nearly to the order of the original. I have not cared, however, to render the version much closer or more faithful; as even had I been inclined to take the trouble, the circumstance of the book becoming a class-book would have deterred me from the attempt: but it is very possible, that whatever poetical fidelity the version may possess, might have been injured by verbal approximation, and that the attempt to give a more literal

likeness of the poem of Ka'lida'sa would only have impaired the similitude of its expression.

I have gone over the Notes with more attention, and have continued the information they convey to the present time. I have added some, and omitted some, especially those which were designed to place the parallel passages of European poets in contiguity with the language and sentiments of the Indian bard. Such analogies will readily suggest themselves to well-educated minds ; and it cannot be necessary to prove to them, that Imagination, Feeling, and Taste, are not exclusively the products of the Western Hemisphere.

The Megha Du'ta, or Cloud Messenger, is recommended to a Student of Sanskrit by its style and by its subject. The style is somewhat difficult, but the difficulty arises from no faults of conception or construction. There must, of course, be some unfamiliar imagery, some figures of purely local associations, in every foreign—in every Oriental composition ; but, with a few possible exceptions, the Megha Du'ta contains no ideas that may not be readily apprehended by European intellect. It has no miserable conceits, no enigmatical puzzles, which bewilder a poetic reader, and overwhelm a prosaic one with despair ; and which, when the riddle is solved, offer no compensation for the labour of solution. The language, although remarkable for the richness of its compounds, is not disfigured by their extra-vagance : the order of the sentences is in general the natural one, with no more violent inversion than is indispensable for the convenience of the rhythm. The metre combines melody and dignity in a very extraordinary manner ; and will bear an advantageous comparison, in both respects, with the best specimens of uniform verse in the poetry of any language, living or dead.

The subject of the poem is simple and ingenious : a Yaksha, a divinity of an inferior order, an attendant upon the god of riches, Kuvera, and one of a class which, as it appears from the poem, is characterized by a benevolent spirit, a gentle temper, and an affectionate disposition, has incurred the dis-

pleasure of his sovereign, and has been condemned by him to a twelvemonths' exile from his home. In the solitary but sacred forest in which he spends the period of his banishment, the Yaksha's most urgent care is to find an opportunity of conveying intelligence and consolation to his wife; and, in the wildness of his grief, he fancies that he discovers a friendly messenger in a cloud—one of those noble masses which seem almost instinct with life, as they traverse a tropical sky in the commencement of the Monsoon, and move with slow and solemn progression from the equatorial ocean to the snows of the Hima'laya. In the spirit of this bold but not unnatural personification, the Yaksha addresses the Cloud, and entrusts to it the message he yearns to despatch to the absent object of his attachment. He describes the direction in which the Cloud is to travel—one marked out for it, indeed, by the eternal laws of nature; and takes this opportunity of alluding to the most important scenes of Hindu mythology and tradition;—not with the dulness of prosaic detail, but with that true poetic pencil which, by a few happy touches, brings the subject of the description vividly before the mind's eye. Arrived at the end of the journey, the condition of his beloved wife is the theme of the exile's anticipations, and is dwelt upon with equal delicacy and truth; and the poem terminates with the message that is intended to assuage her grief and animate her hopes. The whole of this part of the composition is distinguished by the graceful expression of natural and amiable feelings, and cannot fail to leave a favourable impression of the national character; whilst the merely descriptive portion introduces the student to a knowledge of a variety of objects of local, traditional, and mythological value, with which it is his duty to become familiar; and which he will, when in India, contemplate with additional interest and pleasure, from his previous acquaintanc with the verses of Ka'lida'sa.

Little is known of the literary history of the Megha Du'ta. It is, by common assent, attributed to Ka'lida'sa, a celebrated poet, who is reputed to have been one of the ornaments of the

Court of Vikrama′dtya, king of Ujayin, whose reign, used as a chronological epoch by the Hindus, is placed 56 years before the Christian aera. There is no reason to dispute the truth of these traditions. The poem undoubtedly belongs to a classical period of Hindu Literature ; and that period, there is reason to believe, did not long survive the first centuries of Christianity. At a later date, the Poets were men of more scholarship than imagination, and substituted an overwrought display of the powers of the language for the unforced utterance of the dictates of the feeling or the fancy. This is not the case with the Megha Du′ta ; and although it is rather of a more sustained elevation of language than other works attributed to the same author, particularly his dramatic compositions, Sakuntala′, and Vikrama and Urvasi′, yet there is a community of character in them, a similar fidelity to nature, a like delicacy and tenderness of feeling, and the same felicity of description, gracefulness of imagery, of elegance of expression, which leave it sufficiently probable that they are the works of the same master-hand. There are, indeed, in Vikrama′ and Urvasi′ especially, passages which call the Megha Du′ta to recollection ; and in one place, where the deserted monarch inquires of the passing Cloud whither Urvasi′ has fled, we have the germ of the perhaps later poem, the Cloud Messenger. Of the other works attributed to Ka′lida′sa, the Ritu-sanha′ra, Raghuvansa, Ma′lavika′gnimitra, Kuma′ra-sambhaba, Sringa′ra-tilaka, Prasnottar-ma′la′, Ha′sy′rnava, and Sruta-bodha, some of them are certainly not of his composition.

The Text of the Megha Du′ta has been the subject of very industrious illustration, and, as noticed in the Preface to the first edition, the copy then consulted comprehended no fewer than six commentaries. This Manuscript, the property of Mr. Colebrooke, is now in the Library at the India House, and has been made use of by Professor Johnson in the present edition. The text of the poem has been also printed at Bonn, from Manuscripts in the Royal Libraries of Paris and Copenhagen, by Mr. Gildemeister, with Notes of various readings, and a useful Glossary.

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 180. Nb/84.5 ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী 279.6.M.2. এসিয়াটিক সোসাইটী Q891.21/k14m ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী সং/কাঃ ৪২ নং, সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী As—F/18

হোরেস হেম্যান উইলসনের মেঘদূতের অনুবাদ 'দি মেঘদূত অর ক্লাউড মেসেঞ্জার' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁর মৃত্যুর পরেও এটি বহুবার প্রকাশিত হয়। লণ্ডন থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং কলকাতা থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেদারনাথ বিদ্যারত্নের সম্পাদনায়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনচন্দ্র বসাকের সম্পাদনায়, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে উপেন্দ্রলাল দাসের সম্পাদনায়, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লালমোহন বিদ্যানিধির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এগুলিতে মূল ও টীকা সংযুক্ত ছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি সোসাইটি ফর দি রিসাসিটেসান অব দি ইণ্ডিয়ান লিটারেচর' কর্তৃক কেবলমাত্র ইংরেজি অনুবাদটুকু প্রকাশিত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুনাথ বিদ্যানিধি, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুনাথ ভট্টাচার্য ও কালীপদ তর্কাচার্য এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী যথাক্রমে তাঁদের সম্পাদিত 'মেঘদূতম্'-এর পরিশিষ্টে কেবল অনুবাদটুকু অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন।

দীর্ঘ ৪০ বছর পরে বর্তমান সংকলন-ভুক্ত হয়ে এটি প্রকাশিত হল।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি : অনুমান ১২১০ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ভট্টপল্লী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি। বাল্যকালে ব্যাকরণ, কাব্য ও নাটক পাঠ করেন। পরে ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি ক্ষমতাবান কবি ও পাঁচালীকার ছিলেন। 'সুবল সংবাদ', 'অক্রূর সংবাদ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'উদ্ধব সংবাদ' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মেঘদূত কাব্যের প্রকৃত অনুবাদক। কিন্তু প্রকাশক লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ তাঁর নামে প্রকাশ না করে নিজেদের নামে বার করেন এবং তাঁকে সংশোধনকারীরূপে উল্লেখ করেন। খুবসম্ভব পরে প্রতিবাদের ফলে আনন্দচন্দ্র শিরোমণির নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রচারিত হয়। **দুটি নামপত্রের আলোকচিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়।** লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ তাঁদের নামে যে বইটি প্রচার করেন তা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় (আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 180.Nc/85.8 উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৫৯৬)। কিন্তু আনন্দচন্দ্র শিরোমণির নামে প্রচারিত বইটির একটিও কপি ভারতবর্ষে মেলে না। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে কেবলমাত্র একটি কপি আছে (V. Tr. 1663)। এটিরই পুরো জেরক্স কপি আনানো হয়েছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট বইটি প্রকাশিত হয়। এতে বাংলা হরফে কবিরত্ন চক্রবর্তী কৃত টীকা (সংস্কৃতে রচিত) মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৮ × ১২·৫ সেমি। প্রথমে মূল, পরে অনুবাদ ও তৎপরে টীকা। মূল ও অনুবাদ পাইকা। টীকা স্মল পাইকা। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ নেই। টানা শ্লোক সংখ্যা ১১৪।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + বই ১৩৬।

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে আর মুদ্রিত হয়নি। **সুদীর্ঘ ১৪১ বছর পরে মুদ্রিত হল।**

মন্তব্য ॥ সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা ১৭৪৩-১৮৫২' (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) গ্রন্থে (পৃ: ১১৯) আনন্দচন্দ্র শিরোমণি কৃত মেঘদূত-এর প্রকাশকাল ১৮৫০, ১৮৫১ প্রদত্ত। কিন্তু তা যথার্থ নয়। ইনি বইটিই চাক্ষুষ করেননি। যদি করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, বইটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট মুদ্রিত হয়েছিল। তাঁর এই তালিকায় লালমোহন গুহ ও ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ কৃত মেঘদূত-এর যে উল্লেখ করেছেন তাও চোখে দেখেননি। যদি চাক্ষুষ করতেন তাহলে দুটি বইর হুবহু মিল নজর এড়াত না। বিভিন্ন মুদ্রিত পুস্তক তালিকা দেখে যা পেয়েছেন তাই ছেপেছেন। অজস্র ভুল তথ্যে পূর্ণ এই পুস্তক তালিকা গবেষক-মাত্রেরই পরিহার করা উচিত। গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের ক্ষেত্রে প্রতিটি বই নিজে চাক্ষুষ করা উচিত মনে করি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাল্য-শিক্ষা প্রধানত গৃহে; পরে সেন্ট পলস স্কুলে ও হিন্দু কলেজে ভর্তি হন কিন্তু পাঠ শেষ করেননি। অনুজ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি-প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি একাধারে কবি, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক এবং বাংলায় শর্টহ্যাণ্ড (কবিতাকারে) ও স্বরলিপির উদ্ভাবক। 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য-সাধারণ সংযোজন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা,' ষষ্ঠ খণ্ড।]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই মেঘদূতের সর্বপ্রথম বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে (সম্বৎ ১৯১৬) **এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়।** কিন্তু এতে অনুবাদক হিসাবে তাঁর নাম ছিল না।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৭ × ১০ সেমি। পাইকা। মূল নেই। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে কিন্তু শ্লোক সংখ্যা নেই।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + বিজ্ঞাপন ২ + শুদ্ধিপত্র ১ + বিপরীত × + বই ৩১।

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন : অধুনাতন নব্য মহাশয়েরা কুসংস্কারবশতঃ সচরাচর এইরূপ বলিয়া থাকেন যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের আলোচনা এক্ষণকার সময়োপ-

যোগী ফলদায়ক নহে এই কথায় ক্ষান্ত না থাকিয়া পুনশ্চ ইহাও বলেন যে যখন প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তাদিগের এক এক বচনেরই তাৎপর্য্য বুঝা ভার তখন তাঁহাদের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করাতে কি লাভের সম্ভাবনা ; উক্ত মহাশয়দিগের দেশানুরাগ যখন সময়ক্রমে এতাধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তখন এ বিষয় লইয়া অধিক তর্কবিতর্ক করা বাহুল্য। হায়! আমাদিগের হতভাগ্য দেশে কালিদাস যদ্যপি কুতুহলবশতঃ একবার পুনরাগমন করেন তাহা হইলে চতুর্দ্দিক শ্মশান-তুল্য দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কি পর্য্যন্ত না ক্রন্দন করিয়া উঠে ; তিনি যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন উজ্জয়িনী পুরী কোথায়? তাহার এই মাত্র প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবেন যে উজ্জয়িনীর নাম তো কস্মিন্ কালেও শুনি নাই। শোণিত শুষ্ককারী এই শেষোক্ত কথার আভাষে তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ চমকিয়া উঠিবে ও তাঁহার মস্তকে যে কি নিদারুণ বজ্রাঘাত হইবে তাহা বর্ণনাতীত। উল্লিখিত প্রত্যুত্তর শ্রবণানন্তর তিনি কি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন দণ্ডায়মান থাকা দূরে থাকুক্ সনিশ্বাস মূর্চ্ছাতেই যে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি।

মেঘদূত গ্রন্থখানি যদিও অত্যন্ত স্বল্পায়তন তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা বলিয়া সর্ব্বত্রে গণ্য হইয়া থাকে ; আশ্চর্য্য এই যে, এই কাব্যরূপ অট্টালিকাটি শূন্যের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায় ; উহার শুদ্ধ কেবল গল্পটির প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে করিবেন যে উহার ন্যায় বিস্ময়কর কাব্য রচনা আর জগতে নাই ; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপাততঃ কৃতকার্য্য হই।

কস্যাচিদ্বিদ্যানুরাগিণঃ

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ক ২১৫, ক ৭১৮ প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরী 008/011-013 (চারটি কপি আছে) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী 14129. a. b. (1)

মন্তব্য ॥ ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ (২য় খণ্ড) ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'-য় (ষষ্ঠ খণ্ড) প্রথম প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ লিখেছেন কিন্তু তা যে যথার্থ নয় বলা নিষ্প্রয়োজন। সবচেয়ে হাস্যকর তথ্য পরিবেশন করেছেন যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা ১৭৪৩-১৮৫২' বইখানিতে। 'কস্যাচিদ্বিদ্যানুরাগী' কতৃর্ক অনূদিত মেঘদূতের প্রকাশ-কাল ১৮৪৫ ও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ দিয়েছেন (পৃ ৩৮)। দ্বিজেন্দ্রনাথের মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মেঘদূত-অনুবাদ যে অসম্ভব তা বলা বাহুল্যমাত্র। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক যদি অজস্র ভ্রম-প্রমাদে পূর্ণ এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কোনো তথ্য পরিবেশন করেন তাহলে তা যে কতখানি বিষম হয়ে উঠবে তা সহজেই অনুমেয়।

মেঘদূত ॥ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ (সম্বৎ ১৯১৭)।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৬×১০ সেমি। পাইকা। মূল নেই। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে কিন্তু শ্লোক সংখ্যা নেই।

নামপত্র ১+বিপরীত ×+বই ৩১।

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

এটি প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ। দু-একটি ক্ষেত্রে পাঠ পরিবর্তিত। প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-অংশ বর্জিত। এতেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছিল না।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮৯১.২১১২/কালি. দ্বি. ঠা.। বিশেষ সম্ভবত এই একটিমাত্র কপি আছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০৩ সাল) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৮×১১'৫ সেমি। পাইকা। মূল নেই। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে কিন্তু শ্লোক সংখ্যা নেই।

নামপত্র ১+বিপরীত ×+বিজ্ঞাপন ২+বই ৩২।

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন : ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-অংশ হুবহু মুদ্রিত। এতেও কেবল 'কস্যচিদ্বিদ্যানুরাগিণঃ' আছে।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ রবীন্দ্রভবন (বিশ্বভারতী) ৮৯১. ৪৪১ দ্বি. ঠা. মে.। বিশেষ সম্ভবত এই একটিমাত্র কপি আছে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৩১৪ সাল) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'নব-রত্নমালা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। 'নব-রত্নমালা' গ্রন্থে (পৃ ৫২) ভূমিকা এবংরূপ আছে—

মেঘদূত গ্রন্থখানি যদিও অত্যন্ত স্বল্পায়তন তথাপি উহা কালিদাসের এক প্রধান রচনা বলিয়া সর্ব্বত্রে গণ্য হইয়া থাকে; আশ্চর্য্য এই যে, এই কাব্যরূপ অট্টালিকাটি শূন্যের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে বলিলেও বলা যায়; উহার শুদ্ধ কেবল গল্পটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে অধিকাংশ লোকেই হাস্য করিবেন যথার্থ; কিন্তু উহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রচনাটী অবলোকন করিলে মনে করিবেন যে উহার ন্যায় বিস্ময়কর কাব্য রচনা আর জগতে নাই; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে যদ্যপি আমার এই যৎসামান্য অনুবাদ পাঠ করিয়া কাহারো মন কালিদাসের মূল গ্রন্থ অবলোকনে উৎসুক হয় তাহা হইলেই আমি আপাততঃ কৃতকার্য্য হই।

সন ১২৬৬, সাল।   শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৭) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'কাব্য-মালা'-র অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৭×১১ সেমি। পাইকা।

নামপত্র ১+বিপরীত+প্রকাশকের নিবেদন ১+বিপরীত× +সূচীপত্র ১+বিপরীত× +বই ১৬৭ [মেঘদূত ৬৬-৯৪]

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী D/53 চৈতন্য লাইব্রেরী ক ৬৪৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৮১৩১, ১০৭৮৫ বৈদ্যবাটী দি ইয়ং মেন্স এ্যাসোসিয়েশন ২—কা—৬ দি বন্ধেজ ওন লাইব্রেরী এ্যান্ড ইয়ং মেনস্ ইনষ্টিটিউট ৮১১/১৪১ স্কটিশচার্চ কলেজ লাইব্রেরী 895/100 সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী ৮৯১. ৪৪১০৮/দ্বিজেন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরী ৩৪০৩ (মুদ্রিত তালিকা) বর্তমান প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা কা ১৯৫

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় প্রকাশিত মেঘদূতের সর্বশেষ সংস্করণ। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুশীল রায় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘ ৩১ বছর পরে পুনরায় মুদ্রিত হল।

ভুবনচন্দ্র বসাক : খুব সম্ভবত উনিশ শতকের প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ক্ষেত্রপাল বসাক। পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে রামসুন্দর বসাক ও নরসিংহচন্দ্র বসাক। ইনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। অষ্টাবক্রসংহিতা, গায়ত্রীতন্ত্র, চরকসংহিতা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি পুস্তকাবলী প্রকাশ করেন। এঁর সম্বন্ধে আপাতত এর বেশি কিছু জানা যায়নি।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৭ × ১১ সেমি। মূল স্মল পাইকা, অনুবাদ পাইকা। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ নেই। টানা শ্লোক সংখ্যা ১১৪। ১১টি শ্লোকের গদ্য-অনুবাদ রয়েছে।

নামপত্র ১+বিপরীত× +বিজ্ঞাপন ১+বিপরীত× +বই ১২৭

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন : ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কবি কালিদাসকৃত মেঘদূত কাব্য অন্যান্য কাব্যের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রূপে পরিগণিত। আমি বহুতর পরিশ্রম সহকারে উক্ত মহাত্মার কৃত মেঘদূত কাব্য প্রত্যেক কবিতানুযায়ীক নানাবিধ পদ্য ছন্দে অবিকল অনুবাদ করিয়াছি, সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই, সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ বহুবিধ ছন্দ ইংরাজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃতাদি হইতে সঙ্কলিত হইল। এই মেঘদূত পূর্ব্বে রত্নাকর পত্রিকাতে কিয়দংশ প্রকাশ করি তাহাতে গ্রাহকগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া পত্রাদি লিখিলে অত্যুল্লাসিত হইয়া শেষাংশ বিবিধ ছন্দে মনোযোগপূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ মূল সম্বলিত পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে বিদ্যার্থি, কবিতানুরাগী মহোদয়গণ গ্রহণানন্তর পাঠ করিলে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই মেঘদূত আদ্যোপান্ত বিরহ ঘটিত, ইতর ভাষানুবাদিত হইলে পঠনের অযোগ্য বোধ হয় তজ্জন্য গাঢ় ভাব পরিপূরিত সাধু শব্দ প্রয়োগ করিলাম, বালক বালিকা গৃহিণী প্রভৃতি সকলেরই পাঠোপযোগ্য, কিঞ্চিৎ বিবেচনাপূর্ব্বক পাঠ করিলে রসাস্বাদন করিতে পারিবেন। (পরিশেষে লিখিতেছি যে কোন ব্যক্তি

অর্থাভিলাষে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবেন কেননা আমি ইহা রীত্যনুসারে রেজেস্টারি করিয়া রাখিলাম।) অলমতি বিস্তরেণ।

কলিকাতা। নিমতলা } সন ১২৬৮ সাল আশ্বিন } শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ ডঃ সুকুমার সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী 279.7.B.55 উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী খ ৪১ ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী 14070. h. ১

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘ ১০০ বছর পরে প্রকাশিত হল।

প্রাণনাথ পণ্ডিত : ইনি কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। জন্মমৃত্যু, শিক্ষা, কর্মজীবন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। কালিদাসের 'মেঘদূতম্' মল্লিনাথের টীকা যোগে সম্পাদিত করে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ঐ সম্পাদিত 'মেঘদূতম্' গ্রন্থের শেষে বাংলা অনুবাদ (যা ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) আলাদা পৃষ্ঠা (১-৪৬) যোগে সংযুক্ত ছিল। পৃষ্ঠাসংখ্যা ও মুদ্রণের ব্যবহৃত টাইপ হুবহু একই দেখে মনে হয়, অতিরিক্ত মুদ্রিত কপিই ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এরূপ নামপত্র জুড়ে আলাদাভাবে বাঁধাই করে বিক্রী করা হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২১ × ১৩ সেমি। পাইকা। মূল নেই। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে। [পাদটীকাতে নাগরী হরফে মুদ্রিত সংস্কৃত কাব্য-নাটকের উদ্ধৃতি বাংলা হরফে রূপান্তরিত করেছি এবং ভূমিকাতে নাগরী হরফে মুদ্রিত অংশ বাংলা হরফে রূপান্তরিত করেছি।]

নামপত্র ১ + বিপরীত × + উৎসর্গ ১ + বিপরীত × + ভূমিকা ৮ + বই ৪৬

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গ : TO/BABU KRISHNA KAMAL BHATTACHARJYA B. A. B. L/ PROFESSOR, PRESIDENCY COLLEGE./CALCUTTA./THIS IS DEDICATED/ AS A/LITTLE TOKEN OF A BOUNDLESS GRATITUDE/BY HIS PUPIL.

ভূমিকা :

PREFACE.

On the prince of poets who happily met with the prince of commentators it is needless to expand nor is it necessary to expatiate on the beauties of the Queen of languages.

Professor Ta´ra´-na´th Tarka-va´chas-pati has immovably fixed the era of Kali-da´sa. In the *Jyotir-bid-a´varana*, Kali-da´sa himself declares that that work was begun by him 3068 years after Kali and after he had written the three poems *Raghu-vansa, Kuma´ra Sambhava* and the *Me´gha Du´ta.* There is no mention of the Dramas which must have been therefore written

after that date. The minor poems Ritu´-Sanha´ra, Nalodaya, Sruta-Bodha &c. he might think not worth mentioning and so we are quite in the dark as to whether they were written before or after B. C. 32. This is the 1972th year of the *Kali-yuga* and the 1928th year of the era of Vicramaditya. Hence Vicrama ascended the throne B. C. 56. The three poems of Kali-da´sa were writen before B. C. 32, the *Jyotir-bid-a´varana* in B. C. 32, and the dramas after B. C. 32. Kali-da´sa also acknowledges himself a contemporary of Vicrama and the eight ·ems Ghatacarpara &c. Indeed the sloka—

ধন্বন্তরি-ক্ষণপকামরসিংহ-শঙ্কুর় বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির় নববিক্রমস্য॥

is from Kalida´sa's pen.

A few words will suffice for what is the distinguishing characteristic of this edition. Wilson in his edition of the Me´gha Du´ta has given a few parallel passages from other Sanskrit works, together with a great number from English, Greek and Latin poets. I have limited myself to the Sanskrit authors only and so succeeded in finding out many. They often do not express the same thought as the original, but it is interesting to see how the same facts are made use of by different poets to call up different images. It is instructive to watch how the imitators of the Me´gha Du´ta cannot rise to the height attained by Kali-da´sa. It is a pleasure to watch the endevours of Sri-Harsha to rival and surpass Kali-da´sa.

The passage quoted from the Ka´dambari at Page 28 confirms the conjecture of Wilson that 'Vidisha, the Modern Bhilsah, was the capital of Malawa.'

For the translation being metrical I have only to plead Wilson's excuse that "poetical beauty depends upon poetical expression." It has been kindly corrected and improved by Pandit Harish Chandra Kabi-ratna of the Presidency College. I should here also confess that those four beautiful lines are entirely of his composition.

নগ-নদী তীর জাত, মালতী কুসুম যত,
করিয়া সেচন তবে করিও গমন।

আসিবে তুলিতে ফুল, তথা নিতম্বিনী-কূল
ছায়ায় তাদের করো প্রফুল্লিত মন ॥

When I began the translation I was under the impression that Wilson's was the only translation in existence. Within a few months I came across Griffith's metrical translation and also an edition in the Bengali character, with an original commentary and a prose translation. The commentary is by Kabi-ratna Chacra-varti, but the title page being lost, I can only surmise that he was also the translator. I still consoled myself that mine would be the first metrical translation. In the beginning of February, my friend Baboo Choora-mani Ghosh presented me with a copy of Baboo Bhoobun Chunder Basaka's edition of the Me'gha Du'ta published in Saka 1783 (i. e.) ten years ago. It contains the text only in Bengali character and a metrical translation* by the editor himself. I had read in the Padya-patha Part II. an elegant translation of a few slokas of the Me'gha Du'ta. With anxious hands I turned the leafs to find wheather the extract was taken from his work, and to my inexpressible relief found that it was not. My predecessor had gone out of the way to cull the chaplets of acrostics and variety of versification, disregarding the homely flowers of honest and intelligible translation. However this joy was destined to be short lived. A fortnight later I was indebted to Baboo HemChandra Bhattacharjya, the learned editor of the Ramayana, for the honor of being presented to Baboo Dwijendra Nath Tagore, a gentleman whose mind is comprehensive enough to grasp at the same time Theology and Science, Poetry and Philosophy. He told in the course of conversation that he also had published anonymously a metrical translation ten or twelve years ago. From the specimens of his poetic power which we had in his *Swapna Prayana*, which he was condescening enough to read out to us from the manuscript, and from the strong probability of the extract in the *Padya-patha* being from his pen, I doubt not that his tran-

* Eleven slokas are translated in prose.

slation will be the best hitherto published. Had I known that there were such formidable rivals already in the field, I would never have entered upon this undertaking. In the meanwhile I cannot but rejoice that this piece of our greatest poet should have, in India alone, six translations, eight commentaries and ten editions.

Malli-natha in his commentary, which was written after his commentary on the Raghu-vansa, for in page 93 he alludes to his own commentary of it, says that our poet took his idea of the work from the *Hanumat-Sandesa* in the Ramayana. Perhaps the Simile মৈথিলীবোন্মুখো, used by Ka´li-da´sa in Uttara-Megha 39 suggested to or confirmed him in this idea.

But in my opinion the idea of this poem was most probably suggested by the Yamaka-Kavya of Ghata-Karpara, for two reasons first that Ghata-Karpara was the contemporary and rival of our poet, and secondly because in the Yamaka Kavya a *cloud* is made to hear a message. It is not improbable that when Ghata-Karpara had exultingly finished reading his Yamaka-Kavya, Kali-da´sa would seize upon the most poetic idea in the whole poem and discarding the rhyme as a superfluous incumbrance and a tawdry ornament, and making choice of a versification better suited to so pathetic a subject, appear at the next sitting of the Gems with his Me´gha Du´ta. We will conclude this short preface with that little poem and a note of Wilson's which might be styled the defence of Sanskrit poetry.

নিচিত খম্ উপেত্য নীরদৈঃ প্রিয়-হীনা-হৃদয়াবনী-রদৈঃ।
সলিলৈর্নিহিতং রজঃ ক্ষিতৌ রবি-চন্দ্রাবপি নোপ-লক্ষিতৌ ॥ ১ ॥
হংসা নদন্-মেঘ-ভয়াদ্ দ্রবন্তি নিশা-মুখান্যদ্য ন চন্দ্র বন্তি।
নবাম্বু-মত্তাঃ শিখিনো নদন্তি মেঘাসমে কুন্দ-সমান-দন্তি ॥ ২ ॥
মেঘাবৃতং নিশি ন ভাতি নভো বিতারং
নিদ্রাভ্যুপৈতি চ হরিং সুখ-সেবিতারম্।
সেন্দ্রায়ুধশ্চ জলদোঽধর অসন্ ইভানাং
সংরম্ভম্ আবহতি ভূধর-সন্নিভানাম্ ॥ ৩ ॥
তড়িজ্-জলদার্পিতং নগেষু স্তনদম্ভোধর-ভীত-পন্নগেষু।
পরি-ধীর-রবং জলং দরীষু নিয়তত্যাদ্ভূত-রূপ-সুন্দরীষু ॥ ৪ ॥

ক্ষিপ্রং প্রসাদয়তি সম্প্রতি কোঽপি তানি
কান্তা-মুখানি রতি-বিগ্রহ-কোপিতানি।
উত্‌কণ্ঠয়ন্তি পথিকান্‌ জলদাঃ স্বনন্তঃ
শোকঃ সমুদ্ভবতি তদ্বনিতাস্বনন্তঃ ॥ ৫ ॥
ছাদিতে দিন-করস্য ভা-বনে খাজ্জ্বলে পততি শোক-ভাবনে।
মন্মথে চ হৃদি হন্তমুদ্যতে প্রোষিত-প্রমদয়েদমুদ্যতে ॥ ৬ ॥
সর্ব-কালম্‌ অবলম্ব্য তোয়দা আগতা স্থ দয়িতো গতো যদা।
নিঘৃণেন পর-দেশ-সেবিনা মারয়িষ্যত হতেন মাং বিনা ॥ ৭ ॥
ব্রূত তং পথিক পাংশুলং ঘনাঃ! যূয়মেব পথি শীঘ্র-লঙ্ঘনাঃ।
অন্য-দেশ-রতির্‌ অদ্য মুচ্যতাং সাঽথবা তব বধূঃ কিমুচ্যতাম্‌ ॥ ৮ ॥
হংস-পংক্তির্‌ অপি নাথ! সম্প্রতি প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে দুঃখিতা পথিক! সা প্রিয়া চ তে ॥ ৯ ॥
নীল-শস্যম্‌ অভি-ভাতি কোমলং বারি বিন্দতি চ চাতকোঽমলম্‌।
অম্বুদৈঃ শিখি-গণো বিনাদ্যতে কা রতির্‌ দয়িতয়া বিনাঽদ্য তে ॥ ১০ ॥
মেঘ-শব্দ-মুদিতাঃ কলাপিনঃ প্রোষিতা-হৃদয়-শোক-লাপিনঃ।
তোয়দাগম-কৃশাঽপি সাদ্য তে দুর্ধরণে মদনেন সাদ্যতে ॥ ১১ ॥
কিং কৃপাঽপি তব নাস্তি কান্তয়া পাণ্ডু-গণ্ড-পতিতালকান্তয়া।
শোক-সাগর-জলেঽদ্য পাতিতাং ত্বদ্‌-গুণ-স্মরণমেব পাতি তাম্‌ ॥ ১২ ॥
কুসুমিত-কুটজেষু কাননেষু
প্রিয়-রহিতেষু সমুত্‌সুকাননেষু।
বহতি চ কলুষে জলে নদীনাং
কিমিতি চ মাং সমবেক্ষসে ন দীনাম্‌ ॥ ১৩ ॥
মার্গেষু মেঘ-সলিলেন বিনা শিতেষু।
কামে ধনুঃ স্পৃশতি তেন বিনা শিতেষু।
গম্ভীর-মেঘ-রসিত ব্যথিতা কদাঽহং
জহ্যাং সখি! প্রিয়-বিয়োগজ-শোক-দাহম্‌ ॥ ১৪ ॥
সু-সুগন্ধতয়া বনেঽজিতানাং স্বনদম্ভো-ধর-বায়ু-বীজিতানাম্‌।
মদনস্য কৃতে নিকেতকানাং প্রতিভান্তদ্য বনানি কেতকানাম্‌ ॥ ১৫ ॥
তত্‌ সাধু যত্‌ ত্বাং সু-তরুং সসর্জ প্রজাপতিঃ কাম-নিবাস সর্জ!।
ত্বং মঞ্জরীভিঃ প্রবরো বনানাং নেত্রোত্‌সববর্ণাসি স যৌবনানাম্‌ ॥ ১৬ ॥
নব-কদম্ব! শিরোঽবনতাস্মি তে বসতি যন্‌ মদনঃ কুসুম-স্মিতে।
কুটজ কিং কুসুমৈরুপ-হস্যতে নিপতিতাস্মি সু-দুঃপ্রসহস্য তে ॥ ১৭ ॥
তরু-বর! বিনতাঽস্মি তে সদাঽহং হৃদয়ং মে প্রকরোষি কিং স-দাহম্‌।
তব কুসুম-নিরীক্ষণে পদেঽহং বিসৃজেয়ং সহসৈব নীপ-দেহম্‌ ॥ ১৮ ॥
কুসুমরূপ শোভিতাং সিতৈর্‌ ঘন-মুক্তাম্বুলব-প্রকাশিতৈঃ।
মধুনঃ সমবেক্ষ্য কালতাং ভ্রমরশ্চুম্বতি যূথিকা-লতাম্‌ ॥ ১৯ ॥

তাসাম্ ঋতুঃ সফল এব হি যা দিনেষু
সেন্দ্রায়ুধাম্বু-ধর গর্জিত-দুর্দিনেষু ।
রত্যুত্সবং প্রিয়-তমৈঃ সহ মেঘাগম প্রিয়সখীশ্চ সমানয়ন্তি ॥২০॥
এতান্নিশম্য বিরহানল-পীড়িতায়াঃ
তস্যা বচঃ খলু দয়ালুর্ অপীড়িতায়াঃ ।
স্বং স্বারবেণ কথিতং জলদৈরমোঘৈঃ
প্রত্যাযয়ৌ স গৃহমুতদীনৈরমোঘঃ ॥ ২১ ॥
আলম্ব্য চাম্বু তৃষিতঃ কর-কোষ-পেয়ং
ভাবানুরক্ত-বনিতা-সুরতৈঃ শপেয়ম্ ।
জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রী-ঘটকর্পর-কবি-কৃতং যমক-কাব্যং সমাপ্তম্ ।

"I have indeed in this place concentrated and in part omitted, two verses of the original as, offensive to our notions of the decorum of composition. I cannot admit however that *Hindu* literature, sperking generally, is more liable to the reproach of indecency than that of *Europe*, nothing can be found in their serious works half so licentious as are many passages in the writinings of OVID, CATULLUS,' PROPERTIUS, and even the elegant FLACCUS ; to descend to modern times ARIOSTO and BOCCACIO amongst the *Italians* ; BRANTOME, CREBILLON, VOLTAIRE, LA FONTAINE, and the writers of many recent *Philosophical* novels amongst the *French*, furnish us with more than paralells for the most indelicate of the *Hindu* writers ; with respect to ourselves, not to go back to the days in which "*obscenity was wit*," we have little reason to reproach the *Hindus* with want of delicacy, when we find the exceptionable though elegant poetry of LITTLE generally circulated, and avowedly admired. We should also recollect the circumstances of *Indian* society before we condemn their authors for the ungarbled expressions, which we conceive to trespass upon the boundaries of decorum. These authors write to men only ; they never think of a woman as a reader : now even in polished *European* society, amongst men alone, conversation takes commonly greater liberties than any *Hindu* composition and it is fair to infer that were our writings addressed only to the male portion

of society, they would partake of a similar character : extreme attention to delicacy would in that case be regarded as puerile or fastidious ; it is so now in works of science, and GIBBON and HUME, seem to consider it so in historical writing : if then we were not apprehensive of sullying those minds whose purity we are interested in preserving, the breach of the rules of delicacy would take place to a greater extent than it has done in works of imaginanation. I am not sure that were this to happen, the quantity of virtue in the world would be much diminished ; what is natural, cannot be vicious : what every one knows, surely every one may express ; and that mind which is only safe in ignorance, or, which is only defended by decorum, possesses but a very feeble defence and impotent security. I have said more upon this subject than was perhaps necessary, but I am anxious that the *Hindus* should have justice done to them and not be held up to the world, as they have been by a mistaken, and I am afraid, a spiteful zeal, as monsters of impurity."

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 182. Nc/872·1 ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। **দীর্ঘ ১১৮ বছর পরে প্রকাশিত হল।**

নীলমণি নন্দী : ইনি চুঁচুড়ার অধিবাসী ও শিক্ষক ছিলেন। মেঘদূতের অন্যতম অনুবাদক চুঁচুড়ানিবাসী পাঁচকড়ি ঘোষ তাঁর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মেঘদূতের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন—'শৈশবে আমাদিগের তদানীন্তন শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় নীলমণি নন্দী মহাশয়কৃত মেঘদূতের এক অমিত্রাক্ষর পদ্যানুবাদ দেখিয়াছিলাম।' এ থেকে তাঁর মৃত্যু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হয় এমনটি বলা চলে। তাঁর অনূদিত এবং প্রকাশিত মেঘদূতের নামপত্রে প্রকাশকাল নেই। গ্রন্থশেষে আছে—সাং চুঁচুড়া সন ১২৭৮ সাল ২রা ফাল্গুন।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৫·৫ × ১০ সেমি। স্মল পাইকা। মূল নেই। শ্লোক সংখ্যা নেই। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ নেই। আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনূদিত।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + বই ৪০ + শুদ্ধিপত্র ১ + বিপরীত ×

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বইটির মলাট অক্ষুণ্ণ পেয়েছি। মলাট একেবারে নামপত্রের অনুরূপ। পেছনের মলাটে এরূপ আছে—

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা কলুটোলা ষ্ট্রীট ৬৭নং নূতন ভারত যন্ত্রে
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

	মূল্য
বাসবদত্তা	১৷০
রসতরঙ্গিণী	৷৷০
৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ...	৷৶০
ভূদর্পণ	৷৶০
বসন্তকুমারী	৸০
নলোপাখ্যান	৸০
কুসুম-মালিকা (কোন বঙ্গকামিনী বিরচিত)...	৷০
অবকাশ-কুসুম	৶০

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী V. Tr. 1458 ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী ক ২১৭

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘ ১১৮ **বছর পরে পুনরায় মুদ্রিত হল।**

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় : উনিশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা। কলকাতার আহিরীটোলা অঞ্চলে তাঁর বাস ছিল। তাঁর সরস ব্যঙ্গ-নিবন্ধ গ্রন্থ 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়া, 'কিছু কিছু বুঝি', 'প্রভাসমিলন', 'কৃষ্ণান্বেষণ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'বামনভিক্ষা', পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসাদি বহু প্রহসন ও নাটক লেখেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও করেন। তাঁর কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ 'কাব্যসিন্ধুতত্ত্বসার' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (অলোক রায় সম্পাদিত 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'-তে 'কাব্যসিন্ধু সার নামে লিখিত কিন্তু তা যে যথার্থ নয় বলা বাহুল্যমাত্র)। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য অলোক রায় সম্পাদিত 'আপনার মুখ আপুনি দেখ'।]

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২২ × ১৩ সেমি। মূল ও অনুবাদ পাইকা। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ নেই। টানা শ্লোক সংখ্যা ১১৪।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + উৎসর্গ ১ + বিপরীত × + সূচীপত্র ১ + বিপরীত + বই ১৩১ [মেঘদূত ৭২—১৩০]

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য। মলাট অক্ষুণ্ণ পেয়েছি। মলাট একেবারে নামপত্রের অনুরূপ।

উৎসর্গ : উপহার। / দেশ হিতৈষী পরহিতে পরায়ণ। / শ্রীলশ্রীযুত বাবু কানাই লাল দে। / রায় বাহাদুর মহীমবরেষু। /

মহাশয় ! / "কাব্যরত্নসার সংগ্রহে "যাহা বলিয়া মহাশয়কে উপ / হার স্বরূপে প্রদান করিয়াছি এই "কাব্যসিন্ধুতত্ত্বসার" পুস্তক / খানিও মহাশয়কে তাহাই

বলিয়া উপহার স্বরূপে মহাশয়ের / কর কমলে প্রদান করিলাম নিবেদন ইতি।
মুখোপাধ্যায়োপাধিক / শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সূচীপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠাতে আছে—

পদ্যানুবাদকের নিবেদন

এই "কাব্যসিন্ধুতত্ত্বসার,, পুস্তক খানি সম্বন্ধে পাঠকমহোদয়গণকে অপর নূতন কিছু বলিবার নাই। যেহেতু ইহার সূচিপত্র পাঠ করিলেই সে সকল জানিতে পারিবেন। তৎপর "কাব্যরত্নসার সংগ্রহে,, যাহা ২ বলিয়াছি ইহাতেও আমার তাহাই উদ্দেশ্য; এক্ষণে পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য হইলে শ্রম সফল অনুভব করিব। নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক
শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা

আপনার মুখ আপুনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি প্রহষন, প্রভাসযজ্ঞ ১ম ২য় এবং তৃতীয় খণ্ড পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত্ ১ম ও ২য় স্কন্দ, চিত্তরঞ্জন পাচালী, প্রভাস মিলন, মৈথিলীমিলন, কৃষ্ণান্বেষণ, নলদময়ন্তি, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্ব্বাসার পারণ, রামের রাজ্যপ্রাপ্ত, কলঙ্কভঞ্জন, মান ভিক্ষা, বামন ভিক্ষা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসাদি নাটক, কবিতাদর্পণ, কাব্যরত্নসার সংগ্রহ ও আর ২ কএক খানি পুস্তক প্রণেতা।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী V. Tr. 408 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৯৮১।

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। **দীর্ঘ ১১৫ বছর পরে পুনর্মুদ্রিত হল।**

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আনন্দচন্দ্র। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. ও পরের বৎসর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে কিছুদিন ওকালতির পর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ফারসী, উর্দু, ওড়িয়া, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতি বহু ভাষা তাঁর অধিগত ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গদর্শন'-এ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে বাংলা দেশে বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় দিয়েছিলেন। 'রাজবালা', 'মিত্রবিলাপ', 'কবিতামালা', 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রভৃতি বহু বই লেখেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা,' ৪র্থ খণ্ড]

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২০.৫ × ১২.৫ সেমি। মূল আছে। অনুবাদ পাইকা। মূল ও পাদটীকা স্মল পাইকা। প্রথমে অনুবাদ ও পরে মূল প্রদত্ত। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + ভূমিকা ৮ + বই ৬০

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

ভূমিকা :

ভূমিকা।

আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্যানুবাদ আছে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব-মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পাইলাম যে শ্রীযুত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দো-বন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম যে তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন, আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গ-ভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা করিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম।

অনুবাদকালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তারাকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠাদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতের যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া এই অনুবাদপুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন এরূপ, দুইটী শ্লোক উত্তর মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকের পর রাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম। সংস্কৃত মেঘদূত আদ্যোপান্ত একই ছন্দে লিখিত। এ নিমিত্ত সমুদয় শ্লোকই একবিধ বাংগালা মিত্রাক্ষর কবিতায় অনুবাদ করিলাম। মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা করিবার নিমিত্ত মূল ও অনুবাদ একত্রে দেওয়া গেল।

মেঘদূতের উদ্দেশ্য ও কবিতা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন,

"কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ, আপন কর্ম্মে অবহেলা করাতে তিনি তাহাকে এই শাপ দেন, তোমায় একাকী এক বৎসর কাল রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে সে, অলকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, রামগিরিতে আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়ার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে অভিনব মেঘের আবির্ভাব দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া, তৎসমীপে দৌত্যভারগ্রহণ-প্রার্থনা জানাইল এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পথনির্দ্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

"কালিদাস যক্ষের পথ নির্দ্দেশ উপলক্ষে, এই খণ্ডবাক্যে নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, জনপদ, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা, যক্ষের আলয় ইত্যাদির, এবং পরিশেষে যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনে এরূপ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূত-ব্যতিরিক্ত আর কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র অংগীকৃত হইতেন।"

পূর্ব্বমেঘে যে সকল স্থান, নদী, গিরি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, টীকায় তাহাদের বর্ত্তমান নাম প্রভৃতি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধ্যাপক উইলসন সাহেব মেঘদূতের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, তাহার টীকা হইতেই প্রায় এই সকল বৃত্তান্ত সংকলিত হইয়াছে। উত্তর মেঘে অলকা, যক্ষের আলয় ও যক্ষ-পত্নীর অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা এত মনোহারিণী হইয়াছে, যে এরূপ বিষয়ে ইহার তুল্য বর্ণনা অন্য ভাষায় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

মেঘদূত কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি আর কয়েকখানি গ্রন্থও তাঁহারই রচনা বলিয়া সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তিনি উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন, এবং উক্ত নৃপতির সভায় নবরত্ন নামে খ্যাত যে নয় জন পণ্ডিত ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই বিক্রমাদিত্য কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে, ইনিই সংবৎ শাক প্রচলিত করেন। এক্ষণে সংবৎ ১৯৩৯ বৎসর চলিতেছে।

মেঘদূত হইতে কালিদাসের বিষয়ে যে যে কথা জানিতে পারা যায়, এস্থলে তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব মেঘের ১৪শ শ্লোক এইরূপ,—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি
দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

ইহার ব্যাখা করিতে গিয়া মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—

"অত্র ইদমপি অর্থান্তরং ধ্বনয়তি রসিকোনিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ পরাপাদিতানাং কালিদাসপ্রবন্ধদূষণানাং পরিহর্ত্তা যস্মিন্ স্থানে তস্মাৎ স্থানাৎ উদঙ্মুখো নির্দ্দোষিত্বাৎ উন্নতমুখঃ সন্ পথি সারস্বতমার্গে দিঙ্নাগানাং পূজায়াং বহুবচনম্ দিঙ্নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্ হস্তবিন্যাসপূর্ব্বকানি দূষণানি পরিহরন্ অদ্রেঃ অদ্রিকল্পস্য দিঙ্নাগাচার্য্যস্য শৃঙ্গং প্রাধান্যং হরতীতি হেতুনা সিদ্ধৈঃ সারস্বতসিদ্ধৈঃ মহাকবিভিঃ অঙ্গনাভিশ্চ দৃষ্টোৎসাহঃ সন্ খম্ উৎপত উচ্চৈর্ভব ইতি স্বপ্রবন্ধম্ আত্মানং বা প্রতি কবেরুক্তিরিতি।"

ইহা হইতে জানা যায় যে নিচুল নামক কবি কালিদাসের সহাধ্যায়ী ছিলেন। দিঙ্নাগাচার্য্য নামক একজন পণ্ডিত কালিদাসের গ্রন্থের দোষ দেখাইতে চেষ্টা করিলে, নিচুল কালিদাসের পক্ষ সমর্থন করেন। মল্লিনাথ যখন আপন টীকায় এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ইহা প্রামাণিক হইবার সম্ভাবনা ; কারণ, আমাদের দেশে এরূপ গূঢ়ার্থসংক্রান্ত কথা গ্রন্থকারের সময় হইতে শ্রুতিক্রমে পণ্ডিতপরম্পরায় চলিয়া আইসে।

কালিদাস মেঘদূতে যে ভাবে উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে উজ্জয়িনীর অধিবাসী বলিয়া অনুমান হয়। যক্ষ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা যাইবার পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। দশার্ণ প্রদেশের রাজধানী বিদিশানাম্নী নগরীর নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত পথ বর্ণনা করিয়া বলিতেছে,—

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখোমাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।

বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥
যদিও উত্তরে যেতে পথ বক্র হয়,
ভুলিও না উজ্জয়িনীসৌধোৎসঙ্গসনে
করিবারে পরিচয়, পৌরাঙ্গনাচয়
চপলা-চমক দেখি চকিতনয়নে
চঞ্চল কটাক্ষমালা করি বরিষণ
না হেরিলে তোমা, তব বিফল জীবন।

বিদিশা হইতে উজ্জয়িনী যাইতে হইলে, দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হয়। মেঘের গন্তব্য স্থান অলকা বিদিশার উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী। কবি প্রিয় উজ্জয়িনী বর্ণনা করিবার নিমিত্ত মেঘের পথ বক্র করিয়া দিলেন। পূর্ব্বমেঘের ৩০ শ্লোকে আবার উজ্জয়িনীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈ হৃর্তমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।
অল্পমাত্র থাকে যবে পুণ্যফল যত,
অবশিষ্ট পুণ্যে যেন ধরাগামী নর,
আনিয়াছে স্বর্গখণ্ড এমন সুন্দর।

ইহার ভাবার্থ এই হইতেছে যে পুণ্যাত্মা লোকে স্বর্গভোগ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে যাইবার সময়ে যেন স্বর্গের একখণ্ড সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহাতে কি এইরূপ ইঙ্গিত লক্ষিত হয় না যে উজ্জয়িনীতেই কবি জন্ম গ্রহণ করেন? এরূপ অনুমান সত্য হউক বা না হউক, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে উজ্জয়িনীই তাঁহার প্রিয় বাসস্থান এবং তথায় এমন অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহাদিগকে তিনি বিশেষ ভক্তি ও ও শ্রদ্ধা করিতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তিনি যে প্রকারে মেঘের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে তিনি ভারতবর্ষের অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

ঐ ৩০ শ্লোকের প্রারম্ভেই লিখিত আছে।

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্,
পাইয়া অবন্তী, যথা গ্রামবৃদ্ধগণ
জানে উদয়নকথা।

ইহাতে অনুমান হয় যে কালিদাসের সময়ে উদয়নকথাবিষয়ে কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। অবন্তী প্রদেশের গ্রামবৃদ্ধদের মুখে ঐ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কালিদাস এইমাত্র জানিতেন। শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে ও সোমদেবের কথা-সরিৎ-সাগরে বৎসরাজ উদয়নের উপাখ্যান আছে। অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মতে সোমদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। রত্নাবলী যে শ্রীহর্ষের নামে চলিতেছে, তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কান্যকুব্জের রাজা ছিলেন।

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ তাঁহার রাজত্বকালে এদেশে আসিয়া তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত দেখেন। সুতরাং যদি উদয়নকথা কালিদাসের সময়ে লিপিবন্ধ না হইয়া থাকে, ঐ সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ববর্ত্তী হইবে।

এই মীমাংসার সমর্থনার্থ আর একটী কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাণভট্ট কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের সভাসদ্ ছিলেন, এবং হর্ষচরিত নামক গ্রন্থে ঐ রাজার জীবনচরিত লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের একস্থলে কালিদাস সম্বন্ধীয় এই শ্লোকটী আছে,—

নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসাদ্রাষু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥"

অর্থাৎ

মধুরসাদ্র মঞ্জরীবৎ কালিদাসের সদুক্তিতে কাহার না প্রীতি জন্মে ?

বাণভট্টের এইরূপ উল্লেখ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কালিদাস তাঁহার পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্টঘটখ (ক) র্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানিবৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বিখ্যাত বরাহমিহির ও বররুচি বিক্রমাদিত্য রাজার সভার নব রত্ন।

এই শ্লোক যদি প্রামাণিক হয়, তবে বলিতে হইবে যে কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক ; কারণ, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির যে এই শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ ৺ডাক্তার ভাওদাজী ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্য নামক গ্রন্থের টীকা হইতে এই কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।*

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ" অর্থাৎ, ৫০৯ শকাব্দে বরাহ মিহিরাচার্য্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ইহাতে বরাহমিহিরের মৃত্যু কাল খ্রীষ্টীয় ৫৮৭ অব্দ হয়।

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুক সাহেব জ্যোতিষিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বরাহমিহির কলির ৩৬০০ বৎসরের পর অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দের বা ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্বিদ্‌গণ বরাহমিহিরের যে কাল নির্দ্দেশ করেন তাহার সহিত ইহার প্রভেদ ছয় বৎসর মাত্র। † যদি উক্ত জ্যোতির্বিদ্‌গণের নির্দ্দিষ্ট ৪২৭ শক বা ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ

---

* See Journal, Royal Asiatic Society, Vol I. p. 407.

† See Colebrooke's Essays (Cowell's Edition) Vol. II. p. 434.

বরাহমিহিরের জন্মকাল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ৫০৯ শকাব্দে বা ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আর একটী কথারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পঞ্চতন্ত্রে জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের নামোল্লেখ আছে। এই পঞ্চতন্ত্র পারস্য দেশাধিপতি নশিরবানের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পহ্লবী বা প্রাচীন পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হয়। ‡

কিন্তু নবরত্নসংক্রান্ত শ্লোক প্রামাণিক কি না, এবিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। এই শ্লোক জ্যোতির্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের লেখক কালিদাস বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া কহেন—

> শঙ্কাদিপণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে
> জ্যোতির্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ।
> শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্যবুদ্ধে
> স্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ।
> কাব্যত্রয়ং সুমতিকৃদ্ রঘুবংশপূর্ব্বং
> জাতং যতো ননু কিয়চ্ছ্রুতিকর্ম্মবাদঃ।
> জ্যোতির্ব্বিদাভরণকালবিধানশাস্ত্রং
> শ্রীকালিদাসকবিতো হি ততো বভূব॥
> বর্ষৈঃসিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌসংমিতে
> মাসে মাধবসংজ্ঞিতেঽত্র বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ।

শঙ্কু প্রভৃতি প্রধান পণ্ডিতগণ, অনেক কবি, ও বরাহ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ প্রভূতবুদ্ধি শ্রীবিক্রমাদিত্যের পণ্ডিতসভায় ছিলেন; আমি নীতিপ্রিয় কালিদাসও তাঁহাদের সঙ্গী ছিলাম; সুবুদ্ধিজনক রঘুবংশপ্রভৃতি কাব্যত্রয় ও শ্রুতিকর্ম্মবাদ যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই কবি কালিদাস হইতে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক কাল-বিধান শাস্ত্রও উদ্ভূত হইল। ৩০৬৮ কলিগতাব্দে বৈশাখমাসে গ্রন্থ রচনারম্ভ হয়।

এক্ষণে কলির ৪৯৮৩ বৎসত গত হইয়াছে। সুতরাং উপরিধৃত শ্লোকগুলি প্রামাণিক হইলে (৪৯৮৩—৩০৬৮) অর্থাৎ ১৯১৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪ সংবতে বা খ্রীষ্টের জন্মের ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই কাব্যত্রয় লিখিবার পর জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচনা করেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদাভরণের অনেক স্থানে জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের নামোল্লেখ আছে; এমন কি, গ্রন্থকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে বরাহমিহিরাদির মত অবলম্বন করিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত আছে,

> অন্যাসদুক্তিবিহিতোদ্গমপঙ্করাশিনঃ

‡ Ibid p. 434.

ব্যর্থানিহং বিরচয়ামি বারোক্তিযুক্তৈঃ।
মত্বা বরাহমিহিরাদিমতৈরনেকৈ
জ্যোতির্বিদাভরণমপ্যনসম্মতার্হম্ ॥

অন্যের অসদুক্তিবিহিত উদয়, শঙ্ক ও রাশি ব্যর্থ জানিয়া অনেক সদুক্তিযুক্ত বরাহমিহিরাদির মতে আমি জ্ঞানিগণের সম্মতিযোগ্য জ্যোতির্বিদাভরণ রচনা করিতেছি।

বরাহমিহির যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। যে গ্রন্থ তাঁহার মতানুসারে লিখিত সে গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে রচিত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং জ্যোতির্বিদা-ভরণকার ৩০৬৮ কলিগতাব্দে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৩ অব্দে যে উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এ কথা মিথ্যা হইতেছে। এরূপ মিথ্যা কথা যে লিখিতে পারে, সে রঘুকার কালিদাসের নাম দিয়া আপনার গ্রন্থ চালাইতে যাইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ জ্যোতির্বিদাভরণের রচনা এরূপ নানা দোষে দূষিত যে তাহা কখনও কালিদাসের লেখনীসম্ভূত হইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থের যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে যিনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত পূর্ব্বে রচনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখনী হইতে পরে এইরূপ শ্লোক নিঃসৃত হইতে পারে কি না।

কলিকাতা,
১২৮৯ সাল, ২৫এ কার্ত্তিক। } শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

প্রাপ্তিস্থান প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 182. Nc/ 882.3 ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেঙ্গলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী বাং / কাঃ ৩০৪ নং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৩০১৬, ৩১৮১, ৬৯৭৯, বি ৫৯ (মুদ্রিত তালিকা) বর্তমান প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ৮৯১-২১১২ কালি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (সাবিত্রী লাইব্রেরী সংগ্রহ) ১০০৫

লেখকের জীবদ্দশায় ও পরে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘ ১০৮ বছর পরে প্রকাশিত হল।

কিশোরী মোহন সেন : এঁর সম্পর্কে আপাতত কিছু জানা যায়নি। ইনি কেবলমাত্র পূর্বমেঘের অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ (ফাল্গুন ১২৯১) খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—২৬·৫ × ১০ সেমি। অনুবাদ পাইকা। মূল নেই। শ্লোক সংখ্যা নেই।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + বিজ্ঞাপন ১ + বিপরীত × + বই ৫০।

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞাপন : নূতন লেখকের প্রথমে অনুবাদ-হস্তে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা আছে। অতএব, মেঘদূতের অনুবাদ লিখিত, মুদ্রিত, ও

প্রকাশিত হইল। এতৎ পাঠে যদিও কেহ তৃপ্তি বোধ করেন, তাহা হইলেও আমি যেমত গৌরব করিতে পারি না, কারণ ইহা আমার নহে, কালিদাসের জিনিষ ; সেইরূপ, ইহা সাধারণের অপ্রীতিকর হইলেও, আমাকে বিশেষ লজ্জিত হইতে হইবে না, কারণ কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এপর্য্যন্ত কেহই যশস্বী হইতে পারেন নাই। যে ক্ষেত্রে মহারথীগণও ভঙ্গ দিয়াছেন, আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমাকে ধরিয়া নিশ্চয়ই কেহ পীড়াপীড়ি করিবেন না।

১ নং নরসিং লেন
কলিকাতা।
ফাল্গুন ১২৯১।

শ্রীকিশোরী মোহন সেন।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 182. Nd/884.10 বালী সাধারণ গ্রন্থাগার কা ১২৮

লেখকের জীবদ্দশায় বা পরে কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘ ১০৭ বছর পরে পুনরায় প্রকাশিত হল।

জগদীশ্বর গুপ্ত : ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গোপীকৃষ্ণ। পিতামহ প্রাণকৃষ্ণ গুপ্ত প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ফলে পিতার আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হন। বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি করেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। 'শ্রীচৈতন্যলীলামৃত', 'লীলাস্তবক', 'রামমোহন রায় চরিত' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক', ১ম ভাগ]

গ্রন্থবিবরণ এরূপ—১৭ × ১১ সেমি। মূল নেই। অনুবাদ পাইকা। পাদটীকা স্মল পাইকা। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ বিভাগ আছে।

নামপত্র ১ + বিপরীত × + উৎসর্গ ১ + বিপরীত × + বিজ্ঞাপন ২ + বই ৫৫

নামপত্র : আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।

উৎসর্গ : উৎসর্গ পত্র। / ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ/মহাশয় শ্রীচরণেষু।

গুরুদেব। / এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে সংস্কৃত ভাষার বীজ সর্ব্বপ্রথমে / আপনিই বপন করিয়াছিলেন / "মেঘদূতের" / এই বঙ্গানুবাদ নিতান্ত অযোগ্য হইলেও ইহা / আপনার হস্তার্জ্জিত বৃক্ষের ফল। অতএব / আপনি ইহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবেন / এই ভরসায়, আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে / সাহসী হইলাম। নিবেদন ইতি

বাগেরহাট
আষাঢ়,
১২৯২।

প্রণত ছাত্র
শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন : আজ প্রায় সাত বৎসর অতীত হইতে চলিল, সংস্কৃত মেঘদূত কাব্য" বাংগলায় অনুবাদ করিয়াছিলাম। তাহাই সংশোধন পূর্ব্বক এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিতেছি।

"মেঘদূত" প্রথম অধ্যয়ন কালে যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, আজি এই কার্য্যক্ষেত্রের বৈচিত্র্যহীন জীবনে তাহার মধুর স্মৃতি টুকু মাত্র মনে জাগিতেছে। এই কাব্য আমার এত ভাল লাগিয়াছিল, যে প্রথম দিনেই ইহার প্রথম শ্লোকানু-বাদের লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। ইহাতেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত পণ্ডিতগণ যে দুরূহ কার্য্যে হাত দিয়া তেমন সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্ষুদ্রশক্তি আমি, কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সাধারণতঃ অনুবাদ যত সহজ-সাধ্য বলিয়া লোকের ধারণা আছে, বাস্তবিক তাহা তত সহজ নহে। বিশেষ কাব্যানুবাদ। সকল কাব্যই প্রধানতঃ ছবি ও গান। ছবি অন্যকে যেমন বুঝান যায়, গান অর্থাৎ রস তেমন বুঝান যায় না,— কেন না তাহা নিজে অনুভব করিতে হয়। অনুবাদে মূলের এই ছবি ও গান স্থিরতর রাখা আমাদের কাছে অসম্ভব বোধ হয়—প্রথম শ্রেণীর কবিরা যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হন, বলিতে পারি না। কিন্তু কাব্যের ছবি অনুবাদে প্রতি-ফলিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মেঘদূতের গান আজি পর্য্যন্ত কোন অনুবাদক রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু অনুবাদে ইহার অপূর্ব্ব ছবির কিয়দংশমাত্রও যদি সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকদের মনে অংকিত হওয়ার সহায়তা করে, তাহাই যথেষ্ট লাভ। অনুবাদকের আশা এবং সান্ত্বনা এই টুকু মাত্র—নহিলে "রসের সাগর" মেঘদূতের এই দীন অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আমরা মহাকবির প্রতি যে নিতান্ত অবিচার করিতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া বাহুল্য।

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ॥ আলিপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরী 182. Nd/885.5 (1) ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি বেংগলি ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী ব্যাং / কাঃ ২১০ নং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বি ১০৪ (মুদ্রিত তালিকা) বর্তমান প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা ৮৯১·২১১২ / কালি, বংগীয় সাহিত্য পরিষৎ (সাবিত্রী লাইব্রেরী সংগ্রহ) ১৮৪

লেখকের জীবদ্দশায় ও পরে আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। দীর্ঘ ১০৬ বছর পরে পুনর্মুদ্রিত হল।

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় : ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর বর্ধমান জেলার ফুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামনারায়ণ। হুগলী মহসীন কলেজে পড়াশোনা করেন। ইংরেজি, সংস্কৃত ও ওড়িয়াতে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তাঁর কবিতাদি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ছয় মাস অধ্যাপনার পর আয়কর অফিসর ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ক্রমে ডেপুটি

ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সুনামের সঙ্গে চাকরি করে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অবসর নেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী' এবং 'শূরসুন্দরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কালিদাসের ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত-এর অনুবাদ করেন। মেঘদূতের অনুবাদ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তাঁর মৃত্যু হয়। [বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ৩য় খণ্ড, শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মহাকবি রঙ্গলাল' ও অরুণা চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'উনিশ শতকের কবি রঙ্গলাল']

শিবলাল বন্দোপাধ্যায় ১৩৬৬ সালের ভাদ্র মাসে (ইং আগষ্ট ১৯৫৯) 'রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ' নামে একখানি গ্রন্থ সম্পাদিত করে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত বইগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল—কলিকাতা কল্পলতা, বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ, উমা, মেঘদূত, ঋতু-সংহার ও অলঙ্কার শাস্ত্র। এছাড়া, কিছু বিবিধ রচনা ছিল। সম্পাদক শিবলাল বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত মেঘদূতের ভূমিকায় এরূপ লিখেছেন—

—সংগ্রাহকের মন্তব্য—

মহাকবি রঙ্গলাল যে তাঁর জীবৎমানের কোন্ সময় মেঘদূতের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মেঘদূত কাব্যখানি কবিশ্রেষ্ঠ কালি-দাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হইলেও সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় মহাকবি যেন উম্মাদ ভাবে এই কাব্যে আদিরসের প্রবল বন্যা ছুটাইয়াছেন। কবি হিসাবে অন্যান্য কবিদের মত রঙ্গলালেরও কালিদাসের প্রতি একটা আন্তরিক মমত্ব ছিল এবং সেজন্য তিনি প্রথম জীবনে কালিদাস কৃত কুমার-সম্ভবের পদ্যানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মেঘদূতে যে ভাবে আদিরস বর্ণিত হইয়াছে রঙ্গলাল তাহা প্রশ্রয় দানে কুণ্ঠিত। সম্ভবত সেই কারণে মেঘদূত কালিদাস রচিত গ্রন্থ হইলেও এবং বহু যত্নে তাহার পদ্যানুবাদ সম্পাদন করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন নাই। তিনি নিজকৃত গ্রন্থখানি প্রকাশ না করিলেও মেঘদূত কাব্যের একাধিক গদ্য ও পদ্যানুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, দেশের শিক্ষিতগণ আদিরস উপেক্ষা করিয়া মেঘদূতের কাব্যরস উপভোগ করিবার মত মানসিক ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়াছেন। প্রায় পৌনে একশত বর্ষ হইতে চলিল রঙ্গলালের তিরোধান হইয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্য জগৎ সম্পূর্ণ ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে—তাই রঙ্গলালের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁর জীর্ণ এবং অবগলিত পাণ্ডুলিপি হইতে বহুকষ্টে উদ্ধার করিয়া তৎরচিত মেঘদূত সাধারণে প্রকাশ করিবার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ইহা প্রকাশে যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা স্বর্গীয় কবি ক্ষমা করিবেন।

যে জীর্ণ পাণ্ডুলিপি হইতে "মেঘদূত" উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থান এমন ভাবে পর্য্যুদস্ত যে বহুস্থল কেবলমাত্র অনুমানের

উপর নির্ভর করিয়া পদাংশ নকল করিতে হইয়াছে—ফলে, সমস্ত স্থলেই যে কবির রচনা সঠিক মত নকল করা গিয়াছে এমন কথা অকাতরে বলা চলে না। যে শ্লোকগুলি এরূপ বহুকষ্টেই উদ্ধার করা হইয়াছে সেগুলির নির্দ্দেশক সংখ্যার পাশে —এরূপ চিহ্ন দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক যে, রঙ্গলাল তাঁর গ্রন্থ মাত্রেই পাদটীকা সংযোজনা করিয়াছিলেন। ওই গ্রন্থের উত্তর-মেঘ অংশের পাদটীকাগুলি উদ্ধার করিয়া গ্রন্থ মধ্যে পরিবেশিত করা হইল কিন্তু পূর্বমেঘ অংশের কোন পাদ-টীকাই উদ্ধার করিতে না পারায় দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, সেই পাদটীকাগুলি উদ্ধার করিতে পারিলে মেঘদূত সম্পর্কে নূতন কিছু আলোক পাত করা সম্ভব হইত।

শিবলাল বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'রঙ্গলাল রচনা সংগ্রহ'-এর বিবরণ এরূপ—

১২ × ১৮ সেমি। পাইকা।

নামপত্র ১+বিপরীত+সূচীপত্র ২+বই ৪২৬+সম্পাদক প্রণীত অন্যান্য বইয়ের সম্পর্কে অভিমত ৬ [মেঘদূত ২১৫—২৬৬, মূল নেই]

প্রাপ্তিস্থান ও প্রাপ্তিসূচক সংখ্যা॥ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী 759.8/001.50

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১১	দশয়োম্বীং	দর্শয়োম্বীং
১১	১১	স্বত্‌সরোধা	স্বত্‌সংরোধা
১৬	৮	প্রত্নক্তং	প্রত্যুক্তং
২৬	৩৫	embace	embrace
৩০	১২	fleld	field
৩০	১৮	shrnking	shrinking
৩০	২৪	mourad	mourned
৩৬	৩৬	questons	questions
৫২	১৯	পুম্বর্বাম্ধ	পুম্বর্বার্ধ
৭৯	১০	তুমি ও হে	তুমিও হে
৮৮	১২	দূরে যাব	দূরে যার
৮৯	১৯	ভাবে ভারা	ভাবে তারা
১০৪	২৩	নীল নিলোচ	নীল নিচোল
১১৭	১	মরি মরি	মরি মরি মরি
১৭৬	পাদটীকা	পুরাণে	পুরাণেঃ
২১৬	১৭	উপভেগ	উপভোগ
২৩১	১৮	দেবদার	দেবদারু
২৫৭	৮	শেলে	শৈলে
৩২৯	২২	উংসঙ্গ	উৎসঙ্গ
৩৪৪	১৮	"দেউড়"	"দেউড়ী"

পরবর্তী খণ্ড ও অনুবাদক [সম্ভাব্য]

দ্বিতীয় খণ্ড

১৮৯১ হৃষীকেশ শাস্ত্রী
১৮৯১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৯৩ বরদাচরণ মিত্র
১৮৯৫ Annadaprasad Basu
১৮৯৭ রঘুনাথ শুকুল
১৮৯৯ কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস
১৯০৩ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত
১৯০৬ সতীশচন্দ্র রায়

তৃতীয় খণ্ড

১৯০৬ S. C. Sarkar
১৯০৮ অখিলচন্দ্র পালিত
১৯১০ নিতাইচাঁদ শীল
১৯১৩ সতীশচন্দ্র সেন
১৯১৭ পাঁচকড়ি ঘোষ
১৯১৯ দ্বারকানাথ মুখো[illegible]ায়
১৯২৫ হরিপদ ভট্টাচার্য
১৯২৫ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯২৯ নরেন্দ্র দেব (অনুমতি-সাপেক্ষে)

চতুর্থ খণ্ড

১৯৩০ শ্যামাচরণ কবিরত্ন
১৯৩১ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৩৩ যামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য (অনুমতি সাপেক্ষে)
১৯৩৪ ক্ষিতিনাথ ঘোষ
১৯৩৬ কৃষ্ণদয়াল বসু (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৩৮ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৯৩৮ মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৯৪৪ অসিতকুমার হালদার (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৪৬ M. C. Dutta
১৯৪৬ M. V. Bose

পঞ্চম খণ্ড

১৯৪৮ অমলেন্দু গুপ্ত (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৫৩ স্পর্শমণি
১৯৫৭ বুদ্ধদেব বসু (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৫২ মল্লিনাথ (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৫৭ ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক (অনুমতি-সাপেক্ষে)
১৯৬৩ কালিদাস রায় (অনুমতি-সাপেক্ষে)

ষষ্ঠ খণ্ড

মেঘদূত-নির্ভর রচনা

সপ্তম খণ্ড

মেঘদূত-বিষয়ক আলোচনা